গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন :

উদ্বোধকের ভাষণ : শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ॥

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ : বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

মূল-সভাপতির ভাষণ : রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ॥

বীরভূম পরিচিতি ॥

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার অধিবেশনে আলোচ্য প্রবন্ধাবলী ॥

মূল আলোচ্য প্রবন্ধ ॥

শুভেচ্ছাবাণী ॥

সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ॥

গৃহীত প্রস্তাবাবলী ॥

সম্পাদকীয় ॥

চতুর্দশ বর্ষ | ১ম ও ২য় সংখ্যা | বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১

রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

শ্রদ্ধার্ঘ

বিমল কুমার দত্তের

রবীন্দ্র-সাহিত্যে গ্রন্থাগার

২'০০

"বই রবীন্দ্রনাথ ভালবাসতেন, গ্রন্থাগার ছিল তাঁর চিত্তের বিশ্রাম; এই দুইকে অবলম্বন করে তাঁর কল্পনা অনেক সময় মুক্তি পেয়েছে। বিমলকুমারের লেখায় রবীন্দ্রনাথের বোধ, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের এই দিকটা সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নানা উক্তি ও রচনাগুলোর উদ্ধারও করা হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা ভালো।"

—নীহার রঞ্জন রায়

॥ বিষয় সূচী ॥

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—গ্রন্থাগারের স্বরূপ—প্রাচীনকালের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার—গ্রন্থাগারের দায়—পুস্তক ব্যবহার সম্প্রসারণ—পুস্তক পাঠের সুফল—অত্যধিক পুস্তক পাঠের কুফল—পাঠক চরিত্রের বিভিন্ন রূপ—গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কার্যধারা—ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার—গ্রন্থাগারের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ—পুঁথিপত্রের প্রতি শিশু ও কীটপতঙ্গের মনোভাব—গ্রন্থাগারদরদী রবীন্দ্রনাথ—গ্রন্থপঞ্জী।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

শশিভূষণ দাশগুপ্ত : গ্রন্থজগতের দুই একটি কথা ॥
রাজকুমার মুখোপাধ্যায় : কাগজ ॥
প্রমীলচন্দ্র বসু : শশিভূষণ দাশগুপ্ত ॥
শশিভূষণ দাশগুপ্তের কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই ॥
Dr. Lancour এবং Dr. Litchfield এর ভাষণ ॥
গ্রন্থাগার সংবাদ ॥
বার্তা বিচিত্রা ॥
সম্পাদকীয় ॥

চতুর্দশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা | শ্রাবণ ১৩৭১

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় : একখানি বই কিভাবে তৈরি হয় ॥

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত : কোলন বর্গীকরণ প্রসঙ্গে ॥

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের বর্গীকরণ ও ডিউই ॥

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : ইংরেজ আমলে পাঠনিষিদ্ধ পত্রপত্রিকা ও পুস্তক ॥

গ্রন্থাগার সংবাদ ॥

বার্তা বিচিত্রা ॥

সম্পাদকীয় ॥

চতুর্দশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা | ভাদ্র ১৩৭১

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় : বই ছাপা ॥
সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় : উইলিয়াম কেরীর অপ্রকাশিত রচনা ॥
অরুণ ঘোষ : বৃত্তি ও স্বীকৃতি ॥
বনবিহারী মোদক : লেন দেন ॥
তপন সেনগুপ্ত : সূচী ও মনীষী ॥
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : ইংরেজ আমলে পাঠনিষিদ্ধ
পত্রপত্রিকা ও পুস্তক ॥
অমিতাভ বসু : বয়স্ক শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ॥
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য পুস্তক ॥
বার্তা বিচিত্রা ॥
গ্রন্থাগার সংবাদ ॥
সম্পাদকীয় ॥

চতুর্দশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা | আশ্বিন ১৩৭১

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : বিবলিওথেরাপি ॥
অরবিন্দ ভূষণ সেনগুপ্ত : জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন ॥
রাজকুমার মুখোপাধ্যায় : নামপত্রের ক্রমবিকাশ ॥
সন্তোষ কুমার বসু : গ্রন্থাগার জগতে চাক্ষুষ শিক্ষা
ও চাক্ষুষ মাধ্যমের উপযোগিতা ॥
অজয় রঞ্জন চক্রবর্তী : সংবাদপত্র সংরক্ষণ প্রসঙ্গে ॥
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল ॥
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ডিপ্লোমা পরীক্ষার ফলাফল ॥
গ্রন্থাগার সংবাদ ॥
পরিষদকথা ॥
সম্পাদকীয় ॥

চতুর্দশ বর্ষ সপ্তম সংখ্যা কার্তিক ১৩৭১

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

অরবিন্দ ভূষণ সেনগুপ্ত : জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন ॥

বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : দৃষ্টিহীনের দৃষ্টিপ্রদীপ

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় : ছাপার কাজ ॥

সুশান্ত কুমার হাজরা : পুরুলিয়া জেলা ও তাহার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ॥

গোপাল চন্দ্র পাল : পরিক্রমা ॥

পরিষদকথা ॥

সম্পাদকীয় ॥

চতুর্দশ বর্ষ | অষ্টম সংখ্যা | অগ্রহায়ণ ১৩৭১

রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

শ্রদ্ধার্ঘ

বিমল কুমার দত্তের

রবীন্দ্র-সাহিত্যে গ্রন্থাগার

২'০০

"বই রবীন্দ্রনাথ ভালবাসতেন, গ্রন্থাগার ছিল তাঁর চিত্তের বিশ্রাম; এই দুইকে অবলম্বন করে তাঁর কল্পনা অনেক সময় মুক্তি পেয়েছে। বিমলকুমারের লেখায় রবীন্দ্রনাথের বোধ, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের এই দিকটা সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নানা উক্তি ও রচনাগুলো উদ্ধারও করা হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা ভালো।"

—নীহার রঞ্জন রায়

পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই

গ্রন্থকার নামা—প্রমীলচন্দ্র বসু	২'০০
গ্রন্থবিদ্যা—আদিত্য ওহদেদার	৪'০০
রবীন্দ্র চর্চা : গ্রন্থপঞ্জী—কৃষ্ণা দত্ত	০'৫০
গ্রন্থাগার ও লোকশিক্ষা—বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়	২'৫০
Library Personality & Library Bill for West Bengal—Ranganathan, S. R.	২'০০

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় : গ্রন্থাগার ও সমাজ বিপ্লব ॥

সুশান্ত কুমার হাজরা : কোলন ও ডিউইতে অর্থশাস্ত্র ॥

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় : ছাপার ইতিহাস ॥

বনবিহারী মোদক : পাঠরুচি ও পাঠকমন ॥

গ্রন্থাগার সংবাদ ॥

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ডিপ্লোমা পরীক্ষার ফলাফল ॥

পরিষদকথা ॥

সম্পাদকীয় ॥

চতুর্দশ বর্ষ　　দশম সংখ্যা　　মাঘ ১৩৭১

গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- গ্রন্থাগারের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৫ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে বিনামূল্যে পত্রিকা দেওয়া হয়।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ডাক টিকিট ঠিকানা যুক্ত খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পুস্তক পাঠাতে হয়।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ পত্রিকার সান্ধ্য কার্যালয় ৩৩ হুজুরীমল লেনে রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন বিকাল চারটে থেকে রাত নয়টার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭৩৫৫
- গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫ টাকা
,, ,, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৪০ টাকা
মলাটের তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০ টাকা
,, ,, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৩৫ টাকা
মলাটের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০ টাকা
,, ,, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৫৫ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০ টাকা
,, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	২৬ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫ টাকা

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় : অলঙ্কার ও ছবি ॥

জে. ও. ফ্যাডারো : ইংলণ্ডের বর্তমান বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ॥

বিমল কান্তি সেন : ডিউই বর্গীকরণের ৮৯০ ও দেশীয় সাহিত্য ॥

দিলা মুখোপাধ্যায় : সমাজ ও গ্রন্থাগার ॥

কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য : গ্রন্থ সমালোচনা ॥

গ্রন্থাগার সংবাদ ॥

পরিষদকথা ॥

সম্পাদকীয় ॥

চতুর্দশ বর্ষ | একাদশ সংখ্যা | ফাল্গুন ১৩৭১

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, মর্যাদা ও অবস্থা উন্নয়নে
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পবিষদের দাবী ॥

জয়কৃষ্ণ লস্কর : সমস্যা ও সমাধান ॥

সুচিত্রা ঘোষ : দীঘায় দ্বিতীয় কলেজ গ্রন্থাগাব সম্মেলন ॥

গ্রন্থাগার কর্মীদেল বেতন ও মর্যাদার দাবী ॥

গ্রন্থাগার সংবাদ ॥

পরিষদ কথা ॥

পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় গ্রন্থাগাব প্রকল্প ॥

সম্পাদকীয় : গ্রন্থাগাম কর্মীদেব সমস্যা ও আত্মসমীক্ষা ॥

চতুর্দশ বর্ষ | দ্বাদশ সংখ্যা | চৈত্র ১৩৭১

গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- গ্রন্থাগারের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৫ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে বিনামূল্যে পত্রিকা দেওয়া হয়।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ডাক টিকিট ও ঠিকানা যুক্ত খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পুস্তক পাঠাতে হয়।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ পত্রিকার সান্ধ্য কার্যালয় ৩৩ হুজুরীমল লেনে রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন বিকাল চারটে থেকে রাত নয়টার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪ ৭৩৫৫
- গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫ টাকা
,, ,, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৪০ টাকা
মলাটের তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০ টাকা
,, ,, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৩৫ টাকা
মলাটের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০ টাকা
,, ,, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৫৫ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০ টাকা
,, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	২৬ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫ টাকা

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১৪শ বর্ষ] বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ : ১৩৭১ [১ম সংখ্যা

অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের বিবরণ

উদ্বোধন অভিভাষণ

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষ্যে সমাগত গ্রন্থাগার ও সমাজকর্মিদলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনাদের এই সম্মেলন আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ জাতি গঠনের দুরূহ কাজে সরকার ও জনসাধারণের সহযোগিতা সর্বস্তরে একান্তভাবে প্রয়োজন। বস্তুতঃ সরকারী ও বেসরকারী উভয় চিন্তা ও উভয় প্রচেষ্টা সংযুক্ত ও পরস্পরের অনুপূরক না হলে আমাদের জাতীয় জীবনের কোন সমস্যারই দ্রুত সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশের সরকার স্বাধীনতার পরবর্তী কালে গ্রন্থাগার-সমুন্নতির জন্য কিছু প্রচেষ্টা করেছেন। একথা নিঃসন্দেহ আমাদের যতটকু কাজ হ'য়েছে আমরা কখনই তাতে সন্তুষ্ট নই বা সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। আমাদের আরও উন্নতির পথে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এবং মধ্যে মধ্যেই আমাদের আত্মসমীক্ষা ক'রে, কাজের আরও উন্নতির ক্ষেত্রগুলো বুঝতে হবে। বিশেষ আনন্দের কথা আমাদের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সরকারী ও বেসরকারী কর্মী সকলে একত্র হ'য়ে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ ক'রে থাকেন।

জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগারের স্থান ও গুরুত্ব কতখানি, এ কথা আজ আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের গ্রন্থাগার-কর্মীদের মধ্যে এখনও গ্রন্থাগারের সর্বাধুনিক ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু দ্বিধা আছে। গ্রন্থাগার যে জনসংযোগের সর্বপ্রধান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র, এর দায়িত্ব ও কর্তব্য যে বহুমুখী একথা নীতিহিসাবে মেনে নিলেও আমরা বোধ হয় কাজে এখনও একথা প্রমাণ ক'রতে পারিনি। তা না হ'লে শিক্ষায় অগ্রসর ব'লে আমাদের এতকাল যে গর্ব ও অভিমান ছিল, সেই গর্ব আজ অন্য কয়েকটা রাজ্যের কাছে চূর্ণ হ'য়ে যেত না।

পশ্চিমবঙ্গের লোকদের অর্থ সঙ্গতি থাক্ বা না থাক, শিক্ষায় ভারতের অন্যান্য রাজ্যের শীর্ষেই এর স্থান ছিল। কিন্তু আমাদের গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা মোটামুটি অন্য অনেক রাজ্যের চেয়ে ভাল হ'লেও আমরা আজ অন্ততঃ পাঁচটা রাজ্যের কাছে জনশিক্ষার মানের বিচারে পরাভূত হ'য়ে গেছি। আমাদের দেশে গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব ছিল সাধারণতঃ সমাজকর্মীদের হাতে। সমাজ-উন্নয়নের সর্ববিধ কর্মক্ষেত্রেই তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যেত। ফলে যেখানে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা হ'ত সেখানে শিক্ষার প্রসারের জন্য কাজ করার লোকেরও অভাব হত না। সব রকম কাজের সমন্বয় সাধন করাও সহজ ছিল। স্বেচ্ছাকর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলার শিক্ষাগৌরবের ভিত্তি একদিন গ'ড়ে উঠেছিল। সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা আজ আপনারা আগের চেয়ে অনেক বেশী পাচ্ছেন। তবুও আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যরাজ্যের তুলনায় পেছিয়ে পড়ছি কেন এবং এর প্রতিবিধানই বা কি, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তর যদি আপনাবা এই সম্মেলনে ঠিক্ ক'রতে পারেন তা'হ'লে আপনাদের এত কষ্ট ক'রে আসা এবং অভ্যর্থনা সমিতির এত পরিশ্রম সব সার্থক হ'য়ে উঠ্‌বে।

এই প্রসঙ্গে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "লোকশিক্ষা" প্রবন্ধটির কথা স্বতঃই মনে পড়ে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় তথাকথিত উচ্চনীচের মধ্যে একটা আন্তরিক সংযোগ ছিল, এক জায়গায় অন্ততঃ আমরা সকলেই এক ছিলাম। তাই প্রাচীন কালে আমরা সকলেই সকলকে শিক্ষিত করার প্রয়োজন বুঝেছিলাম এবং সমাজে লোকশিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। বিদেশী শাসন ব্যবস্থায় এবং বিদেশী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে আমরা "উচ্চ-নীচ" বোধের বিরুদ্ধে যতই আপত্তি ক'রতে শিখি না কেন—আমরা যে মূলতঃ একই সমাজের এই কথাটাই আমরা ভুলে গেলাম। ফলে লোকশিক্ষার চল্‌তি নদীর মাঝখানে বাঁধ বেঁধে আমরা আমাদের সঙ্কীর্ণ লক্ষ্যে পৌঁছুবার ব্যবস্থা ক'রতে লেগে গেলাম। ফলে জনশিক্ষার সহজ স্রোত বন্ধ হ'য়ে গেল। রামা কৈবর্ত আর হরিবাবু যে একই সমাজের লোক, এককে অশিক্ষিত রেখে আর একের শিক্ষা যে সমাজ জীবনে জটিলতার সৃষ্টি করে বঙ্কিমবাবুর এই শিক্ষা আমরা ভুলে গেছি। আজ ঋষি বঙ্কিমের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আমাদের মনে রাখতে হবে মানুষকে ভালবাসা আর নিজের মনে করা প্রত্যেক সমাজ-কর্মীর প্রথম গুণ। একথা যদি মনে রাখি ত'াহ'লে জনশিক্ষায় পশ্চাৎপদ থেকে গ্রন্থাগার-সমুন্নতির বিলাস-চিন্তা আমাদের মনেও স্থান পাবে না।

এবারকার গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক রাজ্যের বিবেচনার জন্য একটা খস্‌ড়া গ্রন্থাগার আইন প্রচার ক'রেছেন। শিক্ষা রাজ্যের বিবেচ্য বিষয় ব'লে কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয়ে সুপারিশই ক'রেছেন নির্দেশ কিছু দেননি। গত কয়েক বছর ধ'রে গ্রন্থাগার পরিষদ্ এবং গ্রন্থাগার সম্মেলন এই আইন প্রণয়ণের দাবী তুলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ তাই আপনাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থাগার আইনের রূপ নিয়ে দেশে অনেকদিন থেকেই আলোচনা চ'লছে। বাইরের অন্যান্য সমুন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে আমাদের এ বিষয়ে নিশ্চয়ই শেখবার আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় এত প্রভেদ আছে এবং খাস ব্রিটেনে ওদের গ্রন্থাগার

আইন সম্বন্ধে এত জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে যে এই প্রশ্ন আপনাদের এবং রাজ্য সরকারকেও খুব ধীরভাবে বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। একথা নিশ্চয় বর্তমান অবস্থায় আমাদের যা অর্থ-সামর্থ তা' দিয়ে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার-পরিচালনার ব্যবস্থা করা যায় না। আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ় করবার জন্যে আমাদের একটা গ্রন্থাগার আইনের কথা ভাবতেই হবে। অন্য বিষয়ে অর্থের অপ্রাচুর্যের উল্লেখ না হ'য় নাই ক'রলাম, কিন্তু আমাদের গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলোকে বই কেনবার জন্যে যে আমরা বছরে এক টাকাও দিতে পারি না, এটা আমাদের পক্ষেইখুব অসহায়তার কথা। অথচ প'ড়তে চাওয়ার অপরাধে যদি পাঠকদের চাঁদার শাস্তি বহিতে হয় তা'হ'লে সার্বজনীন শিক্ষার প্রসারে যে খুব বড় একটা বাধার সৃষ্টি হয় একথা কখনই অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ সাধারণের গ্রন্থাগারকে নিঃশুল্ক ক'রতে হবে একথা আজ আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিজ্ঞান সংস্কৃতি পরিষদ্ দৃঢ়ভাবে প্রমাণ ক'রে দিয়েছে। যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ঐ লক্ষ্যে পৌছানর জন্যে আমাদের চেষ্টা ক'রতেই হবে। গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন যদি এর সর্বোত্তম পন্থা হয় তা'হ'লে আমাদের সে বিষয়ে চেষ্টিত হ'তেই হবে।

গ্রন্থাগার-কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্নও আজ সঙ্গত ভাবেই উঠেছে। আমাদের দেশের শিক্ষকেরা অনেকদিন পর্যন্ত উপযুক্ত বেতন পাননি। তবু সামাজিক স্বীকৃতি তাঁদের আর্থিক অনটনের দুঃখে খানিকটা সান্ত্বনা ছিল। গ্রন্থাগারিকতা এখনও আমাদের দেশে বৃত্তি হিসাবে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলোর তুলনায় আমরা এই পথে পদক্ষেপ করেছি মাত্র। গ্রন্থাগারিকদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ক'রতে হয়ত কিছুটা সময় লাগ্ছে। কিন্তু আজ হোক কাল হোক্ এই বৃত্তি উপযুক্ত স্বীকৃতি পাবেই পাবে। গ্রন্থাগারিকেরা জনজীবনের সঙ্গে যত বেশী ঘনিষ্ঠ হ'তে পার্বেন, মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে যত বেশী সাহায্য ক'রতে পারবেন তাঁদের এই স্বীকৃতি ততই ত্বরান্বিত হবে, ততই গৌরবময় হবে। বস্তুতঃ যে কোন বৃত্তির গৌরব ও মহিমা সেই বৃত্তি-আশ্রয়কারী ব্যক্তিদের যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা, সেবা প্রবৃত্তির উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল। গবেষণাকারী কৃতবিদ্যেরা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মিদল, ছাত্র জিজ্ঞাসু, সমস্যাপ্রপীড়িত, সংস্কৃতি প্রেমিক কর্মিদল। অবসর-বিনোদন-প্রয়াসী প্রতিষ্ঠিত বিত্তবান্ ব্যক্তি, খেয়াল-বিলাসী, সমাজ-কর্মিদল, স্বল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত, চাষী, মজুর, রুগ্ন, নীরোগ, সকলেরই সঙ্গে গ্রন্থাগারের যোগাযোগের যে দুর্লভ সুযোগ র'য়েছে বোধ হয় আর কোন বৃত্তির লোকের এই সুযোগ নেই। সুতরাং কয়েকদল সার্থক গ্রন্থাগারিক তৈরী হ'লেই এ বৃত্তির স্বীকৃতি অপ্রতিরোধ্য।

গ্রন্থাগারিকদের বেতনের প্রশ্ন সরকার সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা ক'রে দেখছেন। গ্রন্থাগারিকদের মোটামুটি শিক্ষকদের পর্যায়ভুক্ত মনে ক'রে উভয়কে একই রকম বেতন দেওয়ার নীতি সরকার স্বীকার করেন। খুবই আশা করা যায়, অনতিবিলম্বে এবং সম্ভবতঃ চতুর্থ পরিকল্পনায় এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

জনশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সে বিষয়ে গ্রন্থাগার-কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা আমি পূর্বেই উল্লেখ ক'রেছি। আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রেও আজ যুগান্তকারী পরিবর্তনের ঢেউ এসে প'ড়েছে। আমাদের জাতিকে শক্তিমান ও

সম্পন্ন ক'রে গ'ড়ে তুলতে হ'লে মাধ্যমিক শিক্ষার সমুন্নতির এই প্রয়াসকে আমাদের সার্থক ক'রে তুলতে হবে। বলা বাহুল্য ছাত্রদের পাঠ-প্রবৃত্তি সঞ্চার এই সার্থকতার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। এই সম্মেলনে মাধ্যমিক শিক্ষার সার্থকতার জন্য গ্রন্থাগার পরিচালনার কথাও আলোচিত হবে। আমি আশা করি এই আলোচনা আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ফলপ্রসূ ও সার্থক হবে।

আজ জাতি তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসর হচ্ছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অভিজ্ঞতায় আজ মুক্তকণ্ঠে বলা যেতে পারে যে শিক্ষার প্রসার ও ক্রমবর্দ্ধমান অর্থসঙ্গিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ও পরস্পর সাপেক্ষ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার প্রতিস্তরের অঙ্গস্বরূপ এবং জনশিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও গ্রন্থাগারের স্থান জাতীয় জীবনে আজ সর্বজন স্বীকৃত। সুতরাং আজ গ্রন্থাগার সম্মেলনের মাধ্যমে জনসাধারণের বিশেষতঃ গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রচেষ্টা সরকারী প্রচেষ্টারই পরিপূরক।

জাতি গঠনের বন্ধুর পথকে আপনাদের সম্মেলন আলোকোদ্ভাসিত করুক ইহাই কামনা। জয়হিন্দ্।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাননীয় অর্থমন্ত্রী, সভাপতি, শ্রদ্ধেয় গ্রন্থাগার প্রতিনিধিবৃন্দ ও আমন্ত্রিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইবার ভার আমার উপর অর্পিত হওয়ায় আমি একদিকে যেমন গৌরব বোধ করিতেছি, অন্যদিকে আপনাদের ন্যায় গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের স্বাগত জানাইবার ভাষা ও পথ না পাইয়া সংকুচিত হইতেছি। আমাদের আয়োজন সীমিত, পরিমিত, বহু ত্রুটিযুক্ত। আপনাদের উদারতা ও মহানুভবতা দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া লউন ইহাই প্রার্থনা।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ, আপনারা জ্ঞানভাণ্ডারের রক্ষক, বাংলার কৃষ্টি ও সভ্যতার ধারক, অজ্ঞান-তমসা দূরীকরণের বর্তিকা বাহক—আপনাদিগকে নমস্কার। বীরভূমের ইতিহাস ও ঐতিহ্য আপনাদের অবিদিত নয়। বাংলা দেশের প্রান্তবর্তী এই বীরভূম ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদূর ঝাড়খণ্ড হইতে ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতীতে, জনাকীর্ণ এই অঞ্চলের মধ্য দিয়াই বহু আক্রমণ বাংলাদেশের উপর চলিয়াছে, ফলে, এই ভূমিখণ্ডের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বারবার বিড়ম্বিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সভ্যতার সংঘাত ও সমন্বয় হেতু ইহা এক বিশেষ ঐতিহ্যের অধিকারী হইয়াছে। আপনারা জানেন এই দেশ বজ্রভূমি নামে প্রাচীন ইতিহাসে কথিত। গঙ্গার যোজনান্তরে অবস্থিত

এই পুণ্য ভূমি বজ্রসম কঠিন বীর পুরুষদের লীলা ভূমি ছিল; বৌদ্ধ তন্ত্রোক্ত বজ্রযান বীরাচারীদের সাধনপীঠ ছিল; সতীর অনেকগুলি দেহাংশে পবিত্রীকৃত, মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে বর্ণিত দেবাদিদেব মহাদেবের নিত্য অধিষ্ঠানে ধন্য এই পুণ্যভূমি শাক্ত ও শৈবদের তপস্যার ক্ষেত্র ছিল। এই সেই লাঢ় বা রাঢ়া প্রদেশ যেখানে জৈন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা প্রথম অহিংসার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। এই সেই প্রত্যন্ত প্রদেশ যেখানে বীর বংশীয় স্বাধীন নৃপতিগণ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শেষ রক্তবিন্দু পাত করিয়াছিলেন। সেন বংশের রাজত্বকালে, কেন্দু বিল্বের জয়দেব গোস্বামী গীত-গোবিন্দের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যে প্রেম লীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সহচর নিত্যানন্দের কীর্তনে বীরভূমে তাহার পূর্ণজাগরণ হইলে বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব সাহিত্য প্রবলতা লাভ করে ও চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস সুমধুর পদাবলী রচনা করিয়া বীরভূমকে ধন্য করেন। বর্তমান শতাব্দীতে আমরা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিশ্বকবির সাধন ক্ষেত্ররূপে বীরভূমকে দেখিতেছি; বিশ্বভারতীতে তাঁহার কাব্যলোকের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত।

গ্রন্থাগার প্রতিনিধিগণ, আপনারা জানেন বাংলা দেশে জাতীয়তা বোধের উন্মেষ কালে গ্রন্থাগার আন্দোলন সুরু হয়। বিদেশী সরকার তাহা দমন করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। জনসাধারণের সহযোগিতায় ও কয়েকজন দেশপ্রেমিকের অকুণ্ঠ চেষ্টায় বাংলা দেশের সর্বত্র, এমনকি পল্লীতে পল্লীতে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থাগারগুলির কোন কোনটির হয়ত নিজস্ব গৃহ ছিলনা, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও ছিলনা—বেতন ভোগী কর্মচারী থাকার কথাই উঠে না। বর্তমানে, দেশীয় সরকার সেই সকল গ্রন্থাগারের অনেকগুলিকে অর্থ সাহায্য করেন আবার অনেকগুলির জন্য গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন পুস্তক ও আসবাবপত্র কিনিয়া দিয়াছেন। এছাড়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে জেলা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, থানা গ্রন্থাগার প্রভৃতি ছোট বড় বহু গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছেন। ইহাদের জন্য গৃহ নির্মাণ পুস্তক ও আসবাব ক্রয় এবং পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন। ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গে জেলা গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ১৯, আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের (area library) সংখ্যা ছিল ২৪, এবং থানা বা ব্লকের গ্রন্থাগারের (rural library) সংখ্যা ছিল ৪৬৮। ঐ বৎসর বীরভূম জেলায় পল্লী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সরকারী গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল মাত্র ২২, জেলা গ্রন্থাগার ১টি। পশ্চিমবঙ্গের লোক সংখ্যা (৩,৪৯,৬৭,৬৩৪) এবং বীরভূমের লোক সংখ্যার (১৪,৬৬,১৫৮) অনুপাতে এই সংখ্যা নগণ্য। সুখের কথা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতি অঞ্চল পঞ্চায়েতে গ্রন্থাগার স্থাপনের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে পাঠকের সংখ্যা কম। শোনা যায় চাঁদা আদায়ের ও আমানত জমার ব্যবস্থা না থাকিলে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত। সাধারণের সম্পত্তি ও গ্রন্থাদি ব্যবহারে সতর্কতা বোধশক্তি সকলের এখনও জাগ্রত নয় বলিয়া আমানত জমা রাখার প্রয়োজন হয়ত আরও কিছু দিন থাকিতে পারে তবে চাঁদা আদায়ের জন্য পাঠকের সংখ্যা ও তাহাদের অনুরাগ যে হ্রাস পায় তাহা প্রায় সর্বজনসম্মত সত্য। তাই প্রকৃত পাবলিক লাইব্রেরী অর্থাৎ সাধারণ

গ্রন্থাগারের আদর্শে অঞ্চল পঞ্চায়েত গ্রন্থাগারগুলি গঠন ও পরিচালনা করিলে ভাল হয়।

দেশের গ্রন্থাগারগুলি পাঠাগারে পরিণত হইয়া যাহাতে সেই অঞ্চলের কৃষ্টিকেন্দ্র হয় তাহার জন্য শুধু বই পড়া নয়—আলোচনা সভা, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, লোক সংগীত, লোক নৃত্য, অভিনয়, মধ্যে মধ্যে প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা উচিত। আরও, প্রত্যেক গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি "সংগ্রহশালা" গড়িয়া তোলার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। এই সব সংগ্রহশালায় পুরাতন মূর্তি, পুঁথি, লিপি এবং ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইবে। ইহাদের গবেষণায় অতীতের অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। একটি সুপরিকল্পিত সংগ্রহ প্রচেষ্টার অভাবে ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ সকল অনাদৃত ও অবলুপ্তপ্রায় অবস্থায় যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগার সংখ্যা এখন খুব কম নয়। সে গুলির উন্নয়নে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাহায্য কি ভাবে কতখানি দেওয়া যাইতে পারে এখন ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। কারণ এই শ্রেণীর অধিকাংশ গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা শোচনীয়! আর একটি বিষয় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। স্কুলকলেজের ছেলেমেয়েদের অনেকেই পাঠ্য পুস্তক কিনিতে পারে না: প্রতিগ্রন্থাগারে তাই পাঠ্যপুস্তকেরও ব্যবস্থা থাকিলে প্রতিভাবান দরিদ্র ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার অশেষ উপকার হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বাণী—'দেশ গড়তে মানুষ চাই—মানুষ গড়তে শিক্ষা চাই—শিখার জন্য গ্রন্থাগার চাই।' মানুষ গড়িতে যেখানে গ্রন্থাগারের একান্ত প্রয়োজন সেখানে গ্রন্থাগারিকের শিক্ষার মান উচ্চ হওয়া প্রয়োজন। কর্তব্যনিষ্ঠ, উচ্চশিক্ষিত ও যথোপযুক্ত শিক্ষণ শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক না পাওয়া গেলে গ্রন্থাগারগুলি নিছক নাটক-নভেল পড়ার ও গালগল্প করার স্থানে পরিণত হইবার ভয় আছে। তাই, বর্তমানের স্বল্প ও নির্দিষ্ট বেতন হার সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন।

সর্বশেষে বলি, হে মহান অতিথিবৃন্দ! আপনাদের মর্যাদা ও দায়িত্ব বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যগণ অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়—আপনারাও দেশের গুরুস্থানীয়! আপনাদের প্রাপ্য উপযুক্ত পরিশ্রমিক ও মর্যাদাদানের ভার সরকারের ও দেশবাসীর উপর ছাড়িয়া দিয়া আপনারা দৃঢ়হস্তে জ্ঞানের বর্তিকা ধারণ করুন। আপনাদের সমবেত চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ প্রাণবন্ত হইয়া উঠুক, গ্রন্থাগারগুলি দেশের প্রাণকেন্দ্র হইয়া সর্বপ্রকার বিদ্যা ও কৃষ্টির ধারক হইয়া উঠুক। নবভারতের নবযুগে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র নূতন করিয়া জাগরণ দেখা দিক। হে গুণী সুধিবৃন্দ! এ জাগরণ আপনাদের দ্বারাই সম্ভব, আপনাদিগকে তাই পুনরায় নমস্কার করি! জয়হিন্দ!

—o—

"...India should vid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people, and suppress vast numbers of them, and prevent the free development of the body and the spirit..."

(from Nehru's testament)

সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

নিষিদ্ধ ফল খেয়ে আদম ও ইভ পাপ করেছিল কিনা তা জানি না, তবে এ কথা সত্যি যে তারা ভগবানের মানা মানে নি। শয়তানের প্ররোচনায় তারা মানুষের স্বাধীনতা অর্জন করেছিল এবং এই স্বাধীনতার চেতনাই তাদের পশুর পর্যায় থেকে মানুষের পর্যায়ে তুলেছিল। মানবীয়তার সব চেয়ে বড় চরিত্র হ'চ্ছে মানুষের স্বাধীনতার চেতনা। মানুষ তার স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখবার জন্যেই সমাজ এবং রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে কিন্তু ফল হ'লো বিপরীত। মানুষ সমাজের কাছে নিজের স্বাধীনতার বলি দিয়েছে। আজ তার কোন কিছুরই স্বাধীনতা নেই, তার সব কাজই আজ নিয়ন্ত্রিত। মানুষের সকল কাজকেই নিয়ন্ত্রিত করা যায়। সকল প্রকার স্বাধীনতার উপরই বাঁধন দেওয়া সম্ভব কিন্তু মানুষের চিন্তা করার স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না, জোর করে মানুষের চিন্তা করার স্বাধীনতাকে বন্ধ করা যায় না।

বই হ'লো মানুষের স্বাধীন চিন্তাধারা প্রসূত সৃষ্টি। মানুষের স্বাধীনতা যখনই বিপর্যস্ত হ'য়েছে তখনই এই বই মানুষের স্বাধীনতাকে বন্ধন মুক্ত করেছে এবং ব্যক্তিকে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছে। প্রজারা পাছে তাদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে ওঠে সেই ভয়ে রাজারা বইকে শত্রু জ্ঞান করে তাকে পুড়িয়ে মেরেছে। এ দৃষ্টান্ত পুরাকালের ইতিহাসেও আছে এবং আধুনিক যুগের ইতিহাসেও আছে। বইকে নানা ভাবে পোষ মানাবার চেষ্টা করা হ'য়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি।

যুগ যুগান্তের মনীষীদের স্বাধীন চিন্তাধারা প্রসূত সৃষ্ট এই বইকে গ্রন্থাগার সযত্নে সঞ্চয় করে রাখে, তা কেবল সঞ্চয় করবার উদ্দেশ্যে নয়, ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলবার জন্যে, তাকে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবার সুযোগ দেবার জন্যে, তাকে মানুষের মত করে গড়ে তোলবার জন্যে।

স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা—সেটা তো কেবল ছাত্রের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে কোন একটি মতকে নিজের করে নেবার সুযোগ নেই। কোন একটি মতের কতটুকু সত্যি আর কতটুকু মিথ্যে তা বিচার করে দেখবার মত স্বাধীনতাও ছাত্রের নেই। কলেজের গণ্ডি পার হয়ে এসে সাধারণ গ্রন্থাগারে মানুষ সেই স্বাধীনতাটুকু পায়। এখানে কোন বাধ্য বাধকতা থাকে না। এখানে ব্যক্তি যা পড়তে চায় তাই সে পড়তে পায়। এখানে পাঠ্য নির্ভর করে পাঠকের স্বাধীন অভিরুচির উপর। সুতরাং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ও সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য এক নয়। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠকের পাঠের স্বাধীনতা নেই, সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠকের পাঠের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠক যে শিক্ষা অর্জন করে

তা অপরের দেওয়া। সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠক যে জ্ঞান অর্জন করে তা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব, কারণ সেখানে পাঠকের স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবার অবকাশ থাকে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলা অর্থাৎ ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী গড়ে না তুলে তাকে "নকলনবীস" করে গড়ে তোলা। আর সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজ হ'চ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলবার সুযোগ দেওয়া। শিক্ষার কাজ হচ্ছে সমষ্টিগত আর গ্রন্থাগারের কাজ হ'চ্ছে ব্যক্তিগত। রাষ্ট্রের সমষ্টিগত কল্যাণকর কাজ করা সম্ভব কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তিগত কল্যাণকর কাজ করা সম্ভব নয়। ফলে রাষ্ট্র যদি সাধারণ গ্রন্থাগারকে তার শিক্ষা দপ্তরের লেজুড় করে রেখে দেয় তা'হলে গ্রন্থাগারের সমূহ বিপদ গ্রন্থা-গারিক যদি মাষ্টারী করবার উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রন্থাগারের কাজে নামে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজনের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে তাহ'লে তার কাজে বিফলতা অবধার্য; কারণ তার নিজের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার কোন অধিকার থাকবে না। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের বিশেষ শিক্ষারও কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ঠিক এই কারণে, এমন সময় ছিল যখন, যে অন্য কোন কাজের উপযুক্ত নয় তাকেই গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত করা হ'তো।

গ্রন্থাগারের কাজে চাই অবাধ এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবার সুযোগ। সাধারণ গ্রন্থাগার সমষ্টিগতভাবে জনসাধারণের কল্যাণ করতে পারে না, কারণ সেস্থলে প্রয়োজনটা সকলেরই থাকা চাই। মানবীয়তার দিক থেকে বিচার করে দেখলে সব মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজন কখনই এক হ'তে পারেনা, কিন্তু মানুষকে পশু হিসাবে বিচার করে দেখলে দেখা যায় মানুষের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন সমান সুতরাং সেদিক থেকে সমষ্টিগত কল্যাণকর কাজ করায় রাষ্ট্রের যথেষ্ট অধিকার আছে এবং তা রাষ্ট্রের পক্ষে করা সম্ভব। কিন্তু মানুষের মানবীয়তার দিক থেকে যা প্রয়োজন তা করা রাষ্ট্রের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। এবং জোর করে তা যদি রাষ্ট্র করতে যায় তা হ'লে Equality-র পরিবর্তে আসবে Sameness; স্বাধীন মানুষের পরিবর্তে কতগুলি পুতুল নাচের পুতুল।

গ্রন্থাগারকে ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী বই দিতে হ'বে। যখন যে বইয়ের চাহিদা হ'বে গ্রন্থাগারিককে পূর্বে থেকেই গ্রন্থাগারে সে বই সংগ্রহ করতে হ'বে। সে জন্যে নানা দিক থেকে গ্রন্থাগারিককে মুক্তভাবে চিন্তা করতে হ'বে। সমাজের সকলের সঙ্গে তাকে মিশতে হ'বে কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নির্দলীয় করে রাখতে হবে। একটা চিন্তাধারা যখন সমাজের উপর চেপে বসছে তখন অন্য চিন্তাধারাকে জাগিয়ে তোলার সুযোগ দিতে হ'বে।

এদিক থেকে গ্রন্থাগারিকের কিন্তু আসবে দুটি প্রধান বাধা। একটি হ'চ্ছে সমষ্টি মন আর একটি হ'চ্ছে Power psychology, সমাজের মধ্যে এমন বহু ব্যক্তি আছে যারা, ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করবার স্বাধীনতার যে প্রয়োজন আছে তা তারা মানেনা। তারা ভাবে "যা করতে এসেছি তাই করছি, এতে আর রাগ দুঃখের কি আছে"। এদের উপর অন্যায়

ক্ষমতার প্রয়োগ করা হ'লে তারা তা ঠাট্টার ছলে উড়িয়ে দেয়। যে অবস্থায় তারা আছে সে অবস্থাটা তাদের মনের মত হ'লে তারা স্বাধীন ভাবে চিন্তার করার কথা আর একবার চিন্তা করবে না। এ ধরনের লোক সাধারণতঃ বই পাওয়ার জন্যে গ্রন্থাগারে আসে না।

Power psychology'র কথা এস্থলে বিশদভাবে না বলাই ভাল। Power psychololgy'র প্রকোপ সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানের উপর আছে—এবং জন সাধারণ গ্রন্থাগারের উপরও যে নেই তা নয়। এই Power poyclology'র প্রকোপেই গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সম্পূর্ণ নির্দলীয়ভাবে কাজ করা সম্ভব হয় না। এই Power-phychology'র প্রভাবের ফলেই সাধারণ গ্রন্থাগারে অনেক সময় কয়েকজন ব্যক্তির নির্দেশ মত বই রাখা হয়। অনেক সময় গ্রন্থাগারে কেবল পাঠ্য পুস্তক ভরে রাখা হয় ছাত্রদের পাঠের সুযোগ দেবার জন্যে। যে কাজটা করা প্রয়োজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের, সে কাজটা সাধারণ গ্রন্থাগারকে দিয়ে করাবার উদ্দেশ্যটা কি কেবল ছাত্রদের সাহায্য করবার জন্যে ! উদ্দেশ্যটা একটু অদ্ভুত বলে মনে হয়। কারণ আমি আগেই বলেছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের কাজের যেখানে শেষ, সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজের সেখানে সুরু। অর্থাৎ একটির আর একটির ক্ষেত্রে পা বাড়ানো আইন বিরুদ্ধ।

আমাদের রাষ্ট্র আজ বুঝতে সুরু করেছে দেশের মানুষকে গড়ে তুলতে গেলে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন। রাষ্ট্রের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় দেশে গ্রন্থাগারের অভাব নেই এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মনিষ্ঠার ফলে দেশে আজ সুযোগ্য গ্রন্থাগারিকেরও অভাব নেই। রাষ্ট্র গ্রন্থাগারের জন্যে যথেষ্ট টাকা ব্যয় করছে। তবে গ্রন্থাগারগুলির যথার্থ উদ্দেশ্য কতটা সফল হ'চ্ছে তা নিরিক্ষণ করে দেখা প্রয়োজন। সে নিরিক্ষণ করা প্রয়োজন রাষ্ট্রের এবং যথাযথ পরিসংখ্যানের দ্বারা। এই পরিসংখ্যান হওয়া প্রয়োজন ব্যক্তিগত, বিষয়ানুযায়ী পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে। উপরন্তু বিচার করে দেখতে হ'বে যে বই নির্গত হচ্ছে সত্য সত্যই পাঠ করা হ'চ্ছে কিনা কারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যের সফলতার ভিত্তি হ'চ্ছে Effective reading-এর উপর। (বাক্স বন্দী করে District Library থেকে Rural Library'তে বই পাঠান হ'লো এবং আবার বাক্স বন্দী হ'য়ে District Library'তে ফিরে এলো এবং তার পরিসংখ্যান করে দেখান হ'লো বাৎসরিক কত বই নির্গত হ'চ্ছে এরূপ পরিসংখ্যান লোকের চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।) বই ঠিকমত পঠিত হ'চ্ছে কিনা তা জানবার উপায় আশা করি যে কোন সুযোগ্য গ্রন্থাগারিকের জানা আছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বাংলা দেশে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণের ভার নিয়েছে এবং আমি যতদূর জানি সুযোগ্য ব্যক্তিদের উপরই এ শিক্ষার ভার ন্যস্ত আছে এবং একথা ব'লতে আমি সত্যই গর্ব অনুভব করি যে তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আমার সুযোগ্য ছাত্র। তবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষা সম্বন্ধে এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমাজতত্ত্ব ও Social Psychology'র শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন কারণ বই পাঠক লেখক ও গ্রন্থাগার হ'চ্ছে production, Cousumer,

producer and distributor. সুতরাং এটুকু অস্বীকার করা চলে না যে গ্রন্থাগারের সমাজতত্ত্ব বলে কিছু একটা আছে এবং তা সাধারণ সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং গ্রন্থাগারিকের কাজ করতে গেলে সমাজকে জানা প্রয়োজন এবং সমাজকে ঠিক মত না জেনে সমাজের সব করতে যাওয়া ভুল। সমাজতত্ত্বকে বাদ দিয়ে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষা দিলে সে বিদ্যার অঙ্গহানি করা হয়।

আমাদের দেশে এখনও এমন অনেক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি আছেন যাঁরা মনে করেন গ্রন্থাগারিকের কাজ হচ্ছে বই দেওয়া ও তা ফেরৎ নেওয়া। তাঁরা গ্রন্থগারিকের কাজটাকে মোটেই পেশার মধ্যে ধরেন না। গ্রন্থাগারিকের কাজে চিন্তা করা এবং কাজ করা এ দুটিরই প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিকের পেশা একটি বিশেষ দর্শনের দ্বারা যে নিয়ন্ত্রিত এ ধারণা খুব কম লোকেরই আছে। তবে গ্রন্থাগার পরিষদ যে ভাবে গ্রন্থাগারের কাজের ও গ্রন্থা-গারিকের পেশার পিছনে একনিষ্ঠ ভাবে লেগে আছে তা থেকে মনে হয় গ্রন্থাগারিকের পেশা সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তিত হ'তে বেশী দেরী হ'বেনা।

তবে একথা আমি উল্লেখ করতে বাধ্য যে গ্রন্থাগারের উন্নতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে পাঠের প্রয়োজনের উপর—তা সে পাঠ যে ধরণেরই হোকনা কেন। পাঠককে সাধারণ চারটি ভাগে ভাগ করা যায়: Salvation reading অর্থাৎ আত্মার মুক্তির জন্য বই পড়া; Culture reading অর্থাৎ কৃষ্টিকে জানবার জন্য বই পড়া; Achievement reading ও Compensatory reading অর্থাৎ সমাজের বিরাট যন্ত্রের মধ্যে নিজেকে একটি অঙ্গ করে নেওয়ার জন্য পাঠ এবং কঠিন বাস্তবের হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্যে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে পাঠ করা অর্থাৎ উপন্যাস পড়া। গ্রন্থাগারিকের জানা প্রয়োজন আমাদের দেশে কোন ধরণের পাঠের যুগ চলছে। বিবেচনা করে দেখলে দেখা যাবে আমাদের দেশে চলছে পাঠের তৃতীয় যুগ, অর্থাৎ Achievement ও Compensatory reading এর যুগ। আধুনিক ধর্ম সম্বন্ধীয় বইগুলিকে Compensatory reading এর মধ্যে ধরতে হ'বে।

আমাদের দেশে সহরে সহরে ও সহরতলীতে এই দুই ধরণের পাঠের প্রয়োজন যে দেখা দিয়েছে তা ট্রেন পথে যাতায়াত করবার সময় সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। দেশবাসীর জীবনে যত বেশী অর্থনৈতিক জটিলতা আসবে তত বেশী এই ধরণের পাঠের চাহিদা দেখা দেবে। সুতরাং আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলিকে সে সুযোগ নেবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হ'বে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে তাদের উদ্যমের দ্বারা গ্রন্থাগারকে সেই প্রস্তুতির দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে নিয়ে চলেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, তবে রাষ্ট্র এ উদ্যমের পিছনে আছে বলেই পরিষদের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব হ'চ্ছে। সেখানে সেবার বা কল্যাণের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে ব্যক্তিগত; সেখানে রাষ্ট্রের কোন কিছু করবার নেই অথচ ব্যক্তিগত উন্নতি না হ'লে রাষ্ট্রের উন্নতি আশা করা বাতুলতা মাত্র। সুতরাং ব্যক্তিগত উন্নতিতে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রেরই লাভ। ফলে রাষ্ট্র যদি গ্রন্থাগার পরিষদকে প্রত্যক্ষভাবে

কাজ করবার সুযোগ দিয়ে, নিজে গ্রন্থাগারের উন্নতির সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে তা হ'লে গ্রন্থাগারের উন্নতি দ্রুততর হ'বে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

রাষ্ট্র যদি সত্যই গ্রন্থাগারের কাজের উন্নতি করতে চায় তা হ'লে তার প্রথম কাজ হ'বে গ্রন্থাগারের ও গ্রন্থাগারিকের যথার্থ সংজ্ঞা দেওয়া এবং গ্রন্থাগার পরিষদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের দ্বারা গ্রন্থাগার প্রচার করা। গ্রন্থাগারিকের সংজ্ঞা অনুযায়ী গ্রন্থাগারিকের পদের মর্যাদা দেওয়া এবং তার মাহিনা বৃদ্ধি করা। গ্রন্থাগারিক যাতে যথাযথ ভাবে তার কর্তব্য পালন করতে পারে সেজন্যে তাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া।

আমাদের দেশের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বলবার অনেক কিছু আছে কিন্তু তার সময় নেই। ভাষণ শেষ করবার পূর্বে সিউড়ীর জনসাধারণকে আমার ধন্যবাদ জানাই। সিউড়ীতে এ অধিবেশন করবার যে আয়োজন তাঁরা করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয় এবং সিউড়ীবাসীর এ উদ্যম দেখে এই কথাই মনে হয় যে তাঁরা গ্রন্থাগারের উন্নতি সম্বন্ধে উদাসীন নন। আমার জীবনে গ্রন্থাগারের উন্নতির ক্ষেত্রে আমি এই প্রথম নামলাম এবং সে সুযোগও আমি পেলাম প্রথমতঃ সিউড়ীর অধিবাসীদের কাছ থেকে, দ্বিতীয়ত গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মিবৃন্দের কাছ থেকে। সে জন্যে আমি সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

"....Nothing saddens me so much as the sight of children who are denied Education, sometimes denied even food and clothing. It our Children today are denied education, what is our India of tomorrow going to be ? It is the duty of the state to provide good education for every child in the country...."

(From Nehru's address at Avadi Session of Congress)

বীরভূম পরিচিতি

বীরভূমের সাংস্কৃতিক ইতিহাস

রাঙ্গামাটির দেশ এই বীরভূম। রুক্ষ কঙ্করময় রাঙ্গামাটির গৈরিক আচ্ছাদনের অন্তরালে একটি অনুপম রসধারা বহমান। বর্তমান সভ্যতার কলকোলাহলের নেপথ্যে বাঙালীর সংস্কৃতির আসল রূপটি এই মাটির মানুষের জীবনে ছন্দিত হচ্ছে। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের কেন্দুবিল্ব, বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের নানুর, কবিগুরুর সাধন পীঠ শান্তিনিকেতন এই জেলাতেই অবস্থিত। মহাপ্রভুর পার্শ্বচর শ্রীনিত্যানন্দ, মহারাজ নন্দকুমার, লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি ব্যক্তির পূতস্মৃতি বীরভূমবাসীর আদরের সামগ্রী।

এই জেলা পূর্বকালে দেওঘর ও রঘুনাথপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আসানসোল মহকুমা ও মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু স্থান ও বীরভূমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই প্রাচীন বীরভূমের আয়তনকে গণ্য করলে বীরভূমের অতীত গৌরব আরও বর্ধিত হ'তে পারে। সাঁওতাল বিদ্রোহের পর বীরভূম জেলার আয়তন বহুলাংশে হ্রাস পেয়ে বর্তমান আকার ধারণ করেছে।

বীরভূম জেলা বর্ধমান বিভাগের উত্তরাঞ্চলে ও বিহারের সাঁওতাল পরগণার পশ্চিমে অবস্থিত। জেলার আয়তন ১,৭৫৭ বর্গমাইল এবং ১৯৬১ সালের লোক গণনা অনুসারে জনসংখ্যা ১৪,৪৬১৫৮ জন।

বীরভূম নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নানারূপ মতবাদ আছে, বীরভূমের ইতিহাস লেখক গৌরীহর মিত্র লিখেছেন "বীর উপাধীধারী একজন হিন্দু লক্ষ্নুরে (রাজনগর) আধিপত্য স্থাপন করেন। বীর উপাধী থেকে বীরভূম হ'তে পারে। দ্বিতীয়তঃ পূর্বে বীরভূমে বীরাচার সম্মত ধর্মানুষ্ঠান সমধিক প্রচলিত ছিল। বীরাচারের প্রসিদ্ধ স্থান বলে নাম জেলার বীরভূম হয়েছে। তৃতীয়তঃ মুণ্ডারী ভাষায়—'বীর' অর্থে জঙ্গল। জঙ্গলের ভূমি এই অর্থে বীরভূম হওয়া বিচিত্র নয়। বীরভূমের উত্তরাঞ্চল বিশেষভাবে অসমতল। অনেক টিলা ও ছোট ছোট ছোট পাহাড় রয়েছে।

অজয় নদের উত্তরভাগ থেকে নাগপুর ও বোলপুরের দক্ষিণ ভাগ পর্যন্ত জায়গা সমতলভাগ বীরভূমের মাটি প্রধানতঃ গৈরিক। এই জেলায় বক্রেশ্বর ও জুরুলিয়া জঙ্গলে (নাকড়াকুন্দার অদূরে) উষ্ণ প্রস্রবণ এবং আঙ্গেরা, সিয়ান বুমকোতলা মাড়গ্রাম, বারা, আঙ্গার গড়িয়া ভুঁইফোড়তলা প্রভৃতি অনেক জায়গায় শীতল জলের প্রস্রবণ আছে। নদ-নদীর মধ্যে অজয় ও ময়ূরাক্ষী প্রধান, তাছাড়া আছে কানা' হিংলো, সাল বা কোপাই বক্রেশ্বর, চন্দ্রভাগা, কুশকর্ণিকা, দ্বারকা, ব্রহ্মাণী, বাঁশলই, পাগলা, মণিকর্ণিকা, পলাশী, ভাদ্মীরা, ও কৈ প্রভৃতি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে অজয় ময়ূরাক্ষী ও কোপাই নদীর তীর বরাবর সুপ্রাচীনকালে

নানা সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ববিভাগ ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে প্রস্তর যুগ ও তাম্রযুগের বহু নিদর্শন উদ্ধার করেছে। তাঁদের খনন কার্যের ফলাফল পুরোপুরি-ভাবে পাওয়া গেলে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাগৈতিকহাসিক বীরভূম অঞ্চলের সভ্যতা সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করবে।

বীরভূম মহকুমা ২টি সদর সিউড়ী ও রামপুরহাট। এ দুটি ছাড়াও কয়েকটি ছোট শহর আছে—আমোদপুর, সাঁইথিয়া, দুবরাজপুর, বোলপুর, নলহাটি, প্যাটেলনগর, সিউড়ী, ও রামপুরহাটে মিউনিসিপ্যালেটি আছে। সিউড়ী শহরের নামকরণের ইতিহাস রসাবৃত। কেউ বলেছেন শূরী শব্দের অপভ্রংশ সিউড়ী হতে পারে অথবা শূরী শব্দ বা শিবারী সম্প্রদায় থেকে সিউড়ী নাম হওয়া সম্ভব। বীরভূম সিওর, সিউরা, সিরা, পানাসিউড়ী প্রভৃতি অনেক সমশব্দাত্মক গ্রামের নাম আছে। এইগুলি পর্যালোচনা করে মনে হয় আর্যভাষা বহির্ভূত আরও শত শত গ্রামের নামের মত সিউড়ী শব্দটি কোন অপ্রতীগম্য দেশী ভাষা থেকে এসেছে, এই সিউড়ী শহরে শিবরতন মিত্র প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত রতন লাইব্রেরীতে বহু হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি ও দুষ্প্রাপ্য পুরাতন পুস্তকাদি ছিল। এই গ্রন্থাগার বহু গবেষককে খোরাক জুগিয়েছে। বীরভূমের ইতিহাসের যাবতীয় মালমসলা সেখানে রক্ষিত ছিল। উক্ত গ্রন্থাগারের সংগ্রহরাজী বঙ্গীয় সংস্কৃতি পরিষদ, বিশ্বভারতী ও বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারে দান করা হয়েছে।

এই জেলার লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ঠ অনুসন্ধান ও গবেষণা আবশ্যক। পশ্চিম-বঙ্গের সংস্কৃতিতে বীরভূমের দান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। লোক সংস্কৃতির যে প্রধান ধারাটি যুগ যুগ ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় ছিল তা পুনরুদ্ধার করা দুঃসাধ্য। এইসব অঞ্চল আদি অস্ট্রাল বা প্রটোঅস্ট্রেলয়ড গোষ্ঠীর অধ্যুষিত এলাকা ছিল তা প্রত্ন-তাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে প্রমাণিত হয়েছে। তপশীল সম্প্রদায় ভুক্ত জাতির সংস্কৃতিই আদি সংস্কৃতি। উচ্চবর্ণের আধিপত্যের দরুণ তারা সত্তা হারিয়ে ফেলেছে, অথচ ছাপ রেখে গেছে আর্য ধর্মসংস্কারের। এইগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ আবশ্যক। কত ধর্মমত ও লোক সংস্কার বীরভূমের মাটিতে একদা শিকড় বিস্তার করেছিল তার কোন ইয়ত্তা নাই। তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবতার প্রাধান্য মিলবে অনতি পুরাতন সহজলভ্য ঐতিহাসিক পটভূমিকায়। তান্ত্রিকদের বড় কেন্দ্র হল বক্রেশ্বর আর তারাপীঠ। কেন্দুবিল্ব এবং নান্নুর—জয়দেব ও চণ্ডীদাসের জন্মস্থানে বৈষ্ণব প্রাধান্য কেন্দুবিল্ব আউল, বাউল ও দরবেশের একটি প্রধান কেন্দ্র। প্রভু নিত্যানন্দের জন্ম এইখানের একচক্রা গ্রামে। এসব ছাড়া আছেন গ্রামদেবতা। এঁদের সংখ্যা শতশত। এই গ্রামদেবতাগুলির মধ্যে প্রধান হলেন ধর্মরাজ ও মনসা। হিন্দুদের সাধক-পুরুষের পীঠ ও মুসলমান পীরদের বহু দরগাও আছে। এই সব পীঠে মেলা বসে। মনসা, ধর্মরাজ, ব্রহ্মদৈত্য, শিবচতুর্দশীর মেলাও হয়—শত শত। উল্লেখযোগ্য বড় বড় মেলা হল জয়দেবের মেলা, বক্রেশ্বরে শিবচতুর্দশীর মেলা, সিউড়ী বড়বাজারের কৃষিশিল্পমেলা, বিশ্বভারতীর পৌষ মেলা এবং শ্রীনিকেতনের মেলা। সাঁওতাল নৃত্য, ঝুমুর, কথকতা, কবিগান, কীর্তন (অহোরাত্র, চব্বিশপ্রহর, পঞ্চরাত্র, নবরাত্র)। যাত্রা, আলকাপ, লেটোগান ইত্যাদিও লোক সংস্কৃতির একটি প্রধানরূপ।

বীরভূমে সংখ্যাতীত সাহিত্যসেবীর জন্ম হয়েছিল। সকলের নামোল্লেখ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। মাত্র কয়েকজন প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সাহিত্যিকের নামোল্লেখ করা গেল— প্রাচীন :—জয়দেব, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, হৃদয়রাম সেঠ (ধর্মমঙ্গল) নয়নানন্দ দাস লোচনদাস জগদানন্দ, শশিশেখর, যাদবেন্দু, স্বর্ণলীলা, বিষ্ণুপাল (মনসামঙ্গল), পরমানন্দ অধিকারী (কৃষ্ণযাত্রা), বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি। আধুনিক :— শিবরতন মিত্র, কুলদা প্রসন্ন মল্লিক, কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহারাজকুমার মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, আজিজ-উদ্-শোভান, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গৌরীহর মিত্র, শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসৌরেশচন্দ্র সরকার, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বীরভূমে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে মহারাজ নন্দকুমার, লর্ড এস, পি, সিংহ, রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপচার্য), প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এই জেলায় দুই সহস্রাধিক গ্রাম আছে। এবং অন্ততঃ পক্ষে দেড়হাজার গ্রামে দর্শনীয় বস্তু ও মূল্যবান ইতিহাস মিলবে। এদের পুরোপুরি ইতিহাস রচনা আজও হয়নি। মোটামুটি ভাবে কতিপয় নাম এখানে উল্লেখ করা হোল :—শান্তিনিকেতন, বোলপুর, আহম্মদপুর, সিউড়ী, হেতমপুর, শ্রীনিকেতন প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল কলেজ, কলকারখানা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থান হিসাবে নিম্নলিখিত স্থানগুলি উল্লেখযোগ্য :

বক্রেশ্বর :—৩২০টি শিবমন্দির, উষ্ণপ্রস্রবন, পীঠস্থান।

সাঁইথিয়া :—নন্দিনী দেবীর পীঠস্থান, সুপুর—সুরথরাজার সুরথেশ্বর শিবমন্দির।

কোপাই :—কঙ্কালীতলা পীঠ, কোটাপুর—মদনেশ্বর শিব, অসুরডাঙ্গা, অসুর-হাড়।

নলহাটি :—ললাটেশ্বরী পীঠ ও নলরাজার গড়।

মুরারই :—বীর কীর্টির গড়।

দুবরাজপুর :—প্রস্তর স্তুপ সমাবেশ, দণ্ডেশ্বরীর মন্দির।

ভাণ্ডীরবন :—ভাণ্ডেশ্বর শিবমন্দির।

রাজনগর :—মুসলমান রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ ও দীঘি।

ভীমগড় :—ভীমেশ্বর শিব ও পঞ্চপাণ্ডবের গড়।

নান্নুর :—চণ্ডীদাসের ভিটে।

লাবপুর :—ফুল্লরাপীঠস্থান।

জুবুটিয়া :—৮০০ শত বৎসরের প্রাচীন জপেশ্বর শিবমন্দির।

কবিলাষপুর :—প্রস্তর নির্মিত শিবমন্দির।

ইলামবাজার —ঃপ্রাচীন মন্দিরও মন্দিরগাত্রে অপূর্ব টেরাকোটা, নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ।

মুরিষা ঃ—হাঁদারামশিব, কয়েকটি মন্দির ও গাত্রে টেরাকোটা।

পার্শণ্ডী ঃ—জৈনমন্দির, বুদ্ধমূর্তি।

বসওয়া ঃ—অনাদিশ্বর শিব।

খয়রাশোল ঃ—বলরাম রেবতীর মন্দির।

খগরো ঃ—খগেশ্বর শিবমন্দির (মিশরীয় স্টাইল)

ছিলপাই ঃ—পঞ্চরত্নের মন্দির।

সিউড়ী ঃ— (সেনিতোড়) মন্দির গাত্রে টেরাকোটা।

বড়মৌলা ঃ—শ্যামামায়ের মন্দির।

ভুঁইফোড় নাথ ঃ—সিদ্ধপীঠ, মন্দির ও কুণ্ড।

ভবানীপুর ঃ—সুবর্ণময়ী ভবানীমাতা।

সিঙ্গুর ঃ—বিরূপাক্ষ সাধকের পাট।

রায়পুর ঃ—মহাপ্রভুর বিশ্রামতলা ও রাজবাড়ীর ভগ্নাংবশেষ।

মহম্মদবাজার ঃ—প্রাচীন লৌহ কারখানার ভগ্নাবশেষ ও খড়িমাটির খাদ।

পাথরচাপুড়ি ঃ—দাতাসাহেবের পীঠ, সুরুল (বোলপুর) চীপসাহেবের রেশম ও গালাকুঠি।

দেউলী ঃ—দেউলেশ্বর শিবমন্দির।

কেন্দুবিল্ব ঃ—মন্দির ও কদম খণ্ডির ঘাট।

পাইকড় ঃ—বহু শিলামূর্তি ও কর্ণদেবের শিলালিপি।

গোপডিহি ঃ—লোহিত রাজার গড়।

গনুটিয়া ঃ—রেশম কুঠির ভগ্নাবশেষ।

মহুরাপুর ঃ—কুন্তীথারাণি, মৌরেশ্বর শিব।

ভাদীশ্বর ঃ—হরগৌরী, মনসা প্রভৃতি শিলামূর্তি।

বারা ঃ—অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি (বৌদ্ধযুগের)

কচুজোড় ঃ—রাজা রুদ্রচরণ রায়ের ভিটে।

বীরচন্দ্রপুর ঃ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সন্তান বীরচন্দ্রের নামানুসারে এই গ্রামের নাম হয়। এখানে বঙ্কিমদেব বাঁকারায় নামক শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ আছে।

ভদ্রপুর ঃ—রাজা নন্দকুমারের ভিটা।

মঙ্গলডিহি ঃ—গোপাল মন্দির।

আধুনিক বীরভূমে প্রধান প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র হল—দুবরাজপুর, সিউড়ী, বোলপুর, সাঁইথিয়া, কীর্ণাহার মল্লারপুর, মাহম্মদপুর, ফতেপুর রামপুরহাট, মাড়গ্রাম, নলহাটি ও মুরারই।

যন্ত্রশিল্পোৎপাদনের দিক থেকে বীরভূম পশ্চাৎপদ হলেও কুটির শিল্পে বীরভূমের স্থান নগণ্য নয়। তাঁতিপাড়া, মুবাডিহি উদ্বাস্তু শিবির, কড়িধ্যা, সুখবাজার, মির্জাপুর এবং শ্রীনিকেতন

তাঁত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। তসরশিল্পে তাঁতি পাড়া ও কড়িধ্যা শত বছর ধরে খ্যাতি অর্জন করে আসছে। কাঁসাশিল্পে দুবরাজপুর, ইলামবাজার, পণহাটি, লোকপুর, হজরৎপুর, টিকরবেড়া। লাক্ষাশিল্পে ইলামবাজার। ছুরি কাঁচি নির্মাণে দুবরাজপুর, খরুণ, লোকপুর ও রাজনগর। রেশমশিল্পে বসোয়া—ও বিষ্ণুপুর। তাছাড়া শঙ্খ, দারু, স্থপতি, পট, দড়ি, খড়, বাবুই, খেজুরপাতা প্রভৃতি বস্তুর কুটির শিল্প বহু গ্রামে বর্তমান। রাজনগরে সিসল ফার্মে কোঙ্গাগাছ থেকে ব্যাপক আকারে দড়ি তৈরী হচ্ছে। মোরব্বা তৈরীর কাজে সিউড়ীর খ্যাতি প্রায় তিনশত বৎসরের। আমোদপুরের চিনির কল ও সমস্ত জেলাব্যাপী ধানকল শিল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য।

কৃষিপ্রধান স্থান বীরভূম। তাই কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য বিখ্যাত ময়ুরাক্ষী বাঁধ (সিউড়ীর সন্নিকটে) তিলপাড়ায় দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া আরও কয়েকটি ব্যারেজ এই পরিকল্পনায় নির্মিত হয়েছে যথা বক্রেশ্বর, কোপাই, দ্বারকা ব্রহ্মাণী, চন্দ্রভাগা এবং বিহারে মশানজোড় জলাধার। মশানজোড় ভ্রমণকারীদের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থান। এই বাঁধ থেকে যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে তা কেবল বীরভূমকে নয়, পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানকে উন্নত করে তুলছে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা স্বাধীনতা লাভের পর আহম্মদপুর ও নলহাটিতে সর্বপ্রথম গৃহীত হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় সবচেয়ে জোর দেওয়া হয়েছে—কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, কর্মসংস্থান, বাসগৃহ নির্মাণ আদিবাসী উন্নয়ন এবং সমবায়।

কবিগুরুর ভাষায় বলতে পারি "দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা"। যুগান্তরের বিবর্তনে বা রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্য দিয়ে বীরভূম তার ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কিছু হারিয়ে, কিছু গ্রহণ করে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির প্রতীকস্বরূপ বর্তমান পর্যায় এসে দাঁড়িয়েছে। বর্গীর আক্রমণ হয়েছে, সাঁওতাল বিদ্রোহ এসেছে রুদ্ররূপ ধারণ করে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে, বারবার রাজরোষ ছারখার করেছে গ্রামের পর গ্রাম,—তবু বীরভূম তার স্বকীয়তার মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে দণ্ডায়মান। আমরা আশা করি এই জিলা পুনরায় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মানসভোজের উপচার সাজিয়ে দেবে।

বীরভূম জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

পরিকল্পনার যুগের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে দেশব্যাপী কর্মস্রোত বিভিন্ন ধারায় ব'য়ে চলেছে। দেশ গঠনের একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সর্বক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ হ'য়ে গেছে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার জন্য ও একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনাকে ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে একটা State Central Library, উত্তর কলিকাতার সন্নিকটে বি. টি. রোড-এর উপরে। প্রত্যেক জেলায় স্থাপিত হয়েছে এক বা একাধিক জেলা গ্রন্থাগার এবং রানীপুর ও কালিম্পং-এ আছে জেলা গ্রন্থাগারের সমপর্যায়ের এক একটি Central Library. জেলা গ্রন্থাগারগুলি স্থাপিত হয়েছে প্রত্যেক জেলার সদর সহরে। যে সব জেলার লোকসংখ্যা বেশী, যেমন ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর—সে সব জেলায় একাধিক জেলা গ্রন্থাগার আছে। প্রত্যেক জেলায় জেলা গ্রন্থাগারগুলির অধীনে মহকুমা ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার আছে, আর এদের নিয়ে আছে Rural Library বা গ্রামীণ গ্রন্থাগার। রাজ্যের সর্বত্র এই পরিকল্পনায় এমন একটা সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে, যার দ্বারা উচ্চ পর্যায়ের গ্রন্থাগার থেকে নিম্নপর্যায়ের গ্রন্থাগার পর্যন্ত সর্বস্তরে একটা যোগসূত্র এবং সমন্বয় সাধিত হ'বে।

স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত বীরভূম জেলায় মাত্র ৩৬টি সাধারণের জন্য গ্রন্থাগার ছিল। ইহাদের মধ্যে জেলার সদর সিউড়ীর জুবিলী গ্রন্থাগার, (বর্তমানে বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার) ইং ১৯০০ সালে স্থাপিত হয়। ইহার পূর্বে সাধারণের জন্য কোন গ্রন্থাগার এই জেলায় ছিল বলিয়া জানা নাই। এই ৩৬টি গ্রন্থাগারই জনসাধারণের প্রচেষ্টায় ও তাহাদের অর্থানুকূল্যে গড়ে উঠে। বড় বড় সহরের পাবলিক লাইব্রেরীতে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রধানেরা এবং সাহেব সুবরা ভীড় করত। সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকের পুস্তক পাঠের সুযোগ থাকত খুবই কম। তারা দূর থেকে কথনো কথনো উঁকি মেরেই সরে পড়ত। আজ স্বাধীনতার ১৬ বৎসরে ৩৬টির স্থলে ৩৪৪টি গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। ইহাদের অধিকাংশই জনসাধারণের প্রচেষ্টায় এবং অর্থানুকূল্যে গড়ে উঠেছে। ইহাদের কেহ কেহ জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও ইউনিয়নবোর্ড বা গ্রাম পঞ্চায়েত হতে সামান্য আর্থিক সাহায্য পেয়ে এসেছে এবং বর্তমান বৎসর পর্যন্ত এই সাহায্য পেয়েছে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে ৩২টি গ্রন্থাগারই সরকার পৃষ্ঠপোষিত। বস্তুতঃ, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কি যে সুদূর প্রসারী পরিবর্তন ঘটেছে তা গ্রন্থাগারমুখী মানুষেরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে।

বীরভূম জেলায় সরকারী উদ্যোগে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রথম প্রচেষ্টা হয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। ১৯৫৬-৫৭ সালে জেলা গ্রন্থাগার এবং এর সঙ্গে ১০টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপন করার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৯৫৭-৫৮ সালে ৬টি, ১৯৫৯-৬০ সালে ৬টি, ১৯৬০-৬১ সালে ৬টি এবং

১৯৬১-৬২ সালে ২টি—মোট ৩০টি গ্রামীণ গ্রন্থগার এ পর্যন্ত সরকারী সাহায্যে গড়ে উঠেছে। জেলার সর্বত্র সাধারণ মানুষ যাতে গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধা পেতে পারে সে জন্য গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি ছড়িয়ে আছে জেলার বিভিন্ন অংশে। বীরভূমের ১৯টি Development Block-এর প্রায় প্রত্যেকটিতে একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার আছে, কোন কোনটিতে দুই বা ততোধিক গ্রামীণ গ্রন্থাগারও স্থাপিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় জেলার সদর সহর সিউড়ীতে গড়ে উঠেছে জেলা গ্রন্থাগার। এর একটি স্থিতিশীল শাখা আছে, আর আছে একটি ভ্রাম্যমাণ শাখা। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারে দশ হাজারেরও অধিক পুস্তক সংগৃহীত হয়েছে। সাধারণ পাঠক, ছাত্র, শিশু ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক পাঠকক্ষ আছে। সিউড়ী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পাঠকগণ ব্যক্তিগত সভ্য হিসাবে সরাসরি জেলা গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থ-ঋণের সুযোগ পায়। অবশ্য স্থানীয় পাঠকদের মধ্যে বৃহৎ অংশ হচ্ছে ছাত্র সমাজ। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে অনার্স এবং এম, এ, পর্যায়ের ছাত্রদের উপযোগী সব রকমের পাঠ্যপুস্তক সংগৃহীত আছে। পাঁচ শো-এর অধিক ব্যক্তিগত সভ্য বাড়ীতে বই নিয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এ ছাড়া রিডিং রুমে বসে বহু পাঠক সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র এবং রেফারেন্স গ্রন্থ বিনা চাঁদায় পড়তে পাচ্ছে।

ভ্রাম্যমাণ শাখা বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। জেলা গ্রন্থাগারের সংগৃহীত পুস্তক থেকে গ্রন্থযান-এর মাধ্যমে সুদূর পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগার গুলিকে গ্রন্থঋণ দেওয়াই ইহার কাজ। পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলির সহিত যোগাযোগ বজায় রাখা নির্ভর করে সুষ্ঠু যাতায়াত ব্যবস্থার উপর। সে দিক দিয়ে বীরভূমের অগ্রগতি খুবই সন্তোষজনক। প্রায় ৩০টির অধিক পাকা রাস্তা বীরভূমের পল্লী অঞ্চলকে সহরগুলির সহিত সংযুক্ত করেছে। জেলা গ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমাণ শাখার গ্রন্থযানটি বর্তমানে ১০টি রুটে চলাচল করে এবং ৩০টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও ১১৭টি পল্লী গ্রন্থাগারকে পুস্তক সরবরাহ করে। যে সব পল্লী গ্রন্থাগার ভ্রাম্যমাণ শাখার রুট থেকে দূরে অবস্থিত সে সব গ্রন্থাগারকে গ্রামীণ গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে বই দেওয়া হয়। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি সাইকেল পিয়নের মাধ্যমে পুস্তক আদান প্রদান করে। বস্তুতঃ পল্লী অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পুস্তক পাঠের চাহিদা এতই বেড়ে চলেছে যে দশ বারো মাইল দূরবর্তী স্থানের গ্রন্থাগার প্রতিনিধিরা বইএর জন্য রুটগুলির নির্দিষ্ট স্থানে প্রতীক্ষা করে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সরকারী প্রচেষ্টায় শুধু যে পুরাতন গ্রন্থাগার গুলিই দ্রুতগতির পথে এগিয়ে চলেছে, তাই নয় পল্লীর অধিবাসীদের মধ্যেও নূতন গ্রন্থাগার গড়ে তোলার ব্যাপারে একটা বিরাট সাড়া জেগেছে। বীরভূমের গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা ৬৮,৪৫১, পত্রিকার সংখ্যা ৪২৬৮ এবং পাঠকের সংখ্যা ৩১৬১। ভবিষ্যতে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি যে পল্লীঅঞ্চলে এক একটি বিদ্যানুশীলন ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে গড়ে উঠবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বীরভূম জেলার শ্রীনিকেতন আঞ্চলিক গ্রন্থাগারটির নামও এখানে উল্লেখযোগ্য।

এর অধীনে ৬টি ফিডার লাইব্রেরী আছে। রাজ্যসরকার স্বীয় পৃষ্ঠপোষিত গ্রন্থাগারগুলি স্থাপন করেই নিশ্চেষ্ট হয় নি, যাতে পল্লী অঞ্চলের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি সমানতালে গড়ে উঠতে পারে, তার জন্য প্রতিবৎসর সাত হাজার টাকা আর্থিক সাহায্যও দেন, জেলার সামাজশিক্ষা আধিকারিকের মাধ্যমে এই আর্থিক সাহায্য বিতরণ করা হয়।

আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, একটা সুনির্দিষ্ট গ্রন্থাগার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, সেই পরিকল্পনার কাজ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে এর অদূর ভবিষ্যতে এর পূর্ণাঙ্গে রূপায়ণ হলেই একটা সুষ্ঠু, সুসংবদ্ধ ও সুপরিচালিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবন

১৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সিউড়ী সহরে কোনও সাধারণ পাঠাগার ছিলনা। সাধারণ পাঠাগারের অভাবে এখানকার স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ খুবই অসুবিধা ভোগ করতেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বীরভূমের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন—মিঃ এ, আহমেদ্। তাঁরই আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় বীরভূমের স্বনামধন্য জুবিলী গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালে এই জুবিলী গ্রন্থাগারের নাম পরিবর্তন করে নূতন নাম রাখা হয় "বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার"।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর বর্ধমান বিভাগের কমিশনার মিঃ জে, কেনেডি জুবিলী গ্রন্থাগার এবং রামরঞ্জন পৌরভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৫এ আগষ্ট তারিখে উক্ত বিভাগের কমিশনার মিঃ সি, জি, এস্ ফোলডার দ্বারা উদ্ঘাটন করেন। কাজেই এই গ্রন্থাগারের ইতিহাস ৬৪ বৎসর ধরে নিরবচ্ছিন্ন জনসেবার ইতিহাস। গ্রন্থরাজি সমৃদ্ধ এই গ্রন্থাগারের ইতিহাস ঐতিহ্যময়। প্রাসাদোপম অট্টালিকায় এই গ্রন্থাগার অধিষ্ঠিত। গ্রন্থাগারের সম্মুখ ও পশ্চাতে সুশোভিত উদ্যান আছে। প্রায় একবিঘা জমির উপর এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত।

বীরভূম জেলায় হেতমপুরের মহারাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয় গ্রন্থাগারের এই বৃহৎ জমি দান করেন। গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের অধিকাংশ ব্যয়ই তিনি বহন করেন। সামান্য কিছু অর্থ চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত হয়। মহারাজা গ্রন্থাগারের পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য, একটী সম্পত্তি বিশেষভাবে নির্দ্ধারিত করে দেন। এই জমির আয় থেকে বাৎসরিক ৩০০৲টাকা, তিনি, তাঁর বংশধর এবং উত্তরাধিকারীগণ দিতে বাধ্য থাকবেন এই মর্মে তিনি একটী দলিল সম্পাদন করেছেন। সহস্র মুদ্রায় একটি কোম্পানীর কাগজও দান করেন।

মূল গ্রন্থাগার ভবনটী মোগল স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত। শীর্ষে গম্বুজ দ্বারা সুশোভিত। কিছুকাল পূর্বে মূল গ্রন্থাগার ভবনের পার্শ্বে আরও দুইটী বৃহৎ পাঠভবন নির্মিত হয়েছে। একটী "গোপীনাথ পাঠভবন"—অন্যটী "রবীন্দ্র পাঠভবন।"—গোপীনাথ পাঠভবন, বীরভূমের

তেতুলবেড়িয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীমতী অতুল ভাবিনী ঘোষ মহাশয়ার অর্থানুকূলে নির্মিত হয়। তাঁহার স্বর্গতঃ স্বামী গোপীনাথ ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি এই ভবন নির্মাণের জন্য অর্থদান করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এই ভবন নির্মাণে অর্থ সাহায্য করেন। রবীন্দ্র পাঠভবন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ সাহায্যে নির্মিত হয়।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের (প্রাক্তন জুবিলী লাইব্রেরী) আরও তিনটী সহযোগী গ্রন্থাগার আছে। ঐ গুলির নাম—"রবীন্দ্র পাঠাগার ও রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি," "বীরভূম কিশোর পাঠাগার," "গান্ধী স্মারক নিধি পাঠচক্র।" বর্তমানে গ্রন্থাগার ভবনে প্রায় পনর হাজার পুস্তক আছে। এই গ্রন্থাগারে বহু প্রাচীন অমূল্য পুস্তক আছে যা অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থাগারে পাওয়া দুর্লভ। স্থানাভাব হেতু পুস্তকগুলির বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে অনুষ্ঠিত, রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবের সময় প্রকাশিত "গোল্ডেন বুক অব টাগোর" এবং অমল হোম সম্পাদিত রবীন্দ্র জয়ন্তী সংখ্যা এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। বাংলা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে প্রকাশিত প্রচুর পত্র এবং পত্রিকা এই গ্রন্থাগারে রাখা হয়। আগ্রহশীল পাঠকগণ এই গুলির সদব্যবহার করেন। সংস্কৃতি মূলক অনুষ্ঠানগুলি এই স্থানে উদযাপিত হয়। পৌরভবনের সুবিস্তৃত হলগুলির বাংলা তথা ভারতের মনীষীগণের তৈলচিত্র দ্বারা সুশোভিত।

এই সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক—শ্রীআনন্দ গোপাল মিত্র, যুগ্ম সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী এবং অনারারী লাইব্রেরীয়ান শ্রীগোবিন্দ গোপাল সেনগুপ্ত। পরিচালনা গুণে এই গ্রন্থাগার দিন দিন সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছে। বাংলা তথা ভারতের বহু মনীষী এই গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এইরূপ শৃঙ্খলাযুক্ত সুসংগঠিত গ্রন্থাগার বাংলার মফস্বল সহরগুলিতে বিরল বললেও অত্যুক্তি হবেনা।

অর্ধ শতাব্দীর ওপর জনসেবাধন্য—এই গ্রন্থাগার, অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গকে স্বাগত জানাইতেছে।

———

"We should not become parochial, narrow minded provincial, communal and caste minded, because we have a great mission to perform. Let us, the citizens of the Republic of India, stand up straight, with straight backs, and look up at the skies, keeping our feet firmly planted on the ground and bring about this synthesis, this integration of the Indian people.

—Jawaharlal Nehru

বিদ্যালয়-গ্রন্থাগার বিষয়ক অধিবেশনে আলোচ্য প্রবন্ধাবলী

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়

নবগঠিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি কলেজীয় শিক্ষার কিয়দংশকে আপন অধিকারে আনিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে তাহার অন্যান্য দায়িত্বের সহিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বাড়িয়া গিয়াছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছাত্রদিগকে নির্দিষ্ট পাঠ্যের অতিরিক্ত পুস্তক পড়িতে আগ্রহী করিয়া তোলা। সার্থক ভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে শিক্ষিত করিয়া তোলা। কোষ গ্রন্থগুলির (Reference Books) সংবাদ দেওয়া এবং তাহা হইতে সংবাদ উৎকলিত করিতে শিক্ষা দেওয়াই এবং পরিশেষে আপন আপন রচনায় ব্যবহৃত গ্রন্থ ও পাঠ্যগুলির ঠিকমত পরিচয় দেওয়া। বলা বাহুল্য, এই সমস্তগুলি শিক্ষা সাপেক্ষ এবং কেবলমাত্র কতকগুলি গ্রন্থসমষ্টি গ্রন্থাগারে রাখিয়া দিলেই এই সব উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার নহে।

ইতঃপূর্বে শান্তিপুর ও মালদহ গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রতি বিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা এবং সর্বসময়ের জন্য পৃথক গ্রন্থাগারিক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দর্শানো হইয়াছে। আশা করি আজ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পুনর্গঠনের সময় কর্তৃপক্ষ আমাদের ঐ দুই সুপারিশের কথা মনে রাখিবেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই দুইটি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখাইবার জন্য কোন চেষ্টা করা হইবে না, গ্রন্থাগার কি কি উপায়ে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি সাধন করিতে পারে—বর্ত্তমান প্রবন্ধের তাহাই আলোচ্য বিষয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সংগঠনের পূর্বে আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষাধিকর্ত্তার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। তাঁহার একটি নির্দেশে কথিত ছিল যে বিদ্যালয়ের প্রতি ক্লাশে সপ্তাহে অন্ততঃ একটি করিয়া পিরিয়ড গ্রন্থাগারের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। খুব সম্ভবতঃ বিলাতের স্কুল লাইব্রেরী এসোশিয়েসনের সুপারিশে গৃহীত বিলাতী সিদ্ধান্তের ইহা ছিল অনুসরণ। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের তদানীন্তন অবস্থা শিক্ষাধিকর্ত্তার ঐ আদেশকে ফলপ্রসূ করিবার উপযুক্ত ছিল না। স্কুল সমূহে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ছিল না বলিলেই হয়। এবং কোন স্কুলেই নামতঃও গ্রন্থাগারিক কেহ থাকিতেন না। তদুপরি বর্ত্তমানে আমাদের দেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যতখানি প্রসার হইয়াছে তখন তাহাও হয় নাই। ফলে, শিক্ষকদের মধ্যেও শিক্ষাধিকর্ত্তার ঐ আদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার উপযুক্ত লোক কেহ ছিল না। স্কুল সমূহে গ্রন্থাগারের জন্য নিরূপিত পিরিয়ডটি বই লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হইত এবং স্বতঃই অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে

যুগপৎ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে পারা যাইত না বলিয়া এই পিরিয়ডে শৃঙ্খলার অভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যাইত। সুতরাং আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবহারের এই পিরিয়ডটি অপ্রয়োজনীয় বিধায় তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কয়েকবৎসর পূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ব্রিটিশ কাউন্সিলের তদানীন্তন ভারতস্থ প্রধান গ্রন্থাগারিক স্বর্গতঃ জন স্মিটনকে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রশ্নটি সবিস্তারে আলোচনার জন্য কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা করিতে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। তদনুযায়ী কলিকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে স্মিটন সাহেব চারিটি বক্তৃতা দেন। ঐ চারিটি বক্তৃতা তিনি গ্রন্থাগার ক্লাসে গ্রন্থাগারের ব্যবহার কিরূপে শিক্ষা দেওয়া উচিত অন্যান্য বিষয়ের সহিত এই বিষয়েরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের যতগুলি উদ্দেশ্যের কথা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে সমস্তগুলিকেই কি ভাবে সফল করা যায় তাঁহার বক্তৃতাগুলিতে সে সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ নির্দেশ ছিল। স্মিটন সাহেবের এই বক্তৃতাগুলি একত্র করিয়া ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ প্রকাশ করিয়াছেন। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাতেও ঐ চারিটি প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিমন্ত্রণে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারিক ডাঃ এস আর রঙ্গনাথন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষায় গ্রন্থাগারের সহযোগীদের উপর একটি আলোচনা পরিচালনা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। তিনি বলেন—উচ্চতর শ্রেণীগুলিতে ইতিহাস প্রভৃতির শিক্ষা সুপরিচালিত করিতে হইলে ইতিহাসের মূল উপদান গুলির সহিত ছাত্রদিগকে পরিচিত করিতে হয়। ঐ মূল উপাদানগুলির প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি ব্যতীত এই কাজ কখন ও সিদ্ধ হইতে পারে না। অথচ গ্রন্থাগারিক যদি পূর্বাহ্নে শিক্ষকের কার্য্যক্রম (Scheme of Lessons) না জানিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে কখন ও এই সমস্ত কথা সময়ে পরিবেশন করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্যক্রমের সহিত গ্রন্থাগারিকের পরিচিতি ও সহযোগিতা—উভয়ই আবশ্যক। ইতিহাস শিক্ষার পক্ষে যে যুক্তি উল্লিখিত হইল তাহা ভূগোল, লজিক, সাহিত্য প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও সমভাবে প্রযোজ্য। বস্তুতঃ ছাত্রদিগের চিন্তাশক্তি ও বিচারক্ষমতা উদ্বোধিত করিয়া শিক্ষাপ্রদান করিতে হইলে গ্রন্থাগার ও শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা অপরিহার্য্য। গ্রন্থাগারিককে অবশ্য ইহার জন্য অনেক খানি সক্রিয় হইতে হইবে। প্রয়োজন মত বহু পাঠ্য বস্তুর প্রতিলিপি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সংগৃহীত উপাদানগুলির পরিপূর্ণ তালিকা পূর্বাহ্নে শিক্ষকমহাশয়কে দিতে হইবে এবং ছাত্রগণের অন্যান্য পাঠের অসুবিধা না করিয়া ও যাহাতে তাহারা ঐ সমস্তগুলি পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কিশোর তরুণ ছাত্রদের মধ্যে গ্রন্থরচনার প্রবৃত্তি সহজাত। বাংলা দেশে বোধহয় এমন ছাত্র একটি ও নাই যে জীবনে গল্প, কবিতা বা নাটকের অংশবিশেষ রচনা করে নাই।

কিন্তু ছাত্রদিগকে পুস্তকাদি রচনার টেকনিক না শিখাইতে পারিলে তাহাদের রচনা প্রবৃত্তি ও সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে না এবং তাহারা সার্থক গবেষণার জন্য শিক্ষিত হইয়া উঠিতে পারিবে না। গবেষণারত কত ছাত্রকে সঠিক শিক্ষার অভাবে এই বিষয়ে অযথা বহু পরিশ্রমের অপচয় করিতে হয় এবং ঠিকভাবে জিনিসটি উপস্থাপিত করিতে হয় তাহা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই জানেন। অনেকে বলিবেন এই সমস্ত শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং অনাবশ্যক। আমাদের মনে রাখিতে হইবে মাধ্যমিক শিক্ষার পরবর্তীকালে আর ছাত্রদিগকে হাতে নাতে গ্রন্থাগার ব্যবহারের শিক্ষা দিবার সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না। সুতরাং এই বিষয়ে যাহা শিক্ষণীয় তাহা এখনই শিখাইবার বন্দোবস্ত করা দরকার।

মোট কথা মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের ক্ষণে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা, ক্লাশের পুনঃ প্রবর্ত্তন করা। ছাত্রদের মধ্যে পাঠ প্রবৃত্তি জাগ্রত করা, শিক্ষার প্রতি বিভাগের সঙ্গে গ্রন্থাগারের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা স্থাপিত করা এবং সর্বোপরি পাঠকদের স্বাধীন পাঠ ও চিন্তা ক্ষমতাকে জাগ্রত করা আজ একান্ত প্রয়োজন। সুপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থাগারে কর্ত্তব্য বুদ্ধিসম্পন্ন ও সর্বজনমান্য গ্রন্থাগারিক ব্যতীত এই কার্য্য আর কাহারও দ্বারা সাধিত হইতে পারে না।

পশ্চিম বাংলায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মূল্যায়ন

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

(প্রবন্ধটি পাঠ করার পূর্বে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎসাহী ও উদ্যোগী যিনি ছিলেন লোকান্তরিত সেই পথিকৃৎ ৺তিনকড়ি দত্তকে স্মরণ করি ও শ্রদ্ধা জানাই।)

ক। বিদ্যালয় শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা

বর্তমান যুগে সমগ্র বিশ্বের শিক্ষাবিদগণ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সীমাবদ্ধতা সদ্যজাত মনের খোরাক জোগাতে পারে না। এই অভাব একমাত্র গ্রন্থাগার মেটাতে পারে। বইপড়ার সৎ-অভ্যাস তাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির অধিকারী করবে। বিভিন্ন মনীষীর চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে তাদের মানসিকতার উত্তরোত্তর উন্নতি হবে। সর্বোপরি পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সুপরিচালিত গ্রন্থাগার ব্যবহারের শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশু ও কিশোর মনকে সহজেই গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা যাবে, যার ফলে ভবিষ্যতে তারা সুপাঠক হয়ে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে।

কিশোর মন ও চরিত্রের সর্বাত্মক বিকাশের পথে অন্যতম পাথেয় সুপরিচালিত একটি গ্রন্থাগার—য.' প্রতি বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্যকে সাধন করবে।

মুদালিয়র কমিশনের বিখ্যাত রিপোর্টেও বলা হয়েছে যে বিদ্যালয়গুলিতে যথার্থ গ্রন্থাগার স্থাপন করা উচিত। এবং গ্রন্থাগারগুলি শুধু বইসংগ্রহই করবে না, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে তার সংগ্রহকে পাঠকদের সামনে সুষ্ঠুভাবে উন্মুক্ত করে দেওয়া।

মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টের পর ১১ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির বিশেষ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নি। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রশ্নটি পশ্চিম বাংলায় একরূপ অবহেলিত বললেই চলে। গ্রন্থাগার সম্পর্কে যা কিছু চিন্তাচর্চা ও তৎপরতা ইদানীং দেখা যায় তা সাধারণ গ্রন্থাগার অথবা মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির কোন সমীক্ষাও হয় নি। আশার কথা যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার', পত্রিকায় বোধ করি এই উদ্দেশ্যেই বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে একটি প্রশ্নমালার সাহায্যে সমীক্ষা করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

তিনটি পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার সংস্থানের যে ব্যবস্থা হয়েছে তা জোড়াতালি দেওয়ার সামিল। সুপরিকল্পিত প্রণালীতে পর্যাপ্ত অর্থে এবং উপযুক্ত কর্মীর সাহায্যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি রূপায়িত হয়নি। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী যোজনার প্রাকালে এ বিষয়ে যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

১৯৬১—৬২ সালের হিসাবে পশ্চিম বাংলায় ১১২৭টি উচ্চবিদ্যালয় এবং ১১৩৭টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এগুলির মোট ছাত্রসংখ্যা ৮'৯ লক্ষ। এছাড়া ৩৪,৪৬৮টি প্রাথমিক ও বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে। সারা রাজ্যের ৬ থেকে ১০ বৎসর বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের নিখরচার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য ২৮,৭০৮টি অতিরিক্ত বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন দর্শানো হয়েছে।

খ। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থা

(১) আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে পূর্ণ সময় কাজ করবার জন্য **শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের অভাব** বড়ই চোখে পড়ে। গ্রন্থাগার সুপরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের গুরুত্ব বর্তমানে সবাই স্বীকার করবেন। শুধু বই দেওয়া নেওয়ার মধ্যে গ্রন্থাগারের কর্ম সীমিত নয়। সমগ্র গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা ও সংগঠন, পুস্তকাদি নির্বাচন, সূচীকরণ, ও বর্গীকরণ, ছাত্রদের প্রয়োজনীয় বই-পত্র পাঠে নির্দেশ দেওয়া এবং তাদের মধ্যে পাঠানুরাগ সৃষ্টি করাও গ্রন্থাগারিকতার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং গ্রন্থাগারিকের গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া দরকার।

সাধারণত বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকগণ গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে স্বল্পকালীন শিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় বিদ্যালয়গুলিতে পূর্ণ সময় কাজ করবার জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নেই। বিদ্যালয়ের কোনও শিক্ষকই গ্রন্থাগারিক হন। সেজন্যে তাঁরা মূল

বেতনের উপর শিক্ষাপর্ষদের নিয়মানুযায়ী কিছু কিছু ভাতা পান। প্রধানত শিক্ষক হওয়ার জন্য নিয়মানুসারে তাঁদের সপ্তাহে ২৯।৩০টি ক্লাস করতে হয়। সুতরাং গ্রন্থাগারের ন্যায় দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাঁরা পরিপূর্ণ মনোযোগ দিতে সমর্থ হন না। ফলে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব বজায় থাকে বটে, তার উদ্দেশ্য সফল হয় না। পূর্ণ সময় কাজ করবার জন্য গ্রন্থাগারিক ছাড়া বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি প্রকৃত 'গ্রন্থাগার'-এর মর্যাদা লাভ করবে না।

এ প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ে পূর্ণ সময়ের জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকগণের বেতন এবং মর্যাদার প্রশ্নটিরও সুষ্ঠু মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। শিক্ষকগণের মত তাঁরা যদি সম মর্যাদা এবং বেতনের অধিকারী না হন, তাহলে বিশেষ গুণবিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক লাভের চেষ্টা ব্যর্থ হবে। গ্রন্থাগারিকদের ব্রত সেবা—একথা সর্বাংশে সত্য, কিন্তু তা সম্মান ও ন্যায্য মূল্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

(২) বর্তমান বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির সার্থক রূপায়নের পথে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা **তীব্র অর্থাভাব**। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয় উপাদানের অন্যতম দুটী হ'ল পুস্তক এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক। এই দুটী উপাদানের সঙ্গেই অর্থের প্রশ্ন জড়িত। মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টেও সরকারী অর্থানুকূল্যের কথা বলা হয়েছে। সম্প্রতি ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তর ঘোষণা করেছেন যে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত ছ'-সাত বছরে প্রায় পাঁচশ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনের জন্য এককালীন ৫ হাজার টাকা সাহায্য করেছেন। গ্রন্থাগারগুলি যে বার্ষিক সাহায্য পেয়ে থাকে তা' এই সর্তে যে তার সঙ্গে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও কিছু অর্থ নিয়োগ করবেন। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ের আর্থিক দুরবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষ সেই টাকা অন্যক্ষেত্রে ব্যয় করে থাকেন। এসকল অর্থসাহায্যের প্রধান ত্রুটী যে, এই সাহায্য অনিয়মিত। নির্দিষ্ট সময়ের অন্তরে নিয়মিত ভাবে প্রদত্ত হলে সে অর্থ প্রয়োজনকে যথেষ্ট মেটাতে পারতো; অনিয়মিত এবং এককালীন হবার দরুণ তার সদ্ব্যবহার অনেকক্ষেত্রেই ঘটে না। সর্বোপরি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির প্রয়োজন এবং সংখ্যার দিক থেকেও এই সাহায্য পর্যাপ্ত নয়।

(৩) **স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা**ঃ গ্রন্থাগারের জন্য স্বতন্ত্র একটি ঘরও অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলিতে পাওয়া যায় না। কারণ বিদ্যালয়গুলির নিজস্ব ভবনের অভাব। ফলে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে, বারান্দায়, ছাত্র এবং শিক্ষকদের বিশ্রামকক্ষে আলমারিতে তালাবন্ধ অবস্থায় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ শোভা পেয়ে থাকে। যদি কোনও ক্ষেত্রে ঘর পাওয়া যায় তবে সে ঘর আলোবাতাসহীন ও অপ্রশস্ত। আর আসবাবপত্র বলতে বোঝায় দু'একটা বেঞ্চি ও টেবিল। অথচ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আলাদা ঘরের প্রয়োজনকে তো কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

(৪) **গ্রন্থাগার সম্পর্কে যথার্থ ধারণার অভাব** দেখতে পাওয়া যায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এবং শিক্ষকদের মধ্যে। যার ফলে কর্তৃপক্ষ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘর এবং আসবাব-পত্র গ্রন্থাগারের জন্য দিয়ে থাকেন আর শিক্ষকরা তাঁদের পছন্দমত বই এনে দু'চারটি

আলমারি ভর্তি করান। গ্রন্থাগারের গুরুত্ব শিক্ষার উচ্চতম মহলে স্বীকৃত হলেও বিদ্যালয়-গুলিতে কর্তৃপক্ষ যতখানি পাঠ্যবিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন, গ্রন্থাগার বিষয়ে ততখানি সচেতন হন না। ফলে দক্ষ কর্মীর নিয়োগ বা পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, অর্থাৎ গ্রন্থাগার সংগঠনই হয়ে ওঠে না। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দরকার। মনে রাখা উচিত উপযুক্ত শিক্ষাদান করতে হলে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা সরঞ্জামের একান্তই প্রয়োজন। আর গ্রন্থাগার হল সরঞ্জামগুলির মধ্যে অন্যতম।

গ। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপ ও কার্যক্রম :

আর্থিক কারণেই সমস্ত বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার সংস্থান কতদূর সম্ভব তা বিচার্য বিষয়। আচার্য রঙ্গনাথন সেজন্যে বলেছেন যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে আঞ্চলিক ভিত্তিতে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গঠন করা বিধেয়। একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে শাখা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থ ঋণ দেবার ব্যবস্থা থাকবে। এমনকি গ্রন্থ নির্বাচন ও ক্রয়, বর্গীকরণ, তালিকাকরণ প্রভৃতি কাজও কেন্দ্রে হবে। শাখা বিদ্যালয় গুলিতে থাকবে আকর-গ্রন্থ (Reference books) জাতীয় মৌলিক কিছু গ্রন্থের সংগ্রহ।

এছাড়া প্রস্তাবিত রাজ্যব্যাপী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গেও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির একটি সংযোগ থাকা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত Library Advisory Committee খোলাখুলিই তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন যে ক্ষেত্রবিশেষে এবং প্রয়োজনবোধে বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারগুলিকে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকায় অংশ নিতে হবে।

(১) **গ্রন্থাগার গৃহ :** সর্বাপেক্ষা আলোবাতাসযুক্ত কক্ষটিই গ্রন্থাগার গৃহ হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। ঘরটির আয়তন সম্বন্ধে বলা যায়, যেখানে একটি শ্রেণীর সকল ছাত্র বসে পড়তে পারে। এবং যেখানে সমস্ত সংগ্রহ রাখা যেতে পারে। ছাত্রদের ব্যবহারের চেয়ার টেবিলের মাপ ভারতীয় মানক সংস্থা (ISI) অনুমোদিত মাপ অনুযায়ী হবে। আসবাবপত্র তৈয়ারীর সময় স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। গৃহটি আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আসবাবপত্র এবং দেওয়াল হাল্কা রঙে রঙীন করা যেতে পারে। দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর ছবি পাঠকমনকে পাঠ্যবিষয়ের ক্লান্তি থেকে মনকে মুক্তি দিয়ে সজীব করে তুলবে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পাঠকদের নিজে হাতে বই নেবার (open access) সুযোগ দিতে হবে। হয়তো তার ফলে কিছু বই হারাতে পারে বা স্বস্থানে না থাকতে পারে। কিন্তু তাদের কৌতূহল মেটানো ও পাঠানুরাগ জাগানোর জন্য এর মূল্য আছে।

(২) **পুস্তক নির্বাচন :** সুপরিজ্ঞাত উদ্দেশ্য, সীমিত অর্থশক্তি ও সুবিপুল প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বিধান করে পুস্তক নির্বাচন অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে প্রথমত তাঁর পাঠকদের রুচি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রকাশিত পুস্তকসমূহ এবং তাদের অঙ্গসজ্জা নির্বাচনের মানদণ্ড। যেমন, উজ্জ্বল সুচিত্রিত প্রচ্ছদ পট, বইয়ের ভিতরে নানারঙের সুন্দর ছবির সন্নিবেশ, বইয়ের কাগজ ও কালি, ছাপা ও বাঁধাই সব কিছুই এমন হবে যা তাদের চোখকে পীড়া দেবে না অথচ মনকে আনন্দ দেবে। তৃতীয়ত, এ কাজে গ্রন্থাগারিকের অন্যতম সহায়ক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ।

সংগ্রহের মধ্যে প্রথমত প্রয়োজন আকর গ্রন্থ জাতীয় কিছু মৌলিক গ্রন্থ। যেমন, বিশ্বকোষ, অভিধান, জীবনীকোষ, মানচিত্র, ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য গ্রন্থাদি যেমন, ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও কলা, ভূগোল, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, ব্যবহারিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদি। তৃতীয়ত, পাঠ্য তালিকা বহির্ভূত নিছক আমোদের বই। যেমন, পুরাণ, রূপকথা, রহস্যঘন কাহিনী, দেশবিদেশের গল্পের অনুবাদ, ছড়া ও কবিতা ইত্যাদি। চতুর্থত, কিছু নির্বাচিত পত্র পত্রিকা যার বিষয় বৈচিত্র্য আছে, যাতে পাঠকমনে কৌতূহল জাগে এবং তারা উৎসাহী হয়।

গ্রন্থাগারিকের রুচি, সকলের সহযোগিতা বিদ্যালয়ের বিশেষ পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষাদান পদ্ধতি ও অর্থক্ষমতার উপর পুস্তক নির্বাচনের সাফল্য নির্ভর করে থাকে।

(৩) **অতিরিক্ত কার্যক্রম :** বই দেওয়া নেওয়াই বর্তমান গ্রন্থাগার তার একমাত্র কাজ বলে স্বীকার করে না। তার সীমা বহুবিস্তৃত।

(ক) আকর গ্রন্থসমূহ ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা গ্রন্থাগারিকের অন্যতম কাজ। এর জন্য প্রতি বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যতালিকায় নির্দিষ্ট সময় থাকবে। বিদ্যালয় জীবনে সূত্র-সন্ধান কাজের সঙ্গে পরিচিত হলে ভবিষ্যতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহারে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। এবং এ কাজে ছাত্ররা ব্যক্তিগত ভাবে কাজ করার প্রেরণা পায়।

(খ) গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ধরনের mounted illustrations এবং পোস্ট কার্ড সংগ্রহ করে সেগুলো যদি ম্যাজিক লণ্ঠন বা epidiascope-এর সাহায্যে ছাত্রদের দেখানো হয়, তবে তারা উৎসাহিত হবে।

(গ) নূতন বই সম্পর্কে ছাত্রদের উৎসাহী করে তোলার জন্য, বা সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের খবরের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিদ্যালয়ের যে কোনও দ্রষ্টব্য স্থানে নানারকম পুস্তিকা, পুস্তকের প্রচ্ছদপট, Cuttings সাজিয়ে রাখা যেতে পারে।

(ঘ) ছাত্রদের পাঠস্পৃহাকে জাগাবার জন্য বিতর্কমূলক প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যেতে পারে বা আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(ঙ) বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের নিয়ে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারেন। বিভিন্ন গ্রন্থাগার দর্শনে ছাত্ররা গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারে।

(চ) ছুটির দিনে এবং সাধারণ দিনে কাজের পরও কিছু সময় গ্রন্থাগার খুলে রাখা উচিত। এতে গ্রন্থাগারের চাহিদা ছাত্র ছাড়াও স্থানীয় লোকদের কাছে বেড়ে যাবে।

উপসংহার : বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির মূল সমস্যা হচ্ছে অর্থ সমস্যা। যতদিন না আর্থিক ক্ষেত্রে বিদ্যালয় গুলি দৃঢ়-ভিত্তি অর্জন না করে ততদিন গ্রন্থাগারের অন্যান্য সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভবপর নয়। বিদ্যালয়গুলির অর্থসঙ্কট দূরীভূত হতে পারে সরকারী অর্থানুকূল্য দ্বারা। সুতরাং সর্বাগ্রে আবেদন জানাই যার প্রয়োজন এবং দাবী আজ সর্বস্বীকৃত সেই বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির প্রতি সরকারী আনুকূল্য প্রদর্শিত হোক। সরকারের অনাবর্তক অর্থসাহায্য (বই ও আসবাবপত্রের জন্যে) ছাড়াও গ্রন্থাগারের অন্যান্য ব্যয়নির্বাহের জন্যে সরকারের স্থায়ী ও সুনিশ্চিত আবর্তক অর্থসাহায্য বিনা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনা দুষ্কর।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমস্যা

চঞ্চল কুমার সেন

গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজকের দিনে শিক্ষিত সম্প্রদায় যথেষ্ট অবহিত পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নতদেশ এর প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে এবং শিক্ষা সম্প্রসারণের সহায়ক রূপে একে মেনে নিয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারকে জনসাধারণের বিশ্ববিদ্যালয় বলেও কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। ইউনিভার্সিটিতে, কলেজ এবং স্কুলেও সুন্দর সুপরিচালিত গ্রন্থাগার গড়ে তুলবার বিষয় এরা যত্নবান হয়েছেন। ইউরোপ ও অ্যামেরিকা থেকে আমাদের দেশেও গ্রন্থাগার আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌছেছে। বরোদা, মাদ্রাজ, বাংলা, অন্ধ্র, পাঞ্জাব, প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতি ধীরে ধীরে জনসাধারণের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কলেজে কলেজেও মোটামুটি শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের পরিচালনায় গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। স্কুলে স্কুলে মাঝে মাঝে কিছু কিছু বই কিনবার ব্যবস্থা থাকার ফলে কোনমতে এক বা ছোটখাট পুস্তক সংকলন হয়ত গড়ে উঠেছে কিন্তু তার পরিচালনার জন্যে না আছে সুদক্ষ শিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী, না আছে কোন স্বতন্ত্র পাঠগৃহ, না আছে ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহার করবার জন্যে উপযুক্ত সময়ের ব্যবস্থা। স্কুল ফাইনাল বা হায়ার সেকেণ্ডারী পাঠক্রমের বিশালতার দরুণ স্কুল পরিচালক বর্গের পক্ষে বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট সময় থেকে Library hours বা লাইব্রেরীর জন্যে কিছুটা সময় ঠিক করে দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনা। আর উপযুক্ত গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা থাকলেই সময়ের প্রশ্ন উঠতে পারে, তার আগে নয়।

স্কুল লাইব্রেরীর সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলির মধ্যে উপরোক্ত সমস্যা সমূহকে স্থান দেওয়া যেতে পারে। এইসব সমস্যা সমাধান করবার জন্যে এখন পর্যন্ত কোনরকম সক্রিয় প্রচেষ্টা দেখা দেয়নি। Board of Secondary Education Multipurpose বা Higher Secondary স্কুলের জন্যে পাঠ্য পুস্তক ও Reference বই কিনবার উদ্দেশ্যে এক কালীন কিছু টাকা sanction করবারও ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সেই সব পুস্তক কিভাবে ব্যবহৃত হবে, ছাত্ররা সে সব পুস্তকের সাহায্য কি করে পাবে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণেরই বা কি ব্যবস্থা হবে সেদিকে Board এর কর্তৃপক্ষ একেবারেই দৃষ্টি দেননি, ফলে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজও অনাদৃত ও অবহেলিত হয়ে রয়েছে। স্বাধীন ভারতে প্রথম Secondary Education Commission অক্টোবর, ১৯৫২ থেকে জুন ১৯৫৩ পর্যন্ত নানা বিষয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা ও পর্যালোচনার পর যে রিপোর্ট পেশ করেন তা কমিশনের চেয়ারম্যান মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত মুদলিয়রের নাম অনুযায়ী মুদলিয়র কমিশন রিপোর্ট নামে পরিচিত। ঐ রিপোর্টের এক জায়গায় শিক্ষার মান উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে—"....Moreover the standard

of interest and general knowledge is so deplorably poor in Secondary Schools—the examination 'howlers' and the report of the Public Service Commission are on irreputable proof of the latter—that it has become a matter of highest priority to promote the desire and habit of general reading amongst our students. This means in effect the establishment of an intelligent and effective library service. In fact without it many of the recommendations and proposals made in this chapter and elsewhere cannot possibly be implemented .

এরপর মাধ্যমিক বিস্তালয় সমূহের তৎকালীন প্রচলিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতি এই কমিটি মন্তব্য করেছেন।

........We should like to state at the outset that in large majority of schools there are at present no libraries worth the name. The books are usually old, outdated, unsuitable, usually selected without reference to the students tastes and intrests. They are stocked in a few bookshelves which are housed in an inadequate and un attractive room. The person in charge is often a clerk or an indifferent teacher who does the work on a part time basis and has neither a love for books nor knowledge of library technique.

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে কি ভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে তার কথাও এই রিপোর্টে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ভবন ও পাঠকক্ষ সহজগম্য ও আকর্ষণীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ঘরের দেওয়ালগুলি উপযুক্ত রঙ দিয়ে রাঙিয়ে দিতে হবে। সুন্দর ফুল ও সুদৃশ্য ছবি দিয়ে গ্রন্থাগার সাজিয়ে রাখতে হবে। ঘরের টেবিল, চেয়ার, আসবাবপত্র, বইয়ের সেল্ফ্ প্রভৃতি শিল্পরুচির পরিচায়ক হওয়া প্রয়োজন। যদি সম্ভব হয় Free access অর্থাৎ সেল্ফ্ থেকে ছাত্রদের নিজের হাতে বই নেবার সুবিধা দিতে হবে। সর্বোপরি ছাত্রদের মনে এই রকম মনোভাবের সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে গ্রন্থাগারের প্রতি তাদের আকর্ষণ বেড়ে যায় এবং বইয়ের প্রতি তারা যত্নবান হয়ে ওঠে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচনের বিষয় এই কমিশন যে সুপারিশ করেছেন তা যে কতখানি প্রগতিপন্থী তা নিচের বিবরণ থেকে বুঝতে পারা যাবে :

"....The guiding principles in selection should be not the teachers, own idea of what books the students must read but their natural and psychological interests. If they feel more attracted

at a particular age to stories of adventure or travels or biographies or even detection and crime, there is no justification for forcing them to read poetry or classics or belle letters · "

অবশ্য এর পরে বলা হয়েছে ছাত্ররা কি পড়ছে এবং তাদের কি পড়া উচিত এ বিষয়ে শিক্ষকরা মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন।

এই কমিশনের সবচেয়ে বড় সুপারিশ হচ্ছে প্রত্যেক মাধ্যমিক স্কুলে একটি করে সুন্দর গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে এবং তার পরিচালনার ভার একজন সুদক্ষ শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের হাতে তুলে দিতে হবে। কমিশন রিপোর্টের ভাষায় :—"The library being attractive, arranged and adequately supplied with suitable books the next important thing is an efficient service. In most schools as we have pointed out there is no conception of such service. It would require the services of a highly qualified and trained Librarian who should be on a par with senior teachers in pay and status and we definitely recommend that, there should be in every secondary school a full time librarian of this type."

মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর ১১ বছর কেটে গেছে। কিন্তু ১১ বছর পরেও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কোন উন্নতিই আমরা দেখতে পাইনা। Secondary Board of Education এককালীন কিছু টাকা মঞ্জুর করেই তাদের কাজ শেষ করেছেন এবং সে টাকার পরিমাপও এত কম যে তা দিয়ে একটা নতুন ভাল গ্রন্থাগারের উপযুক্ত বই কেনা সম্ভব নয়। তা ছাড়া গ্রন্থাগারকে সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চালাতে হোলে প্রতি বছরই বেশ কিছু টাকার বই কেনা প্রয়োজন। এ বিষয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ বলতে গেলে একেবারেই নীরব। আর trained librarian নিযুক্ত করার ব্যাপারেও ওই একই কথা। বছর দেড়েক আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০ থেকে ৪০০ টাকা বেতনে সরকারী স্কুলের জন্যে librarianদের একটা প্যানেল তৈরী করবার উদ্দেশ্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। মনে হয় এ বিষয় লাল ফিতের বজ্র বাঁধনে চাপা পড়েছে।

কলেজে কলেজে ছোটখাট গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে এবং শিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের দ্বারা সে সব গ্রন্থাগার পরিচালিতও হচ্ছে কিন্তু তাতেও ছাত্রদের চাহিদা মেটান যায় না। কারণ বেশীর ভাগ ছাত্রেরই সব বই কিনে পড়াশুনা করবার সামর্থ নেই। এই সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনায় কলকাতা সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ডে স্টুডেন্টস হোম গড়ে উঠেছে। এরা কলেজ লাইব্রেরীগুলির কাজে পরোক্ষভাবে যথেষ্ট সহায়তা করছে। কিন্তু স্কুলের ছাত্ররা সে সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। কারণ এই সব ডে স্টুডেন্টস্ হোমে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক স্থান পায় না। আর তা ছাড়া কলকাতার বাইরে ডে স্টুডেন্টস হোমের ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনও করে উঠতে পারেন নি।

উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অবস্থা দেখে মাধ্যমিক স্কুল, আটশ্রেণীর জুনিয়র হাইস্কুল এবং প্রাথমিক বা Primary স্কুলের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিষয় সহজেই কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে। সর্বস্তরের বিদ্যালয়ে যাতে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং সুদক্ষ ও শিক্ষণ প্রাপ্ত দরদী গ্রন্থাগারিকদের দ্বারা যাতে সেই সব গ্রন্থাগার পরিচালিত হয় সেদিকে সদাশয় পশ্চিম বঙ্গ সরকার ও মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ ও স্কুল কর্তৃপক্ষকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ জানাই।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার সম্প্রতি এক Circular-এ D. P. I কে Higher Secondary School এর জন্য Librarian নিযুক্ত করতে অনুরোধ জানিয়েছেন তাতে যে Scale of pay উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :—

(Education Dept, Cercular No. 3641-Edn (D) S P 36/62)

Librarians (For Higher Secondary Section only)

For Librarian with an effective Catalogue strength of

(a)	10,000 books and above Graduate with Dip. Lib.	200-10-400
(b)	Less than 10,000 books Graduate with Dip. Lib.	160-7-223-8-295
	Intermediate with approved Librarianship Certificate.	115-3-13?-4-185

এই Circular-এ মুদালিয়র কমিশনের অনুমোদনকে পুরোপুরি মেনে নেওয়া হয়নি, এবং বইয়ের সংখ্যা অনুযায়ী গ্রন্থাগারিকের বেতনের তারতম্য নির্দেশ করার ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যাতে করে ২০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা বেতন পাওয়া খুব কমী গ্রন্থাগারিকের ভাগ্যেই ঘটবে। সুতরাং এ বিষয়ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও শ্রদ্ধেয় D. P. I.কে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ জানাই।

———

"ভাদুর ডরে মাসানজোড়ে
পাষাণ হতে বান ঝরে
ভাদুর নাচ কে দেখবি আয়রে, কে দেখবি আয়"
(বীরভূমে প্রচলিত একটি লোকগীতি হতে)

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালনা

প্রীতি মিত্র

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অনেকেই এখনও উদাসীন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এবিষয়ে আমাদের থেকে অগ্রণী। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ গত পঞ্চাশ বছরে যতটা উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেই তুলনায় আমাদের অগ্রগতি খুবই মন্থর। এই হইল প্রাপ্তবয়স্কদের গ্রন্থাগারের মোটামুটি অবস্থা। আর যদি কেবল ছোটদের গ্রন্থাগারের কথা চিন্তা করা যায় অর্থাৎ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা দেখা হয় তাহলে সেগুলি একেবারে সুপ্তপ্রায়। অথচ তরুণদের শিক্ষার উপরেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে; আর বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিই সেই শিক্ষার জন্য বেশ বৃহৎ পরিমাণে দায়ী। জ্ঞানের দ্বারা তাহাদের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে হইবে। কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক একমাত্র জ্ঞানের বস্তু হইতে পারে না, অন্যান্য পুস্তকও প্রয়োজন।

শিক্ষার প্রধান উৎস হইল পুস্তক। পুস্তককে ভালবাসিতে পারিলে সমৃদ্ধিশালী হইবার পথ সুগম হয়। তাই বিদ্যালয়ে ও গৃহে সর্বত্রই পুস্তকের দিকে আকৃষ্ট হওয়া সকল ছাত্রেরই কর্তব্য। সময়োপযোগী ভাল ভাল পুস্তক কেনা ছাত্রদের পক্ষে অনেক সময়েই দুঃসাধ্য। কোন কোন দেশে হয়ত পুস্তকক্রয়ের জন্য যাবতীয় ব্যয় ছাত্রেরা জাতীয় তহবিল হইতে পাইয়া থাকে। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় ছেলেমেয়েরা সে সুযোগ পায় না। এই জন্যই ভাল বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের একান্ত প্রয়োজন। আর প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তার কর্তব্য ভালভাবে পালন করিতে হইলে, একটী ভাল গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা হইতেই ছাত্রদের মনে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান লাভের প্রতি অনুরাগ জাগ্রত হইবে।

পুস্তকের দিকে ছাত্রদের আকৃষ্ট করিতে হইলে গ্রন্থাগারে উপযুক্ত পুস্তক সংগ্রহ করিতে হইবে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কেবল কতকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করিলেই হয় না। গ্রন্থ সংগ্রহ যথাযথরূপে ব্যবহারের আগ্রহ ও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি না করিলে সে গ্রন্থাগার নিষ্ফল। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রথম উদ্দেশ্য হইতেছে যে ছাত্রদের মধ্যে গ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ করা। এ কাজ ক্লাসের পড়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া কঠিন। গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইতেছে—এমন পুস্তক ছাত্রদের দিতে হইবে যাহা তাহাদের পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানকে সুদৃঢ় ও বর্ধিত করিবে। বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদিগের উপযোগী পুস্তক নির্বাচন ও সংগ্রহ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রধান কার্য। কিন্তু গ্রন্থ সংগ্রহের যৌক্তিকতা গ্রন্থের ব্যবহারে। গ্রন্থ ব্যবহারে সহায়ক হলেন গ্রন্থাগারিক।

একথা বলা বাহুল্য যে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চাই অর্থ। যদি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল না হয় তবে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে প্রকৃত কার্যকরী

করিয়া তুলিতে হইলে সাধারণ গ্রন্থাগারের সহিত বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের যোগাযোগ রাখা উচিত। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ—ছাত্রদের পুস্তক ব্যবহারের শিক্ষা দেওয়া ও পড়িবার অভ্যাস করিতে সাহায্য করা অর্থাৎ ছাত্রদের পড়ার বা কাজের পুস্তক সরবরাহ করা। আর সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজ—ছোটদের জন্য বিদ্যালয়ের আনুষঙ্গিক পুস্তক ও চিত্তবিনোদনকারী পুস্তকের ব্যবস্থা রাখা। বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী কোন সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহ থেকেই বিদ্যালয়ের প্রয়োজনানুরূপ পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা সেখানে থাকিলে সুবিধা হয়। পুস্তকক্রয় ও লেনদেনের পূর্ববর্তী সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা সাধারণ গ্রন্থাগারের দায়িত্ব। আর পুস্তক নির্বাচনের প্রাথমিক কাজ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গ্রন্থাগার কর্মীরা যুক্তভাবে করিবেন। এইসব বিষয়ে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার আর সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

পুস্তক সংগ্রহই বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রধান সমস্যা নয়, পুস্তক নির্বাচনই প্রকৃত সমস্যা। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার একটী সুনির্দিষ্ট সংস্থার প্রয়োজনের জন্য গঠিত। ইহার আয় অল্প, প্রয়োজন অনেক। যে সমস্ত পুস্তক সংগ্রহ করিতে হইবে তাহাদের সংখ্যাও কম নয়। অতএব যে পুস্তকগুলি সবচেয়ে উপযোগী, সবচেয়ে প্রয়োজন সেইগুলি সংগ্রহ করা। যে কোন পুস্তক কেনা উচিত নয়। প্রত্যেকখানি পুস্তকের বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিয়া কেনা উচিত। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার একটী বিশেষ জাতীয় গ্রন্থাগার। শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনই এর চরম লক্ষ্য। পাঠ্যতালিকার বিষয়গুলি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনে এ পুস্তকগুলি যেন সহায়ক হয়। অতএব পাঠ্যতালিকার পুস্তকগুলি বা আনুষঙ্গিক পুস্তকগুলিকে কিনিতে হইবে। শিক্ষামূলক গল্পের পুস্তক যাহাতে কিছুটা আনন্দও পাওয়া যায় এমন পুস্তকও রাখা উচিত। বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় হইল—Junior encyclopaedia, সচিত্র অভিধান এবং মানচিত্র। এছাড়া পত্রপত্রিকা, এমনকি গ্রামোফোন, রেডিওর-ও প্রয়োজন। পুস্তকের শারীরিক গঠনও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বিবেচ্য বিষয়। উজ্জ্বল আকর্ষণীয় প্রচ্ছদপট ছোটদের আকর্ষণের বস্তু। চিত্রযুক্ত ও সুন্দরভাবে মুদ্রিত পুস্তকে ছোটরা সহজেই আকৃষ্ট হয়। পুস্তক নির্বাচন ব্যাপারে আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কেবল ছাত্রদের সুবিধামত পুস্তক রাখিলেই চলিবে না, শিক্ষকদের কাজের জন্য পুস্তকের নির্বাচন অবশ্যই দরকার।

গ্রন্থাগার গঠন করিতে সব সময় কিছু পুস্তক প্রাথমিক হিসাবে সংগ্রহ করিতে হয়। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এই সংগ্রহের মধ্যে থাকিবে কিছু কোষগ্রন্থ, পাঠ্যবিষয়ের প্রয়োজনীয় গ্রন্থ, কিছু কাহিনী সংগ্রহ, বিখ্যাত মনীষীদের জীবনী, ধর্ম ও পুরাণ, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের আবিষ্কার ইত্যাদি। এরূপ একটি প্রাথমিক সংগ্রহের জন্য প্রায় ১০০০ পুস্তক ক্রয় প্রয়োজন। প্রাথমিক সংগ্রহের পর গ্রন্থাগারকে আরও বর্ধিত করিবার জন্য গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টি খুব প্রখর হওয়ার প্রয়োজন। শিক্ষকদের সহিত গ্রন্থাগারিককে সহযোগিতা করিতে হইবে ও তাহাদের সুপারিশ ভালভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। গ্রন্থাগারিক পুস্তকের বরাদ্দ অর্থ. বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করিবেন। গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব হইতেছে—

পাঠকদের পড়ার কৌতুহল মেটানো। সেইজন্য বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিককে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়ার যোগ্যতা ও সমস্যাগুলি জানিতে হইবে। সেই জন্য ছাত্রদের সঙ্গে সংযোগ ও পুস্তক লেনদেনের হিসাব ও অনুরোধের তালিকা পরীক্ষা করিতে হইবে। এ সমস্ত বিষয়ে নজর রাখিয়া বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংগঠন করিতে গেলে একটী পৃথক গৃহ থাকা দরকার। তা না হইলে উপযুক্ত স্থানের অভাবে গ্রন্থরাজি অকার্যকরী হইয়া পড়িবে। বিদ্যালয় গ্রন্থগারের ন্যূনতম প্রয়োজন হইতেছে, এই রকম একটা ঘর যেখানে একটা পুরা ক্লাসের সব ছেলে বসিতে পারিবে আর সমস্ত পুস্তক রাখিবার মত প্রচুর জায়গা থাকিবে। গ্রন্থাগার গৃহের জন্য কত স্থানের প্রয়োজন? স্থানের সঠিক পরিমাপ নির্ধারণ করিতে হইলে প্রথমে স্থির করিতে হইবে যে গ্রন্থাগারে কি কি জিনিস থাকিবে। জিনিস বলিতে বুঝায় সেল্‌ফ, টেবিল, চেয়ার, ক্যাটালগ, ক্যাবিনেট ইত্যাদি। এই জিনিসগুলি গৃহের কতখানি স্থান দখল করিবে তাহার আয়তন নির্ধারণ করিতে হইবে। দেশ বিদেশের নানারকম গ্রন্থাগারে স্থানের পরিমাপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। যেমন J. B. Reed বলিয়াছেন, প্রতিটী বস্তুর চতুষ্পার্শে ১½ ফুট শূন্য স্থান রাখিতে হইবে। যদি একটী টেবিল দৈর্ঘে ও প্রস্থে যথাক্রমে ৮ ফুট ও ৬ ফুট হয়, তাহা হইলে টেবিলটী ৪৮ বর্গফুট স্থান দখল করিবে এবং এই টেবিলটীর চতুষ্পার্শে ১½ ফুট স্থান শূন্য রাখার জন্য টেবিলটীর জন্য স্থানের পরিমাপ হইবে (৮+১½+১½)× (৬+১½+১½)=৯৯ বর্গফুট। শূন্য স্থানের পরিমাপ ৯৯−৪৮=৫১ বর্গফুট। (J. B. Reed, Library Planning in Handbook of Special librarianship.)

গ্রন্থাগার গৃহের আয়তন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের মান প্রচলিত আছে। আয়তন নির্ধারণ করিতে হইলে, গ্রন্থাগারে কয়টী কক্ষ থাকিবে তাহা স্থির করিতে হইবে। (১) পাঠকক্ষ সাধারণ, (২) গ্রন্থাগারের দপ্তরশালা—যেখানে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য কর্মীদের স্থান থাকিবে।

পাঠকক্ষের আয়তন বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যার উপর নির্ভর করে। আমেরিকায় ২৫০ জন ছাত্রের জন্য অন্যূন ৩৫টী আসন, ৫০০ পর্য্যন্ত অন্যূন ৫০টী এবং ৫০০এর উপর ছাত্র-সংখ্যা হইলে শতকরা ১০ জনের জন্য আসনের ব্যবস্থা করা হয়। [Fargo, L. F. Library in the school. 1930 (American Library association)] গ্রন্থাগার কর্মীদের কাজকর্মের জন্য কমপক্ষে ১১´×১২´ বর্গফুট স্থানের প্রয়োজন।

প্রতি পাঠকের জন্য কমপক্ষে ২৫ বর্গফুট মতন স্থান দরকার অর্থাৎ যদি কোন বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র সংখ্যা হয় ৫০০ তবে গ্রন্থাগার গৃহের আয়তন হইবে ১২৫০ বর্গফুট। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের আসবাব পত্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মান প্রচলিত আছে: উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের টেবিলের উচ্চতা ৩০" ও নিম্ন মাধ্যমিকের জন্য ২৭" হলেই প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে। ৩০" টেবিলের জন্য ১৮" চেয়ার ও ছোটদের জন্য ১৪" হইতে ১৬" চেয়ার দরকার। গ্রন্থাগার গৃহের আলোকের বন্দোবস্তই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থাগার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য গ্রন্থাগারিককে অবশ্য নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই নিয়ম যতদুর সম্ভব সরল ও সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

ছাত্র ও শিক্ষক উভয়বিধ পাঠকেরই গ্রন্থাগার ব্যবহারে যাতে বাধা সৃষ্টি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গ্রন্থাগারের একটা প্রয়োজনীয় কর্তব্য আছে। পাঠানুরাগ সৃষ্টি করা ছাড়াও গ্রন্থাগারকে ছাত্রদের শিখাইতে হবে কেমন করিয়া পুস্তক ব্যবহার করিতে হয়—বিদ্যালয় জীবনে এবং পরবর্তীকালে মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে কেমন করিয়া সবচেয়ে বেশী কাজ আদায় করিতে হয়। গ্রন্থাগার ব্যবহার শিক্ষা কিংবা সেই শিক্ষার প্রয়োগের জন্য বিদ্যালয়ের রুটীনে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পুস্তকের ব্যবহার শিখাইতে হইলে বেশ ভাল করিয়া একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। পাঠ্য বিষয়ের মত এটীতেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। পুস্তকের যত্ন, বর্ণানুক্রম দিয়ে শিক্ষার সুরু করিতে হইবে এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূলনীতির প্রধান প্রধান প্রয়োগগুলিও ক্রমান্বয়ে শিক্ষা দিতে হইবে। পুস্তকের সজ্জা, সূচী, বর্গ এবং কোষগ্রন্থের ব্যবহার শেখানো ছাড়াও গ্রন্থ প্রকাশের ইতিহাস এবং গ্রন্থের বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চার করা চাই। এই জ্ঞানের ফলে ছাত্রদের পুস্তকানুসন্ধিৎসা আরও বাড়িবে। ভূমিকা, সূচীপত্র, নির্ঘণ্ট প্রভৃতি পুস্তকের বিভিন্ন অংশগুলির তাৎপর্য গ্রহণের শিক্ষা—জ্ঞানের সাধন হিসাবে পুস্তকের উপযোগিতা প্রণিধানে সাহায্য করে।

পাঠের সুবিধার জন্য ইহার দ্বার সব সময় উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন। শান্ত ও উপযুক্ত পরিবেশই অধ্যয়নে আগ্রহ জন্মায়। কতকগুলি গ্রন্থ সংগ্রহ ও গ্রন্থ আদানপ্রদানের চেয়ে ইহার গুরুত্ব অনেক বেশী।

কিণ্ডারগার্টেন ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও রূপ

বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার

নরেন্দ্রপুর ২৪ পরগণা

যদিও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের আবির্ভাব খুব অল্পদিনেরই তবুও শিক্ষা প্রক্রিয়ায় ইহার কার্যকারিতা অনুভব করা হইয়াছে অনেক পূর্বেই এবং বর্তমানে প্রত্যেক আধুনিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনুমোদন করা হইয়াছে দৃঢ়ভাবে। শিশু-বিদ্যালয় (কিণ্ডারগার্টেন) ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রভৃতিতে যদিও শিক্ষা রীতির পরিবর্তন করা হইয়াছে—তবুও ইহার প্রয়োগ—কৌশলের পরিবর্তন অত্যাবশ্যক।

পূর্বের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা কয়েকটি নির্বাচিত পুস্তকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তিতেই সমাপ্তি ঘটে প্রাথমিক শিক্ষার। শিশু-মনের উপর আদৌ তাহার কোন ছাপ পড়ে কিনা অনেক ক্ষেত্রেই তাহা দেখা হয় না।

প্রথম জীবনে কয়েকদিন স্বর ও ব্যাঞ্জন বর্ণের সহিত পরিচয় করাইয়াই শিশুকে মুখস্ত করিতে বলা হয়—"অ'য় অজগর আস্‌ছে তেড়ে।" বই খুলিলেই যদি শিশুকে অজগর তাড়া করে তবে তাহার আর মনোযোগ দিয়া বিদ্যাভ্যাসের স্পৃহা থাকে কোথায়? অবশ্য পরেই "আমটি আমি খাব পেড়ে" শুনিয়া লোভে পড়িয়াও রাজী হয় কোন কোন সুবোধ বালক পাঠে মনঃসংযোগ করিতে। কিন্তু অজগরের ভীতি কমিলেও নানা ধরণের জ্যামিতিক রেখার অক্ষর-গুলিকে মনে রাখিতে তাহার কষ্ট হয় খুবই। তাই পড়াকে যদি শিশুর কাছে তাহার খেলা বলিয়া তুলিয়া ধরা যায় তবেই তাহার পড়াশুনার দিকে ঝোঁক বাড়িবে। শিশু-শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম ধাপই—কি করিয়া পড়িতে হয় অর্থাৎ শিক্ষা কৌশল নির্বাচন, কিন্তু তাহা এমন হইবে যাহা শিশু সহজে বুঝিতে পারে ও আনন্দ পায়। সুতরাং শিশুকে পড়ার আগ্রহ জাগাইতে হইবে—যাহা একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার দ্বারাই সম্ভব।

অনেকে হয়তো বলিবেন, "যেপড়িতেই পারে না, তাহার জন্য আবার গ্রন্থাগার! কি অদ্ভুত কথা।" কিন্তু প্রকৃতই এই গ্রন্থাগারের প্রয়োজন রহিয়াছে। শিশু মনোবিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন, "অনুসন্ধিৎসু শিশুর প্রশ্নের উত্তর যদি সে ছাপার অক্ষরে দেখিতে পায় তবে তাহার পড়িবার স্পৃহা ক্রমেই বাড়িতে থাকে।" পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত যদি শিশু নানা ধরণের ছড়া ও ছবির বই সহজেই পায় তবে তাহার পড়িবার ইচ্ছা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিচার শক্তিরও প্রকাশ পায়। প্রথম পড়িতে শিখিলে শিশুরা বুভুক্ষার তৃষ্ণা লইয়া পড়িতে শুরু করে। তাহার ক্ষুধা তৃপ্তির সামর্থ্য সকল অভিভাবকের থাকে না—থাকা সম্ভবও নয়—এই কারণেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজন হয় গ্রন্থাগারের।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, "লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোন পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোন পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোন পথ মানব-হৃদয়ের অতল স্পর্শে নামিয়াছে। যে দিকে ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না।" সত্যই গ্রন্থাগার সহস্র পথের পথ-নির্দেশক। যে যেরূপে চায়, যাহার যে দিকে ইচ্ছা তাহাকে সেই দিকেই সাহায্য করে গ্রন্থাগার। শিশুকে কি করিয়া পড়িতে হয়, কি করিয়া নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে এবং বহু প্রকারের বইয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটায় এই জ্ঞান ভাণ্ডার।

এই সকল শিশু বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বহু কাজের মধ্যে শিশুর পড়ার আগ্রহ জাগানই প্রধান। কবি বলিয়াছেন, "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা, সব শিশুদের অন্তরে।"

এই ঘুমন্ত শিশুকে জাগরিত করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সত্তার প্রকাশ করে এই গ্রন্থাগার। গোবেচারা, চঞ্চল, ধনী, দরিদ্র, লাজুক ও সমস্যামূলক ছাত্র, সকলকেই সমান ভাবে সাহায্য করে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি। ইহা

প্রয়োজনানুযায়ী পুস্তক ও তথ্যের সন্ধান দিয়া থাকে। একটি জেলা গ্রন্থাগার অপেক্ষা একটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কার্য-পরিধি অনেক সুদূর প্রসারী কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের চারি দেওয়ালের মধ্যেই ইহা আবদ্ধ থাকে না। কুম্ভকার যেমন কোমল মৃত্তিকায় প্রথম রূপ দেয়, এই সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিও কোমলমতি শিশুদের গড়িয়া তোলে উপযুক্ত ভবিষ্যৎ কর্মবীর হিসাবে।

এই সকল ভিত্তিমূলক গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য প্রয়োজন নানা সরঞ্জাম ও উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক। ইহার গ্রন্থাগারিককে বিশেষভাবে পারদর্শী হইতে হইবে, শিশুমন সমীক্ষণে। তাঁহার বুনিয়াদী শিক্ষণ থাকাও প্রয়োজন। তিনি সূক্ষ্মভাবে পুস্তক বর্গীকরণ অপেক্ষা সুন্দরভাবে শিশুমনের চাহিদা মিটাইতে অধিক সক্ষম হইবেন। তিনি ভালবাসিবেন বইকে—আর ছোট ছোট পাঠকদের।

গ্রন্থাগার সহকারী: সাধারণতঃ গ্রন্থাগার সহকারীর কার্য হইবে ব্যবহৃত পুস্তকগুলি ঠিকমত সাজাইয়া রাখা, গ্রন্থাগার পরিষ্কার করা ইত্যাদি। ইহাতে অনেক সময় বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের সাহায্য লওয়া হয়। এক এক সপ্তাহে দুইজন করিয়া ছাত্র ইহাতে অংশ গ্রহণ করিলে ভাল হয়।

গ্রন্থাগারকে সর্বাঙ্গীন সাফল্যমণ্ডিত করিতেও শিক্ষকের ভূমিকা নগণ্য নয়। প্রাথমিক শিক্ষাকালই শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের ভিত্তি—ইহা যেরূপে পরিচালিত হইবে, ভবিষ্যৎ তদ্রূপ গঠিত হইবে—আর এই কার্যে প্রাথমিক শিক্ষকগণের দায়িত্বই সর্বাধিক। তিনি এ কারণ ছাত্রদের পড়ার স্পৃহাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিবার যথেষ্ট প্রয়াস পাইবেন। তিনি নিজেই প্রতিদিন গ্রন্থাগারে যাইয়া পড়াশুনা করিবেন ও পুস্তক লইবেন। গ্রন্থাগারিককে প্রয়োজন মত পুস্তক নির্বাচনে সাহায্যও করিবেন শিক্ষক মহাশয়। ভাল ভাল বইয়ের নাম বলিয়া কৌতূহলী শিশুদের ঐ সকল পড়িবার জন্য তিনি উৎসাহিত করিবেন ও লক্ষ্য রাখিবেন যেন তাঁহার শ্রেণীর সকল ছাত্রই 'গ্রন্থাগার ক্লাশ' ব্যতীতও গ্রন্থাগারের সহিত নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

গ্রন্থাগার কক্ষ: গ্রন্থাগারটি বিদ্যালয়ের এমন স্থানে অবস্থিত হইবে যাহাতে প্রত্যেকেই সহজে ইহাতে আসিতে পারে। সাধারণতঃ অফিস ঘর ও ক্লাশ ঘর হইতে ইহা একটু দূরেই রাখিতে হইবে—না হইলে ছোট শিশুরা হৈ হুল্লোড় করিলে কার্যের ব্যাঘাত ঘটিবে। অর্থের দিক দিয়া কুলাইলে এই ঘরের মেঝে, ছাদ ও দেওয়াল রাঙাইতে হইবে বিভিন্ন রঙে। সাধারণতঃ হলুদ, নীল ও নীলাভ সবুজ রঙই শিশুদের অধিক প্রিয়। ইহা ছাড়াও ঘরের ছাদ ও দেওয়াল যদি শব্দ নিরোধক দ্রব্য দ্বারা আবরণ দেওয়া যায় তাহা হইলে খুবই ভাল হয়। শিশুদের আকর্ষণ বাড়াইবার জন্য দেওয়ালে নানা ধরণের ছবি টাঙ্গাইলে ও নূতন পুস্তকের আবরণী (Jacket) বাহিরে প্রদর্শন করাইলে খুব ভাল হয়। শিশুদের সংখ্যানুযায়ী গ্রন্থাগার কক্ষটি তৈয়ারী করিতে হইবে—সাধারণতঃ বয়ঃপ্রাপ্ত অপেক্ষা অল্প বয়স্কদের জন্য অধিক স্থানের প্রয়োজন।

গ্রন্থনির্বাচন: অনেক গ্রন্থাগারে নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ দ্বারা গ্রন্থনির্বাচন করা হয়।

কিন্তু শিশু বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অপেক্ষা শিশু মনের বিশেষজ্ঞ দ্বারা পুস্তক নির্বাচন করাই শ্রেয়ঃ। শিশু কি বই পড়িতে ভালবাসে, কোন রঙের ছবি তাহার নিকট অধিক আকর্ষণীয় হইবে, তাহাই ঠিক করিবেন গ্রন্থাগারিক গ্রন্থ নির্বাচনের সময়। ঝরঝরে লেখা, ঝকঝকে ছাপা, রঙচঙে মলাট আর পাতায় পাতায় ছবির বইই শিশুকে আকর্ষণ করিবে অধিক। পুস্তকের বিষয়বস্তুও যেন শিশুর নিকট আকর্ষণীয় হয়। পুস্তকের আকার খুব একটা বৃহৎ বা ক্ষুদ্র হইবে না। অনেক সদাশয় ব্যক্তিই গ্রন্থাগারে পুস্তক দান করিতে চান—তাঁহাদের দান শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণীয় হইলেও দেখিতে হইবে ঐ সকল পুস্তকের গ্রন্থাগারে উপযোগিতা কতটুকু। বিবর্ণ মলাট ও ঢলঢলে বাঁধাইয়ের বই গ্রন্থাগারে সম্পদ না হইয়া দায় হইয়া দাড়াইবে।

আসবাব পত্র ঃ শিশু গ্রন্থাগারের আসবাব পত্রাদিও তুলনায় প্রমাণ আকার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইবে। দেড় ফুট লম্বা শিশুর নিকট প্রমাণ আকারের টেবিল চেয়ার দৈত্যের দেশে গ্যালিভারের চেয়ার টেবিলের মত মনে হইবে। এ জন্য দরকার বেশ ছোট আর হালকা ধরণের চেয়ার টেবিল। জমি হইতে সাধারণতঃ টেবিল ২১″—২৬″ উচ্চ হইবে আর চেয়ার ১৫″—১৭″। খুব অল্প বয়স্কদের জন্য কাঠের খেলনা ঘোড়ার মত দোল খাওয়া চেয়ার থাকিলে ভাল হয়। ইহাতে একদিকে যেমন শিশুরা খেলার আনন্দ পায় অন্যদিকে পড়াশুনাও হয়। বই রাখিবার তাকগুলির উচ্চতাও ৩ ফুটের অধিক হইবে না। ছবির বই ও অন্য বই রাখিবার তাক বিভিন্ন আকারের হইবে।

বর্গীকরণ ঃ গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলি ঠিকমত রাখিতে বর্গীকরণের প্রয়োজন আছে কিন্তু তাহাতে সূক্ষ্ম বিভাজন না হইলেও চলে—মোটামুটি দেখিতে হইবে যেন একই ধরণের পুস্তকগুলি প্রায় একই স্থানে থাকে। ইহার পর সম্ভব হইলে এক এক শ্রেণীর উপযোগী বই এক এক স্থানে রাখিতে হইবে। প্রথম শ্রেণীর বালকের পুস্তক হইতে ৫ম শ্রেণীর ছাত্রের পুস্তক নিশ্চয়ই পৃথক হইবে। অবশ্য গ্রন্থাগারে যে কেবলমাত্র পুস্তকই থাকিবে এমন কোন কথা নাই—এই সকল শিশুগ্রন্থাগারে পুস্তক ব্যতীতও থাকিবে নানা ধরণের খেলার সরঞ্জাম, যেমন খেলনা দ্বারা গণনা শিক্ষা ও নানা প্রশ্নের উত্তর নির্বাচন। পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নানা ধরণের চলচ্চিত্রের ছবি, রেডিও, টেপরেকর্ডার গ্রামোফোন প্রভৃতি রহিয়াছে শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য।

গ্রন্থ-সূচী বা ক্যাটলগ ঃ অনেকেই গ্রন্থাগারে ক্যাটালগ প্রণয়নের পক্ষপাতী। কিন্তু ছোট ছোট শিশুদের পক্ষে ক্যাটালগ দেখিয়া বই বাহির করা আদৌ সম্ভব কিনা তাহাতে সন্দেহ রহিয়াছে। কারণ যে কেবলমাত্র পড়িতে শিখিয়াছে—তাহার পক্ষে ক্যাটালগ দেখিয়া বইয়ের অবস্থান জানা খুবই কষ্টকর ; এমন কি তাহাকে যদি ক্যাটালগ বাক্সের সামনে দাঁড়াইয়া বার বার এ, বি, সি, ডি বা অ, আ, ক, খ ইত্যাদি মুখস্ত করিতে হয় তবে ধীরে ধীরে তাহার গ্রন্থাগারের প্রতি আকর্ষণ কমিয়া যাইবে। তবে গ্রন্থাগারে পুস্তকের হিসাব রাখিতে Shelf-catalogue রাখা প্রয়োজন।

ব্যবহার বিধি ঃ খোলা তাক হইতে নিজ পছন্দ মত বই নেওয়ার ব্যবস্থা করিতে

হইবে। অন্যজনে বই বাছিয়া দিবে ইহা শিশুদের মোটেই মনঃপুত নয়—তাহারা চায় নিজেই বই বাহির করিতে। বই পড়া হইয়া গেলে শিশুকেই বলা হইবে বই ঠিকমত রাখিয়া আসিতে—ইহাতে অনেক সময়েই ঠিক জায়গায় হয়তো বই থাকিবে না তবে মোটামুটি ঠিক থাকিলেই চলিবে—অবশ্য গ্রন্থাগারিক তাহাকে সাহায্য করিবেন বই কি! অনেকে হয়তো বলবেন—Stocktaking য়ে অসুবিধা হইবে—কিন্তু এই সকল শিশু বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে Stock-Verificationর কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ বই চুরি বা হারাইয়া গেল কিনা তাহার জন্যই মূলতঃ যে Stock taking, তাহা এই সব গ্রন্থাগারে হওয়ার আশা কম। শিশুরা প্রকাশ্যে বই অযত্ন করতে পারে, কিন্তু বই চুরি করিবার মনোভাব তাহাদের সাধারণতঃ আসে না।

প্রতিদিনের ক্লাশ ছাড়াও সপ্তাহে একদিন পুস্তক বাড়ী লইয়া যাওয়ার দিন ধার্য করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক ছাত্রকে একখানি করিয়া "পুস্তক লেনদেন বিবরণী" দিতে হইবে—ইহার কাগজ যেন খুব মোটা ও বেশ বড় আকারের হয়। বই দেওয়ার সময় গ্রন্থাগারিক তাহাতে পুস্তকের নাম, লেখকের নাম ও পুস্তকের ক্রমিক সংখ্যা লিখিয়া বিবরণীখানি গ্রন্থাগারে রাখিবেন ও পুস্তক ফেরৎ দেওয়া হইলে তাহা ছাত্রকে প্রত্যার্পণ করিবেন। ছোট শিশুদের বই ফেরৎ দেওয়ার কথা মনে নাও থাকিতে পারে এজন্য প্রতি শ্রেণীর একজন ছাত্র বা শিক্ষক মহাশয় তাহাদের বই ফেরৎ দেওয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন। সাধারণতঃ ৩ দিনের অধিক পুস্তক রাখিতে না দেওয়াই ভাল। ইহাতে পুস্তক হারাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এই সকল শিশুদের বই পড়ার আগ্রহকে আরও বাড়ানো যায় যদি শিক্ষক মহাশয় সপ্তাহে একটি করিয়া গল্প বলার ক্লাশ নেন। ইহাতে স্বভাবতঃই সকলে উৎসাহী হইবে ও ঐদিন যে বইয়ের গল্প হইবে তাহা পড়িবার জন্য ছাত্রেরা উন্মুখ হইয়া রহিবে। এইরূপে যদি ক্রমান্বয়ে শিশুদের বই পড়ার স্পৃহা জাগানো যায় তবে তাহাদের লেখা-পড়ার দিকে আরও ঝোঁক বাড়িবে তাহাদের নিকট লেখা-পড়া তখন আর একটি নীরস কঠোর কর্ম্ম বলিয়া মনে হইবে না। শিক্ষক মহাশয়ের বেত্রাঘাতের ভয়ে যাহাদের বিদ্যালয়ে যাইতে ঘোরতর আপত্তি, উপযুক্ত মনের খোরাক পাইলে তাহারাই আবার সুবোধ বালকের মত ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ করিবে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সৃষ্টি ও তাহার পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্বই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের। বিদ্যালয়ের অর্থে পুষ্ট এই সকল বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারগুলিও বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, ইহার উন্নতিও হয় তদনুরূপ। এ কারণে দেখা যায় অনেক বে-সরকারী বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপযুক্ত আর্থিক সাহায্যের অভাবে কিছুদিন চলবার পর ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। অনেকগুলি আবার কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের ফলে পুষ্টিলাভ করতে পারে না। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান সোপান যে গ্রন্থাগার তাহার এই অবহেলা ভবিষ্যৎ নাগরিককেই আঘাত হানে। প্রথম অবস্থায় গ্রন্থাগার ব্যবহার না করতে পারায় যে বই অনেক পূর্বেই পড়া উচিত ছিল তাহা আর বয়স বাড়িলে পড়া হইয়া উঠে না।

এই সকল বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে প্রয়োজন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহানুভূতি। ইহা ছাড়াও শিক্ষকগণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন—এ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বাস্তব রূপ দিতে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়কেই নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করিবার পরিকল্পনা রহিয়াছে। ইহা যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু যে পর্যন্ত না এই ব্যবস্থার কার্যকরী হইবে ততদিন পর্যন্ত বর্তমান সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করিয়া বিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্থাপনের আশু প্রয়োজন; ইহাতে সরকারী সাহায্য অপরিহার্য। ১২ বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেককে অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হইবে—ইহা খুবই আশার কথা কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার যে একান্ত আবশ্যক ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। এই কারণে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের সৃষ্টি বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। এই জন্য প্রয়োজন বিদ্যোৎসাহী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সহানুভূতিশীল সরকার। তবেই সুকুমারমতি শিশুদের সম্মুখে দেওয়া যাইবে এক নূতন জ্ঞানের আলোক, শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবর্তিত হইবে এক নতুন অধ্যায়—আমরা সেই আলোকজ্জ্বল অনাগত দিনের আশায় রহিয়াছি।

....লাইব্রেরীর মধ্যেই আমাদের জাত মানুষ হবে। সেইজন্য আমরা যত বেশী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশী উপকার হবে।....এ দেশে লাইব্রেরীর সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয়, এবং স্কুল-কলেজের চাইতে কিছু বেশি। এ কথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন, কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন। কিন্তু আমি জানি, আমি রসিকতাও করছিনে। অদ্ভুত কথাও বলছিনে। যদিচ এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সমরেখায় চলেন, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন।........আমি লাইব্রেরীকে স্কুল-কলেজের উপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

—প্রমথ চৌধুরী

Extracts from messages received

FOREIGN

ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS, PARIS

...glad to express to you all the interest that it has for your Conference and it wishes heartily the fruitful discussions which will allow a collaboration between our two Associations.

AMERICAN THEOLOGICAL LIBRARY ASSOCIATION, AUSTIN

Greetings, and all good wishes for a most successful conference.

AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, CHICAGO

Best wishes and cordial greetings to the delegates to the Eighteenth Bengal Library Conference June 7 and 8.

AMERICAN ASSOCIATION OF LAW LIBRARIES, NEW YORK

Wish you a very successful Conference. We need to examine constantly, the nature of Library service and to do everything in our power to extend the finest library service to every individual.

ASSOCIATION OF RESEARCH LIBRARIES, WASHINGTON

The topic of your meeting, "Evaluation of Library Service in West Bengal...." is indicative of the continuous quest for better service that is shared by both of our Associations. We join with you in the hope that librarianship may make a meaningful contribution to all levels of our society.

CIRCLE OF STATE LIBRARIANS, LONDON

Extend to your Association our greetings and very best wishes for a most successful meeting on the occasion of your 18th Bengal Library Conference.

ENTE NAZIONALE PERLE BIBLIOTECHE POPALARILE SCOLASTICHE, ROME

....happy to express to your Association all the best wishes for the success of its present and future activities.

HONG KONG LIBRARY ASSOCIATION

I am to convey to you the Hong Kong Library Association's very best wishes for a successful and fruitful gathering. We in Hong Kong share many of the challenges which confront you in Bengal, and can readily guess at some of the topics which will dominate your discussion.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF AGRICULTURAL LIBRARIANS & DOCUMENTALISTS, WASHINGTON.

Librarians working in agricultural and biological libraries throughout the world join with you on these two auspicious June days of 1964 in marking the many developments and improvements in librarianship in W. Bengal.

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS, LONDON

The task of co-ordinating library service in Bengal which your Association has undertaken, is a vital one. An integrated library network can play a very important part in the educational programme of a country, and your annual conference will contribute greatly by bringing together your librarians, your teachers and members of the reading public. We therefore wish you every success for your Conference, and especially for the drafting of the programme for the period of your Fourth Plan.

INTERNATIONAL COUNCIL FOR BUILDING RESEARCH STUDIES & DOCUMENTATION, ROTTERDAM

I would like to seize this opportunity to convey to you my sincere wishes for a successful Conference, which, I hope, would succeed in finding those practical solutions in library services which make purposeful selected information to force itself into practical use. I may say this because the experience in our organisation, whose preoccupation is in the field of building, has taught us that the real value of information is usually not a function of the way in which it has been made to lay available but rather to force it into practical use.

JAPAN LIBRARY ASSOCIATION, TOKYO.

Congratulation to the 18th Bengal Library Conference....As the major theme of this conference will be "Evaluation of Library service" the problem of evaluation of library services is often discussed in Japan too. The standard of library service must be adapted to the situation of each country or community and must not be imitated and imported from other countries.

NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY, WASHINGTON.

....deep appreciation for the many friendly relationships as well as the official exchanges of informations that have continued through the years between your libraries and ours.

NATIONAL BOOK LEAGUE, LONDON.

These Conferences play an important part in improving library services and librarianship in Bengal....... we wish the 18th Conference every success in its important task.

OXFORD BIBLIOGRAPHICAL SOCIETY, OXFORD.

I should like to express my sympathy with your efforts and warmest wishes for the success of your conference and for the programme which you will be discusssng.

SCHOOL LIBRARY ASSOCIATION, LONDON.

Sending the good wishes of this Association to the Bengal Library Association on the occasion of the 18th Bengal Library Conference ; and hope that the Conference will be in every way successful.

SPECIAL LIBRARIES ASSOCIATION, NEW YORK.

Your programme for a plan to co-ordinate library service in the large and diffuse state of of W. Bengal is a most ambitous one....We admire the fine spirit of co-operation demonstrated by people of many disciplines, such as librarians, educationists, social workers and the interested reading public working together to solve the problems attendant upon good library service and librarianship....We send our very best wishes for a most successful and fruitful Conference.

SKOGSBIBLIOTEKET, STOCKHLOM.

Send you a message of good wish and inspiration to you on the occasion of the 18th Bengal Library Conference.

SOCIETY FOR THE BIBLIOGRAPHY OF NATURAL HISTORY, BR.MUSEUM, LONDON

Sending you of our very best wishes. Our own Library Association here in Britain owes much, I think to the many conferences, both general and specialised, which have been, and still are, among its most valuable activities.

TURKISH LIBRARY ASSOCIATION, ANKARA.

We would like to send sincere greetings of the members of T. L. A.··· wish you the best of luck and success in your Conference.

UNESCO, PARIS.

We send you our good wishes for the success of your deliberations and our congratulations on the initiative and vitality of your Association.

VEREIN DEUTSCHER VOLKSBIBLIOTHEKARE, STUTTGART.

May your conference be a great success and another step forward in your valuable work, which is a work that serves the best forces of mankind and which may help to lead us all the way to a greater future.

INLAND MESSAGES

BASU, K. C., SPEAKER, LEGISLATIVE ASSEMBLY, WEST BENGAL.

The greatest need of the day is the spread of literacy in which such respect we are much lagging behind many of other nations of the world. Library plays the greatest role in spread of education among the mass. It is through the libraries that elementary knowledge can be easily imbibed in the minds of or may be made available to, the farmers and the agriculturists and the labouring classes in the remote corner of the villages. It is through libraries that educationists, social workers and all the interested reading public get an opportunity to meet in one forum for discussing and finding out the means and end

how education can spread amongst the people and how easily it can be made to reach the people.......On this occasion I wish your Conference all success.

BANERJEE, HIRANMAY, VICE-CHANCELLOR, RABINDRA BHARATI

If knowledge is power the more libraries are set up and the more efficiently they are run, the better is the prospect of the country's well-being. I congratulate the Association for their wise selection. It is hoped that the deliberations of the conference will contribute towards enrichment of the 4th Plan by ensuring adequate provisions in it for development of libraries.

GUHA, B. K. , VICE-CHANCELLOR, UNIVERSITY OF BURDWAN

It is needless to emphasise the importance of such conferences. I wish it every success.

MALIK, B. , VICE-CHANCELLOR, UNIVERSITY OF CALCUTTA

May I wish your conference every success and hope it would help developing consciousness of the mind of the public of the usefulness of libraries.

SATHE, R. V. , VICE-CHANCELLOR, UNIVERSITY of BOMBAY

I am conscious of the important role that free public libraries can play in bringing within the reach of the common man the key to information, knowledge and experience. It is really surprising that while planning in various fields is in hand, the important role of efficient library service for arousing interest of the masses is not appreciated. A conference such as yours I am sure will succeed in focussing public attention on this particular aspect. I wish your conference all success.

RANGANATHAN, S. R., Documentation Research & Training Centre, Bangalore

An unfulfilled wish continues in the minds of all. That is the enactment of the Bengal Public Libraries Act...When will you succeed ? When ? Tell me. Don't give up the endeavour in despair. .... the Model Bill has been published by the Government. I trust that Bengal will not subscribe to a bill based on that Act, which is so full of faults ... I always remember with admiration

the devotion with which the work of Bela is being done, day after day, by a band of young librarians. ... Be up and doing. With best wishes.

HALDANE, J. B. S., GENETICS & BIOMETRY LABORATORY, BHUBANESWAR

One of the first things to do in order to improve libraries is to raise the status of librarians, which is equal to that of professors in many British universities and to see that men or women of wide learning and devotion are appointed as librarians. In my opinion a good library is even more necessary than imported apparatus for adequate scientific teaching and research in India. In small English towns in my youth the library was often the main cultural centre, and this could be so in Bengal tomorrow. I wish your conference every success. But this will depend not only on organization but on the unselfish and often unappreciated work of individual librarians.

MAHALNOBIS, P. C., PLANNING COMMISSION, NEW DELHI.

The progress of the library movement is essential for advancement of science and the humanities and for a rapid economic development of India. I send my best wishes for the success of your conference.

THACKER, M. S., PLANNING COMMISSION, NEW DELHI.

I am sure, your conference will focus attention to this important aspect of librarians and library service in our education. I look forward to the contributions of your Conference and wish it all success.

BENERJEE, DR. SRIKUMAR CALCUTTA

Habits of serious study, whether at home or in libraries, are going down at an alarming rate, and unless counter-acted will lead to the Bengali race being stigmatised as novel-and-newspaper-readers only. Our intellectual standards show a marked decline and this in spite of the fact that the Government offers liberal grant for the improvement of libraries in rural

areas. One of the reasons seems to be the lack of proper guidance in study by competent and trained librarians. Young readers will have to be led on the path of progress by a carefully framed scheme of studies and their assimilation of the old books they look out should be tested before new books on the same subject are issued to them. Librarians of District and Sub-divisional Libraries should be equipped with up-to-date knowledge in each major subject and should be in a position to offer fruitful advice to serious students making use of the library... Any practical device for solving this difficulty will vitalise our library movement.

BHATTACHARYYA, PROF. NIRMAL CHANDRA

I wish your conference every success. I am of the opinion that you ought to make comprehensive library legislation the central feature of your agitation as regards the 4th plan.

ZAHUR, S. HUSAIN, DIRECTOR GENERAL, C. S. I. R.

I am aware of the useful work being done by the Bengal Library Association in the matter of making the library service in West Bengal better and more useful. I take this opportunity to send my good wishes to the Association and wish the conference every success.

It is regretted that extracts from messages received from the following could not be incorporated owing to their arrival at a very late stage of printing of this brochure :

Secretary to the Governor of West Bengal
Shri Mohonlal Sukhadia, Chief Minister, Rajasthan
Shri Balvantray Mehta, Chief Minister, Gujarat
Shri P. Shilu Ao, Chief Minister, Nagaland
Dr. C. D. Deshmukh, Vice-Chancellor, University of Delhi
Secretary to the Minister of Law, Government of India
Shri Devendra Lall Dutt, Deputy Mayor, Calcutta.
Janab Alhaj Md. Hemayet Ali, K. Nazimuddin Muslim Library, Dinajpur, E. Pakistan
Swedish Library Association
International Association of Technical University Libraries
Union of the Associations of Yugoslav Librarians
International Association of Music Libraries, Kassel
Austrian Library Association, Vienna
Library Association of West Germany
Rabindra Lal Singha, Minister of Education, West Bengal.

অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলোচ্য মূল প্রবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মুল্যায়ন এবং চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক যোজনাকালে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্মসূচী

০১ অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পটভূমিকা

অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে যখন আমরা মিলিত হয়েছি, একটি বিশেষ চিন্তা তখন আমাদের পীড়িত করে তুলছে। তথ্যে প্রকাশ যে পশ্চিমবঙ্গের বিপুল জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ২৯·১% জন সাক্ষর এবং বিভিন্ন রাজ্যের সাক্ষর জনসংখ্যার হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ৬ষ্ঠ স্থানে নেমে গেছে। ইহা নিঃসন্দেহে সমাজ ও দেশকর্মীদের নিকট দুঃশ্চিন্তার কারণ। গ্রন্থাগার কর্মীরা এই সমস্যাটিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলনের গভীর সংযোগ আছে। অধিকন্তু সভ্যসাক্ষরের আক্ষরিক জ্ঞান বজায় রাখতে পারে একমাত্র সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। পর্যালোচনা হওয়া দরকার সেই ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কি আমরা গড়ে তুলতে পেরেছি?

আজ এই সম্মেলনে তাই গভীরভাবে মূল্যায়ন করতে হবে আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে—জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে সহায়তা করতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কতটা পরিমাণে সার্থক হয়েছে; কোথায় তার ত্রুটি—বিচ্যুতি; আমাদের আশু লক্ষ্যই বা কি? আর আগামী দিনেই বা আমরা কি চাইছি? কিন্তু এই মূল্যায়নের আগে যাচিয়ে নেওয়া দরকার আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য কি আর আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।

০২ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য

ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগতভাবে মানব সমাজের পূর্ণতম বিকাশ সাধন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের ভিত্তিতে সমগ্র সমাজকে একটি দৃঢ় বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করাই যে কোন সামাজিক সংগঠনের লক্ষ্য। গ্রন্থাগার এই ধরণের একটি অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

এই আদর্শে পৌছাতে যে গ্রন্থাগার সমূহ সাহায্য করছে তাকে মোটামুটি চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (ক) সাধারণ গ্রন্থাগার (খ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের গ্রন্থাগার (গ) বিশেষ/গবেষণা গ্রন্থাগার (ঘ) শিশু গ্রন্থাগার।

যেহেতু বৃহত্তর জনসাধারণের সেবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল লক্ষ্যে আজও আমরা পৌছাতে পারিনি তাই আমাদের মূল প্রবন্ধে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকেই বিশেষভাবে পর্যালোচনা করতে চাই।

০৩ সাধারণ গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা

বিশিষ্ট গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ এস আর রঙ্গনাথন সাধারণ গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন :

"১। সাধারণ গ্রন্থাগারের দ্বার প্রতিটি নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

২। গৃহে পাঠের জন্য পাঠ্য-সামগ্রীর লেন-দেন করা ছাড়াও গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে পাঠের জন্য বিবিধ পাঠ্য সামগ্রীর বন্দোবস্ত থাকিবে।

৩। ইহার ব্যবস্থা হইবে চাঁদাবিহীন—অর্থাৎ কোন চাঁদা পাঠকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা যাইবে না—ইহা হইল সাধারণ গ্রন্থাগারের মূল কথা।

৪। জনসাধারণের অর্থ হইতে ইহার অর্থ আসে—যথা স্থানীয় গ্রন্থাগার কর বা সরকারী অর্থ সাহায্য হইতে।

৫। ইহা গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত, সংরক্ষিত এবং পরিচালিত হয়।"

আমাদের রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে উপরোক্ত সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও তার গ্রন্থাগার জগৎ সম্পর্কে কিছু জানা দরকার।

১। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

১৯৬১ সালের আদমসুমারীর প্রাথমিক বিবরণে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৩৩,৮২৯ বর্গমাইল এবং প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা হ'ল ১,০৩২। পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি জেলা ৩৮,৫৩০টি গ্রাম এবং ১৮৪টি সহর আছে (সেন্সাসে সহরের সংজ্ঞা অন্যরূপ—এতে পৌর এবং অ-পৌর দুই ধরণের সহর ধরা হয়েছে)। জনসংখ্যা হ'ল ৩,৪৯, ২৬,২৭৯ যার মধ্যে ২,৬৩,৮৫,৪৩৭ জন গ্রামে এবং ৮৫,৪০,৮৪২ জন সহরে বাস করে। ১,০২,২৫,৬৬৪ জন সাক্ষর অর্থাৎ শতকরা ২৯·১%। গ্রাম ও সহরগুলি বিন্যাস এরূপ :

(ক) গ্রামীণ জনসংখ্যা এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে গ্রামের সংখ্যা

জনসংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	২০০র নীচে	২০০-৪৯৯	৫০০-৯৯৭	১০০০-১৯৯৯	২০০০-৪৯৯৯	৫০০০-৯৯৯৯	১০,০০০০ অধিক
২,৬৩,৮৫,৪৩৭	৩৮,৫৩০	১০,২৫২	১২,০৫৭	৮,৫৫৫	৫,২৪৭	২,১৫৮	২৩৭	২৪

(খ) সহরের জনসংখ্যা এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে সহরের সংখ্যা

জনসংখ্যা	সহরের সংখ্যা	৫০০০-নীচে	৫০০০-৯৯৯৯	১০,০০০-১৯,৯৯৯	২০,০০০-৪৯,৯৯৯	৫০,০০০-৯৯,৯৯৯	১০০,০০০ ৫০০,০০০	৫০০,০০০-৯৯৯,৯৯৯	১০,০০০,০০র অধিক
৮৫,৪০,৮৪২	১৮৪	১২	৫০	৪৫	৪৬	১৯	১০	১	১

২। রাজ্যের গ্রন্থাগার জগৎ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীতে সঙ্কলিত তথ্যে প্রকাশ. পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ধরণের ৮২২৭টি গ্রন্থাগার আছে।

গ্রন্থাগারের চরিত্র	সংখ্যা	পরিচালনা কর্তৃত্ব
১ জাতীয় গ্রন্থাগার	১	কেন্দ্রীয় সরকার
২ শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার	৩২৩৮	
২১ স্কুল গ্রন্থাগার	৩০০০	রাজ্য সরকার ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান
২২ কলেজ গ্রন্থাগার (বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ অনুমোদিত)	১৮২	রাজ্যসরকার ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান
২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এই ধরণের কলেজসমূহের গ্রন্থাগার	৩৬	রাজ্যসরকার ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান
২৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার	৭	বিশ্ববিদ্যালয়
২৫ ডে স্টুডেন্টস্ হোম এবং টেক্সটবুক লাইব্রেরী	১৩	রাজ্যসরকার ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান
৩ সাধারণ গ্রন্থাগার	৪৫০৮	রাজ্যসরকার ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান
৩১ জনপরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগার	৪০০০	জনপরিচালিত প্রতিষ্ঠান
৩২ রাজ্যসরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগার (২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কাল পর্যন্ত)	৫০৮	রাজ্য সরকার বা রাজ্য সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগার কমিটি
৪ বিভিন্ন কর্মী সংঘ পরিচালিত অফিস গ্রন্থাগার	৩৫০	বিভিন্ন অফিস কর্মী সংঘ
৫ বিশেষ ও গবেষণা গ্রন্থাগার	১৩০	রাজ্যসরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, গবেষণা ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।

৩। রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো

রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় মোটামুটি ৩টি কর্তৃত্ব কাজ করছে: রাজ্য সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি এবং জনপরিচালিত গ্রন্থাগার।

ক) রাজ্য সরকার—১ম, ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি কাঠামো গড়ে উঠেছে। সেই কাঠামোর চিত্রটি হ'ল:

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

কালিম্পং ও বাণীপুরে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	জেলাগ্রন্থাগার	আঞ্চলিক গ্রন্থাগার নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে
সহর/মহকুমা গ্রন্থাগার (৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে)		চাঁদামূলক গ্রন্থাগার

গ্রামীণ গ্রন্থাগার (Rural libraries)
(থানা/ব্লক হিসাবে)

গ্রাম্য গ্রন্থাগার (Village library) (প্রস্তাবিত)

পুস্তক বিতরণ ও পুস্তক সংগ্রহণ কেন্দ্র।

এই কাঠামো অনুযায়ী ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার চিত্র হ'ল :

জেলা	জনসংখ্যা ১৯৬১	শিক্ষিতের সংখ্যা ১৯৬১	আয়তন বর্গমাইল	জেলা গ্রন্থাগার	আঞ্চলিক গ্রন্থাগার	গ্রামীণ গ্রন্থাগার
কলিকাতা	২৯,২৭,২৮৯	১৭,৩৫,৪৬১	৪০	×	১	×
কুচবিহার	১০,১৯,৮০৬	২,১৪,১৭০	১,২৮৯	১	১	১৮
চব্বিশপরগণা	৬২,৮০,৯১৫	২০,৩৯,৯৯৭	৫২৮৫	২	৮	৩৮
জলপাইগুড়ি	১৩,৫৯,২৯২	২,৬১,২০১,	২,৪০৭	১	×	১২
দার্জ্জিলিং	৬,২৪,৬৪০	১,৭৯,২৯২	১,১৬০	১	৬	১০
নদীয়া	১৭,১৩,৩২৪	৪,৬৬,৭৯৬	১,৫১৪	১	১	১৪
পুরুলিয়া	১৩,৬০,০১৬	২,৪১,৯৭৯	২,৪১৫	১	×	২১
বর্দ্ধমান	৩০,৮২,৮৪৬	৯,১১,৮৩৫	২,৭১৬	২	১	২৯
বাঁকুড়া	১৬,৬৪,৫১৩	৩,৮৪,১৯১	২,৬৫৩	১	১	২৪
বীরভূম	১৪,৪৬,১৫৮	৩,১৯,৪৪৭	১,৭৫৭	১	১	২২
দিনাজপুর পঃ	১৩,২৩,৭৯৭	২,২৫,৮২৭	২,০৫২	১	×	২৩
মালদা	১২,২১,৯২৩	১,৬৮,৫৪৩	১,৪৩৬	১	×	১০
মুর্শিদাবাদ	২২,৯০,০১০	৩,৬৭,০০১	২,০৫৬	১	×	২৪
মেদিনীপুর	৪৩,৪১,৮৫৫	১১,৮৪,৩০৪	৫,২৫৮	২	২	৩৯
হাওড়া	২০,৩৮,৪৭৭	৭.৫২,৩২৮	৫৭৫	১	×	২৯
হুগলী	২২,৩১,৪১৮	৭,৭৩,২৯২	১,২১৬	১	২	২৯
মোট	৩,৪৯,২৬,২৭৯	১,০২,২৫,৬৬৫	৩৫,৮২৯	*১৮	২৪	* ৩৬৪

* জেলা গ্রামীণ গ্রন্থাগারের এই সংখ্যাটি ১৯৫৯-৬০ পর্যন্ত, প্রকৃত পক্ষে ১৯৬০-৬১ পর্যন্ত (২য় পরিকল্পনা কাল) এই সংখ্যা হয়েছে যথাক্রমে ১৯ ও ৪৬৪।

১৯৬৪ সালের বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ঐ সময় পর্যন্ত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে: জেলা গ্রন্থাগার ১৯ (১টি বৃদ্ধি); আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ২৪ (পূর্ববৎ); গ্রামীণ গ্রন্থাগার ৫০৪ (৪০টি বৃদ্ধি)। সহর/মহকুমা গ্রন্থাগার বা পঞ্চায়েত ভিত্তিক গ্রাম্য গ্রন্থাগার (Village Libraries) স্থাপনের কথা ঐ ভাষণে উল্লিখিত হয় নাই। জাতীয় জরুরী অবস্থার জন্য এই কার্যক্রম আপাতত স্থগিত রয়েছে।

রাজ্যসরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়নের অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে: জনপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির কিছু সংখ্যককে আর্থিক সাহায্য দান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের জন্য আর্থিক সাহায্য দান এবং রহড়ায় গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের জন্য শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন।

(খ) মিউনিসিপ্যালিটি: পশ্চিমবঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা ৮৪টি। দুর্ভাগ্য বশতঃ মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের উদ্যোগে কোন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আমাদের রাজ্যে গড়ে উঠেনি। কলিকাতা কর্পোরেশন, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি এবং কতিপয় মিউনিসিপ্যা-টির পক্ষ হতে প্রতি বৎসর বিভিন্ন জন পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক সাহায্য করা হয়ে থাকে। এ সাহায্যের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য এবং বহু গ্রন্থাগারের মধ্যে সেই অর্থ বন্টিত হয়ে যাওয়ায় এই অর্থের কোন কার্যকরী ফল পাওয়া যায় না।

(গ) জনপরিচালিত গ্রন্থাগার:

পশ্চিম বঙ্গের জনপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির বেশীর ভাগই নানা সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এই গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নানারূপ প্রতিকূলতার মধ্যেও জনপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি জনসাধারণের পাঠস্পৃহাকে তৃপ্ত করার চেষ্টা করছে। এঁদের খরচের অধিকাংশই সদস্যদের চাঁদা থেকে কুলাতে হয়। গ্রন্থাগারগুলির কাজ চালাতে হয় অবৈতনিক কর্মীদের সাহায্য নিয়ে। অর্থ, কর্মী এবং স্থান ইত্যাদির অভাব হেতু এই ধরণের গ্রন্থাগারগুলি কোন সুসংবদ্ধ কর্মধারা গ্রহণ করতে পারছে না—কার্যধারায় সঙ্কট দেখা দিচ্ছে।

৪। রাজ্য সরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্মপদ্ধতি

রাজ্য সরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নির্ধারণই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। এই মূল্যায়নের পূর্বে জানা প্রয়োজন বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার-গুলিতে কর্মক্ষেত্র, আর্থিক সঙ্গতি, কর্মীদের সংখ্যা ও অবস্থা এবং পরিচালনা পদ্ধতি ও শক্তি সম্পর্কে।

ক. রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

(ক) **কর্মক্ষেত্র**। "রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনা এবং সংযোগ রক্ষাকারী কর্তৃত্ব এবং কলিকাতা সহরের জন্য রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রকৃত অর্থে সাধারণ গ্রন্থাগার রূপে ব্যবহৃত হইবে।"

(ক ২) **অর্থ ও কর্মী**। কলিকাতার সন্নিকটে বি. টি. রোডে যে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে প্রাথমিক পর্যায় তার গ্রন্থ, আসবাবপত্র, গৃহসংস্কার এবং গ্রন্থযান ইত্যাদির জন্য ৩,৩৫,০০০ টাকা খরচ করা হয়েছে। প্রতি বছর রাজ্য বাজেটে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন একজন ডাইরেক্টর অব লাইব্রেরীজ (এখনও নিয়োগ করা হয়নি), একজন গ্রন্থাগারিক, চারজন সহকারী গ্রন্থাগারিক, ১০ জন লাইব্রেরী এ্যাসিস্টেণ্ট এবং অন্যান্য কর্মী।

(ক৩) **পরিচালনা কর্তৃত্ব**। পরিপূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের শিক্ষাদপ্তরের অধীন।

খ. জেলা গ্রন্থাগার

(খ১) **কর্মক্ষেত্র**। "সমগ্র জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সংযোগ রক্ষা করাই জেলাগ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য; জেলাগ্রন্থাগার গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণে নেতৃত্ব দিবে; জেলাগ্রন্থাগার বই পাঠ ও লেন-দেনের বন্দোবস্ত করবে এবং গ্রন্থযানকে সংগঠিত করবে এবং গ্রামীণ স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করবে"।

(খ২) **অর্থ ও কর্মী**। প্রাথমিক পর্যায়ে গৃহ, গ্রন্থ, গ্রন্থযান এবং আসবাবপত্র ইত্যাদির জন্য ১,৩০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে; প্রতি বৎসর কর্মিদের বেতন বাবদ টাকা ছাড়াও ৩,০০০ টাকা বই ও পত্রপত্রিকার জন্য এবং ২,০০০ টাকা আবর্তক খরচের জন্য ব্যয় করা হয়ে থাকে। কর্মিদের মধ্যে আছেন: একজন গ্রন্থাগারিক (মাসিক নির্দ্দিষ্ট বেতন ২৫০ টাকা) ২ জন লাইব্রেরী এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট (মাসিক নির্দ্দিষ্ট বেতন ৭৫ টাকা); ২ জন লাইব্রেরী এ্যাটেন্‌ডেন্ট (মাসিক নির্দ্দিষ্ট বেতন ৬০ টাকা); ১ জন ড্রাইভার (মাসিক নির্দ্দিষ্ট বেতন ১২৫ টাকা) ১ জন ক্লিনার, ১জন দারোয়ান, ১ জন নাইটগার্ড, ১জন পিয়ন, ১ জন দপ্তরী (প্রত্যেকেরই মাসিক নির্দ্দিষ্ট বেতন ৫০টাকা)।

(খ ৩) **পরিচালনা কর্তৃত্ব:** জেলা গ্রন্থাগারগুলি সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী গঠিত জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ দ্বারা পরিচালিত। জেলা গ্রন্থাগারে দুই ধরণের সদস্য আছে: ব্যক্তিগত সদস্য ও প্রতিষ্ঠানগত সদস্য। জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত।

গ. আঞ্চলিক গ্রন্থাগার

(গ ১) **কর্মক্ষেত্র**। "আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি অনেকটা জেলা গ্রন্থাগারের অনুরূপ; কিন্তু ১০।১২ মাইলের একটি ক্ষুদ্র এলাকার মধ্যে এর কর্মক্ষেত্র

বিস্তৃত। আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সুসংবদ্ধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের অঙ্গীভূত। আঞ্চলিক গ্রন্থাগার শাখা গ্রন্থাগার বা "ফিডার লাইব্রেরীর" মাধ্যমে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলবে"।

(গ ২) অর্থ ও কর্মী। প্রাথমিক পর্যায়, গ্রন্থ, গৃহ এবং আসবাবপত্র ইত্যাদির জন্য ৪১,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে; কর্মীদের বেতন ইত্যাদি ছাড়াও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের জন্য মাসিক ৪০৲ টাকা এবং শাখা গ্রন্থাগারের জন্য মাসিক ১০৲ টাকা চলতি ব্যয় বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের কর্মীদের মধ্যে আছেন ১জন গ্রন্থাগারিক (বেতনের হার ৫৫-৯০ টাকা এবং শতকরা ২৫% মহার্ঘ ভাতা) ও ১জন সাইকেল পিয়ন (মাসিক ৫০ টাকা নির্দ্দিষ্ট)

(গ ৩) পরিচালনা কর্তৃত্ব। জেলা গ্রন্থাগারের ন্যায় আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব একটি রেজিষ্ট্রীকৃত সমিতির উপর অর্পিত হয়েছে। পরিচালনা সমিতি সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত।

ঘ. গ্রামীণ গ্রন্থাগার

(ঘ ১) কর্মক্ষেত্র। "গ্রামীণ গ্রন্থাগার হ'ল জেলা গ্রন্থাগারের একটি নিম্নতম কার্যকরী ইউনিট। প্রতিটি থানায় অন্ততপক্ষে একটি করে গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। সাধারণত কোন একটি সক্রিয় গ্রন্থাগারকে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করা হয়"।

(ঘ ২) অর্থ কর্মী। প্রাথমিক পর্যায় গৃহ নির্মাণ ও আসবাবপত্র ইত্যাদির জন্য ৫,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যার মধ্যে ২,০০০ টাকা স্থানীয় ভাবে সংগ্রহ করতে হবে। কর্মিদের বেতন ছাড়াও চলতি খরচের জন্য মাসিক ৫০টাকা বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। কর্মিদের মধ্যে আছেন ১ জন গ্রন্থাগারিক ও ১ জন পিয়ন (মাসিক ৭৫টাকা এবং ৪০টাকা নির্দ্দিষ্ট বেতন)

(ঘ ৩) পরিচালনা কর্তৃত্ব। রেজিষ্ট্রীকৃত সমিতির দ্বারা পরিচালিত হয়।

৫। রাজ্যসরকারের উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্মবিবরণ

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন প্রকার কর্মপ্রচেষ্টায় সর্বশেষ তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। তবে তিন বছর আগের তথ্য হতেও এই কর্মধারা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যেতে পারে। এই কর্মধারার বিরাট কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি :

বৎসর	জনসংখ্যা ১৯৬১	শিক্ষিতের সংখ্যা	জেলা গ্রন্থাগার	আঞ্চলিক গ্রন্থাগার	গ্রামীণ গ্রন্থাগার	আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত গ্রন্থাগার	জনশিক্ষা কেন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার	গ্রন্থ	পাঠক
১৯৫৯-৬০			১৮	২৪	৩৬৪	৭৯৯	২১১	৩০,৮৩, ৬৯৬	৭,৩৪, ৫৪৫
১৯৬০-৬১	৩,৪৯,৬৭, ৬৩৪	১,০১,৪০, ৬৮৫	১৯	২৪	৪৬৪	৮১৯	২৫৮	৩৭,৯৫, ৬৩৩	৮,০৭, ৪৫৩

৬। রাজ্য সরকার প্রবর্ত্তিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পর্যালোচনা

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পর্যালোচনা করার প্রথমেই আমরা রাজ্য সরকারকে তার গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এই গ্রন্থাগারগুলি ইতিমধ্যে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে। জাতীয় জরুরী অবস্থার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ আপাততঃ স্থগিত রাখা হয়েছে। আশাকরা যায় ৪র্থ পরিকল্পনায় এই কর্মসূচীর সম্প্রসারণ ঘটবে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সঠিক কর্মসূচী গ্রহণের পুর্বে তাই মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার।

(ক) বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের মুল লক্ষ্য হ'ল বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন। বই লেন দেনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থজমা এবং নিয়মিত চাঁদা—এই দুইটি সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা অভাবের মূল কারণ। বিভিন্ন অগ্রগামী দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সর্বতোভাবে নিঃশুল্ক। ১৯৬১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাজ্য সভায় শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী নিগমের এক প্রশ্নের উত্তরে ভূতপুর্ব শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শ্রীমালী জানিয়েছেন যে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার সম্পর্কে গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির একটি গুরুত্বপুর্ণ সুপারিশ ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন সংস্থাকে এই সুপারিশটি কার্যকরী করতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সুপারিশ হ'ল "ভারতের প্রতিটি নাগরিকের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিনা চাঁদা করতে হবে"—(চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় সুপারিশ) কিন্তু এই সুপারিশ আজও কার্যকরী করা হয়নি। এই সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হ'ল রাজ্য সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় চাঁদার বাধা তুলে দিয়ে গ্রন্থাগারগুলির দ্বার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হোক।

(খ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো : সংহতি ও সুসংবদ্ধতার অভাব।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাফল্যের মূল চাবিকাটি হ'ল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুসংবদ্ধতা এবং সংহতি। আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে এই সুসংবদ্ধতা এবং সংহতির অভাব বিভিন্ন ভাবে দেখা দিচ্ছে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কোন কর্তৃত্ব বা অধিকার নেই জেলা গ্রন্থাগারের উপর। জেলা গ্রন্থাগারের উপর দায়িত্ব রয়েছে সমগ্র জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নেতৃত্ব দেওয়া। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হ'ল গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির কর্মসূচী ও কার্যপদ্ধতির উপর জেলা গ্রন্থাগারের কোন কর্তৃত্ব নেই, যদিও সরকারী সার্কুলারে বলা হয়েছে গ্রামীণ গ্রন্থাগার হ'ল জেলা গ্রন্থাগারের কার্যকরী ইউনিট সমগ্র কর্মধারার মধ্যে কোন সঙ্গতি, অভিজ্ঞতা ও চিন্তার আদান-প্রদানের কোন সুযোগ নেই। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে সুসংবদ্ধতা ও সংহতি আনার জন্য রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে শীর্ষে রেখে পিরামিডের ন্যায় একটি কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রস্তাবিত কাঠামোটা এইরূপ :
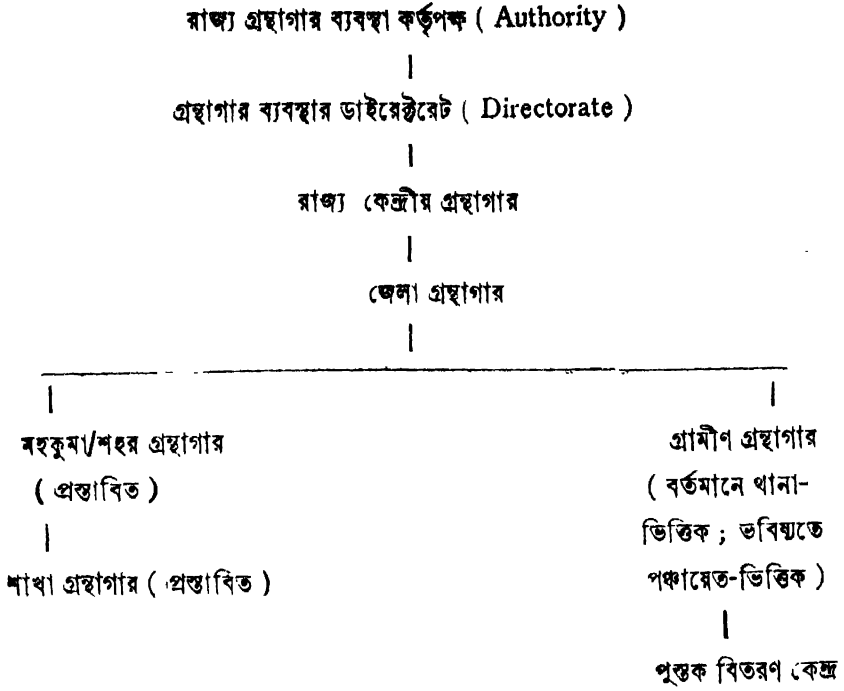
(গ) পৃথক লাইব্রেরী ডাইরেক্টরেট প্রবর্তন হওয়া প্রয়োজন

রাজ্য সরকার প্রয়োজিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা শিক্ষা দপ্তরের সমাজ শিক্ষা বিভাগের অধীন। গ্রন্থাগারের সঙ্গে নিঃসন্দেহে সমাজ শিক্ষার ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। কিন্তু সমাজ শিক্ষা ও গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী এক নয়। অধিকন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে অন্য ধরণের গ্রন্থাগারগুলিরও ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। রাজ্যের বিভিন্ন ধরণের সব গ্রন্থাগারের কার্যের তদারক করার জন্য, বিভিন্নভাবে সহায়তা করার জন্য এবং সর্বোপরি রাজ্যের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও কার্যকরী করার জন্য শিক্ষা দপ্তরের অধীনে পৃথক "ডাইরেক্টরেট অব লাইব্রেরীজ" সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই ডাইরেক্টরেটের প্রধান অধিকর্তা হওয়া উচিত একজন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির।

(ঘ) নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা

আমাদের মত উন্নতিপ্রয়াসী (Developing) দেশে বয়স্ক শিক্ষায় সাধারণ গ্রন্থাগারের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে, আমাদের রাজ্যে শতকরা ২৯'১% জন শিক্ষিত। জনসংখ্যার বিপুল অংশকে অশিক্ষার অন্ধকার হতে শিক্ষার আলোতে আনতে হবে। এই বিরাট দায়িত্ব নিঃসন্দেহে জাতীয় দায়িত্ব। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনে গ্রন্থাগারগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের দেশের সর্বত্র সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি ছড়িয়ে আছে আর এই গ্রন্থাগারগুলিকে কেন্দ্র করে অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী কর্মিবাহিনী আছে। বয়স্কশিক্ষার অভিযানে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে অবিলম্বে সক্রিয় করতে হবে। সাথে সাথে সদ্য স্বাক্ষরদের (Neoliterates) জন্য পাঠ্যবস্তুও গ্রন্থাগারে রাখতে হবে। রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী এ দিকে ফেরানো দরকার। এই কর্মসূচীকে সার্থক করতে সর্বতোভাবে সাহায্য করা উচিত।

(ঙ) ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত সদস্য সংখ্যা অত্যন্ত দুর্বল

জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি স্বীয় এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত জনসাধারণের বিপুল অংশকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে আনতে পারে নাই। বিভিন্ন তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত সদস্য সংখ্যা, বাৎসরিক পাঠক সংখ্যা ও পুস্তকের লেন-দেন অত্যন্ত অল্প। জেলা গ্রন্থাগারগুলির কিছু তথ্য এই প্রসঙ্গে তুলে ধরা যাক্।

সহর এবং জেলা গ্রন্থাগার	জনসংখ্যা ১৯৬১	শিক্ষিতের সংখ্যা ১৯৬১	তথ্য সংগ্রহের বৎসর	সদস্য ব্যক্তিগত	সদস্য উভয়	সদস্য প্রতিষ্ঠানগত	বই	পাঠক	ইস্যু
আসানসোল (বর্দ্ধমান অতিরিক্ত)	১০৩৫০১	৫৭১৩৪	১৯৬০		৭৭		১৯৪০	৩০০০	১৭৫০
কুচবিহার	৪১৯২১		১৯৫৯	৮২৪		২২	৩৬৫৮	৭৮৩	১৯৭৬৪
জলপাইগুড়ি	৪৮৭৩৮		১৯৬০	২৫৮		১৮	৬৮৫৪	২৪৮৮৮	২২৪০০
তমলুক (মেদিনীপুর অতিরিক্ত)	১৭৯৮৬		১৯৬০		২০৯০		১০৮৮৬	২২০০০	৩১২৮৫
দার্জ্জিলিং	৪০,৬৫১		১৯৬০		৪০০		৮৩৮৪	৪০০০০	৭৩৫৭৪
বাঁকুড়া	৬২৮৩৩	২৮২৮৬	১৯৬০		৪০০		৪০১৬	২৫০০০	×
সিউড়ী (বীরভূম)	২২৮৪১		১৯৬০		১১১৩		৭২০৫	১৩৭৬	৩২২৮০
বর্দ্ধমান	১০৮২২৪	৫৬১০৮	১৯৬০	৭৭৫		১৮৬	১০৯৯৬	২৩৪০০	২৮২৭৩২
মালদা	৪৫৯০০		১৯৬১		৫২৭		১১৪৪৬	৮৬০০০	৪৬০০০
মেদিনীপুর	৫৯৫৩২		১৯৬১				৪৫১৫		
বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)	৬২৩১৭	৩৪৪০৬	১৯৬০	৪১৬		৬৩	৭৭৬৪	১৬৩৪০	১৯৮৫৮
কৃষ্ণনগর (নদীয়া)	৭০৪৪০	৩৮৫৬৫	১৯৮০	১৯৬		১৩০	১১২৭৫	৯০০০	৩৫৯০৮
পুরুলিয়া	৪৮১২৪		১৯৬০	৬০১		৫০	৮১৪১	—	৩৪১৩৭
হাওড়া	৫১২৫৯৮	২৬৪৬০৪	১৯৬০	৯০		২৪২	৯৭৪২	৩৬৯৮৮	১৬৪৯
চুচুড়া (হুগলী)	৮৩১০৪	৫০,০২০	১৯৬০	১৩৫		২৪	৬৮৫০	১৬২৫০	২৪৬৮৮
বিদ্যানগর (২৪ পরগণা)			১৯৬০	৩৫০		২০০	৬০০৯	১৬০৫০	১৮০০০
রহড়া (২৪ পরগণা অতি)	২৮৩৬২		১৯৫৯	১০৭৩		৬৪	১০১৮৬	৫২১৭৪	৩৬৫৭৪
বালুরঘাট	২৬৯০৯		১৯৫৯	২৬৯		৭২	৭০৮২	৫০৪০০	৩৪৪৫৩

[দ্রঃ ৫০,০০০ র কম জনসংখ্যা এই ধরণের সহরের শিক্ষিতের হারের কোন তথ্য (১৯৬১) এখনও পাওয়া যায়নি। এই সংখ্যা জনসংখ্যার ৪০%-৫৫% মধ্যে হবে]

এই তথ্য কয়েক বছর আগের। হয়ত কিছু ক্ষেত্রে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। কিন্তু কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও চিত্র অনুরূপ, তবে

জেলা গ্রন্থাগার অপেক্ষা উন্নত। নিম্নে বিভিন্ন জেলার সাতটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যা দেওয়া হ'ল। (নির্বিচারে নির্বাচিত)

গ্রন্থাগারের নাম	থানার জনসংখ্যা ১৯৫১	থানার শিক্ষিতের সংখ্যা ১৯৫১	থানার গ্রামের সংখ্যা	গ্রন্থাগার যে গ্রামে অবস্থিত সে গ্রামের জনসংখ্যা	ঐ গ্রামের শিক্ষিতের সংখ্যা	তথ্য সংগ্রহের বৎসর	বই	সদস্য	ইসু	১৯৫১ সালে জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি	শিক্ষিতের হার
বাণীমন্দির রুরাল লাই-ব্রেরী গ্রাম পোঃ হারমাসড়া থানা-ঢালডাংরা বাঁকুড়া	৫০৭৩৩	৭৬৪৭	১৪৫	১৪২৬	২৫৭	১৯৬০	১২২০	১৯১	৭৮৯০	২৬·১৭	২৮·১
সবুজ সংঘ গ্রাম পোঃ দেউলপাড়া থানা পরশুরা হুগলী	৫৮৫০৮	১২৩৭২	৫০	৬৯৯	১৭৫	১৯৬০	১৩৪৯	১৪১	৩৫২৪	৩৯·১০	৩৪·৭
ঐহো কংগ্রেস গ্রঃ গ্রাম ঐহো পোঃ মুচিয়া থাঃ হাবিবপুর মালদা	৭২১৯৩	৩৬৮৭	২৯১	২৩৪৩	৪০৮	১৯৬০	১০৫৩	২০০	৭১২৪	৩০·৩৩	১৩·৮
বালিচক রুরাল লাইব্রেরী গ্রাম পোঃ বালিচক থাঃ ডেবরা মেদিনীপুর	৬০০৯০	১৪৯৩৪	৪৮৭	১৮৩	২৩	১৯৬২	১০০০	৬০	৫৫৭০	২৯·২৬	২৭·৩
পি, ভি, এন, গ্রাঃ-পোঃ থাঃ- হলদীবাড়ী কুচবিহার	৪৬৫৮০	৬৬১৯	১৬০	৩১৬২	১৫০৭	১৯৬২	২০৩৭	১৯৩	১১০০০	৫২·৯৫	২১·০০
তরুণ সংঘ রুরাল লাইব্রেরী	১০২১১৬	১৬১১৬	১৪৭	২৭১০	৪১৩	১৯৬১	৬৮২	৫০	২২৭৫	৩৫·৫৫	২২·১

গ্রাঃ পোঃ
পাইকপাড়া
থাঃ নলহাটি
বীরভূম
মাখনলাল
পাঠাঃ
পোঃ-গ্রাম　৮০১০৬ ১৭৩২৮　১২৩ ৭৪০　২৩০　১৯৬০ ৪৫৩৬　২২৫ ৪৯০২ ৪০'৬৬ ২৯'৬
জাড়গ্রাম
থাঃ-জামালপুর
বর্দ্ধমান

১৯৬১ সালের থানা ভিত্তিক জনসংখ্যা এবং শিক্ষিতের হার এখনও জানা সম্ভব হয়নি। তবে ১৯৫১ সালের থানাভিত্তিক জনসংখ্যা এবং শিক্ষিতের হারকে ১৯৬১ সালের জেলা ভিত্তিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিব এবং শিক্ষিতের হারের ভিত্তিতে মোটামুটি ভাবে উপরোক্ত পরিসংখ্যানগুলি পাঠ করা যেতে পারে।

জেলা গ্রন্থাগার পরিষদগুলির অন্যতম মূল দায়িত্ব হ'ল প্রতিষ্ঠানগত সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত করা। কিন্তু জেলা গ্রন্থাগার পরিষদগুলির প্রতিষ্ঠানগত সদস্যসংখ্যা অত্যন্ত দুর্বল। অধিকাংশ জনপরিচালিত গ্রন্থাগার আজও সংগঠিত আন্দোলনের বাইরে রয়েছে। কয়েকটি জেলার তথ্য এই প্রসঙ্গে তুলে ধরা যাক :

জেলা	তথ্য সংগ্রহের বৎসর	জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠান সদস্য	জেলা গ্রন্থাগারের সংখ্যা (পঃ বঃ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী তথ্য + ২৫% যা বাদ পড়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে)
বর্দ্ধমান	১৯৬০	১৮৬	৪৩০
পুরুলিয়া	১৯৬০	৫০	১২৬
হাওড়া	১৯৬০	২৪২	৪০৮
হুগলী	১৯৬০	২৪	৩৫০
পঃ দিনাজপুর	১৯৫৯	৭২	১২৪
জলপাইগুড়ি	১৯৬০	১৮	৫৪
কুচবিহার	১৯৫৯	২২	৭৮
মুর্শিদাবাদ	১৯৬০	৬৩	২৩১

ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত সদস্য সংখ্যার দুর্বলতার প্রধান কারণ হ'ল : অর্থাভাব, পাঠ্যবস্তুর স্বল্পতা, কর্মীর অভাব, চাঁদা এবং টাকা জমা দেওয়ার নিয়ম, কর্মসূচীর প্রসারে অক্ষমতা, গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এবং বা / গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রগতিশীল গঠনমূলক কর্মোদ্যমের অভাব এবং সর্বোপরি জনপরিচালিত চাঁদামূলক গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। এ প্রসঙ্গে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হল বিভিন্নস্তরে কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীদের সভা আহ্বান করে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তৃত পর্যালোচনা করে এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হোক।

চ) গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অবস্থা শোচনীয়

জেলা, আঞ্চলিক এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য বরাদ্দ পৌনঃপুনিক অর্থ (Recurring grant) প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। ফলে গ্রন্থাগারগুলির পাঠ্যসামগ্রীর বৃদ্ধি এবং কর্মসূচীর কোন বিস্তারও ঘটছে না। কর্মসূচীর সম্প্রসারণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হওয়া উচিত তা নীচে প্রস্তাব করা হচ্ছে :—

গ্রন্থাগার	বই ও পত্রপত্রিকার জন্য বর্তমান বরাদ্দ	আমাদের প্রস্তাব	চলতি খরচের বরাদ্দ	আমাদের প্রস্তাব
জেলা গ্রন্থাগার	৩,০০০ টাকা বার্ষিক	১০,০০০ টাকা বার্ষিক	২,০০০ টাকা বার্ষিক	৫,000 টাকা বার্ষিক
আঞ্চলিক গ্রন্থাগার	×	২,৫০০ টাকা	৪৮০ টাকা বার্ষিক	১,৫০০ টাকা বার্ষিক
শাখা গ্রন্থাগার	×	×	১২০ টাকা বার্ষিক	৩,৬০ টাকা বার্ষিক
গ্রামীণ গ্রন্থাগার	×	১,৫০০ টাকা বার্ষিক	৬০০ টাকা বার্ষিক	১,০০০ টাকা বার্ষিক

অধিকন্তু এই বরাদ্দ অর্থ প্রতিমাসে নির্দিষ্ট সময় যাতে পাওয়া যায় তার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।

ছ) গ্রন্থাগারগুলির শ্রেণী বিভাগ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন

রাজ্যসরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগারগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, মহকুমা/শহর গ্রন্থাগার (প্রস্তাবিত), আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগার, গ্রাম্য গ্রন্থাগার (প্রস্তাবিত)। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (২টি : বাণীপুর ও কালিম্পং এ) এবং আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন এলাকার সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (Integrated library service) গড়ে তোলার জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। অধিকন্তু এই গ্রন্থাগারগুলি সুসংবদ্ধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের অন্তর্ভুত। আজ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন এই ধরনের গ্রন্থাগারগুলি স্বীয় এলাকায় সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছে কিনা। আর একটি কথা। এই ধরণের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ অনেক সময় জটিলতা সৃষ্টি করে। বর্তমান এবং প্রস্তাবিত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কি সম্পর্ক, কার কতটা কর্তৃত্ব এই সব বিষয়গুলি স্পষ্ট নয়। বিভিন্ন নামে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার সৃষ্টি করলে কাঠামোয় জটিলতা সৃষ্টি হবে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলি যে পরীক্ষামূলক কাজ চালাচ্ছে তা পরিপূর্ণভাবে বজায় রেখে রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পিরামিড কাঠামোর মধ্যে আনার জন্য এই গ্রন্থাগারগুলিকে যথাক্রমে শহর গ্রন্থাগার এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পর্যায়ভুক্ত করে একই নামে অভিহিত করা যায় কিনা তা বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন, গ্রামীণ গ্রন্থাগার (থানা ভিত্তিক) এবং গ্রাম্য গ্রন্থাগারের (প্রস্তাবিত পঞ্চায়েত ভিত্তিক) মধ্যে পার্থক্যের কি প্রয়োজনীয়তা? জেলা গ্রন্থাগারের নিম্নতম কার্যকরী ইউনিট হওয়া উচিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং এই গ্রন্থাগারগুলি হওয়া উচিত পঞ্চায়েত বা গ্রাম ভিত্তিক। সমস্ত প্রশ্নটি বিবেচনা করে রাজ্যের গ্রন্থাগার

ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগারগুলিকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করে পিরামিড কাঠামোয় স্থান দেওয়া যায় কিনা তা বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য প্রশ্নটি গভীর আলোচনা ও সমীক্ষা সাপেক্ষ্য।

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

|

জেলা গ্রন্থাগার

শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার
(কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বর্তমান কার্যপদ্ধতি বজায় রেখে শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার পর্যায়ভুক্ত করে ঐ নামে অভিহিত করা যায় কিনা বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন)

|

শাখা গ্রন্থাগার

গ্রামীণ গ্রন্থাগার
(বর্তমানে থানা ভিত্তিক ; ভবিষ্যতে পঞ্চায়েত ভিত্তিক বা গ্রাম ভিত্তিক করা প্রয়োজন ; গ্রাম্য গ্রন্থাগার নামে আর এক শ্রেণীর গ্রন্থাগারের প্রয়োজন নেই) (আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান কার্যপদ্ধতি বজায় রেখে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে পর্যায়ভুক্ত করে ঐ নামে অভিহিত করা যায় কিনা বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন)

|

পুস্তক বিতরণ কেন্দ্র

(জ) কর্মী সংখ্যার স্বল্পতা

দায়িত্ব বৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্র বিস্তারের সাথে সাথে গ্রন্থাগার কর্মীর স্বল্পতা (বিশেষ করে জেলা গ্রন্থাগার) দেখা দিচ্ছে। জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব জেলা গ্রন্থাগারের এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মিবাহিনীর বন্দোবস্তও করতে হবে। প্রস্তাবিত সহর মহকুমা গ্রন্থাগারেও যথেষ্ট কাজের চাপ পড়বে। বর্তমান কর্মী ছাড়াও জেলা গ্রন্থাগারে আরও যে কর্মিবাহিনী অবিলম্বে প্রয়োজন তা হ'ল :

ক) গ্রন্থাগার পরিদর্শক— ১
খ) সহকারী গ্রন্থাগারিক— ১
গ) বৃত্তিকুশলী কর্মী— ২
ঘ) টাইপিষ্ট— ১

(ঝ) কর্মসূচী বিস্তারের প্রয়োজন

বর্তমানে গ্রন্থাগারগুলির কর্মক্ষেত্র মূলত গ্রন্থ-পত্র-পত্রিকা পাঠ ও লেন-দেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জেলা গ্রন্থাগারগুলির অতিরিক্ত দায়িত্ব হ'ল গ্রন্থাগারের মারফৎ গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থ সরবরাহ করা। অনেক গ্রন্থাগারে শিশু ও মহিলা বিভাগের আয়োজনও করা হয়েছে। কোন কোন গ্রন্থাগারে আলোচনা-চক্র, প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু এইসব

কার্যকলাপ ছাড়াও আরও নূতন দিকে কর্মক্ষেত্র বিস্তার করা দরকার। অবশ্য এই কর্মসূচীর সাথে অর্থ ও কর্মীর প্রশ্নটি জড়িত। কিন্তু এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যে নূতন কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন তা উল্লেখ করা হচ্ছে:

ঝ-১) জেলার গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার গুলিতে সংগৃহীত পাঠ্য বস্তুর যৌথ সূচী (Union Catalogue) তৈরি করা প্রয়োজন। গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলি হতে নিজেদের বর্তমান সূচী এবং ভবিষ্যতে যে সব গ্রন্থ সংগ্রহ করা হবে তার একটি করে কার্ড জেলা গ্রন্থাগারে পাঠালে এই সূচি নির্মাণ তরান্বিত এবং সহজ হবে। এই সূচী নির্মিত হলে গ্রন্থযান মারফৎ গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলিতে আকাঙ্খিত গ্রন্থ প্রেরণ বন্ধ হবে এবং জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পাঠ্যবস্তুর একটি যথার্থ সমীক্ষা হবে।

ঝ-২) জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যে বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য বই, পুঁথি ও পত্র-পত্রিকা আছে তার একটি তালিকা তৈরী করতে হবে।

বিভিন্ন গ্রন্থাগারে স্থানীয় সঙ্কলনের উপর জোর দিতে হবে। গ্রন্থাগারে স্থানীয় ইতিহাস ও বিষয় সম্পর্কিত যাবতীয় গ্রন্থ সঙ্কলনের উপরও জোর দিতে হবে। ৩। পুঁথি ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পত্রিকা ইত্যাদি সঙ্কলনের উপরও জোর দিতে হবে। ৪। গ্রন্থ প্রদর্শনী, আলোচনা-চক্র ইত্যাদি বিষয়ের উপর অধিক নজর দিয়ে জনগনকে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থমুখী করতে হবে। ৫। স্থানীয় অন্যান্য গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযোগ দৃঢ় করা প্রয়োজন। ৬। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করতে হবে। ৭। সম্ভব হলে পৃথক শিশু বিভাগ খোলার বন্দোবস্ত করতে হবে এবং শিশুসদস্য সংগ্রহের বিশেষ প্রচেষ্টা করা প্রয়োজন। ৮। সদ্য সাক্ষরদের গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে; তাদের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্য সামগ্রীর বন্দোবস্ত করতে হবে। ৯। গ্রন্থাগারকে স্থানীয় এলাকার প্রাণকেন্দ্র রূপে গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উৎসবের মধ্য দিয়া প্রধান আকর্ষণ কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ১০। মহিলাদের সুবিধানুযায়ী গ্রন্থাগার পরিচালনার বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন বর্তমানের গতানুগতিকার অবসান প্রয়োজন।

(ঞ) কলিকাতার ও হাওড়ার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রয়োজন

কলিকাতায় প্রায় ৫০০ র এবং হাওড়ায় প্রায় ২০০র মত জন পরিচালিত চাঁদামূলক গ্রন্থাগার আছে। এই গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কয়েকটি বেশ বড় ও জনপ্রিয়। অর্থ, কর্মী ও স্থানাভাব সত্ত্বেও আমাদের সংস্কৃতিক জীবনে এই গ্রন্থাগারগুলি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভারতের বিভিন্ন সহরে পৌর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়েছে। কিন্তু কলিকাতা ও হাওড়া পৌর কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে নীরব। কিছু গ্রন্থাগার পৌর কর্তৃপক্ষ হতে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে, যদিও প্রয়োজনের তুলনায় তা অত্যন্ত অল্প। শোনা যাচ্ছিল রাজ্য সরকার ৩য় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা কালে কলিকাতায় ২০টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার স্থাপন করবেন। সম্ভবতঃ জরুরী অবস্থার জন্য এই পরিকল্পনা স্থগিত রয়েছে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে কলিকাতার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার রূপে ব্যবহার হওয়াটা সমীচীন নয়। আমাদের বক্তব্য হ'ল রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হ'তে বই লেন-দেন করা উচিত নয়। রাজ্য কেন্দ্রীয়

গ্রন্থাগার হবে পরিপূর্ণভাবে রেফারেন্স লাইব্রেরী। অধিকন্তু সহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ায় কলিকাতা সহরের সাধারণ গ্রন্থাগাররূপে ব্যবহার হওয়াও সম্ভব নয়। কয়েক বছর আগে গ্রন্থাগার দিবসের কেন্দ্রীয় সভায় কলিকাতার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তার ভিত্তিতে আমরা সুপারিশ করছি নিম্নোক্ত কাঠামোর ভিত্তিতে এক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কলিকাতায় এবং হাওড়াতে গড়ে তোলা হোক :

কলিকাতা সাধারণ গ্রন্থাগার/হাওড়া সাধারণ গ্রন্থাগার

ওয়ার্ড গ্রন্থাগার

কলিকাতা ও হাওড়ায় প্রতিটি ওয়ার্ডে জন পরিচালিত গ্রন্থাগার আছে। এই সব গ্রন্থাগারগুলিকে অনায়াসে ওয়ার্ড গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

(ট) গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সুসম বিকাশ প্রয়োজন

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে প্রতিটি জেলায় কম করে একটি জেলা গ্রন্থাগার এবং প্রতিটি থানায় কম করে একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু তথ্য নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে এই বিকাশ অসম। কতগুলি জেলায় এবং কতকগুলি এলাকায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এখনও দুর্বল। কোন কোন ক্ষেত্রে জন বসতিপূর্ণ এলাকায় একটি সক্রিয় গ্রন্থাগারকে বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল এলাকায় অবস্থিত একটি নিষ্ক্রিয় গ্রন্থাগারকে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই অসম বিকাশ দূর করতে হবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে, বিশেষ করে নতন এলাকায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং সক্রিয় গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করতে হবে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রচনা কালে এই দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

(ঠ) গ্রন্থাগার কমিটিগুলির কার্যধারার উন্নয়ন প্রয়োজন

জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগার কমিটির ত্রুটিপূর্ণ এবং দুর্বল কর্মধারা অনেক সময় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। এই দুর্বল কর্মধারার মূল কারণগুলি হলঃ (১) কমিটিগুলির অনেক সময় গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহ নাই এবং আদৌ সময় দিতে ইচ্ছুক নয় এই ধরণের ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত। (২) অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহী ব্যক্তি এবং গ্রন্থাগারগুলিকে কমিটিতে স্থান দেওয়া হয় না। (৩) অনেক ক্ষেত্রে কমিটিগুলি নিয়ম অনুযায়ী কাজ করেনা ঃ নিয়মিত নির্বাচন, সভা আহ্বান ও পরিচালনা এবং নিয়ম অনুযায়ী গ্রন্থাগার পরিচালনার অভাবে কমিটিগুলি সম্পর্কে সদস্যদের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব দেখা দিচ্ছে। (৪) গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার কমিটি ও গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত। (৫) দলীয় রাজনীতির ফলে অনেক সময় গ্রন্থাগার কমিটিগুলি যথাযথ ভাবে কাজ করতে পারছে না। এই সব ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা দূর করে গ্রন্থাগার কমিটিগুলিকে জনস্বার্থের অনুকূলে গঠন ও পরিচালনা করা হোক।

(ঙ) জন-পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন

রাজ্য সরকার প্রবর্ত্তিত গ্রন্থাগারগুলি আজও সর্বস্তরের জনগণের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করতে পারেনি। আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় আজও চাঁদামূলক গ্রন্থাগারগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। এই গ্রন্থাগারগুলি সরকার ও মিউনিসিপ্যালিটি (সহর এলাকার গ্রন্থাগারগুলি) হতে যে অর্থ সাহায্য পায় তা অতি সামান্য। যে সব বিভিন্ন কারণে এই ধরণের গ্রন্থাগারগুলির কর্মতৎপরতায় সংকট দেখা দিচ্ছে তা হ'ল : (১) মুখ্যতঃ চাঁদার উপর নির্ভরশীল এবং দেশের শিক্ষার হার এবং পারিবারিক আয়ের পরিমাণ বেশ নীচু বলেই আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে অর্থের স্বাচ্ছল্য লাভ করা আদৌ সম্ভব নয় (২) বিভিন্ন জিনিষের দামের সঙ্গে বইএর দাম এবং বাঁধাইয়ের খরচ অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির জীবনে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে (৩) সমাজজীবনে গুরুতর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হওয়ার ফলে অবৈতনিক কর্মীর সংখ্যা আগের তুলনায় অত্যন্ত কমে গেছে (৪) গ্রন্থাগারগুলির গুরুতর স্থানাভাবও দেখা দিচ্ছে।

এই সব গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করতে হবে তা হ'ল : (১) যেহেতু রাজ্যের সমগ্র পাঠক্ষম জনসাধারণকে পরিপূর্ণভাবে সেবা করার ক্ষমতা আজও সরকার প্রবর্ত্তিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অর্জন করেনি, সেহেতু জনপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির কর্মতৎপরতা বজায় রাখার জন্য আরও অধিক সংখ্যক গ্রন্থাগারকে আরও অধিক পরিমাণে আর্থিক সাহায্য করা প্রয়োজন। মূলত যে সব এলাকাতে সরকার প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার নেই সে সব এলাকার গ্রন্থাগারগুলিকে সাহায্য করতে হবে। যে সব গ্রন্থাগার কর্মধারা বজায় রাখার জন্য এই আর্থিক সাহায্য পাবেন ক্রমান্বয়ে তাদের চাঁদার হার কমাতে হবে (২) সরকার প্রবর্ত্তিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ কালে এই সব জন পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিকে ধীরে ধীরে রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে আনতে হবে (৩) পাশাপাশি বা সন্নিকটে অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলিকে একত্রিত করে বড় গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করে কর্মী, অর্থ ও স্থানের অভাব কিছুটা পরিমাণে দূর করতে হবে।

(চ) জাতীয় জরুরী অবস্থা এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

জাতীয় জরুরী অবস্থার প্রথম আঘাত এসে পড়ল শিক্ষা বিভাগের উপর। শিক্ষা বিভাগের বাজেট কমিয়ে দেওয়া হ'ল। শিক্ষা দপ্তরের অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজও ব্যাহত হ'ল, ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালের অনেকগুলি কর্মসূচী স্থগিত রাখা হয়েছে, অথচ আমরা জানি জাতীয় জরুরী অবস্থায় শিক্ষা এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপরও আরও প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কেননা বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে তথ্যাদি সরাবরাহ করে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে গ্রন্থাগারের চেয়ে উপযোগী সংগঠন আর নেই। এ অবস্থায় সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আরও বিশেষভাবে দেখা দিচ্ছে। এই ঘটনা আমাদের আরও একটি দিকে নির্দেশ দিচ্ছে। সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে যদি প্রয়োজনীয় অর্থ

সুচিহ্নিত করা হ'ত তা হলে জাতীয় জরুরী অবস্থার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কার্যক্রম ব্যাহত হ'ত না।

(ণ) রাজ্যসরকার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রয়োজন: পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার কাজে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার কর্মী ও অনুরাগীদের প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান যে সমালোচনা করে তার মূল উদ্দেশ্য হ'ল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন, অথচ গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠানের কোন মতামত চাওয়া হয় না। সরকার প্রবর্ত্তিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিপূর্ণ চিত্র ও বিবিধ তথ্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিকট উপস্থিত করা হয় না। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা সম্পর্কে গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির যে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশটি ভারত সরকার গ্রহণ করছেন তা হ'ল—"গ্রন্থাগার আন্দোলনের উন্নয়নে গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজ্য সরকার ও ভারত সরকারের উচিত শক্তিশালী গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনে সহায়তা করা" (৫ম অধ্যায়, সুপারিশ ২)। আমাদের বক্তব্য ভবিষ্যত পরিকল্পনা রচনাকালে রাজ্য সরকার, গ্রন্থাগার পরিষদ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হোক এবং সম্মিলিতভাবে পরিকল্পনা রচনা করা হোক। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুপারিশগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হোক। গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনার জন্য পরিষদকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা হোক। বিভিন্ন আলোচনা সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে আমন্ত্রণ জানান হোক।

(ত) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে মূল্যায়ন প্রয়োজন:

রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের ধারণা আজও অস্পষ্ট। রাজ্য গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্র আজও সীমাবদ্ধ। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ রাজ্যগ্রন্থাগারের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত: (১) রেফারেন্স বিভাগ পরিচালনা (২) রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন; গ্রন্থাগারগুলির কাজের পর্যালোচনা করা এবং বিভিন্নভাবে সহায়তা করা (৩) দুষ্প্রাপ্য ও কদাচিৎ ব্যবহৃত পুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (৪) বিভিন্ন বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন (৫) নানাবিধ গ্রন্থ রচনা (৬) বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া (৭) বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে পুস্তক ধার দেওয়া (৮) মুদ্রিত গ্রন্থ সূচী প্রণয়ন (৯) ফিল্ম ও রেকর্ড বিভাগ সংযোজন (১০) দুষ্প্রাপ্য লোকসঙ্গীত পুঁথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (১১) অগ্রগতি ও কার্যধারা সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহের বন্দোবস্ত করা এবং (১২) উপরে লিখিত বিষয় সমূহের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক করণীয় বিষয়। রাজ্য গ্রন্থাগারের এই চরিত্র গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্ট এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগার আইন ও বিশেষজ্ঞদের মতের মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে।

(থ) জেলা গ্রন্থাগার পরিষদে ও জেলা গ্রন্থাগার কমিটির কার্যক্ষেত্র নিরূপণ—জেলা গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার জন্য জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়েছে এবং

ঐ গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব পরিষদের উপর ন্যস্ত হয়েছে, কিন্তু জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য ও জেলা গ্রন্থাগার পরিচালনার কার্য কখনই এক হইতে পারে না। জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের বিভিন্ন কার্যধারার মধ্যে জেলা গ্রন্থাগার পরিচালনার সমীক্ষার দায়িত্ব পরিচালকের উপর ছেড়ে দিলে সমীক্ষা কখনও যথাযথ হইতে পারে না। তাছাড়া বর্তমান ব্যবস্থায় জেলা গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন, কর্মীদের অধিকতর যোগ্যতার ব্যবস্থাপন প্রভৃতি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইতেছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বতন্ত্র জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করা একান্ত প্রয়োজন।

(দ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের মূল্যায়ন প্রয়োজন

যদিও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রশ্নটি শুধু সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাথে জড়িত নয়, তবুও এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কর্তৃত্বগুলি কাজ করছে :

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স (মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন বিবেচনাধীন)

(২) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স।

(৩) পশ্চিম বঙ্গ সরকার—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স (রাজ্য সরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্মীদের জন্য; ইনষ্টিট্যুট অব্ লাইব্রেরীয়ানসীপ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বিবেচনাধীন)

(৪) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়—(গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তন বিবেচনাধীন)

পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ আজ বহুমুখী হতে চলছে। বিপুল সংখ্যক কর্মী এই সব শিক্ষা লাভ করে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত আছেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হ'ল :

(১) বিভিন্ন স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষনের পাঠ্য বিষয়, শিক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি ইত্যাদির সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন।

(২) বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কে যথোচিত সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সম্পর্কেও সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন।

(৩) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষণ ২টি পর্যায় হওয়া বাঞ্ছনীয় (৩১) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্য্যায় ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা—বিশ্ববিদ্যালয়।

(৩২) সার্টিফিকেট কোর্স—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকার।

(৪) পশ্চিমবঙ্গের কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন হওয়া প্রয়োজন।

(৫) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সকে একই পর্যায় এনে একই সংস্থার দ্বারা পরীক্ষা চালান এবং সার্টিফিকেট বিতরণ করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

(৬) বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য রিফ্রেসার্স কোর্স আয়োজনের দায়িত্ব থাকবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপর।

(ধ) গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা

১৫ বছর আগে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। কিন্তু আজও রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীরা নির্দিষ্ট (Consolidated) স্বল্প বেতনে আছেন। কোন বেতনের হার প্রবর্তিত হয়নি; কোন সার্ভিস রুল চালু হয় নি। নির্দিষ্ট বেতনে অস্থায়ী চাকুরী হেতু প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্রাচুইটি ইত্যাদি সুবিধা হতে কর্মীরা বঞ্চিত। এমনকি গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরাসরি বেতন পর্যন্ত পান না। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পে কমিটি এই কর্মীদের সম্পর্কে কিছু বিবেচনা করেনি। বিভিন্ন সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে, মন্ত্রী মহোদয়, বিধান সভার সদস্য এবং শিক্ষা দপ্তরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয়েছে, বিধান সভায় এ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর এবং বক্তৃতা হয়েছে, সংবাদ পত্র, চিঠিপত্র এবং সংবাদাদি প্রকাশিত হয়েছে, সভাসমিতি করে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে, অথচ আজও পর্যন্ত বিষয়টির কোন সমাধান করা হয়নি। একটি গণতান্ত্রিক দেশের বিরাট সংখ্যক কর্মী বাহিনী বছরের পর বছর এমন ধরণের একটি অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে এ ভাবলেও আশ্চর্য লাগে। বার বার আবেদন সত্ত্বেও রাজ্যসরকার নীরব। এই ধরণের একটি অবস্থার জন্য সর্বস্তরে কর্মীদের মধ্যে প্রচণ্ড হতাশা ও ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে। অনেক কর্মী কাজ ছেড়ে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। স্থায়ী কর্মী বাহিনীও গড়ে উঠছে না। পরিণামে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্মধারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মর্যাদার প্রশ্নটি কিছুটা পরিবর্তনের দিকে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে সর্বস্তরে গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগার কমিটির সম্পাদক করার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই আন্দোলনের ফলে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে সর্বস্তরে গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগার কমিটির সহ-সম্পাদক করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে জেলা গ্রন্থাগারিক এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরা বিভিন্ন কমিটির হয় সহ-সম্পাদক অথবা সদস্য। একমাত্র হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদে জেলা গ্রন্থাগারিককে সহ-সম্পাদক তো দূরের কথা এমনকি সদস্য পর্যন্ত করা হয়নি। বিষয়টি আরও দুঃখের কারণ হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ মূলত বেসরকারী সদস্যদের নিয়ে গঠিত। বেতন ও মর্যাদার প্রশ্নে আমাদের বক্তব্য :

(ক) অবিলম্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের স্মারকলিপি অনুযায়ী বেতনের হার প্রবর্তন করা হোক।

(খ) সর্বস্তরে গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগার কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত করা হোক।

(গ) গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কাজ ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে গ্রন্থাগারিককে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হোক।

(ঘ) মাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরাসরি ভাবে বেতন দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হোক।

(ঙ) কর্মীদের শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত মান বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হোক—শিক্ষাকালীন বেতন সহ ছুটি দেওয়া হোক।

(চ) গ্রন্থাগার কর্মীদের সন্তান সন্ততিরা যাতে শিক্ষকদের সন্তান-সন্ততির ন্যায় বিনা বেতনে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

৭। সঙ্কট সমাধানের একমাত্র পথঃ গ্রন্থাগার আইন

বর্ত্তমানের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যে সব ত্রুটি, অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে মুক্ত হয়ে সুসংবদ্ধ ব্যাপক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করতে হলে গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হ'ল গ্রন্থাগার আইন। ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্ত্তনের কথা বলা হয়েছে। ভারতবর্ষের দুইটি রাজ্যে (মাদ্রাজ ও অন্ধ্র) ইতিমধ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। আরও একটি রাজ্যের বিধান সভায় (মহীশূর) গ্রন্থাগার আইনটি শেষ পর্যায় বিবেচনা করা হচ্ছে। অথচ গ্রন্থাগার আন্দোলনে অগ্রণীরাজ্য হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্ত্তিত হয়নি। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় কুমার মনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় তৎকালীন আইন সভায় গ্রন্থাগার আইন উত্থাপনের জন্য পেশ করেন। কিন্তু বিদেশী সরকারের প্রতিকূলতার জন্য তিনি বিলটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হ'ন। অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে একটি খসড়া বিল উত্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হ'ন। ১৯৪৮ সালে নবদ্বীপে ডঃ এস আর রঙ্গনাথনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিবেচনার্থে একটি খসড়া গ্রন্থাগার আইন গৃহীত হয়। ভারতসরকারের শিক্ষাদপ্তরের উদ্যোগে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিবেচনার জন্য একটি মডেল লাইব্রেরী বিল তৈরী হয়েছে। এই মডেল লাইব্রেরী বিলের উপর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন (পাটনা অধিবেশন) বিভিন্ন সংশোধন ও সংযোজন সুপারিশ করেছে। এই সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হ'ল এই যে মডেল লাইব্রেরী বিল এবং অন্যান্য বিলের উপর বিভিন্ন সুপারিশকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় এই রাজ্যে প্রবর্ত্তনের জন্য একটি গ্রন্থাগার আইন রচনা করা হোক। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আর্থিক বনিয়াদ সুদৃঢ় এবং সুচিহ্নিত করার জন্য, স্থায়িত্ব, পূর্ণতা এবং সুসংবদ্ধতা আনার জন্য, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মান উন্নত করার জন্য এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের জীবনকে স্বচ্ছন্দ ও নিরুদ্বিগ্ন করার জন্য অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন।

৮। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সহযোগী অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলির কর্মতৎপরতা

অন্যত্র বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার জগতে সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর গ্রন্থাগারগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আরও যে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার পশ্চিমবঙ্গে কাজ করছে তা'হল

(ক) বিশেষ গ্রন্থাগার (খ) শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার। পৃথক শিশু গ্রন্থাগারের সংখ্যা

অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অনেক সাধারণ গ্রন্থাগারে পৃথক শিশু বিভাগ সংগঠিত করা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর এই গ্রন্থাগারগুলির কর্মতৎপরতার চিত্র তুলে ধরা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, তবে যেহেতু এই গ্রন্থাগারগুলি সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিপূরক সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

(ক) **বিশেষ গ্রন্থাগার** ঃ বিশেষ গ্রন্থাগারগুলি কোন একটি বিশেষ বিষয় বা একাধিক বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই গ্রন্থাগারগুলি সাধারণত রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, শিক্ষামূলক বা গবেষণা মূলক প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত সংগঠন প্রভৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সব গ্রন্থাগারগুলির নিজস্ব সমস্যা রয়েছে। এই প্রবন্ধের পরিধির মধ্যে তা আনা সমীচীন নয়। তবে এই গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংযোগ কি ভাবে ঘনিষ্ঠ করা যায় তা চিন্তা করা প্রয়োজন। এই গ্রন্থাগারগুলির কর্মধারা অনেক উন্নত। আমাদের মত দেশে যেখানে এখনও সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত ও শক্তিশালী নয়, সেখানে জনসাধারণের মধ্যে যে সব পাঠকরা কোন বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করতে চান তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করা এই বিশেষ গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন তা হ'ল ঃ

"সাধারণ গ্রন্থাগারের সক্রিয় তথ্য সরবরাহ বিভাগ স্থাপন স্বাপেক্ষ, সরকারের বিভাগীয় এবং গবেষণা গ্রন্থাগারগুলির উচিত জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের উপর মন্তব্য সম্বলিত পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করা এবং সরবরাহ করা এবং অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া" (পঞ্চম অধ্যায়, সুপারিশ ১০)

(খ) **শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার** ঃ—পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার কাজ করছে ঃ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলেজ গ্রন্থাগার, স্কুল গ্রন্থাগার এবং যে স্টুডেণ্টস্ হোম ও টেকস্টবুক লাইব্রেরী। শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, বিশেষ করে আমাদের মত দেশে। শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারগুলির দুর্বল কর্মধারার ফলে সাধারণ গ্রন্থাগারের উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।

(১) **বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার** ঃ পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা সাত। এর মধ্যে তিনটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার রয়েছে। অন্যগুলিতেও প্রতিষ্ঠার দিকে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠার পর হতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হয়েছে। আবার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এখনও কয়েকটি বাধা লক্ষ্য করা যায় (ক) অর্থাভাব হেতু গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকার স্বল্পতা (খ) বৃত্তিকুশলী কর্মীদের যথাযথ বেতন ও মর্যাদার অভাব। অনুন্নত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির যে সুপারিশ ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন তা হ'ল—

"বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাথে নিম্নোক্ত ভাবে সাহায্য করা—

(ক) জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীর চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের উপর পুস্তক তালিকা প্রকাশ,

(খ) জনসাধারণের মধ্যে মননশীল অংশকে নিয়মিত সদস্যরূপে গ্রহণ করা,

(গ) যেখানে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়নি সেখানে তথ্য সরবরাহ বিভাগের কার্য পরিচালনা করা"। (পঞ্চম অধ্যায়, সুপারিশ ১১) এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংযোগ আরও দৃঢ় করা প্রয়োজন।

(২) কলেজ গ্রন্থাগার : কয়েকটি বড় এবং প্রাচীন কলেজগ্রন্থাগার ছাড়া অধিকাংশ কলেজগ্রন্থাগারের অবস্থা শোচনীয়। অধিকাংশ কলেজগ্রন্থাগারের প্রকৃত চিত্র হ'ল :— (ক) স্থানাভাব ও (খ) বই ও পত্র পত্রিকা ক্রয়ের অর্থের অভাব (গ) অনেক ক্ষেত্রে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক নিয়োজিত হয়নি (ঘ) কয়েকটি ক্ষেত্রে কর্মসংখ্যার স্বল্পতা (ঙ) গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের উদার ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব (চ) কয়েকটি ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মীদের তৎপরতার অভাব (ছ) সবোপরি প্রায় সর্বত্র গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন দেওয়া হয়নি, প্রকৃত মর্যাদায়ও প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি, ইউ. জি. সির সুপারিশ কার্যকরী করা হয়নি।

কলেজ গ্রন্থাগারগুলির, দুর্বল ব্যবস্থার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার, ডে স্টুডেন্টস্ হোম, বিশেষ টেকস্টবুক লাইব্রেরী, বিশেষ গ্রন্থাগার এবং সাধারণগ্রন্থাগারের উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। মূলত এই কারণে বর্তমানে বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি "টেকস্টবুক বিভাগ" খোলার দিকে নজর দিয়েছে। আনন্দের কথা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বর্তমানে কলেজ গ্রন্থাগারগুলির দিকেও নজর দিতে শুরু করেছে। কলেজ গ্রন্থাগারগুলির আমূল সংস্কার প্রয়োজন।

(৩) ষ্টুডেন্টস্ হোম ও টেকস্টবুক লাইব্রেরী : সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত ডেস্টুডেন্টস্ হোম এবং টেকস্টবুক লাইব্রেরীগুলি আজ ছাত্রদের প্রধান সহায়ক, বিপুল সংখ্যক ছাত্র আজ এই গ্রন্থাগারগুলির দ্বারা উপকৃত। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই সংখ্যা খুবই অল্প। এখানে আমাদের বক্তব্য কলিকাতা মহানগরীতে আরও কয়েকটি এবং প্রতিটি জেলা সহরে একটি করে ডে স্টুডেন্টস্ হোম স্থাপন করা হোক এবং সাথে সাথে কলেজ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হোক।

(৪) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার : শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা হ'ল বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির। আগামী দিনের গভীর ও মননশীল পাঠক শিশু গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে তৈরী হয়। তাই বিদেশের বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেকেণ্ডারী এডুকেশন কমিশনের রিপোর্টে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বহুমুখী ও উচ্চতর বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আবশ্যকতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিও প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি ?

(ক) অধিকাংশ বিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার গৃহের বন্দোবস্ত নেই। অত্যন্ত স্বল্প স্থানের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কয়েকটি ভাঙা আলমারীর মধ্যে স্কুল গ্রন্থাগারের স্থান।

(খ) অর্থাভাব হেতু অধিকাংশ স্কুল গ্রন্থাগারের জন্য বিশেষ অর্থ ব্যয় করে না। এমন কি প্রতিশ্রুত অর্থের অনেকটা খরচ না করে খরচ দেখান হয়, এবং ঐ অর্থ অন্য কাজে ব্যয় হয়।

(গ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে সর্বসময়ের জন্য একজন বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীকে গ্রন্থাগারিকরূপে নিয়োগ করা হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন একজন শিক্ষক মহোদয়কে দিয়ে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালনা করা হয়।

(ঘ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত অধিকাংশ বই ছাত্রদের মান ও প্রয়োজন অনুযায়ী নির্বাচন করা হয় না।

(ঙ) কয়েকটি ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা হয় না এবং গ্রন্থাগারে পাঠের জন্য নির্দিষ্ট সময়েরও বন্দোবস্ত করা হয়নি। গ্রন্থাগার হতে বই লেন-দেনের সুযোগও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্বল।

এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য সমগ্র বিষয়টি সমীক্ষা করে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের একটি নূতন কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার।

৯। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাঃ গ্রন্থাগার উন্নয়ন

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমাগত। ইতিমধ্যে পরিকল্পনা তৈয়ারীর কাজ শুরু হয়েছে। চতুর্থপঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে কার্যকরী করার জন্য রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি খসড়া কর্মসূচী তৈরী করা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত কর্মসূচী এই সম্মেলনে উপস্থিত না করা গেলেও কয়েকটি মূলনীতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আগামী দিনের পরিকল্পনা রচনা কালে বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে সব ত্রুটি বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা দূরীকরণের চেষ্টা করতে হবে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে আমরা যে সব বিষয়ের রূপায়ণ দেখতে চাই তা হ'লঃ

(ক) বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন।

(খ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুসংবদ্ধতা, স্থায়িত্ব এবং সম্পূর্ণতার জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রবর্ত্তন।

(গ) সমস্ত মহকুমা সহর, মিউনিসিপাল সহর এবং পঞ্চায়েতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন প্রয়োজন। সহর গ্রন্থাগারগুলির শাখা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাও প্রয়োজন।

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গে মিউনিসিপাল ও মিউনিসিপাল নয় এ ধরণের সহরের সংখ্যা ১৮৪ (সেন্সাসে সহরের সংখ্যা অনুরূপ) এবং ২০০০ অধিক জনসংখ্যা এ ধরণের গ্রামের সংখ্যা হ'ল ২৪১৯। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে এই সব সহর ও গ্রামকে পরিপূর্ণ ভাবে সরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে আনতে হবে। এই ধরণের প্রতিটি গ্রামে একটি করে গ্রামীন গ্রন্থাগার (Rural Library) স্থাপন করতে হবে।

(ঙ) এ ছাড়া ৩৬,১১০টি গ্রাম আছে। এসব গ্রামগুলির জনসংখ্যা ২000র নীচে। এর মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম বড় গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিত। এসব গ্রামগুলির জন্য এখনই কোন পৃথক গ্রন্থাগারের প্রয়োজন নেই। বড় গ্রামে অবস্থিত গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি এসব গ্রামগুলির প্রয়োজন মিটাবে। প্রয়োজন বোধে পুস্তক বিতরণ কেন্দ্রও স্থাপন করা যেতে পারে। অন্যান্য গ্রামগুলির অবস্থান ও লোকসংখ্যা ইত্যাদি বিচার করে বর্তমানে বিভিন্ন জনপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিকে অর্থ ও গ্রন্থ দিয়ে সাহায্য করতে

হবে যাতে তারা তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায় ১০০০—১৯৯৯ জনসংখ্যা সমৃদ্ধ। ৫২৪৭টি গ্রামকে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে আনা প্রয়োজন এবং প্রতি গ্রামে গ্রামীন গ্রন্থাগার নির্মাণ প্রয়োজন। গ্রামীন গ্রন্থাগার নির্মাণ কালে জনপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রামীন গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করা উচিত।

(চ) বিচ্ছিন্ন এলাকা বা ক্ষুদ্র গ্রামগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে গ্রন্থাগারের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

(চ ১) পুস্তক বিতরণ কেন্দ্র নির্মাণ করে। এই পুস্তক বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে গ্রামীন গ্রন্থাগার হতে বই ইত্যাদি দেওয়া হবে। কোন একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার থাকলে তাকে পুস্তক বিতরণ কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

(চ ২) ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সাহায্যে।

(ছ) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন এলাকার জন্য ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানের গ্রন্থযান বা 'ডেলিভারী ভ্যান' জেলা গ্রন্থাগারগুলি আবার সাইকেল পিয়ন মারফৎ অন্যান্য গ্রন্থাগারে বই পৌঁছে দেয়। এ ব্যবস্থার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। কিন্তু ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য পৃথক। রাস্তা-ঘাট ইত্যাদির যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় জেলা গ্রন্থাগারের অধীনে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল এলাকার জন্য ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়া প্রয়োজন।

(জ) পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারগুলির কর্মসূচীর পরিবর্দ্ধন ও সম্প্রসারণ করতে হবে। এর জন্য গ্রন্থ-পত্র-পত্রিকা এবং চলতি খরচ বাবদ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

(ঝ) শক্তিশালী গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে।

(ঞ) পুস্তক নির্বাচনে সহায়তা করার জন্য জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী বাংলা বিভাগের মুদ্রণ ও প্রকাশ ত্বরান্বিত এবং মূল্য সহজলভ্য করতে হবে।

(ট) চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা কালে সমস্ত কর্মধারাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য চতুর্থ পরিকল্পনার পূর্বেই গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

(ঠ) সর্বশেষ নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানে গ্রন্থাগারকে সাহায্য করতে হবে। যে সব গ্রন্থাগার সমর্থ, সেখানে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন। সদ্য স্বাক্ষরদের উপযোগী গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশে রাজ্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে।

সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

প্রথম অধিবেশন : বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উপর আলোচনা

শনিবার ১৩ই জুন সকালে বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সিউড়ী জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত ছয়টি প্রবন্ধ এই অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বলেন—বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এখনো খুব ভালভাবে গড়ে ওঠেনি কিন্তু ছেলেমেয়েদের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবহার করবার আগ্রহ যথেষ্ট দেখা যায়, সুতরাং শিশু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে এ সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যেতে পারে। স্কুলের ছুটির পর যদি স্কুল লাইব্রেরী খুলে রাখা যায় এবং দরদী মন নিয়ে ছাত্রদের সাহায্য করা যায় তাহলে ছাত্ররা যথেষ্ট উপকার পেতে পারে।

সভাপতি শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করে শোনান। ঐ প্রবন্ধে তিনি এই কথা উল্লেখ করেন যে—শুধু সমালোচনা করে বসে থাকলে চলবে না, আমাদের কাজ করতে হবে। বর্তমান সভ্যতা আমাদের যে বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার দিকে পরিচালিত করছে, তাতে শিক্ষার মানের অবনতি হচ্ছে। এর জন্য শুধু ছাত্ররাই নয় শিক্ষকরাও অনেকাংশে দায়ী। একটা মহান আদর্শের প্রতি আমাদের নজর রাখা উচিত। অধ্যাপকের বিদ্যা সম্পূর্ণ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করবার পর পাঠাগারেই আসল শিক্ষা শুরু হয়। ······বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক পাওয়া খুবই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞাপনের জন্য অনেক টাকা খরচ করেও উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায় না। এছাড়া শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করার চেয়ে পাঠাগারে পাঠের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলাই আমার মনে হয় আসল কাজ।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন : প্রধান শিক্ষক সম্মেলনে আমি অনেক চেষ্টা করেও গ্রন্থাগার সম্পর্কে সামান্য একটা প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারিনি। স্কুলে সব যায়গায়ই নামেমাত্র গ্রন্থাগার আছে কিন্তু সাধারণতঃ বড় একটা ব্যবহৃত হয় না। কারণ ছেলেমেয়েদের বই পড়বার পরিবেশ আমরা সৃষ্টি করতে পারি না, তাদের উপযুক্ত বই দিতে পারি না, ফলে ছাত্রদের মধ্যে পাঠস্পৃহায় অবনতি দেখা দিচ্ছে। এই সব অসুবিধা দূর করে ছাত্রদের সর্বতোভাবে শিক্ষিত করে তুলতে আমাদের সাহায্য করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা Presentation Copy যা বছরের প্রথমে প্রকাশকদের কাছ থেকে পাওয়া যায় তা দিয়ে কিছুটা সমাধান করা যেতে পারে।

শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায় সভাপতি শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর বক্তব্যের প্রসঙ্গে বলেন—হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের গ্রন্থাগারের জন্য সরকার থেকে বলা হয়েছে প্যানেল তৈরী করা

হবে কিন্তু তারপর আর কিছুই জানা যায় নি। এরকম পরিস্থিতি দেখা দিলে গ্রন্থাগারিকেরা কোন ভরসায় আবেদন করবেন। আর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে গেলে উপযুক্ত শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন।

অধিবেশনের প্রারম্ভে পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রী এস. মজুমদার সৈনিক স্কুলের কার্যক্রম সম্পর্কে ভাষণ দান করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন : সম্মেলনের মূল আলোচ্য প্রবন্ধের উপস্থাপন

অপরাহ্নে সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী সম্মেলনের মূল আলোচ্য প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন ও উদ্বোধন অধিবেশন

১৩ই জুন সন্ধ্যায় একটি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রদর্শনীতে বৃটীশ কাউন্সিল ও ইণ্ডিয়া বুক হাউসের উদ্যোগে আয়োজিত দুটি গ্রন্থ বিভাগ ছাড়াও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গ্রন্থাবরণের এক মনোরম প্রদর্শনী দুই দিনে শত শত দর্শকের প্রশংসায় অভিনন্দিত হয়।

অতঃপর সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠান সুরু হয়। প্রারম্ভে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর স্মৃতির উদ্দেশে একটি শোক প্রস্তাব এবং অপর একটি শোক প্রস্তাবে তিনকড়ি দত্ত, সুশীলকুমার ঘোষ ও বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন ভাষণ দান করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তার ভাষণে সমবেত সকলকে স্বাগত জানান।

অধ্যাপক রাজকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণ দান করেন।

তৃতীয় অধিবেশন :

শ্রীফণিভূষণ রায়ের সভাপতিত্বে তৃতীয় অধিবেশন সুরু হয়। মূল আলোচ্য প্রবন্ধটি অধিবেশনের বিষয় ছিল। শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন : গ্রামের পাঠাগারের সঙ্গে আমি বিশেষ ভাবে জড়িত আছি। আমার মতে সরকারের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত, এবং বিনা চাঁদায় পাঠাগাব চালালে যথেষ্ট উন্নতি হতে পারে। চাকরীর স্থায়িত্ব না থাকার ফলে গ্রামীণ গ্রন্থাগাবের গ্রন্থাগারিকরা মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারছে না। Service rule না থাকায় এদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এর পর আছে বেতনের কথা, শুধু ৭৫ টাকা বেতনে এমন দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা বলতে গেলে অসম্ভব। এই সব সমস্যার সমাধান করবার জন্য জাতীয় সরকারকে আমি আন্তরিক অনুরোধ জানাই।

শ্রীসুখেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন : দশ বছর ধরে এই কাজ করে আসছি কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিছুই উন্নতি দেখতে পাইনি। বিনা চাঁদায় বই দেবার যদি ব্যবস্থা করা যায় তাহলে কিছু উন্নতি দেখা দিতে পারে।

শ্রীনির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন : জেলা গ্রন্থাগারিকের উপর গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার ভার দিলে আমার মনে হয় আমরা সুদক্ষ পরিচালনা পেতে পারব। আমরা

কাজ করতে প্রস্তুত কিন্তু অর্থ কোথা থেকে পাওয়া যাবে। নেতৃত্ব কোথায় পাওয়া যাবে। প্রত্যেকের অর্থের প্রয়োজন আছে। সেই অর্থের প্রয়োজন দূর না করলে কিছুতেই কর্মীদের কাছ থেকে ভাল কাজ পাওয়া যায় না। আমাদের একদম ছুটি নেই সুতরাং এ সব বিষয়ও আমাদের কর্তৃপক্ষের চিন্তা করা উচিত। দেশের সব রকম কাজ করতেই আমরা প্রস্তুত, যদি এ বিষয়ে খুব ভালভাবে ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে এ সমস্যার সমাধান হওয়া একেবারেই অসম্ভব। আমাদের ডিপার্টমেন্টকে পার্মানেন্ট করা উচিত। সরকার পুরোপুরি দায়িত্ব নিলে আমার মনে হয় এ সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে।

শ্রীবিষ্ণুপদ ঘোষ বলেন: সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে। আইন বা নিয়ম না থাকলে কোন কাজই সম্ভব নয়। তাই আইন প্রণয়ন বা নিয়মাবলী তৈরী করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। গ্রন্থাগার আইন চালু করার জন্য গ্রামে গ্রামে আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত, তাহলে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে সেগুলিও দূরীভূত হয়ে যাবে।

শ্রীরামগোপাল বৈরাগী সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন: স্কুলের লাইব্রেরীতে ভাল বই নির্বাচন করবার সুবিধা বিশেষ নেই। তাই বইয়ের লিস্ট তৈরী করে দিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাছে আমি অনুরোধ জানাই। স্কুলের টেক্সট্ বুকের উন্নতি আবশ্যক। শিশুদের জন্য উপযুক্ত পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন করা উচিত। এবং এর মধ্যে মহাপুরুষদের জীবনী ও ইতিহাস বেশী করে স্থান পেলে আমার মনে হয় খুবই ভাল হয়।

শ্রীসুজন রায় বলেন: পুস্তক নির্বাচনের বিষয়ে বৃটিশ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আমরা সাহায্য করতে সব সময়ই প্রস্তুত আছি। আমাদের চিঠি লিখলেই আমরা আমাদের সাধ্যমত উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

শ্রীআলি হোসেন বলেন: জেলা গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে প্রচুর কাজ করা হয় এবং ২০ থেকে ৩০ খানা করে প্রত্যেক রুরাল লাইব্রেরীকে বই দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও তাদের দাবী মেটেনা। তারা আরও বই বাড়িয়ে দিতে অনুরোধ জানান। আমাদের সমস্ত কাজ কন্টিনজেন্সি থেকে করতে হয়, সুতরাং টাকার অভাবটা আমাদেরও অনুভব করতে হয়, রুরাল লাইব্রেরীগুলোকে বই দেবার পর আর গ্রাম অঞ্চলে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সরকারী এবং বেসরকারী উভয়ের টানাপোড়েনেই এই সমস্যার সমাধান হয় না। জেলা গ্রন্থাগার পরিচালনার সুবিধার জন্য একজন asst. librarian ও একজন accountant দেওয়া উচিত। এরপর আছে Road Tax ও Municipal Taxএর বোঝা। সুতরাং এগুলোও চিন্তা করা উচিত। এই সব কারণেই রুরাল লাইব্রেরীর দিকে ভাল করে নজর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা। অন্ততঃ মোবাইল ডিভিসানের জন্য একজন মোবাইল লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত করা উচিত। ডিষ্ট্রিক্ট লাইব্রেরী থেকে ডেপুটেশনে ট্রেনিং নিতে পাঠাবার ব্যবস্থা নেই। তাই আমাদের মনে হয় সরকারের এটা (পরিচালনার ব্যবস্থা) পুরোপুরিই গ্রহণ করা উচিত, অথবা পুরোপুরিই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে একে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বলেন : সরকার নানারকম improvement করছেন। গ্রন্থাগারের জন্যও তাঁরা টাকা দিচ্ছেন। সুতরাং সেই টাকা আমাদের সহজভাবে পাওয়া উচিত। Grant-টাকে সম্পূর্ণ ভাবে Education Dept-এর উপর ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন। লাইব্রেরীতে একটা অ্যাফিলিয়েশনের ব্যবস্থা করা উচিত। জনসাধারণের দান থেকেও অনেক কাজ করা যায়। গ্রন্থাগার পরিচালনার দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া আবশ্যক। সব সময় নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করতে হবে।

শ্রীজহর বসু বলেন : আগামী সম্মেলন মাজুতে করবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ জানাই।

শ্রীঅজিত মিত্র অমূলয় সেবা সম্পর্কে বলেন : সব সময় সব বই গ্রন্থাগারে থাকে না কিন্তু কোন বইতে কি পাওয়া যাবে তার সন্ধান দেওয়া যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে পাবলিক কি করে অন্য গ্রন্থাগারের সাহায্য পাবে? আমার মনে হয় পাঠক যাতে সব গ্রন্থাগারে বসে বই দেখবার সাহায্য পায় এ বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মীদের সচেতন হওয়া উচিত।

শ্রীঅমলাংশু সেনগুপ্ত শ্রীআলিহোসেনের বক্তব্য সমর্থন করেন। তিনি বলেন Status এবং Pay Scale সম্বন্ধে বলবার কিছু আছে। মর্যাদা আমরা যে খুব একটা পাই তা নয়, Pay Scale সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু শুনেই আসছি কিন্তু কাজে কিছুই দেখছি না। তাছাড়া ছুটির কোন ব্যবস্থা আমাদের নেই এটা খুব অসুবিধা জনক। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাছে এই সমস্যার সমাধানের জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করি।

বর্দ্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট সোশাল এডুকেশন অফিসার শ্রীমতী সুধা দত্ত বলেন : আমি এখানে এসে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তাতে আমি আনন্দিত হয়েছি এবং বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিদের কথা শুনেও আমি বিশেষ লাভবান হয়েছি। শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন জ্ঞানের মত, বিদ্যার মত আর কোনও জিনিস নেই। সেই জ্ঞানের আধার গ্রন্থাগার। যারা এর পরিচালনা করেন তারাও একথা ভাল করে বুঝতে পারবেন। সত্যিকারের কর্মী থাকলে বিপ্লব সাধন করা সম্ভব। এত কষ্ট দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁরা যে কাজ করেছেন তার কোন তুলনা নেই। যাঁরা এত করছেন তাদের যতটুকু করবার আমরা নিশ্চয়ই করব।

গ্রন্থাগারকে নিঃশুল্ক করার ব্যাপারটায় আমার মনে হয় এখনও তার সময় হয়নি। এখনো আমাদের দেশে লাইব্রেরী শুল্কের প্রবর্তন হয়নি। কয়েকটা জায়গায় দরিদ্র পাঠকদের চাঁদা মুকুব করে দেবার জন্যে আমি পরিচালকবর্গকে অনুরোধ করছি। গ্রন্থাগারকে নিজের বলে মনে করতে হবে, তাহলেই এর উন্নতি সাধন সম্ভব হবে। আমরা জেলার কর্মীরা চেষ্টা করলে গ্রামীণ ও জেলা গ্রন্থাগারের মধ্যে সুসঙ্গতি আনতে পারি। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে exchange of books চালু করা উচিত।

নিরক্ষরতা দূর করবার জন্য গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা চিন্তা করেছি। শিক্ষকদের যে allowance দেওয়া হত সেটা গ্রন্থাগারিকদের দেওয়া হবে। এতে তাদের উপকার হবে বলে মনে হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাছে আমাদের অনুরোধ যে-সব সিদ্ধান্ত কন্‌ফারেন্সে নেওয়া হয় তা কতদূর কার্যকরী হচ্ছে সে বিষয়ে পরবর্তী সম্মেলনের সদস্যদের কাছে জানান উচিত।

শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায় বলেন: District Social Educacation officer, Burdwan যা বলেছেন সে বিষয়ে আমারও কিছু বলবার আছে। শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে তিনি যে কথা বলেছেন তা যদি সত্যই কার্যকরী হয় তা হলে কিছুটা সুবিধা হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে তাঁরা আমাদের হতাশ করে দিচ্ছেন একথাও আমি না বলে পারছি না। মহৎ উদ্দেশ্য ভাল জিনিস, কিন্তু তাকে কার্যকরী করতে হ'লে কর্মীদের সুবিধাও দেখা উচিত। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কেন যে মাঝে মাঝে পিছিয়ে যাচ্ছেন সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। আমি তাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি তাঁরা যেন আমাদের কথা ভাল করে চিন্তা করেন। গ্রন্থাগারিকদের ছেলেমেয়েরা যাতে স্কুলে freeতে পড়তে পারে এ বিষয়ে ব্যবস্থা করলে খুবই ভাল হয়।

বীরভূমের ডিস্ট্রিক্ট সোশাল এডুকেশন অফিসার গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় বলেন: এরিয়া লাইব্রেরীকে পাইলট স্কিম হিসাবে নেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য একটি নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ে সেখানকার সব রকম ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা ও উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হওয়া। তাই আমার মনে হয় পরীক্ষার পর যে ফল আমরা লাভ করব তখনই এর সমালোচনা হওয়া উচিত তার আগে নয়। এটা এখনো পরীক্ষার স্তর পার হয়নি। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সাথে জেলা গ্রন্থাগারের যোগাযোগ যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ভালই হবে মনে হয়। আমরা এখানে ইউনিয়ন ক্যাটালগ সম্পর্কে চিন্তা করছি এবং শীঘ্রই এটা করে ফেলতে পারব আশা করি। গ্রন্থাগার পরিচালনায় টেক্‌নিকাল সাইড সম্পর্কে জেলা গ্রন্থাগারিকের যে পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে একথা আমি জোর গলায় বলতে পারি। জেলায় নতুন গ্রন্থাগার স্থাপন করতে হোলে জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের মত অনুযায়ীই করা উচিত।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: নিরক্ষরতা দূর করা আমাদের কর্তব্য, তাই তাই আমার মনে হয় প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মী যাতে অন্তত ৫জন নাগরিককে সদ্য সাক্ষরের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেন সেদিকে নজর দেওয়া উচিত এবং যাঁরা সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নাগরিককে শিক্ষিত করতে পারবেন তাঁদের পরিষদের পক্ষ থেকে একটা পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করা উচিত।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ দে বলেন: কন্টিঞ্জেন্সির টাকাটা সময় মত আসে না এবং মাইনেও সময় মত পাওয়া যায় না এই সব কারণে রুরাল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ানদের খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

সমাপ্তি অধিবেশন

সমাপ্তি অধিবেশন ১৪ই জুন রবিবার অপরাহ্ণ। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ রায় গত অধিবেশনে যে সব প্রশ্ন ও আলোচনা হয় পরিষদের পক্ষ থেকে তার উত্তর দিতে গিয়ে বলেন: শ্রীযুক্ত সুখেনবাবু ও শ্রীমতী সুধা দত্ত যে কথা বলেছেন তার উত্তরে বলব যে ট্যাক্স হিসাবে অন্য কোন উপায়ে সরকার টাকা সংগ্রহ করে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য খরচ করার ফলে সরাসরি জনসাধারণকে আর চাঁদা দিতে হয় না। অনিশ্চিত অবস্থার হাত থেকে গ্রন্থাগারকে বাঁচাতে গেলে এই রকম ব্যবস্থা করা উচিত। বিভিন্ন দেশে গ্রন্থাগার আইন পাশ হবার আগে অনেক বাধা দেখা দিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব বাধা দূরীভূত হয়েছে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে আমরা যে অর্থ গ্রন্থাগারের সেস হিসাবে দেব ততটা অর্থ সরকারও দেবে। আর এই ট্যাক্স সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলে সবারই কল্যাণ হবে বলে আমরা আশা করি। এর ফলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় স্থিতি আসবে।

শ্রীযুত নির্মল বন্দোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন যে গ্রন্থাগার পরিষদ ভাল করে কাজ করছেন না। এর উত্তরে বলা যেতে পারে এর জন্য আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা এবং নিজেদের প্রচেষ্টার অভাব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা সবাই নানা বিষয়ে জড়িত থাকায় কোন সুসংবদ্ধ কাজ করে উঠতে পারিনা। ধর্মঘট করবার মত বা চরম অবস্থা অবলম্বন করবার মত মনের জোর আমাদের নেই এবং যদিও বা থাকে তাহলেও বিভিন্ন দিক বিচার করে আমাদের পক্ষে একাজ করা সঙ্গত হবেনা।

শ্রীযুত অমলাংশু বাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গঠন করা খুব সহজ বলে আমাদের মনে হয় না। সরকারী ব্যবস্থায় যাতে সুসঙ্গতি আসে সেদিকেই নজর দেওয়া আবশ্যক। শ্রীযুত হীরালাল বাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি আমরা বলেছিলাম জেলায় সভার আয়োজন করতে কিন্তু কোথাও থেকে কোনও সাড়া পাইনি।

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন: আমাদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ এসেছে যে আমরা ঠিক মত কাজ করছিনা। এর কারণ স্বরূপ আমি বলব জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সাথে আমাদের একেবারে যোগাযোগ না থাকার ফলে এসব সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে বলেন: আমরা প্রায় ৪০ জন এম. এল, এ-র সাথে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করেছি কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয়নি। শ্রীযুক্ত D. P. I. এবং পশ্চিম বঙ্গের মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর অনেকের কাছে দরবার করেও আমরা বিশেষ কিছুই করতে পারি নি। আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করছি আপনারা প্রতি জেলায় জেলায় কনভেনশন করুন এবং আমরা দলবদ্ধভাবে যদি এই দাবিকে জোরাল করে তুলতে পারি তাহলে হয়ত কিছুটা কাজ হতে পারে।

প্রস্তাব গৃহীত হবার পর শ্রীরাজ কুমার মুখোপাধ্যায় এক ভাষণে সকলকে ধন্যবাদ দেন।

ডাঃ কালিগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী ও শ্রীগৌরাঙ্গ কান্তি চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে সম্মেলন সাফল্য মণ্ডিত করে তোলার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিবেকানন্দ পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ, সিউড়ী জেলা গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতির কার্যনির্বাহক সংসদ এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিদের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ সুরভারতীর ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত মূল প্রস্তাব

মুখবন্ধ

(১) অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সমৃদ্ধতর ও নব পর্যায়ে উন্নীত করিতে সাম্প্রতিক কালের সরকারী/বেসরকারী সকল রকম প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাইতেছে।

(২) এই সম্মেলন আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী উদ্যোগে রাজ্য গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। নানাবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা জনসাধারণের সেবা করিবার চেষ্টা করিতেছে।

(৩) এই সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে:

(ক) আজও পশ্চিমবঙ্গে আইনানুগ বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় নাই।

(খ) বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার সমূহকে সুসংবদ্ধভাবে পরিচালনার জন্য পৃথক কোন ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

(গ) রাজ্যের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও অন্যান্য গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের সহিত পরামর্শ করিয়া রচিত হয় নাই।

(ঘ) নূতন গ্রামীণ বা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পূর্বে স্থানীয় জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত পরামর্শ করা হয় নাই।

(ঙ) সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আজও স্থাপিত হয় নাই, এবং একটি সুসংবদ্ধ কাঠামো গড়িয়া ওঠে নাই।

(চ) গ্রন্থাগারগুলির জন্য অর্থের যোগান অনিয়মিত। পাঠক সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, কিন্তু পুস্তক ক্রয় বাবদ বরাদ্দ পৌনঃপুনিক অর্থের পরিমাণের কোন পরিবর্তন হয় নাই। বিবিধ খাতে বরাদ্দ পৌনঃপুনিক অর্থের পরিমাণও প্রয়োজনের তুলনায় অল্প।

(ছ) সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্গত সকল পর্যায়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য কোন বেতনের স্কেল আজও কার্যকরী হয় নাই। চাকুরীর সর্তাদি সম্বন্ধীয় কোন সার্ভিস কোডের প্রবর্তন আজও হয় নাই। গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকেরা সরাসরিভাবে নিয়মিত বেতন পান না

উপরিউক্ত সকল দিক সম্বন্ধে সামগ্রিক পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সমুন্নতি সাধন উদ্দেশ্যে অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ গ্রহণ করিতেছে :

১ গ্রন্থাগার আইন

(ক) অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করা হউক।

(খ) গ্রন্থাগার বিলের খসড়া রচনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানবিদের পরামর্শ গ্রহণ করা হউক।

(গ) খসড়া বিল সম্বন্ধে মতামত আহ্বান করিয়া উহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হউক। এবং উহার ভিত্তিতে চূড়ান্ত বিল রচিত হউক।

২ স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার বিভাগ

সর্বধরণের গ্রন্থাগার সমূহকে সুসংবদ্ধ ভাবে পরিচালনার জন্য রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন

(ক) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতির জন্য কর্মসূচী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও অন্যান্য গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লইয়া প্রস্তুত হওয়া উচিত।

(খ) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি শহর ও পঞ্চায়েতে এবং দুই হাজারের অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট গ্রামসমূহে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(গ) বিচ্ছিন্ন ও জনবিরল এলাকাগুলিতে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের দ্বারা যথোপযুক্ত সেবার বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন।

৪ সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

(ক) নূতন গ্রামীণ, আঞ্চলিক বা মহকুমা গ্রন্থাগার স্থাপনের পূর্বে জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

(খ) সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হওয়া উচিত এবং বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগার-গুলির কর্মক্ষেত্র নির্ধারণের পর পিরামিডের ন্যায় একটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো গড়িয়া তোলা প্রয়োজন।

(গ) সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্গত সকল পর্যায়ের গ্রন্থাগার-গুলির জন্য বরাদ্দ অর্থ প্রতিমাসে নিয়মিত ভাবে পাওয়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(ঘ) সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার অন্তর্গত সকল পর্যায়ের গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক ক্রয় বাবদ এবং বিবিধ খাতে পৌনঃপুনিক অর্থের পরিমাণ বর্ধিত করা উচিত।

৫ বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত চাঁদা নির্ভর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

. যে সব এলাকায় সরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার হয় নাই বা প্রয়োজনের তুলনায় দুর্বল সে সব এলাকার জনপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিকে অধিক পরিমাণে অর্থ সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন। যাহাতে ঐসব এলাকার গ্রন্থাগারগুলির কর্মধারা সম্প্রসারিত হয়।

৬ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, চাকুরীর সর্ত ও মর্যাদা

(ক) সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় কর্মীদের জন্য সুস্থ এবং যথোচিত মর্যাদাসম্পন্ন সামাজিক জীবন ধারণের উপযোগী বেতনের হার অবিলম্বে প্রবর্তন করা হউক। এই ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ায় এই সম্মেলন গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

(খ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্গত সকল পর্যায়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের সন্তানসন্ততিরা যাহাতে শিক্ষকদের সন্তান-সন্ততিগের ন্যায় বিনা বেতনে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(গ) পরোক্ষভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্গত সকল পর্যায়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য অবিলম্বে একটি বিধি সম্মত এবং সুবিবেচিত ধারা সম্বলিত সার্ভিস কোডের প্রবর্তন করা হউক।

(ঘ) সকল পর্যায়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের স্ব স্ব যোগ্যতা অনুযায়ী বৃত্তিগত শিক্ষালাভের সর্ববিধ সুযোগ দেওয়া হোক। শিক্ষকদের অনুরূপ শিক্ষাকালীন বেতন সহ তাঁহাদের ছুটী দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) গ্রামীণ কর্মীদের বেতন মাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরাসরিভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক।

(চ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীয় কর্মচারীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা সংক্রান্ত যে সব সুযোগ সুবিধা দিতে যাইতেছেন তাহা পরোক্ষভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্মীদের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত করা হউক।

৭ নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা

(ক) নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানে সাধারণ গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

(খ) বয়স্ক শিক্ষার অভিযানে গ্রন্থাগারসমূহ যাহাতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্যে পরিকল্পনা রচিত হওয়া প্রয়োজন।

(গ) গ্রন্থাগার সমূহ যাহাতে এই পরিকল্পনারূপ দিতে পারে সে জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করা প্রয়োজন।

অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রস্তাব

অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বর্তমান বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিয়া প্রস্তাব করিতেছে যে:

(ক) প্রতিটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার থাকা প্রয়োজন।

(খ) প্রতিটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত সর্বসময়ের জন্য নিযুক্ত গ্রন্থাগারিক থাকা প্রয়োজন।

(গ) প্রতিটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট সময় থাকা প্রয়োজন।

(ঘ) প্রতিটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ছাত্রদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুস্তক নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন।

(ঙ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতানুযায়ী শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন দেওয়া প্রয়োজন।

সম্পাদকীয়

জওহরলাল নেহরু

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জীবনাবসানে মানবতার একটি নির্ভিক ও দুর্লভ প্রবক্তার কণ্ঠস্বর চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল। তাঁর অভাব আজ সারা বিশ্বই অনুভব করছে। কারণ বিশ শতকের এই দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আকুতির অনেক বিরল বস্তুই এই মানুষটির মধ্যে অঙ্গীভূত ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব, অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণ, নিপীড়িত মানুষের প্রতি সংবেদনশীল মনোভাব, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও শান্তিরক্ষায় পথ প্রদর্শন এবং প্রগতিবাদী জীবনাদর্শ তাঁকে সার্বভৌম শ্রেষ্ঠত্বে অধিষ্ঠিত করেছে।

যে ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে ভারত স্বাধীন হয়েছিল তা মোটেই আলোকিত ছিল না। দাঙ্গা বিধ্বস্ত দ্বি-খণ্ডিত দেশে তখন একদিকে জাতি ধর্ম বর্ণ, ও ভাষার দ্বন্দ্ব; অন্যদিকে দ্রুত বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা, দুঃসহ দারিদ্র্য, ব্যাধি ও অশিক্ষায় নিমগ্ন মানুষের মিছিল, কাতারে কাতারে শরণার্থীর আগমন, ভিন্নমুখী অতি উগ্রপন্থী দলের প্রাবল্য—সব মিলিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা ও একনায়কতন্ত্রের পক্ষে সময়টা ছিল খুবই উর্বর। মূলত নেহরুর নেতৃত্বেই ভারত সেদিন সে-পথে যায় নি, যে-পথে গেছে আফ্রো-এশিয়ার বহু সদ্য স্বাধীন দেশ।

সংস্কারাচ্ছন্ন, গোঁড়া ও সাবেকী মনোভাবাপন্ন সঙ্গীরা নেহরুকে ঘিরে রাখলেও নেহরু ছিলেন এক কথায় মডার্ণ; যুক্তিবাদী মন তাঁকে ধর্ম, সংস্কার ও জাত্যাভিমানের উর্দ্ধে রেখেছিল। সর্বস্তরের মানুষকে সামাজিক মর্যাদা দান, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের উদ্যোগ ও একটি আধাসামন্ততান্ত্রিক দেশে নব জাগরণের যে চিহ্ন আজ সুপরিস্ফুট তার পিছনে রয়েছে নেহরুর অপরিমেয় ভূমিকা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার তৃণমূল হিসাবে পঞ্চায়েত ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ নেহরু নেতৃত্বেই সম্ভবপর হয়েছে। বৈষয়িক দিক থেকে দেশকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তুলবার জন্যে দেশে সেচবিদ্যুৎ ও শিল্পোন্নতির প্রয়াসও স্মর্তব্য। দেশের এই সামগ্রিক পট পরিবর্তনের পিছনে নেহরুর প্রভাবই মূলত কাজ করেছে। কি প্রতিকূল পরিবেশে যে তিনি নব ভারত গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। নেহরু তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার খুব বেশী হয়ত রূপায়ণ দেখে গেলেন না। তবে বিগত সতের বছরে ভারতে যে গণতন্ত্রের ভিত গেঁথেছেন এবং পঞ্চবার্ষিক যোজনাগুলির মধ্যে দিয়ে দেশের যে সর্বাঙ্গীন উন্নতির সূচনা করে গেছেন তা ভারতকে বৈশিষ্ট্যের আসনে গৌরবান্বিত করেছে।

জোট নিরপেক্ষতার পথে ভারতকে নিয়ে যাওয়া নেহরুর একটি মস্ত কৃতিত্ব; অনুরূপ তাঁর অপর একটি কৃতিত্ব হোল বিশ্বমৈত্রী ও শান্তির কাজে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ।

নেহরুর নীতি ও নেতৃত্বের পক্ষাপক্ষে বিস্তর কথাবার্তা শোনা যায়। কিন্তু কোনও ঘটনা বা ব্যক্তিত্বের যথোচিত মূল্যায়ন সমসাময়িককালে সম্ভব নয়। খুব কম রাষ্ট্র নেতাই তাঁর মত এত অজস্র মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, বিচিত্র ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন এবং দেশ পর্যটন করেছেন। অপরিমেয় অভিজ্ঞতা ও গুণের অধিকারী এই বিরাট চরিত্রের মূল্যাবধারণ উত্তরকালের ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কাছে একটি বিশেষ বিষয় হয়ে থাকবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদী অগ্রাধিনায়ক ও স্বাধীন ভারতের কর্ণধার নেহরুর প্রতি দেশবাসীর ছিল অসীম অনুরক্তি। তাঁর জীবনাবসানে দেশবাসীর শোকোচ্ছ্বাস তাই খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও স্মৃতি রক্ষা যেন নিছক ব্যক্তি পূজায় পর্যবসিত না হয়। সর্ববিধ সংকীর্ণতার উর্ধ্বে যে সুস্থ সমাজ গঠনের স্বপ্ন তিনি দেখেছেন তা আজও অসম্পূর্ণ—সর্বাত্মক শিক্ষার ব্যবস্থা, বৈষয়িক উন্নতি এবং সাধারণের মধ্যে সমাজবোধের উন্মেষ সাধিত হয় নি। স্বীয় শক্তি ও সাধ্যানুযায়ী দেশ ও সমাজকে আদর্শমানে উন্নীত করার কাজে অংশ গ্রহণই নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের একমাত্র উপায়।

সম্মেলন সমীক্ষণ

সদ্য অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে জনৈক প্রতিনিধি তাঁর ভাষণে মন্তব্য করেন যে প্রতি বছর এই সম্মেলনে আমরা সমবেত হয়ে থাকি; নানা প্রস্তাব গ্রহণ করি; হয়ত একই প্রস্তাব একাধিক বারও গ্রহণ করেছি; কিন্তু সেইসব প্রস্তাব খুব কমই কার্যকরী হয়; কাজেই এত আলাপ আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণের সার্থকতা দেখা যায় না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব সমাপ্তি অধিবেশনে এই মন্তব্যের উত্তর দিতে উঠে বলেন যে সম্মেলনের সাফল্য ও সার্থকতা সময়ের স্বল্প ব্যবধানে অনুভব করা যায় না। দীর্ঘকালের ব্যবধানে এই জাতীয় সম্মেলনের প্রভাব ও কার্যকারীতা প্রত্যক্ষ ও পরিমাপ করা যায়। সম্প্রতিকালের সম্মেলনগুলিতে যে ধরণের চিন্তা, কথাবার্তা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে, দশ বছর আগে তা হয়ত কল্পনাতীত ছিল। কিংবা তখনকার চিন্তাচর্চা হয়ত বর্তমান চিন্তা ও

আলাপ ও আলোচনার প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। অবস্থার পরিবর্তনের ফলে আলোচ্য বিষয় ও তার আলোচনার ধরণ আজ অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। বিগত দশ বছরের হিসাব কষলে দেখা যাবে যে পূর্বেকার বহু চাহিদা আজ সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি এবং যথোচিত গুরুত্বের মধ্যে দিয়েই নিবারিত হয়েছে। রূপায়িত হয়েছে ও হচ্ছে পূর্ব প্রস্তাবিত অনেক সুযোগ সুবিধা ও বিধিব্যবস্থা। এই সময়ের মধ্যে চাহিদারও অনেক প্রকারভেদ ঘটেছে। নূতনতর বিষয় সংযোজিত হয়েছে। এইটেই স্বাভাবিক নিয়ম। সেজন্যে চাহিদা ক্রমান্বয়ে যেমন চরিতার্থ হয় ও হ্রাস পায় অন্যদিকে তেমনি যুগপৎ নূতন বিষয়ের সংযোজনে পূর্বের শূন্যতা পূর্তিলাভ করে। রেলপথ ভ্রমণে পথের শেষ প্রান্তের দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় মনে হয় দূরত্ব যেন একই রয়েছে। বস্তুত আমরা একটি লক্ষ্যে পৌঁছে অপর লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। সব লক্ষ্যেই যদি চূড়ান্ত ভাবে পৌঁছান যেত তাহলে গতি বলে কিছু থাকত না, সবই নিশ্চলতায় পরিণত হোত। বর্তমানে আয়ত্তাধীন বহু কিছুই একসময় লক্ষ্য বা আদর্শ হিসাবে দেখা হোত, আয়ত্তাধীনে এসে যাবার পর তা আর আদর্শ থাকে না।

সম্মেলনের প্রস্তাবাদির রূপায়ণ সময় সাপেক্ষ। ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় আমরা জানি যে কোনও লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে তার কোনও সুগম ও সংক্ষিপ্ত পথ থাকে না। বহু বাধা ও বিপত্তি অতিক্রম করার প্রয়োজন ঘটে। সেজন্যে চাই অদম্য উদ্যম ও নিরন্তর প্রয়াস।

এবারের সম্মেলনে মূল আলোচ্য প্রবন্ধে দেশের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আনুপূর্বিক একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মূল বিষয়োদ্ভূত প্রসঙ্গের মধ্যে কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা, আইনানুগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগারের সাহায্যে জনশিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয় সম্মেলনে সমুচিত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে দিয়ে প্রতিনিধিদের তথা সম্মেলনের চিন্তা ও বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে।

সম্মেলন শেষ হয়ে গেলেও প্রতিনিধিদের একটা দায়িত্ব থাকে। সম্মেলনের সাফল্য ও যেমন প্রস্তাব গ্রহণেই নিরূপিত হয়না তেমনি প্রস্তাবের রূপায়ণও কেবল মাত্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপর বর্তায় না। সকলের সমবেত ও সুসমন্বিত প্রচেষ্টার দ্বারাই যথাকালে সম্মেলনের অভিমত ও সুপারিশ রূপ লাভ করে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ চিঠিপত্রের সাহায্যে ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে সম্মেলনের বক্তব্যগুলি উপর মহলে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। কিন্তু জনসাধারণ ও তাদের প্রতিনিধিদের কাছে পরিষদের পক্ষে এককভাবে পৌঁছান সম্ভবপর নয়। পত্র পত্রিকায় ও সভাসমিতির মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগতভাবে আইন সভার সদস্যদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ইত্যাদি সম্ভাব্য সকল উপায়ে গ্রন্থাগার বিষয়ক সর্ববিধ দাবিদাওয়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গোচরে আনাই শুধু নয় তাঁদের মনে নিরন্তর উপস্থাপিত করা দরকার। এই কাজে প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মীকেই সাধ্যানুযায়ী যত্নবান হতে হবে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

চতুর্দশ বর্ষ] আষাঢ় ঃ ১৩৭১ [তৃতীয় সংখ্যা

সুশীল কুমার ঘোষের অপ্রকাশিত রচনাবলী

গ্রন্থের মর্যাদা

সকল শিক্ষিত সমাজে গ্রন্থের উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করিয়া থাকেন জ্ঞানী, গুণী, ও বিজ্ঞজন। ইহার সাহায্যে মনোবৃত্তির বিস্ফুরণ যে ভাবে সম্পন্ন হয় তাহা অকৃত্রিম ও অসাধারণ। মানসিক রুচি ও প্রবৃত্তি ইহার দ্বারা হইয়া উঠে সুগঠিত ও উপযোগী। আদর্শ-মূলক নীতিবোধ সঞ্জাত হয় সদগ্রন্থ পাঠ সাহায্যে। নৈতিক গুণ পরিবর্দ্ধিত, সমাজ সেবার অলঙ্ঘ্য নিয়ম পালনে আকাঙ্খা বিকশিত হয় বিবিধ সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ জীবন চরিত পাঠের দ্বারা। কতকগুলি প্রাথমিক নীতির অনুসরণ জনিত যে সকল জীবন-চিত্র পরোক্ষভাবে পাঠকের মনোরাজ্যে চিন্তার প্রসার বৃদ্ধি করিতে পারে সেই সকল পুস্তক পাঠে মনে অসন্দিগ্ধ ভাবে উদয় হয় শান্তি, চরিত্রগঠনের আদর্শ এবং সৃষ্টির আকাঙ্খা।

বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন কতিপয় গ্রন্থ আছে যাহার নিরপেক্ষ বিচার স্বতঃসিদ্ধ, যাহা হইতে উপদেশ গ্রহণ হইয়া উঠে অভ্রান্ত। অনেক বিশুদ্ধ চরিত্রের আলেখ্য-বর্ণনা, জীবন-দর্শন পাঠকবর্গের নিকট হৃদয়গ্রাহী। সকলেই সেইসব গ্রন্থের প্রকৃত মর্য্যাদা প্রদানে কুণ্ঠা বোধ করেন না। স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের রামতনু লাহিড়ীর জীবন চরিত ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাসাগর জীবনী এই পর্যায়ভুক্ত।

ভ্যান গগ্

ইংরাজি সাহিত্যে এইরূপ জনপ্রিয় গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত স্বল্প নহে। বর্ত্তমানে একখানি পুস্তক দেখিলাম তাহার নাম Lust for Life,—আর্ভিং ষ্টোন কর্ত্তৃক বিরচিত। ইহা প্রসিদ্ধ শিল্পী ভিন্সেন্ট ভ্যান গগের জীবনী অবলম্বনে লিখিত একখানি উপন্যাস। রচনা প্রণালী বিচিত্র, ভাষা সরলও হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বহু দেশে ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। চরিত্র অঙ্কণশিল্প এমন মধুর, বাচনভঙ্গী এমন মর্ম্মস্পর্শী যে পাঠকবর্গ বিনাশ্রমে শেষপ্রান্তে উপনীত হইয়া প্রচুর আনন্দলাভ করেন। ইংরাজি ভাষা ভিন্ন পোল, পর্ত্তুগীজ, ডাচ, চেক,

ভাষায় ইহার অনুবাদ দেখা যায়। ইহা ব্যতীত ফিনীয়, নরওয়ে ও সুইডেনের ভাষা, ও ডেনিস ভাষায়ও ইহার সুললিত অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল সংবাদে মনে হয় উত্তম গ্রন্থের মর্য্যাদা দানে সকল দেশেই শিক্ষিত সমাজ কাতর নহে। এই ইংরাজি গ্রন্থখানি ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দেলংম্যানস এবং গ্রীন প্রথম প্রকাশ করেন সেপ্টেম্বরে পরে তাঁহারা এই পুস্তক ষোলবার মুদ্রিত করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে গ্রসেট ও ডানলপ ইহার একটি মনোজ্ঞ সংস্করণ বাহির করেন, পরে ইঁহারা এগারবার ইহা মুদ্রিত করেন। পর বৎসর ১৯৩৯ সালে মডার্ণ লাইব্রেরী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারী মাসে—ঐভাবে পরে হয় উনিশ বার। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে বাহির হইল—পকেট বুক সংস্করণ (দুইবার)। ১৯৫১ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত হয় কার্ডিনাল সংস্করণ। ১৯৫৫ সালে উহার একটি সংস্করণ হয়, উহার ষষ্ঠ মুদ্রণ দেখা গিয়াছিল।

ভ্যান গগ ছিলেন একজন খ্যাতনামা শিল্পী। তাহার জীবনে সমস্যা ছিল, সংগ্রাম ছিল। চিত্রবিদ্যায় তাঁহার দক্ষতা অক্ষুন্ন ছিল বলিতে হইবে—তাঁহার সাধনা এ জাতীয় যে দারিদ্র্য-অভাবের রিক্ততা, ব্যর্থ মনের তিক্ততা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। অভাবে অনাহারে বিশীর্ণ দেহ লইয়া তিনি যখন কষ্ট দুঃখের মাঝখানে কালাতিপাত করিতেছেন তখন তাঁহার ভ্রাতা আসিয়া আহার দিয়া গেলেন। বহুকাল পরে পুষ্টিকর খাদ্য পাইয়া তিনি তৃপ্তি লাভ করিলেন, সজীব হইয়া উঠিলেন। নিদ্রাতুর হইয়া, সুস্থপ্রাণে বিশ্রাম ভোগ করিলেন কয়েক মাস। পরে এ সকল দৃশ্য বড়ই মর্ম্মস্পর্শী।

গর্ডন চাইল্ড

আর একজন প্রথিতযশাঃ মহা প্রাজ্ঞের গ্রন্থ সম্বন্ধে উল্লেখ করিব। তিনি বিদ্যাবিশারদ তত্ত্বান্বেষী সুবিজ্ঞ গর্ডন চাইল্ড। তাঁহার What Happened In History নামক গ্রন্থখানি তিনলক্ষ খণ্ডেরও অধিক সংখ্যক বিক্রয় হইয়াছে। এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে তাঁহার পুস্তক। তাঁহার রচনা শৈলী ও মনোরঞ্জন ব্যাখ্যার কৃতিত্ব ভিন্ন এই জ্ঞান পিপাসুর অকৃত্রিম তপস্যা তাঁহার পুস্তকের জনপ্রিয়তার কারণ, অদম্য অনুসন্ধিৎসা তাঁহার জীবন সাফল্য ও আত্ম উৎসর্গের মূলধারা। বিগত ২০শে অক্টোবর, ১৯৫৭ এই সর্ব্বজন সমাদৃত বিশেষজ্ঞ পঁয়ষট্টি বৎসর বয়ঃক্রম কালে অষ্ট্রেলিয়ায় প্রাণত্যাগ করেন। প্রসিদ্ধ সিডনী নগরী হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে ব্লু—মাউন্টেন নামক পর্ব্বতশ্রেণীর দেড় হাজার ফিট উচ্চশিখরে প্রস্তরের গঠন পরীক্ষা করিতে আরোহণ করেন। পরদিন এক গভীর খাদের মধ্যে এই সন্ধানী বীরের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড ছিলেন এক সময়ে কর্ত্তব্য নিষ্ঠ গ্রন্থাগারিক। পুস্তক পাঠে তাঁহার অনুরাগ ছিল অসাধারণ। বরাবর তিনি তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন যাত্রা পথে গ্রন্থের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল প্রসারিত,—বৈচিত্রবহুল।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখে অষ্ট্রেলিয়ার সুবিখ্যাত সিডনী সহরে এই জ্ঞান সাধকের জন্ম হয়। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া

গর্ডন চাইল্ড ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য গমন করেন। ১৯১৬ সালে Indo European Elements In Pre-historic Greece নামক একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করিয়া বি-লিট উপাধি লাভ করেন। ১৯১৭ সালে তিনি ক্লাসিকসে অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। ১৯১৯ হইতে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের মধ্য মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে ব্রতী হন। অনন্তর তিনি ইউরোপ মহাদেশে গমন করেন। এই সময়ে বহু প্রাচীন কীর্ত্তি দর্শন করিয়া পুরাতত্ত্ব বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উঠেন। অবশেষে স্থায়ী ভাবে লণ্ডনে বাস করিতে থাকেন। ১৯২৫ হইতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তিনি রয়াল অ্যানথ্রপলাজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের গ্রন্থাগারিকের পদ অলঙ্কৃত করিয়া নিপুণতার পরিচয় দেন এবং মনোমত পুস্তক রাশি পাঠ করিয়া প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করেন। তৎকালের তাঁহার প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ Dawn of European Civilization প্রকাশিত হইলে ইহা পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি প্রশংসা অর্জন করে তাঁহার আলোচনাভঙ্গী ও বিশদ ব্যাখ্যার স্বরূপ সুধীমণ্ডলীকে তৃপ্তিদান করিয়া ছিল। ইউরোপীয় সভ্যতার নিওলিথিক যুগ সম্বন্ধে তাঁহার সরল আলোচনা জন সাধারণের নিকট হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের চর্চায় তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে সুধী সমাজ মনে করেন গবেষণাগারের একটি নূতন দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে।

ইহারই ফলে ১৯২৭ সালে গর্ডন চাইল্ড এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নবিদ্যার অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত হন। প্রায় বিশ বৎসর যোগ্যতার সহিত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সুনামের সহিত অবসর গ্রহণ করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-যজ্ঞে স্ববিষয়ের তিনি যখন পুরোহিত, তখন তিনি ওকনি দ্বীপপুঞ্জ, মেসোপটেমিয়া ও অন্যান্য দেশ গবেষণার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৯৩৩—১৯৩৪ সালে তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক গভীর অনুসন্ধানের নিমিত্ত ভারতবর্ষে আসিয়াও ঘুরিয়া যান। তাঁহার পঠন পাঠন, তত্ত্বানুসন্ধান, গবেষণা স্পৃহা ছিল অসাধারণ, অকৃত্রিম ও সুনিবিড়। স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিয়া সহজে কিছু নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার তথ্য বহুল রচনায় সে জন্য আসে উন্মাদনা, পাঠ-স্পৃহা, সহানুভূতি এবং প্রচুর আনন্দ।

তুলনা-মূলক শব্দতত্ত্বের মাধ্যমে চাইল্ড সাহেব আলোচনা ক্ষেত্রে সর্ব্বদা উপস্থিত হইতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার রচনাগুলি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার প্রণীত The Most Ancient East, The Bronze Age, Social Evolution, What Happend in History (1942). Man Makes Himself (1926) প্রভৃতি ইতিহাস রসিকদের নিত্য কর্ম্মসঙ্গী। তিনি ইতিহাস দর্শনে যে উচ্চ আলোক সম্পাত

করিয়াছেন তাহাতে সমাজ চেতনা জাগিবার বহু সম্ভাবনা আছে। তাঁহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বহু লোকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি উন্মীলন করিতে সাহায্য করিবে। মানব সমাজের বিবর্ত্তন সম্পর্কে তাঁহার সুচিন্তিত লেখনী প্রসূত গ্রন্থগুলি, অনেকে বলেন, নূতন দিগ্দর্শনের সূচনা করিবে এবং তত্ত্ব মূলক গবেষণায় প্রেরণা জাগাইবে।

সুবিখ্যাত গর্ডন চাইল্ড বলিয়াছেন, ইতিহাসের মধ্যে নিহিত আছে বাস্তব অবস্থার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের রস। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক বিবর্ত্তনের স্তরবিবেচনা করিতে হইবে,—বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে কার্য্য কারণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সভ্যতার গতি নিরূপণ ইহার আদর্শ।

গর্ডন চাইল্ডের প্রজ্ঞার সম্যক বিকাশ পরিলক্ষিত হইবে—ইতিহাস পৃষ্ঠায় বিবর্ত্তন রীতির মূল সূত্র অনুসন্ধানে, সমাজ-দর্শনের প্রভূত স্বচ্ছ চিত্র অনুলেখনের বৈভবে। প্রত্ন বিস্তার পটভূমিকায় মানব সভ্যতার উত্থান পতনের বিবৃতি জনসাধারণের নিকট বিশেষ সমাদৃত,—কারণ অনুসন্ধান ততোধিক চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, ইহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে Man Makes Himself (1926) What Happend in History (1945) প্রভৃতি পুস্তকের অনবদ্য রচনা সমূহের মধ্যে। ইহা ভিন্ন সমাজ-দর্শনের বিশ্লেষণ সুষ্ঠুরূপেপ্রকটিত হইয়াছে—Progress and Archaeology (1945) সর্ব্বশেষ গ্রন্থন-মাধুর্য্যের বিকাশ Society and knowledge (1957) নামক পুস্তকে।

সামাজিক ইতিহাসের প্রচুর উপাদান লিখিত তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত The Dawn of European Civilizatiton (1925) The Aryans (1926) The Danube Prehistory (1929) The Bronze Age (1930) The Pre-history of Scotland (1936) Prehistoric Communities of the British Isles (1940) Social Knowledge (1949) Prehis toric Migrations in Europe (1950). Social Evolution (1951) Society and Knowledge 1957 রচনাবলীর এই ক্রম নির্ণয় প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নহে, উল্লেখযোগ্য কতিপয় মূল্যবান চিন্তাধারা প্রসূত পুস্তকের নাম সংগ্রহ মাত্র।

তাঁহার দার্শনিক মনোবৃত্তি প্রতিফলিত হইয়াছে যে সকল গ্রন্থরত্নে তন্মধ্যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে—তাম্র ধাতুর যন্ত্রপাতির ব্যবস্থার সাহায্যে উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি সাধন সম্পর্কে অনুধাবন—পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বশীভূত করিবার অভিপ্রায়ে অবিরাম সংগ্রামের সুনিপুন ইতিবৃত্ত, সমাজচেতনার আদর্শ ও তাহার উদ্ভব বর্ণনা এবং কৃষিকার্য্য ও শিল্পবিস্তার দ্বারা সভ্যতার জন্মকথা ও বিবর্ত্তনের মনোজ্ঞ বিবরণ। অসংখ্য নর-নারী মধ্যে পাঠক সম্প্রদায় তাঁহার রমণীয় গ্রন্থ-রাজির যে সুচিন্তিত মর্য্যাদা প্রদান করিয়া থাকে তাহার কারণ নির্ণয় করিতে গেলে বলিতে হইবে নগরীর উৎপত্তি, লোকসমাজের বর্দ্ধিত আয়তন, লিপিমালার প্রচলন, চিত্র বিস্তার পরিকল্পনা সৌন্দর্য্য বোধ প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারও বিশ্লেষণ তাঁহার অতুলনীয় চিন্তাধারা নিঃসৃত রচনাগুলি অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে; তাঁহার প্রতি মর্য্যাদার ইহাই সুনির্দ্দিষ্ট কারণ।

একজন মনীষী ব্যক্তি মন্তব্য করিয়াছেন—"গ্রন্থারণ্যে বিচরণ করা মনোরম সমাজে বাস করার সদৃস। পুস্তকাকীর্ণ গৃহে প্রবেশ করিলে, গ্রন্থাগার হইতে পুস্তক তুলিয়া না লইলেও মনে হয়, যেন তাহারা তোমাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিতেছে তাহাদের মলাটের ভিতর এমন কিছু আছে যাহা কাজে লাগিবে আসিয়া দেখ—আমি অনেক কিছু উপকারী জিনিষ দিতে প্রস্তুত আছি। এইগুলি প্রয়োজনীয় জ্ঞান—কাজে লাগাও।

কিরূপ পুস্তক পাঠ করা উচিত সে সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট করিয়া কিছু বলা যায় না। যে কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যাহা তোমাকে অধিকতর জ্ঞান দান করিতে পারে—তাহাই শিক্ষাপ্রদঃ তোমার মনের দ্বার যদি উন্মুক্ত থাকে, শিক্ষা লাভে উৎসুক থাকে, তাহাই তোমাকে অনেক কিছু প্রত্যক্ষরূপে বা পরোক্ষ ভাবে শিক্ষাদান করিতে পারে।"

বই পড়া

প্রণালী ভেদে বই পড়ার রীতি বিভিন্ন আকারে প্রতিভাত হয়। গ্রন্থাগার বিচিত্র শ্রেণীর পাঠক বর্গের জন্য পুস্তক-সম্ভার সজ্জিত রাখে। ইতিহাস, ভ্রমণ, সমালোচনা, বিজ্ঞান, কাব্য প্রভৃতি নানা পর্য্যায়ে বিভাগ করিয়া গ্রন্থগুলি স্তর-বিন্যাসে রক্ষিত। রুচি বা প্রয়োজন অনুসারে উহা সক্রিয় পাঠকের বিভিন্ন আকারে তৃপ্তি দান করিয়া থাকে।

পাঠকের অভিরুচি, মনন-শীলতা ও পরিবেশ অনুসারে গ্রন্থ সঞ্চয় অবারিত মর্য্যাদা পাইলেও পুস্তকগুলি সমপর্য্যায়ে মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে না। তাহার কারণ প্রয়োজন সিদ্ধির অনুপাতে বই পড়ার রীতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

কেহ পুস্তক পাঠ করেন চিত্ত প্রফুল্ল করিবার উদ্দেশ্যে, কেহ বা অবসর বিনোদনের জন্য। আবার কেহ কেহ জ্ঞান আহরণের জন্য পুস্তক পাঠে মগ্ন হন। বিবিধ বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে যাঁহারা বই পড়ার কার্য্যে রত থাকেন তাঁহাদের মননশীলতা তীক্ষ্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষ মনোযোগী না হইলে জ্ঞানার্জন সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। একারণ অধিকতর অভিনিবেশ প্রয়োজন। চিত্তবৃত্তি প্রফুল্ল ও সতেজ রাখিতে সে পরিমাণ মনোযোগ দরকার হয় না। আনন্দ উপভোগ করিতে রঙ্গ-রস হালকা গল্প, বিচিত্র পরিহাস প্রভৃতি কার্য্যকরী হইতে পারে। অভিনিবেশের স্বল্পতা প্রয়োজন হয় সমস্যা বা জটিলতার অভাব থাকিলে। বুদ্ধি প্রয়োগের তীক্ষ্ণতা বা মনোযোগের গভীরতা প্রয়োজন হয় না হাস্যপরিহাস পূর্ণ রচনায় অথবা প্রহসন পাঠে কিংবা ব্যঙ্গ-চিত্র অধ্যয়নে। হালকা রসের জন্য হালকা মন,—এই নীতি সচরাচর গ্রহণ করিতে সকলকে দেখা যায়। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

হুতোম প্যাঁচার নক্সা অথবা টেক চাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলাল এই শ্রেণীর পুস্তক।

আনন্দ রসের জন্য বই পড়া এবং সমালোচনার জন্য গভীরে প্রবেশ একই উদ্দেশ্য সাধিত করেনা। অতএব একের জন্য প্রয়োজন কোনও প্রকারে চোখ বুলান, অপরটির জন্য দরকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বিষয় বস্তুর উপর মনঃ সংযোগ ব্যতীত যুক্তিতর্কের অনুধাবন, পরিবেশ উপভোগ, পারম্পর্য্য বিধানের প্রতি দৃষ্টি প্রভৃতি পাঠক মনে আকুলতা বা আগ্রহের সৃষ্টি করে।

লণ্ডন মহানগরী হইতে প্রকাশিত The Times নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকায় এ বিষয়ে যে একটি সুচিন্তিত মন্তব্য লেখা হইয়াছে তাহার উল্লেখযোগ্য লেখক স্বয়ং প্রাদেশিক কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা একজন ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুত জি, এস, ফ্রেজার।

তিনি বলেন আমি একজন ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক এবং পেশাদার পুস্তক সমালোচক। আমি নূতন বই সমালোচনা করিয়া থাকি, বিশেষ করিয়া কবিতার বই এবং কাব্য সম্বন্ধীয় বই। কখন আনন্দের জন্য বই পড়ি এবং কখন কর্ম্ম ব্যপদেশে বই পড়ি তাহা নির্ণয় করা আমার পক্ষে দুরূহ। সকল পুস্তক আমি একভাবে পাঠ করিয়া থাকি।

আমি যখন আনন্দ লাভের জন্য উপন্যাস পড়ি তখনও আমি প্রথম লাইন পাঠ করিয়া শেষ লাইনটি দেখিয়া লই। অনন্তর দশবার পৃষ্ঠা মধ্যভাগ হইতে অধ্যয়ন করিয়া সাধারণ বক্তব্য বিষয়টি বুঝিয়া লই ; (get the general tone and texture) তাহার পর ঐ ব্যবধান পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগের কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়া ফেলি। ঐ ফাঁক ভর্তি করিবার কালে বইয়ের সুর প্রধানতঃ বুঝিতে পারা যায়। বইয়ের ভিতরকার সদ্‌গুণাবলী বা সমৃদ্ধি অনুধাবন করিতে ও সাধারণতঃ মোটামুটি মন্তব্যে উপনীত হইতে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সত্বর ও সমীচীন উপায়। ইহার মূল্যায়ণ যদি প্রকৃতই নির্ভুল ও হৃদয়-গ্রাহী হয়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত পুস্তক-খানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলি। এইরূপভাবে নূতন কোন কবিতার বই বা সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ পাইলে আমি দ্রুতবেগে কতকগুলি পৃষ্ঠা বা প্যারাগ্রাফ ক্ষীণ দৃষ্টিতে পড়িয়া যাই। কোন উজ্জ্বল কবিতা বা চিন্তাশীল রচনা পাইলে পাঠ বন্ধ করিয়া বা পাঠের গতি হ্রাস করিয়া মধ্যভাগ হইতে সম্মুখে ও পশ্চাতে তীক্ষ্ণদৃষ্টি সহকারে যত্ন লইয়া ধীরে ধীরে পড়িয়া যাই, তখন মূল্য নিরূপণ করিয়া আনন্দ পাই।

একজন সুবিজ্ঞ মনীষী বলিয়াছেন, পড়িবার উদ্দেশ্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিহত শক্তি পরিস্ফুট করা। পুরাপুরিভাবে তাহার নির্দ্দিষ্ট আয়তনে তাহাকে বৃদ্ধি করার জন্য জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন [to develop himself to his full stature]

আগ্রহ ও আকাঙ্খা এই দুইটি পুস্তক পাঠের মধ্যে নিহিত অমূলনিধি। অন্তরের সহিত বই পড়ার তাৎপর্য্য গুরুত্বপূর্ণ। মনের উপর প্রভাব ক্ষণস্থায়ী হয় না এবং চিত্তবৃত্তি পরিপুষ্ট করিতে সাহায্য করে। মনোযোগ সহকারে বই পড়িলে যে বিশ্লেষণ শক্তি বাড়িয়া যায়, তাহাও বলা যাইতে পারে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের স্বরূপ

বিবিধ ক্ষেত্রে মানব মন পরস্পর মিশিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। ক্রীড়ার ক্ষেত্রে ও পাঠাগার মধ্যে গণতন্ত্রের চরম স্বরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। জাতি ও বিশ্বাস নির্ব্বিশেষে অবাধ মেলা মেশায় পবিত্র ক্ষেত্র গ্রন্থাগারকে সমাজের এক মূল্যবান প্রতিষ্ঠান রূপে গণ্য করা উচিত। সমাজের এই প্রয়োজনীয় এবং সযত্নে ব্যবহার করার বিধি সর্ব্বত্র প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয় গৃহ একটি সমর্থ বাচক উন্নতির কেন্দ্র। মানবচিত্ত বিস্তার লাভ করিবে, মনোভাব পরিস্ফুট হইবে বিদ্যালয় গৃহ হইতে। সাধারণ জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত করিতে গ্রন্থাগারের অবদান অতুলনীয়। ইহা যেন জাতি গঠনের সূতিকা গৃহ।

সম্প্রতি অশেষ বিদ্যা-বিভূষিত শ্রদ্ধাস্পদ উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ গোরক্ষপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে বলিয়াছেন ছাত্রগণের মনঃসংযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়নে রত থাকা আবশ্যক। বিভিন্ন মতবাদের পার্থক্য হইতে তাহাদের দৃষ্টি উপরে রাখার উপকারিতা আছে। সংযমের সহিত সকল বিষয় গ্রহণ করার সার্থকতা দেখা যায়। অনন্যমনা হইয়া গ্রন্থ পাঠ করিলে বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করা যাইতে পারে প্রকৃত মানুষ হইতে ইহা সাহায্য করিবে।

তিনি আরও বলেন ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয় খেলার মাঠে ও গ্রন্থাগার মধ্যে। সাম্যভাবের সম্যক স্পর্শ জমিয়া থাকে হৃদয় বিস্তারিত হয় বিদ্যালয় কক্ষে, ইউনিয়ন মধ্যে। গণতন্ত্রের উচ্চ আদর্শ এই গুলির ভিতর নিহিত। জাতি জীবন লাভ করিবে ইহাদের পরিচর্য্যায়।

প্রাথমিক বিদ্যালয় মনুষ্যত্ব গঠনের পালন গৃহ। কিশোর মন লালন পালন উদ্দেশ্যে এ উপযুক্ত আশ্রয় ভূমি সমাজের চক্ষে আদরনীয়। মাতৃসদনের তুল্য অপরিমিত যত্ন ও পরিশ্রম, সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও উন্নতি কামনা ইহার মেরুদণ্ড। বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার তরুণ মতিদের বুদ্ধি বিকাশের অনুকূল, পারিপার্শ্বিক জ্ঞান অর্জ্জনে সাহায্যকারী। নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের বহির্ভূত দেশে প্রভূত জ্ঞান বিস্তৃতির আস্বাদ গ্রহণ বুদ্ধি-বিবেচনা বিবর্দ্ধনে যে কেবল সাহায্য করিবে তাহা নহে, সার্ব্বজনীন মেধা বিকাশের চির সুহৃৎ হইবে। সর্ব্বজন মনোরম চিন্তাবিস্তার, সর্ব্ব প্রকার মনোবৃত্তির সম্যক পরিস্ফুরণ ঘটাইতে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। একারণ শিক্ষক গণের কর্ত্তব্য ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে মনোযোগী করান। বহির্পুস্তক ব্যবহারে সীমাবদ্ধ মন পরিবর্দ্ধিত হইবার সুযোগ পাইবে, একানুবর্ত্তিতা ভাঙ্গিয়া প্রসার লাভে তৎপর হইবে।

তরুণ-মতি শিক্ষার্থীগণ যেমন গ্রন্থাগারের নানা বিষয়ক পুস্তকাবলী হইতে বিবিধ মুখী নিদ্রিতও নিহিত প্রতিভা প্রস্ফুটনের সুবিধা পাইবে, তাহাদের চিরচঞ্চল মন নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা উপযুক্ত নাগরিক গঠনে সেই প্রকার প্রয়াস ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন।

বিষয় সম্প্রসারণ জ্ঞান বিস্তারের অনুকূল ক্ষেত্র। নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য হইতে উন্মুক্ত মন স্বতঃস্ফূর্ত্ত চিন্তা বিকশিত করিয়া থাকে বলিয়া পাঠ্য-নিবদ্ধ মনোবৃত্তি গ্রন্থাগারে গিয়া অবাধ স্বাধীনতা পাইয়া থাকে।

শিক্ষকের কর্ত্তব্য

গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার নবীন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে বলা যায় বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি কেবল মাত্র শিক্ষা ভবনের আসবাব করিয়া রাখিলে চলিবে না। ইহা সক্রিয় সহযোগিতার জন্য সৃষ্টি। জ্ঞানবিস্তারে ইহার অবদান মহৎ। মনের গঠনে ইহার ন্যায় উপযোগী সহচর আর কি আছে? অতএব শিক্ষকের কর্ত্তব্য।

১। ছাত্রছাত্রীকে গ্রন্থাগারমুখী করিয়া তোলা।

২। বহির্পাঠ্যকে আকর্ষণের বস্তু করিয়া সৃষ্টিকরা কারণ বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানের অন্বেষণ প্রয়োজন।

৩। অনুসন্ধিৎসু মন গঠন আবশ্যক। জিজ্ঞাসু ছাত্র অধিকতর জ্ঞানী পরবর্ত্তীকালে হইয়া থাকে। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা চিন্তাশীল অন্তরের পরিচয়। কৌতূহল নিবারণ শিক্ষকের প্রধান কর্ত্তব্য। অভিজ্ঞ শিক্ষক সর্ব্বদা জ্ঞান-তৃষা মিটাইবে, তৃষ্ণা জাগাইবে,—"কৌতূহল আবিষ্কার পদ্ধতির জননী," স্মরণ রাখিতে হইবে।

৪। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সার্থকতা ইহার নিয়মিত ব্যবহারে। প্রচুর গ্রন্থক্রয় করিয়া পুস্তকাধার সাজান ইহাকে সাফল্য দিবে না। শিক্ষার্থীর জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক সপ্তাহে একখানি পুস্তক ছাত্রকে দিতে হইবে—পর সপ্তাহে তাহা হইতে প্রশ্ন করিয়া জ্ঞান সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা প্রয়োজন।

৫। এই সকল পরীক্ষার ফলাফল আবশ্যিক বিষয় অধ্যাপনার সমতুল্য জ্ঞান করা বিধেয়। গ্রন্থাগার রক্ষিত সমপর্য্যায় ভুক্ত পুস্তক শ্রেণী পাঠ্য পুস্তক হৃদয়ঙ্গম করিতে যে অপরিসীম সাহায্য করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক গল্প গ্রন্থ, রোমাঞ্চকর ভ্রমণ কাহিনী, আদর্শমূলক জীবন চরিত প্রভৃতি তরুণ বয়স্কদের যে কৌতূহল জাগ্রত করিবে তাহা অনিবার্য্য।

৬। নীরব পাঠ—অপরের ক্ষতি না করিয়া নীরবে মনোযোগ সহকারে পাঠাভ্যাস প্রয়োজন। গ্রন্থাগার গৃহে জ্ঞান-সঞ্চয়ের বিধি অভ্যাস সাপেক্ষ। এ রীতি নীতি অনুসরণে সমাজ সেবার আদর্শ পালিত হয়।

কর্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য

বিদ্যালয় পরিচালনার ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত, তাঁহাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

১। উপযোগী পুস্তক সংগ্রহ বিষয়ে, বিদ্যার্থীগণকে এবং উপযুক্ত গ্রন্থ বিতরণ জ্ঞান উন্মেষের ও কৌতূহল জাগরণের পুস্তক সঞ্চয়—যাহাতে কিশোরমন পরিপুষ্ট ও আদর্শ পরিবর্দ্ধিত হয়, কল্পনাশক্তি প্রবল ও মধুর হইয়া উঠে।

২। শিশু মনস্তত্ত্ব বিচারের বই সংগ্রহ—শিক্ষক শিক্ষণের পুস্তকগুলি পাঠের ব্যবস্থা।

৩। শিক্ষকেরজ্ঞানের পরিধি বিস্তারের ব্যবস্থা। বিদ্যার সাধন ক্ষেত্রে দিগ্বিজয় প্রসারের উদ্দেশ্য উপযুক্ত পুস্তক পাঠ।

৪। প্রতি বৎসর শিক্ষকদের সাধারণজ্ঞান বৃদ্ধি ও অন্যান্য বিষয়ে বিদ্যার্জনের পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যবস্থা।

৫। গ্রন্থাগার সক্রিয় ও সচল করিয়া রাখার প্রচেষ্টা প্রদর্শন।

৬। ছাত্র ও শিক্ষকের জন্য সুযোগ্য বৃত্তি নির্দ্ধারণ—গ্রন্থাগারের সাফল্য আদর্শানুযায়ী হইলে।

গ্রন্থাগারকে পরিপুষ্ট ও কার্য্যকরী করিতে প্রয়োজন অদম্য উৎসাহ, অটল আদর্শ নিষ্ঠাও গ্রন্থ-প্রীতি। তাহা হইলে জাতির উন্নতি সাধনে বিলম্ব ঘটিবে না।

[প্রতিষ্ঠা দিবসের ২৫।১২।৬০ এই কামনা]

শ্রীনেহরু ও গ্রন্থাগার

একজন একনিষ্ঠ পাঠক ও বইয়ের জগতে সর্বদা পরিভ্রমণরত নেহেরুজী স্বভাবতঃই গ্রন্থাগারের সত্যিকারের মূল্য যাচাই করতে পারতেন। এবং এর ফলেই নেহেরুজী যখন স্বাধীনতা লাভের পর দেশ তরণীর হাল ধরেন তখন কোলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত হয়। এই নব পরিণতি শুধুমাত্র নামের পরিবর্ত্তনেই সীমাবদ্ধ ছিলনা আদর্শগত পরিবর্ত্তনও সংগঠিত হয়েছিল। এসপ্ল্যানেডের স্বল্প পরিসর কোলাহল মুখর গৃহ থেকে বেলভেডিয়রের শান্ত সুন্দর প্রশস্ত পরিবেশ এই আদর্শগত পরিবর্ত্তনের পরিচয় দেয়। নিজের সরকারের প্রতি নেহেরুজী এ বিষয়ে যে আদেশ দেন তা থেকে জানা যায়।

"I do not want Belvedere for the mere purpose of Stacking books. We want to convert it into a fine Central Library where large number of research students can work and where there will be all the other amenities which a modern library gives. The place must not be judged as something just like the present Imperial Library. It is not merely a question of accommodation, but of something much more."

এই আদর্শেই জাতীয় গ্রন্থাগার তার বর্তমান রূপকে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে।

আবার নেহেরুজীর দূরদৃষ্টি ও চিন্তাধারার ফলেই Delivery of Books (Public Library) Act 1954 পাশ হয়। পার্লামেন্টে যখন এই বিল উত্থাপন করা হয় এবং এর

উত্থাপকযখন সর্বসম্মতি ক্রমে এই বিল গৃহীত হবে বলে আশা করছেন তখন একজন প্রতিনিধি প্রচণ্ডভাবে এর বিরোধিতা করেন। এই প্রতিনিধির ধারণা ছিল এতে প্রকাশকরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এই ব্যাপারে মেহেরুজী তাঁর নিজের মতামত প্রকাশ করেন এবং বজ্রগম্ভীর স্বরে বলেন :—

"I am really surprised at the argument advanced by the hon. Member opposite. Evidently he is not aware of the international practice in this, and evidently he has not thought that the only way to encourage book sellers and publishers is to give publicity to the books and not, as is the habit in the India, to sit tight and expect things to happen. We have to build up National Libraries, and the only way to build them up is to have seme such arrangement with publishers and others. Normally speaking, a main libyary, may be one or possibly more but mainly one, keeps every printed document that appears, like the British Museum. May be fifty per cent of the papers that they keep are not worth while, but they keep them for historical record. They have got over the past hundred years every pamphlet and paper published. The other libraries in the United Kingdom like Oxford, Cambridge, Edinburgh and Dublin too (of course Dublin is in another independent country) have also the right to keep these, but they did not exercise the right. They only exercised the right in the case of what they considered to be suitable books; they did not keep every pamphlet and every paper. But Oxford Cambridge and Edinburgh have the right to send for such books, more serious and worth while books. That is how they built up the Bodleian Library, the University Library in Cambridge, and the Edinburgh Library-which from the national point of view is of great value. There is no other way of building them up, unless there is some kind of legislation· And so far as the publishers are concerned, in the final analysis it is of great advantage to them to get this kind of publicity. We want to build up libraries all over India, not only these National Libraries. The National Libraries become a kind of local point and centre of the other libraries that might be built up. Any good or semi-popular book

that is issued in any of the European countries is likely to have a fairly large demand even from the libraries themselves, apart from the individuals, because there are thousands of libraries which take books like that.

So I submit that this very simple Bill that has been put forward before this House is quite essential, and it is in the interest not only of the nation but of the publishers and the authors themselves. (**Parliamentary Debates,** vol. 4, 1954, pt. 2 p. 5588-9)

১৯৬১ সালের ৯ই মে (২৫শে বৈশাখ) রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী প্রদর্শনী উদ্বোধন এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের সংযোজনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত পণ্ডিত নেহরুর ভাষণের বিবরণ।

Statesman May 10, 1961 : page 6, column 4

........From the National theatre Mr. Nehru, along with the Governor, Dr. Roy, and Mr. Kabir drove to Belvedere to lay the foundation stone of the annexe to the National Library and to visit the Trgore Centenary Exhibition there. The Prime Minister said libraries represented the cultural traditions of a country and embodied the wisdom of the past. If that be so, the list of a country's culture might well be how many people visited libraries and bought books. In this list India did not come out well, In India the number of books published or sold was very small considering the number of people who could read.

The Prime Minister advocated establishment of libraries every where and said they should have special sanctions for children.

2. **Amrita Bazar Patrika**

May 10, 1961 ; page 7, column 6

National Library/9-storey Annexe

Foundation stone laid/By Nehru

Speaking on the occasion Sri Nehru stressed the importance of library in national life. Libraries, he said, were the representatives of cultural tradition of a country. After all, libraries represented collective thinking of the past and the present. Here human being could accumulate the past wisdom.

3. Hindusthan Standard

May 10, 1961 ; page 5, column 5

At National Library

Speaking at the National Libiary Mr. Nehru emphasised the importance of libraries in the cultural life of a country. He said that libraries represented the embodied wisdom and thinking of the past. Human beings, different from "non-human animals," could accumulate the past wisdom by memory, by books and by writings.

Mr. Nehru regretted that although the standard of literacy was going up, India yet had vast illiterate population. It was true, he said, that the number of books published, sold or read had considerably gone up, and was more in number, as compared to the vast number of people who could not read ; but this was not a good sign. It could not be remedied except by providing small libraries every where.

ডঃ আদিত্য ওহদেদারের সৌজন্যে

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠাগার

শ্রীশচীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী

প্রধান শিক্ষক, রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়, বীরভূম

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। তাহার পর হইতেই আমাদের জাতীয় জীবনে নানা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে যে ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ পুরুষ এতাবৎ ৪৪ কোটি মানুষের সমস্ত দায়িত্ব বহন করিয়াছিলেন তাঁহার দেহ ভস্ম অতি অধুনা জাহ্নবী যমুনা বিধৌত, অম্বরচুম্বী হিমালয়শোভিত ভারতের পঞ্চভূতে লীন হইয়াছে। শোকের উচ্ছ্বাস কাটাইয়া আমাদের আজ আত্মদর্শনের সময় হইয়াছে। শুধু শ্লোগান উচ্চারণ করিয়া আকাশ বাতাস কম্পিত করিলে এবং সভাসমিতি ও সংবাদ পত্রে ভাবাবেগ প্রকাশ করিলেই তাঁহার প্রতি এবং দেশের প্রতি আমাদের কর্তব্য শেষ হইবেনা। আরও একবার আমরা এইরূপ করিয়াছিলাম। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে যখন এক শীর্ণদেহ, কটিবাসপরিহিত বৃদ্ধ জীবন দিয়া আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন তখনও আমাদের আবেগের প্রাচুর্য্য জগৎকে বিস্মিত করিয়াছিল। কিন্তু ফল কি হইয়াছে ?

সমস্যা আমাদের অনেক। বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। পুরাতন জীবনাদর্শের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হ্রাস পাইতেছে। জেট বিমান, জীপগাড়ী, নাইলন, টেরিলিন ও ট্রানসিষ্টর আমাদের অতীতকে ভুলাইয়া আমাদিগকে বিবেকহীন, ঐশ্বর্য্যবিলাসী, অর্থগৃধ্নু কালোবাজারীতে পরিণত করিতে চলিয়াছে। আমাদের ছাত্রসমাজই বা কোন পথে চলিয়াছে? পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষার নানা প্রকার সংস্কার হইতেছে, বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞরা আসিতেছেন এবং তাঁহারা নানা প্রকার পরিকল্পনা এবং সংস্কারের পরামর্শ দিতেছেন। সুদূর পল্লীগ্রামে নূতন নূতন অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে। সেনেট হলের প্রাচীন হেলেনিক স্তম্ভের সমাধির উপর দশ তলা গগনচুম্বী সৌধ তাহার মদোদ্ধত মস্তক ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছে, রাশি রাশি যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হইতেছে, কিন্তু এইগুলিই কি যথার্থ উন্নতির পরিমাপক? পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য ছাত্রের হার বৃদ্ধি পাইতেছে। ছাত্রদের মধ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলার প্রকাশ দেখা যাইতেছে। পরীক্ষাগৃহে টেবিল চেয়ার ভাঙ্গিতেছে, ট্রাম বাস পুড়িতেছে, বিজ্ঞানাগার ধ্বংস হইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যকে দাবী মানাইবার জন্য অন্তরীণ করা হইতেছে। একথা আজ সর্ব্বত্র শোনা যাইতেছে যে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি হইতেছে। "ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ" এই কথাটা ছাত্ররা ভুলিয়া যাইতেছে, যাঁহাদের তাহাদিগকে একথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার কথা তাহারা ও তাঁহাদের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছেন। এ সকল আশার কথা নয়।

শুধু ছাত্রদিগকে দোষারোপ করিলে অন্যায় হইবে। আমরা, অর্থাৎ শিক্ষকরা এবং বয়স্ক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, তাহাদিগকে কতটুকু যথার্থ নির্দ্দেশ দিতে সক্ষম হইয়াছি? আমাদের ছাত্রজীবনে দেখিয়াছি ছাত্রদের মধ্যে চরিত্র প্রচার একটা অদম্য স্পৃহা অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মত শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষের দৃষ্টির অন্তরালে প্রবাহিত হইত। তার মূলে বোধ হয় ছিল স্বদেশী আন্দোলন। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, ম্যাজিনি, গ্যারিবল্ডি, নেপোলিয়ন। আব্রাহাম লিঙ্কন, তিলক, গান্ধী প্রভৃতি দেশ বিদেশের মহাপুরুষদের জীবনী ছাত্রদের হাতে হাতে ঘুরিত। তা ছাড়া ছিল শ্রী অরবিন্দের বক্তৃতা ও রচনা, স্বামী বিবেকানন্দ ও অশ্বিনী কুমার দত্তের রচনাবলী, এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত কত ভাল ভাল বই। ইহার ফলে যে ছাত্রদের মধ্যে শুধুমাত্র দেশপ্রেম ও নীতি ও শৃঙ্খলা বোধ জাগরিত হইত তাহা নহে, পাঠের একটা অদম্য স্পৃহাও জন্মিত। ছাত্রদের দৃষ্টি কেবল অবশ্যপাঠ্য পাঠ্যপুস্তকের প্রতিই নিবদ্ধ থাকিত না। অন্য সুপাঠ্য পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিবার এবং বিদ্যার পরিধি বিস্তার করিবার জন্য আগ্রহ জন্মিত। বর্ত্তমানে সুযোগ সুবিধা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, সুপাঠ্য এবং পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে এবং বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে পাঠাগার গঠিত হইতেছে এবং সরকার এই জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিতেছেন কিন্তু ফল আশানুরূপ হইতেছেনা।

এখানে একটু গোড়ার কথা বলি। কিঞ্চিদধিক আটশত বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়। পিটার এবেলাউ প্রভৃতি চিন্তাশীল মনীষীগণ তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদ সাধারণ্যে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত দেশবিদেশ হইতে আগত ছাত্রের সমাবেশ হইতে লাগিল। তখনও মুদ্রা যন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই। সুতরাং মুদ্রিত পুস্তক ছিল না। এই সকল মনীষীগণ মুখে মুখে বিদ্যাদান করিতেন। ক্রমে তাঁহাদের প্রচেষ্টা রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং রাজানুগ্রহ ও রাজসনন্দ লইয়া এই পণ্ডিত গোষ্ঠী স্বীকৃত বিদ্যা প্রতিষ্ঠান অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ধারণ করিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে পণ্ডিতগণের আহৃত জ্ঞান মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে স্থান লাভ করায় এখন আর বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে রাজসনন্দ প্রাপ্ত পণ্ডিত গোষ্ঠীকেই বুঝায় না। অধ্যাপকগণ বিদ্যাদান করেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য সম্পূর্ণ হয় বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন পাঠাগারে। জনৈক ইংরেজ মনীষীর মতে, 'the true university of our days is a collection of books'। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া বাহির হইলেই বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হয় না। বিদ্যালাভের পথ প্রস্তুত হয় মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে বিদ্যার্জ্জনের যোগ্যতা দান করে, বিদ্যার্জ্জন প্রকৃতপক্ষে করিতে হয় বাকী জীবন পাঠাগারে বসিয়া। ইহা বহু জনবিদিত পুরাতন কথা।

বিদ্যার্জ্জনের এই যোগ্যতা ও স্পৃহার গোড়াপত্তন কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই হওয়া আবশ্যক। এখানে স্বভাবতই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠাগারের কথা আসিয়া পড়ে। মাধ্যমিক শিক্ষার অনেক সংস্কার সাধিত হইয়াছে। বহু উচ্চ বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণীযুক্ত বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে। কলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্যবিদ্যা, কারুশিল্প গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি নূতন নূতন বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। বিদ্যালয়ের পাঠাগারেরও উন্নতি হইয়াছে। সরকার এজন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিতেছেন। কিন্তু, পাঠাগারের সার্থক ব্যবহার কতটুকু হইতেছে?

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের সঙ্গে ছাত্রদের অবশ্য পাঠ্য বিষয় সমূহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাঠ্য বিষয় দুরূহ এবং গুরুভার। পরীক্ষা পাশ করিতে না পারিলে সামাজিক মর্য্যাদা ও অর্থোপার্জ্জনের যোগ্যতা লাভ হয় না। সুতরাং বিদ্যার্জ্জন অপেক্ষা পাশ করাটাই প্রধানতর লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষক সকলেরই। ফলে আমরা যাহাকে ছাত্র জীবনে standard textbook (প্রামাণিক পাঠ্যপুস্তক) বলিতাম তাহা অপেক্ষা নোট এবং সংক্ষিপ্তসারে প্রতিই নজর বেশী। আর কত বই-ই বা, ছাপা হইতেছে। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে সম্পূর্ণ নির্ভুল ত্রুটিশূন্য পুস্তক পাওয়া। দুষ্কর কতরকমের নাম। ইহার উপর আছে অর্থপুস্তক। কিশলয় ও Peacock Reader এর-ও অর্থপুস্তক আছে, যে কোন বইয়েরই আছে। পুস্তকের মূল্য '৭৫ পয়সা হইলে অর্থ পুস্তকের মূল্য ২'৫০ পয়সা। ছেলেদের মুখস্থ করিতে শুনি He is—সে হয়, I am—আমি হই ইত্যাদি। আমি ইহার অর্থ বুঝি না। ইহা ছাড়া সহজে পরীক্ষাপাশের আরও নানা প্রকার ব্যবস্থা আছে। তাহাদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সর্ব্বনাশের এতপথ উন্মুক্ত থাকিতে আমাদের ছাত্রসমাজ যে আজও টিঁকিয়া আছে সে আমাদের পূর্ব্বজন্মার্জিত পুণ্যফলে।

উপরে যে সকল কারণের উল্লেখ করিয়াছি সেই সকল কারণে বিদ্যালয়ের পাঠাগারের ঈপ্সিত সদ্ব্যবহার হয় না। তা ছাড়া ভাষার প্রশ্নও আছে। এখন ছাত্ররা পরীক্ষার হলে বসিয়া ইংরাজীতে রচিত প্রশ্নপত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ইংরেজী বই পড়া তো দূরের কথা। কিন্তু একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সুপাঠ্য প্রামাণিক পুস্তকের নিরতিশয় দৈন্য আছে, বিশেষতঃ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা প্রভৃতিতে। সুতরাং পাঠাগারে অতিশয় যুক্তিসঙ্গত কারণে যে সকল ইংরেজী পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল বা বর্তমানে হইতেছে তাহারা আলমারীর শোভাবর্দ্ধন করে এবং বৎসরের পর বৎসর ধূলি সংগ্রহ করিয়া বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া যায়। যাহাদের জন্য এত অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করা হইল তাহাদের হৃদয়ে স্থান লাভ করা দূরের কথা, তাহাদের করস্পর্শ হইতেও এই সকল মূল্যবান পুস্তক বঞ্চিত হয়। নিউটন, ডেভি, ফ্যারাডে, রমন, রবীন্দ্রনাথ ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মায় না সত্য, কিন্তু জন্মায় তো। কিন্তু এভাবে 'নোট' মুখস্থ করিয়া প্রেসমার্ক লইয়া পাশ করিলে একজনও কি আর জন্মিবে? সুতরাং পাঠাগারের যাহাতে সদ্ব্যবহার হয় সে দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে। ইহার জন্য ইংরেজী শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষায় অন্ধ রাজনীতির স্থান নাই। 'আংরেজী হটাও' বলিলেই দেশের উন্নতি হইবে না। যে ইংরেজী শিক্ষায় এ দেশে এত মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল, তাহাকে বর্জ্জন করা আত্মহত্যার সমান পাপ হইবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একটা বড় সমস্যা উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক পাওয়া প্রায় অসম্ভব। প্রতি বিদ্যালয়ে যদি সর্ব্বক্ষণের জন্য একজন উপযুক্ত অর্থাৎ বিদ্বান ও পাঠানুরাগী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত না করা যায়, তবে কোন একজন শিক্ষকের উপর সেই দায়িত্ব চাপাইয়া দিলে আইন বাঁচিবে, কিন্তু কাজ হইবে না। কারণ কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহাশয়কে শিক্ষাদানের কাজ প্রায় অন্য সকলের মতই করিতে হয় এবং পাঠাগারের পরিচর্য্যা তাঁহার একান্ত গৌণকর্ত্তব্যে পর্য্যবসিত হয়। ফল সেই তোতা কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। শিক্ষা যদি নাও হয় সোনার খাঁচা হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেণিং প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক না-ইবা হইল। এ তো আর National Library কিংবা Bodlian Library, কিংবা Astor Library, কিংবা Bibliotheque Nationale, কিংবা British Museum নয়। এখানে পাঠকগোষ্ঠী একান্ত সীমাবদ্ধ। একজন ছাত্রদরদী, আদর্শবাদী, বিদ্যাবান ব্যক্তির প্রয়োজন, যিনি নিজের আচরণ ও রুচির দ্বারা ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিবেন এবং তাহাদের মধ্যে পাঠের স্পৃহা সংক্রামিত করিবেন। Dewey System, Card indexing এবং আনুষঙ্গিক ইত্যাদির এত কি জরুরী প্রয়োজন? আসল প্রয়োজন মিটিলেই হইল।

এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকেরই কর্ত্তব্য আছে। তাঁহাদের ছাত্রদের সম্মুখে বড় বড় আদর্শ ধরিয়া তুলিতে হইবে, মহাপুরুষদের জীবন বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে হইবে, বিখ্যাত গ্রন্থকারদের রচিতগ্রন্থের উল্লেখ করিতে হইবে এবং তাহাদের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আভাস দিতে হইবে। ছাত্ররা মূলতঃ কেহই মন্দ নহে। উপযুক্ত পরিবেশ ও উৎসাহ পাইলে এদের মধ্য হইতেই জগদীশচন্দ্র ও আশুতোষ, নেতাজী ও নেহেরুর পুনরাবির্ভাব হইবে। শিক্ষকদের নিজেদেরও বিদ্যাচর্চ্চা করা প্রয়োজন, যাহাতে ছাত্ররা তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারে।

বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ে পঠন ও পাঠনের নানাপ্রকার অন্তরায়। একটার পর একটা 'সপ্তাহ', 'দিবস,' 'বার্ষিকী,' 'শতবার্ষিকী', ও 'জয়ন্তী' লাগিয়াই আছে। ইহাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিনা, কিন্তু আসল কাজই যে বাদ পড়িয়া যায়। আর আছে 'মা সরস্বতীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ' এবং হালে আসিয়াছে বিশ্বকর্ম্মাপূজা। এ সমস্তই বাদ্যভাণ্ড এবং মাইকসহযোগে

মা সরস্বতীকে তাঁহার প্রকৃত পীঠস্থান হইতে বিতাড়নের পাকা ব্যবস্থা। ছুটিই বা কত। রবিবার লইয়া প্রায় ১৫০ দিবস তালিকাভুক্ত ছুটি ছাড়া, অমুক অমুক দিবস আছে, ধর্ম্মঘট আছে। আমার মনে আছে 'গোয়া দিবস' উপলক্ষে আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ধর্মঘটে যোগদান করিতে আপত্তি করিলে এবং আমি বিদ্যালয় বন্ধ করিতে অসম্মত হইলে আমার অফিসঘরের সম্মুখে ছাত্রনেতাগণ প্রচণ্ড বিক্ষোভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শ্লোগান ছিল, 'গোয়া ছাড়', যেন আমিই গোয়া অধিকার করিয়া বসিয়া ছিলাম। রাজনীতির পঙ্কিল আবর্ত্তে মা সরস্বতী অতলে তলাইতেছেন। পাঠাগার, বিজ্ঞানাগার আর নূতন নূতন স্কীমে কি হইবে? এই সকলের আশু প্রতিকার আবশ্যক। ছুটির হ্রাস করিয়া বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। তবেই তো ছাত্ররা পাঠাগার ব্যবহার করিতে পারিবে। নতুবা পরীক্ষা পাশ করিতেইতো 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' রব উঠিবে। আমার ছাত্র জীবনে বালগঙ্গাধর তিলক যখন পরলোক গমন করেন তখন প্রধান শিক্ষকমহাশয় নির্দ্ধারিত সময়ের দশ মিনিট পূর্ব্বে বিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ করিয়াছিলেন। ইহাতে কি সম্মান প্রদর্শন হয় নাই?

বর্ত্তমান পাঠ্য তালিকা অতিশয় গুরুভার। উহার সম্পূর্ণ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। পাঠ্যতালিকার কিছু অঙ্গচ্ছেদ করিয়া ছাত্রদের intensive studyর সুযোগ দিলে ফল খারাপ হইবে না। না বুঝিয়া মুখস্থ না করিয়া তখন ছাত্ররা অধীত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে সামর্থ হইবে এবং আরও জানিবার জন্য তাহারা উৎসুক হইবে। তখন তাহারা শুধুমাত্র ক্লাস লাইব্রেরীর জীবনী, কাহিনী, ও সাধারণ বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিয়াই তৃপ্ত হইবে না। তাহাদের মন কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের প্রামাণিক গ্রন্থ সমূহের প্রতি আকৃষ্ট হইবে এবং বিদ্যালয়ের পাঠাগারের সদ্ব্যবহার হইবে। এই খানেই District Library Univrsity Library and National Libraryতে যাইবার পথের সন্ধান তাহারা পাইবে।

আমরা সকলে সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে সংস্কৃতির জয়যাত্রায়, আমরা আমাদের ছাত্রদের ও সঙ্গে লইতে পারিব। Sweetness and light মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিলে দেশের বা সমাজের অগ্রগতি হইবে না। আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গণতন্ত্রের দায় কঠিন দায়। গণতন্ত্রের দাবী নির্ম্মম ও ক্ষমাহীন। সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক রূপে ছাত্রদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহাদের মনকে চিন্তাশীল করিয়া গড়িতে হইবে। এই চিন্তাশীলতার উন্মেষ হইবে যদি ছাত্ররা পাঠ্যাতিরিক্ত এবং পাঠ্য বহির্ভূত বিষয় সমূহ পাঠ করিবার উৎসাহ ও সুযোগ পায়। সুতরাং বিদ্যালয়ের সংলগ্ন পাঠাগার বিদ্যালয় হইতে পৃথক নহে। ইহা বিদ্যালয়ের পরিপূরক। ছাত্রগণ তাহাদের পঠিতব্য বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিলে তাহাদের জ্ঞানতৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়। তখন কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকেই তাহাদের অভিনিবেশ সীমাবদ্ধ থাকে না, তাহারা প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদের রচিত পুস্তকের সহিত পরিচিত হইবার জন্য পাঠাগারের সাহায্য গ্রহণ করে। ইহা ছাড়া আরও নানা বিষয়ের পুস্তক, পত্রিকা প্রভৃতি পাঠের দ্বারা তাহাদের সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের নাগরিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়। সুতরাং বিদ্যালয় এবং তৎসংলগ্ন পাঠাগার অভিন্ন। পাঠাগারের সদ্ব্যবহার হইলে বুঝিতে হইবে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে।

———

গ্রন্থাগার সংবাদ

সবুজ গ্রন্থাগার ॥ নিজবালিয়া ॥ পাতিহাল ॥ হাওড়া

গত ১০ই মে ১৯৬৪ রবিবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ১০৩-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সবুজ গ্রন্থাগারের নিজস্ব হলঘরে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করেন ডঃ অজিত কুমার মাইতি, শ্রীনির্মলেন্দু মান্না, শ্রীমনোরঞ্জন জানা ও শ্রীপঞ্চানন দলুই। রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীদীনবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়।

এবারের অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, গ্রন্থাগারের কিশোর বিভাগের সদস্যগণ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ রচিত "প্রায়শ্চিত্ত"—নাটকাভিনয়। এই নাটকের সমস্ত দায়িত্ব ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীমনোরঞ্জন জানা। নেপথ্যে সাহায্য করেন শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মারিক, শ্রীশিবেন্দু মান্না, শ্রীবৈদ্যনাথ ও শিবনাথ মাইতি, শ্রীশংকর কুমার মাইতি ও শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তরায়ণ সাধারণ পাঠাগার

গত ১৪ই জুন, ১৯৬৪ উত্তরায়ণ সাধারণ পাঠাগারের (টালা) উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী ও পাঠাগারের দ্বাদশ বর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন অধ্যক্ষ অচ্যুৎ দত্ত, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের সমাজশিক্ষা বিভাগের মুখ্য পরিদর্শক শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন একটি বাণী প্রেরণ করেন। রাজ্য শিক্ষাদপ্তরের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় এবং উক্ত পাঠাগারের সভাপতি প্রখ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাণী সম্বলিত একটি মনোজ্ঞ স্মারক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

নবপ্রতিষ্ঠিত কিশোর বিভাগের (অশোক স্মৃতি সংগ্রহ) উদ্বোধন করেন শ্রীবিমল কুমার রায়চৌধুরী।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার, সিউড়ী

গত ২৭শে জুন, শনিবার সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে রামরঞ্জন পৌরভবনে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অমর অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ননীগোপাল সেন বক্তৃতা করেন।

বন্দেমাতরম্ এবং অন্যান্য সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী পূরবী নন্দী, আভা নন্দী ও রেবা নন্দী।

নজরুল পাঠাগার

সম্প্রতি পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৬৪-৬৫ সালের জন্য কর্মকর্তা নির্বাচিত হইয়াছেন—

সভাপতি—ডাঃ আবুল আহসান
সহ-সভাপতি—আবদুল কুয়ায়ুন খাঁ ও আবদুল ওয়াহেব
সম্পাদক—ডাঃ শীতাংশু মৈত্র
কোষাধ্যক্ষ—কাজী আবদুল ওদুদ
গ্রন্থাগারিক—নির্মল মুখোপাধ্যায়

বিচিত্রা সংবাদ

আশুতোষ জন্ম শতবার্ষিকী

গত ২৯শে জুন কলকাতায় আশুতোষ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন স্যার আশুতোষের ভবানীপুরের বাসভবনে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা শিক্ষার এক শিক্ষাকেন্দ্রের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে আয়োজিত এক মনোরম অনুষ্ঠানেও ডঃ রাধাকৃষ্ণন পৌরোহিত্য করেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে স্যার আশুতোষের অবদান অনস্বীকার্য বাংলা ভাষার প্রসার কল্পে এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে আশুতোষ আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

আশুতোষের অনেক গুণের মধ্যে তাঁর অদম্য পাঠস্পৃহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন বিষয়ের বই সংগ্রহ করে তিনি তাঁর বাড়ীতে যে গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন তা এখনো ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে। সাহিত্য, ললিতকলা, বিজ্ঞান, বিশ্বকোষ, অভিধান প্রভৃতির এই অপূর্ব সংগ্রহ এখনো বহু আগ্রহী পাঠকের জ্ঞানস্পৃহা মেটাতে সক্ষম।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের গোপন দলিল

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্য-কলাপ সম্পর্কে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকালে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ যে গোপন তথ্যসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন তার একটি অনুলিপি সম্প্রতি কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারকে উপহার দেওয়া হয়েছে। এই গোপন দলিলের সংগ্রহ সূত্র সেদিনকার টোকিও এবং দঃ-পূর্ব এশিয়াখণ্ডের জাপ অধিকৃত বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচারিত বেতারবার্তা সমূহ। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯৪৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাপানী এবং অক্ষশক্তির অন্যান্য বেতার কেন্দ্র থেকে জাপানী, ইংরাজী, হিন্দী, ও অন্যান্য ভাষায় প্রচারিত বার্তার কিছু কিছু অংশ নিয়ে এই গোপন দলিল সঙ্কলিত হয়েছে।

কেনেডি গ্রন্থাগারের জন্য ভারতের লক্ষ ডলার দান

ভারতের জনগণের পক্ষে ভারত সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্গত প্রেসিডেণ্ট জন, এফ, কেনেডি লাইব্রেরী তহবিলে ১ লক্ষ ডলার দান করিয়াছেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীবি. কে. নেহেরু বলেন ভারতের জনগণ পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট কেনেডীকে অসীম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন; তিনি আশা করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ছাত্রগণ এই লাইব্রেরীর যথার্থ সদ্ব্যবহার করিবেন।

লাইব্রেরীয়ানশিপে ডিগ্রী কোর্স

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আগামী আগষ্ট মাস হইতে লাইব্রেরীয়ানশিপে ডিগ্রী কোর্স (বি. লিব্.) চালু করিতেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পূর্বাঞ্চলের মধ্যে যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ই ডিগ্রী কোর্স প্রথম শুরু করিলেন। এই কোর্সে প্রবেশের ন্যূনতম যোগ্যতা—লাইব্রেরীয়ানশিপে সার্টিফিকেটসহ গ্র্যাজুয়েট।

সম্পাদকীয়

উচ্ছৃঙ্খলা ও অসামাজিকতা দূরীকরণে গ্রন্থাগার

কিছুদিন আগে মহাজাতি সদন গ্রন্থাগারে জনৈক নবাগত পাঠককে চলে যাবার সময় তার সঙ্গীকে বলতে শোনা গেল—'রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারার চেয়ে লাইব্রেরীতে এসে পড়াশুনা করলেতো মন্দ হয় না'। ছোট্ট কথাটির মধ্যে সুপ্ত সমাজমনের একটা চিত্র যেন ফুটে উঠল—শুভ ইচ্ছা ও প্রবণতা থাকা সত্বেও অবস্থার বিপাকে মানুষকে আজ কিভাবে ভিন্ন পথে চলতে হচ্ছে।

রকে বসে বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে গুলতানি করা এখন শুধু কলকাতায় নয় মফস্বলের শহরগুলিরও একটা সাধারণ দৃশ্য। এর একমাত্র কারণ অবসর বিনোদনের বিকল্প যথোপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব। ক্লাব নেই, খেলার মাঠময়দান নেই, বেড়াবার জায়গা নেই, আর নেই উপযোগী গ্রন্থাগার। খেলাধূলা ইত্যাদির তাগিদ ও তার ব্যবস্থা যেটুকু আছে সেই তুলনায় গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা নগণ্যই বলা চলে। অথচ এই দুইয়ের মধ্যে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন অনেক বেশী। কারণ লোকের হাতে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের উদ্বৃত্ত সময় থাকে অনেক যেটা বেড়ানো বা খেলায় নির্বাহ করা যায় না। দীর্ঘ ছুটির অবকাশে, গরম ও বৃষ্টি বাদলার সময় কিংবা নানাধরণের ধর্মঘটের দিনে ছেলেমেয়েদের সময় কাটানোটা দায় হয়ে ওঠে। ঘুম, সিনেমা ও আড্ডাতেই মোটামুটি তাদের সময় কাটে। এই সময়গুলি কাটাবার সুন্দর স্থান হোল গ্রন্থাগার। চিত্ত বিনোদনের খোরাক ছাড়াও মনের পরিসর প্রশস্ত করার সুযোগও সেখানে মেলে।

রক রাস্তা ও পার্কের আড্ডার একটা অংশ রেঁস্তোরা কফি হাউস ইত্যাদিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। রাস্তাঘাটের আড্ডাকে আজকাল ভাল চোখে দেখা হচ্ছে না। ক্ষেত্রবিশেষে পুলিসী অভিযানও সুরু হয়েছে। অবশ্য এই ব্যবস্থা যাদের বিরুদ্ধে তারা সমাজ তাত্বিকদের কাছে একটি গভীর চিন্তা ও গবেষণার বিষয়।

যুব সম্প্রদায়ের গতি শুধু গল্পগুজব ও আড্ডার অভিমুখী হয়ে পড়াটা সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক থেকে সুস্থ ও শুভ নয়। রক রাস্তা ও রেঁস্তোরায় দীর্ঘ সময় ধরে আড্ডা দেওয়াটা দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের মতে vacuity of soul-এর পরিচায়ক। তাঁর মতে মানুষের মননশীলতা নিষ্ক্রিয় হলে, মানসিক শূন্যতা ও দৈন্যই যে শুধু বাড়ে তাই নয়, মনে বৈচিত্র্য-হীনতা ও নিরানন্দ এবং বিরক্তিরও বহর বাড়ে। মনের এই শূন্যতা ঢাকার জন্যে লোকে গল্পগুজব ইত্যাদির নিষ্ফল উপায় অবলম্বন করে। বস্তুতঃ মনের সম্পদ বাড়লেই মনের শূন্যতা কেটে যায়—পাওয়া যায় স্থায়ী শান্তি ও স্বস্তি।

মনের সম্পদ বৃদ্ধির একমাত্র পথ হোল পড়াশুনা করা এবং সেকাজে শ্রেষ্ঠ সহায়ক গ্রন্থাগার। আহারবিহার ইত্যাদি জৈবিক প্রয়োজনগুলি চরিতার্থ করেই মানুষ

চরম তৃপ্তি লাভ করে না। সে তার সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী চায় নিজেকে ও জগতকে জানতে। এই জানার মধ্যেই বৈচিত্র্যহীন নিরানন্দ প্রসূত মানসিক শূন্যতা থেকে সে মুক্তি পেতে পারে, সার্থক ও সুখী হতে পারে তার জীবন।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে যারা রকরাস্তায় আড্ডা মেরে সময় কাটায় তারা গ্রন্থাগারে গিয়ে চুটকি গল্প-উপন্যাস অথবা সিনেমা পত্রিকার সন্ধান করবে। তা যদি করে তাতে কোনও লোকসান নেই। এবং তাদের ঐ প্রয়োজন মেটাবার জন্যে কিছু উপকরণও রাখা উচিত। কেননা তাদের গ্রন্থমনা ও গ্রন্থাগারমুখী করে তুলতে পারলে ক্রমে ঐসব পাঠককে অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও আকৃষ্ট করে তোলা যাবে।

কিন্তু ঠিক যে-ধরণের গ্রন্থাগার এই প্রয়োজনকে মেটাতে পারে অর্থাৎ অবাধ অধিগম্য (open access) ব্যবস্থা আছে ও দীর্ঘ সময় খোলা থাকে এজাতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার আমাদের নেই। তাক থেকে সরাসরি বইপত্র দেখে বেছে নেবার সুযোগ দিলে গ্রন্থাগার ব্যবহারে লোকের আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। অথচ এ-সুযোগ খুব কম গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষই দিয়ে থাকেন। তাছাড়া বেশী সময় গ্রন্থাগার খোলা না রাখলে পাঠকদের পক্ষে গ্রন্থাগারে বসে পড়াশুনা করা সুবিধাজনক হয় না। এ সুযোগও নেই। ছোট গ্রন্থাগারগুলি একবেলা দু'এক ঘণ্টার জন্যে খোলে আর বড় গ্রন্থাগারগুলি দুবেলা ঘণ্টা দুয়েকের মত খোলা থাকে। বসে পড়াশুনা করার ব্যবস্থা ও পরিবেশ আছে এমন গ্রন্থাগারের সংখ্যা অত্যন্ত কম। তারপর চাঁদার বাধাতো আছেই। বর্তমান অবস্থায় গ্রন্থাগারগুলি উন্নত ব্যবস্থা প্রবর্তনে সক্ষম নয়। আর্থিক সঙ্গতি সাধিত হলে বেতনভুক কর্মীর সাহায্যে গ্রন্থাগারগুলি তাদের বিধি ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় উদ্যোগী হতে পারে।

লোকের মধ্যে যে অসামাজিক ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে তার সুরাহা পুলিসী ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। রোগটা যেখানে মনের চিকিৎসাও সেখানে সেই অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। মানুষের মনের মোড় ফেরাতে হলে চাই পুষ্টিকর আহার্য। সে-আহার্য পরিবেশনের ভাঁড়ার হল গ্রন্থাগার। পাড়ায় পাড়ায় এখন যেসব গ্রন্থাগার রয়েছে সেগুলিকে আর্থিক দুরবস্থা থেকে মুক্ত করে তাদের উপর প্রস্তাবিত দায়িত্বটি দিলে পরিণামে দেশ ও সমাজের বর্তমান এই অবাঞ্ছিত অবস্থার জন্যে পুলিসী অভিযানের প্রয়োজন হবে না।

———

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

চতুর্দশ বর্ষ] শ্রাবণ : ১৩৭১ [চতুর্থ সংখ্যা

গ্রন্থ জগতের দুই একটি কথা

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

বই সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত সত্য হইল এই, বইয়ের বাজারের একদল বড় গ্রাহক হইলেন তাঁহারা যাঁহারা কস্মিন্ কালেও বই পড়েন না। যাঁহারা বই সত্য সত্যই পড়েন অনেক, তাঁহারা বই কেনেন খুব কম। আমি একজন জমিদারের কথা জানি, বই কেনা তাঁহার একটা বাই ছিল। তখনকার দিনে পয়সার তাঁহার কিছু অভাব ছিলনা, তাই যেখানে যে ভাল বই পাইতেন কিনিয়া আনিতেন। ভাল বই কথাটার লক্ষ্য ভাল বিষয়ও নয়—ভাল প্রকাশ ভঙ্গিও নয়। ভাল বই শব্দের মুখ্য অর্থ ভাল কাগজ ভালভাবে ছাপা, ভাল আকার, এবং ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে বাঁধাই। বই কিনিয়া তিনি একটি সুন্দর ঘরে আলমারীর তাকে তাকে সাজাইয়া রাখিতেন,—নিজেও আর ছুঁইতেন না, অপর কাহাকেও কোনদিন ছুঁইতে দিতেন না। কিন্তু যত্নের কোন অভাব ছিল না; পোকা নিবারক বহুমূল্যের বার্ণিশ দিয়া নিত্য ঝাড়িয়া পুঁছিয়া তাহাদের ঔজ্জ্বল্য এবং মর্যাদা নিরন্তরই বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হইত। গ্রন্থগুলির ব্যবহার হইত শুধু দূরদৃষ্টির দ্বারা—অভিজাত কোন অতিথি আসিলে জমিদার মহা উৎসাহ সহকারে তাঁহাকে তাঁহার গ্রন্থাগারে লইয়া গিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বইগুলি দেখাইতেন বাঙলা—ইংরাজী, আরবী ফার্সী, সংস্কৃত ইউরোপের অন্যান্য ভাষায়ও কিছু কিছু। দেখিয়া সকল অতিথিই তাজ্জব বনিয়া যাইতেন, আর তাহাতেই ছিল এই জমিদারের গর্বজনিত অসীম আত্মপ্রসাদ; লোকে দূর হইতে দেখিয়া তাজ্জব বনিয়া গেলেই তিনি বহু মূল্য দিয়া দেশ-দেশান্তর হইতে অনেক কষ্টে এই সব ভাল ভাল বই যোগাড় করিবার একটা পরম সার্থকতা মনে মনে অনুভব করিতেন।

জমিদারী প্রথা লুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের গ্রাহকের এই বিশেষ শ্রেণীটিও যে নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এমন কথা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। আধুনিক

নাগরিক অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে এই শ্রেণীটির একটি রূপান্তরিত মূর্তি দেখা যায়। ড্রইং রুমে অল্প কিছু আসবাব; কিন্তু যেটুকু তাহা পরিচ্ছন্ন এবং রুচি-সঙ্গত। তাহার ভিতরে একটি বিশেষাকৃতির বইয়ের তাক, তাহার ভিতরে কয়েকখানি বাজারের সেরা বই—সব জিনিসটিই অনুগ্রভাবে নয়নরোচন এবং গৃহ শোভন। আপনি যদি কৌতুহল বশতঃ একখানি গ্রন্থ টানিয়া স্থানভ্রষ্ট করেন তবে গ্রন্থের মালিক ভদ্রতার খাতিরে মুখে কিছু বলিবেন না, কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হইবেন। বইগুলির আশে পাশে হয়ত আগলা ফ্রেমে বাঁধান দুই একখানি চিত্র বা আলোক চিত্র আছে, দুই একটি ফুলদানি আছে—দুই একটি বিশেষ ধরণের পুতুল বা খেলনা আছে; ইহার কোনটাই ধরিবার নয়, পড়িবারও নয়—সবটাই সৌখিন আসবাব।

আজকাল শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মতটিকেই প্রাধান্য লাভ করিতে দেখা যায় যে, শিশুদের কাছে বইকে ঠিক খেলনার সামগ্রীর মতন করিয়াই দিতে হইবে; খেলায় মত্ত শিশু আর পাঁচটা খেলনাকে নিজের আগ্রহেই যেমন খুঁজিয়া টানিয়া লয়—বই সম্বন্ধেও যেন তাহাই করে। কিন্তু বই সম্বন্ধে এই নীতিটি মানুষের শৈশব এবং কৈশোর পর্যন্তই আমার কার্যকরী বলিয়া মনে হইয়াছে। যৌবন হইতেই আর একটা সত্য আবার আমাদের প্রণিধানের বিষয় হইয়া ওঠে। কলেজের যে সব ছেলেরা নূতন নূতন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে বই আনিয়া টেবিল সাজাইয়া রাখে তাহাদের পড়িবার আগ্রহটা ছেঁড়া-পুঁথিওয়ালা বা অল্প পুঁথিওয়ালা বা অ-পুঁথিওয়ালাদের আগ্রহ অপেক্ষা বেশি দেখা যায় তাহা নয়, অত সহজে সব সময় ভাল ভাল বই হাতের কাছে পাওয়াটা তাহাদের যথেষ্ট আগ্রহ-উদ্রেকের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায় নাত? অন্তপক্ষে আমার বিশ্বাস পুরনো ছেঁড়া পুঁথি সংগ্রহ করিয়া বা পরের কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া—অথবা গ্রন্থাগার হইতে বই সংগ্রহ করিয়া যাহাদের পড়াশুনা করিতে হয় তাহাদের যত্ন, আগ্রহ ও নিষ্ঠা এই সংগ্রহ চেষ্টাতেই বাড়িয়া যায়; অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও তাহাদের পড়া মোটের মাথায় ভাল হয়।

আমরা যখন দেশ-গাঁয়ে পড়িতাম তখন দেশ-গাঁয়ে বইয়ের আমদানী খুব কম ছিল। অন্য বইত দূরের কথা বৎসরান্তে পাঠ্য বই কেনাও মহা হাঙ্গামার বিষয় ছিল, কারণ সহর ব্যতীত সেগুলি সংগ্রহ করিবার অন্য উপায় ছিল না। ইহার ফলে আমাদের ভিতরে একটা প্রথা তখন পর্যন্ত বেশ চালু ছিল; তাহা হইল বই হাতে লিখিয়া লওয়া। গোটা বই-ই হাতে লিখিয়া লইতে দেখিয়াছি। আর পুরনো বই যোগাড় করিয়া তাহাতে দুই একটা নূতন বিষয় হাতে লিখিয়া লওয়া ইহাত আমরা প্রায় সকলেই করিতাম। ইহাতে অসুবিধা অনেক হইত বটে কিন্তু উপকারও কিছু হইত। পড়াশুনার ব্যাপারে অনেক গভীর নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় আসিত।

বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্বেও কিন্তু বই বলিতে তালপাতার পুঁথি বা দেশী তুলট কাগজের উপরে লেখা পুঁথির প্রচলন বেশ ছিল। মুদ্রিত পুঁথির দুষ্প্রাপ্যতা বা দুর্মূল্যতাই যে ইহার মুখ্য কারণ ছিল ঠিক তাহা বলা যায় না,—অনেক খানি কারণ ছিল

আমাদের গ্রন্থবিমুখতা। আমাদের সাহিত্যও কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত দেশ গাঁয়ে শাস্ত্রের সহিত অভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত হইত। গীতাচণ্ডীই যে আমাদের শাস্ত্রছিল তাহা নয়, রামায়ণ মহাভারত, শিবায়ন, মঙ্গলকাব্য, পদাবলী, চরিতগ্রন্থ, এমনকি বিবিধ পাঁচালীও একসঙ্গেই আমাদের রস পিপাসা এবং মোক্ষ পিপাসা মিটাত। আর এই সঙ্গে আমাদের মনের মধ্যে আর একটা বিশ্বাস গড়িয়া উঠিয়াছিল যে মুদ্রণের দ্বারা গ্রন্থের অমর্যাদা হয়। বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রের চাপে পড়িয়া পড়িয়া গ্রন্থের অন্তর্নিহিত মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়। এইজন্য অনেক সময় দেখিয়াছি, সস্তায় মুদ্রিত গ্রন্থ সুলভ হইলেও জনসাধারণের একটি অংশ তাহা কখনই ব্যবহার করিতেন না; তালপাতায় বা তুলট কাগজে গ্রন্থ লিখিয়া লইতেন। গ্রন্থ লেখা এবং লেখানো উভয়ই সে সময়ে অতিশয় পুণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। ধনবান লোক পুঁথি লেখাইয়া পুণ্যার্জনের চেষ্টা করিতেন।

পুঁথি সম্বন্ধে এই মধ্যযুগীয় সংস্কার অবশ্য শ্রদ্ধেয় নহে। কিন্তু পুঁথিকে অবলম্বন করিয়া অনেক সময় যে যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দেখিয়াছি তাহা অবশ্যই শ্রদ্ধার্হ। ভারতবর্ষের জৈন সাধুগণের মধ্যে পুঁথিলিখন চর্চা এখনও সুপ্রচলিত। জৈন সাধুগণ সাধারণতঃ মুদ্রিত গ্রন্থ পাঠ করেন না। ধর্ম-সংস্কার বাদ দিলেও তাঁহাদের মুদ্রিত পুস্তক পাঠ করিবার কতগুলি বাস্তব বাধা আছে। জৈন সাধুদের স্থায়ীভাবে কোথাও বসবাস করিবার নিয়ম নয়, দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া ধর্মের আচরণ এবং ধর্মের প্রচারই তাহাদের কাজ। এই ভ্রমণ ব্যাপারেও তাঁহারা কখনও কোন যানবাহন ব্যবহার করেন না,—কারণ পথে যানবাহন ব্যবহার করা তাঁহাদের মূল অহিংসাবাদেরই বিরোধী। এখনও তাই বছরে পাঁচ সাতশ মাইল তাঁহারা হাঁটিয়া চলেন। এই হাঁটিয়া চলিবার সময় তাঁহাদের সামান্য বস্ত্র ও ভিক্ষা পাত্র তাহাদের নিজেদের বহন করিতে হয়; আর বহন করিতে হয় পঠন পাঠনের প্রয়োজনীয় গ্রন্থসমূহ। কিন্তু অত্যাবশ্যক জৈন্য শাস্ত্রও নেহাৎ কম নহে, খান পঞ্চাশেক হইবে। এই পঞ্চাশ খানি তালপাতার বা তুলট কাগজের পুঁথি বহন করিয়া বেড়ানও একজনের পক্ষে সম্ভব নহে; তাই তাহাদিগকে গ্রন্থ সংক্ষেপ করিতে হয়। গ্রন্থসংক্ষেপ তাঁহাদিগকে দুই ভাবে করিতে দেখিয়াছি; প্রথমতঃ তাহারা অল্প বয়স হইতে জৈন শাস্ত্র মুখস্ত করিতে থাকেন। বহু সাধু দেখিয়াছি যাঁহাদের অভিধান পর্যন্ত মুখস্থ। অতিশয় প্রয়োজনীয় গ্রন্থ মুখস্থ করিয়া বাদবাকি গ্রন্থ তাঁহারা পুঁথিতে লিখিয়া লন। এই পুঁথি লেখা বিষয়ে স্বাভাবিকই তাহাদের একটি বিশেষ শিল্পের দিকে মন দিতে হয়, সে শিল্পটি হইল অতি ছোট অক্ষরে পুঁথি লিখিবার শিল্প—যাহাতে গ্রন্থের কলেবর বহন করিবার অনুপযোগী না হয়। জয়পুরে একবার এই জাতীয় সুক্ষাকারে লিখিত গ্রন্থ দেখিয়াছি; তাহার মধ্যে একখানি গ্রন্থ দেখিয়াছি, পনর ইঞ্চি লম্বা এবং তিনি ইঞ্চি পাশ ইহার দুই পাশে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করিয়া দুই ইঞ্চি বাদ এবং উপরে নীচে আধ আধ ইঞ্চি করিয়া বাদ দিয়া শ্লোক লেখা হইয়াছে; তাহাতে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় কিঞ্চিদধিক আড়াই শত শ্লোক লেখা হইয়াছে। ফলে একখানি মাঝারি আকারের গ্রন্থের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় চল্লিশ খানি গ্রন্থের নকল করা হইয়াছে। আমরা অনেক চেষ্টাকরিয়াও

কিছুই পড়িতে পারিলাম না, কোন দাগকে কোনও অক্ষর বলিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। কিন্তু লেখক নিজে যত্র তত্র গড়্‌গড়্‌ করিয়া পড়িয়া গেলেন। অন্যান্য সাধুদের ও পড়াইয়া দেখিলাম, দেখিলাম তাহাদেরও মোটামুটি পড়িয়া যাইতে কোন অসুবিধা হয় না। এইভাবে এই সব সাধুদের মধ্যে পুঁথি নকল করিবারই বিশেষ একটি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কত সংক্ষেপে অথচ কত সুষ্ঠভাবে গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে, ইহার জন্য সাধনা ও অধ্যবসায় দেখিলে আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়।

প্রারম্ভে এক জাতীয় লোকের কথা উল্লেখ করিয়াছি যাহারা শুধু গ্রন্থ কিনিয়া ঘর সাজান কিন্তু গ্রন্থ পড়েন না। কিন্তু আর একদল লোক দেখিয়াছি যাঁহাদের সত্যকারের পরিচয় দিতে হইলে গ্রন্থ পাগল ব্যতীত অন্য আখ্যা দেওয়া যায় না। আমরা একটি চলিত কথা সবাই জানি, মাছের চুপড়ির গন্ধ না হইলে মেছোনীর রাত্রে ঘুম হয় না। ঠিক এমন ভাবেই দুই একজন লোক নিজের চক্ষে দেখিয়াছি সারাদিনে নিজেদের চারি পাশে কিছু বই ছড়াইয়া না রাখিলে তাঁহাদের শুধু ঘুম নয়, আহার বিহারও ঠিক ভাবে হয় না। এই প্রসঙ্গে কাশীধামের বহুশ্রুত এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহা মহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিতে পারি। একখানি ঘরের সর্বত্রই বই—আনাচে-কানাচে বই—মেঝেতে ভাগে ভাগে রক্ষিত বিবিধ বই ও কাগজ পত্র মাঝখানে ছোট একখানি বিছানার মত তাহাতে একটি তাকিয়া; দিবসে তাহা বসিবার আসনের কাজ করে নিশীথে শয্যারূপে ব্যবহৃত হয়। একটি ঘরে নিশিদিনে খালি বই—আর বই—আর শুইয়া বসিয়া একটি মানুষ। কলিকাতায় দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে দেখিয়াছি। যে ঘরে প্রায় সদা সর্ব্বদা থাকিতেন তাহা বইয়ে বইয়ে ঠাসা না থাকিলেই তাঁহাকে কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে দেখিতাম; ফাঁকা ঘরেই যেন তিনি হাঁপাইয়া উঠিতেন। চেয়ার টেবিলে তিনি কাজ করিতে ভাল বাসিতেন না, তাহার মুখ্য কারণ—তাহাতে হাতের কাছে এবং নিজের চারিদিকে ছড়াইয়া বই রাখা যাইত না; তাই একটি খাটে বসিতেন—আর চারিদিকে বই ছড়াইয়া লইতেন। বাড়ি হইতে যখন বাহির হইতেন তখন কয়েকটি ধামায় ভরিয়া বই লইতেন গাড়িতে। পায়খানায় যাইবার সময় হাতে কিছু মাসিক পত্রিকা এবং এডগার ওয়ালেসের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লইয়া যাইতেন। একদিন দুপুরের পর গিয়া দেখি তিনি ধামা ভরিয়া বই বাছাই করিতেছেন—জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সেদিন বোট্যানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াইতে যাইবার কথা। একদিনের কথা বলিয়া শেষ করি। অতিরিক্ত রক্তের চাপে এবং বই পড়ার জন্য অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে তাঁহার বাম চক্ষুটির রক্তবাহী শিরা ফাটিয়া গিয়া চক্ষুটি নষ্ট হইয়া গেল। তাঁহাকে সেই অবস্থায় মেডিকেল কলেজের একটি ক্যাবিনে রাখা হইল। সেই অবস্থায় সেই ক্যাবিনে বসিয়া তিনি একটি কলেজের লোককে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, রাত্রের জন্য তাঁহাকে দুই চারি খানি বই পৌছাইয়া দিতে পারে কিনা। সে লোকটি বলিল,—'সর্বনাশ, এই অবস্থায় আপনি এই খানে আবার বই পড়বেন? বলেন কি?' তিনি চুপি চুপি আবার উত্তর করিলেন—না রে না, পড়বনা,—এই একটু হাতে নাড়াচাড়া করব!

(বেঙ্গল পাবলিশার্সের সৌজন্যে শশিভূষণ দাসগুপ্তের 'ব্যান ও বন্যা' গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

কাগজ

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

মনের ভাবকে ধরে রাখবার প্রয়োজনে মানুষ লেখার আবিষ্কার করে। কোন বস্তুর উপরে কোন সুচাল যন্ত্রের দ্বারা খোদাই করে মানুষ লেখা সুরু করে। মানুষের প্রথম লেখার বস্তু ছিল পাথর। মিশরীয় হিয়ারো গ্লিফ, হিতাইতের পুরাণ হস্তলিপি এ সবই লেখা হ'য়েছিল পাথরের উপর। সুমেরীয় কিলকাকৃতি লেখা এবং প্রাচীন এশীয় সভ্যতার যে সকল নমুনা পাওয়া যায় সে সব লেখা প্রথম লেখা হত নরম মাটির চাকতির উপর এবং পরে চাকতিগুলিকে পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়া হ'তো। মোহম্মদের আমলে আরব দেশের লোকেরা উটের হাড় ব্যবহার করতো লেখবার জন্যে।

নরম বস্তুর উপর রং-এর দ্বারা লেখা সুবিধে হয় বলে মানুষ ক্রমশ, কাঠ, গাছের ছাল, তালপাতা, কাপড়, চামড়ার উপর লেখা সুরু করে। কাঠের চাকতির উপর মোমের আবরণ দিয়েও মানুষ লেখার আধার সৃষ্টি করেছিল।

প্যাপিরাস (Papyrus), পার্চমেণ্ট, কাগজ, এ সবের ব্যবহার সুরু হয় খৃষ্টিয় সভ্যতার সুরু থেকে। প্যাপিরাস প্রথম ব্যবহৃত হয় মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময়ে। কাগজ প্রথম আবিষ্কৃত হয় চীন দেশে এবং পরে আরব দেশের লোকেরা কাগজ ইউরোপে নিয়ে আসে প্রথম একাদশ শতাব্দীতে।

৭ম শতাব্দী পর্যন্ত প্যাপিরাস কেবল মিশরেই তৈরী হ'তো। কেমন করে প্যাপিরাস তৈরী হ'তো তার বর্ণনা Pliny তাঁর "natural history" নামক পুস্তকে দেন। প্যাপিরাস হ'লো এক ধরণের গাছের গোড়া থেকে পাতলা করে চিরে নেওয়া অংশ। এই গাছ সাধারণতঃ নাইল নদীর ধারে জন্মায়। এই গাছের গোড়ার পাতলা করে কাটা অংশ গুলি প্রথমতঃ লম্বালম্বি ভাবে পাশাপাশি রেখে তার উপর আড়া আড়ি ভাবে আর কতগুলি টুকরা রেখে তার উপরে চাপ দিয়ে টুকরাগুলিকে পরস্পরের উপরে জুড়ে দেওয়া হ'তো এবং পরে তা পরিষ্কার করে এবং পালিশ করে বাজারে বিক্রি করা হ'তো। কিন্তু প্যাপিরাস লেখবার মাধ্যম হিসাবে মোটেই স্থায়ী ছিলনা এবং প্যাপিরাসের ব্যবহার একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায় একাদশ শতাব্দী থেকে।

এশিয়া মাইনরের পারগাম (Pergamme) অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রথম পার্চমেণ্ট আবিষ্কার করে, অবশ্য এটা কিংবদন্তী। ভেড়ার, ছাগলের বা কচি বাছুরের চামড়া থেকে পার্চমেণ্ট তৈরী হ'তো। ১ম শতাব্দীর শেষের দিকে প্রথম পার্চমেণ্ট ব্যবহৃত হয়। ৪র্থ শতাব্দীতে পার্চমেণ্ট যথেষ্ট ব্যবহৃত হ'তো এবং ৯ম শতাব্দী থেকে ত্রয়দশ শতাব্দী পর্যন্ত

পার্চমেণ্টের ব্যবহার খুব বেশী চালু হয়েছিল। পার্চমেণ্ট যখন বিরল হ'য়ে দাঁড়াত তখন পুরাণ পুথির পাতা চেঁচে ফেলে আবার নতুন বই লেখা হতো।

পরিষ্কার করা চামড়াকে সমকোণী চতুর্ভুজ করে কেটে নিয়ে দুটি ভাঁজ করা হ'তো ফলে হ'তো দুখানি পাতা বা চারখানি পৃষ্ঠা।

ন্যাকড়া থেকে কাগজ তৈরী করে প্রথম চীনেরা। ২য় শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় লেখার নমুনা কাগজের উপর পাওয়া যায়। মধ্য যুগের গোড়ার দিকে সমরখন্দ ছিল কাগজ তৈরীর কেন্দ্র। আরব দেশের লোকেরা প্রথম নিজেদের দেশে চীন থেকে কাগজ নিয়ে আসে ৮ম শতাব্দীতে এবং পরে আরব দেশের লোকেরাই ইউরোপে কাগজ নিয়ে যায়। মুসলমানরা যখন প্রথম স্পেনে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে তখন স্পেনে প্রথম কাগজের চলন হয়। সবচেয়ে পুরান কাগজের নমুনা Silos (Burgos সহরের কাছে) সহরে পাওয়া যায়। (অনুমান ১১শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ কাগজ তৈরী হ'য়েছিল) ইউরোপে স্পেন প্রথম কাগজ তৈরী করে। মধ্যযুগে বেশীর ভাগ কাগজই তৈরী হ'তো শণের আঁশ ও ন্যাকড়া থেকে। ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত যে সব কাগজ হ'তো সে সব কাগজ খুব বেশী নমনীয় ছিলনা, সে কারণে বেশী ভাঁজ করা সম্ভব হ'তো না এবং তৈরী করার খরচও পড়তো খুব বেশী। ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত কাগজ ছাঁচের উপরে হাতে করে তৈরী করা হ'তো। পাশ্চাত্যে কাগজের উপর জলছাপ দেওয়ার রীতি সুরু হয় ১৩শ শতাব্দী থেকে। প্রাচ্যে কাগজের উপর জলছাপ দেওয়ার রীতি ছিলনা। কাগজের প্রচলন খুব ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কাগজের ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে ছাপাখানার আবিষ্কারের পর।

বিলাতে প্রথম কাগজের কল তৈরী হয় ১৪৯৪ সালে। এই কাগজের কল স্থাপনা করেন John Tate the younger। এবং এই কলের কাগজ Wynkyn de Worde ১৪৯৪ সালে ছাপার কাজের জন্য ব্যবহার করেন।

কাগজ তৈয়ারীর উপাদান

আমরা পূর্বেই বলেছি কাগজের উপাদান ছিল ন্যাকড়া এবং শনের আঁস। কিন্তু তাতে খরচা পড়তো বেশী এবং কাগজ বেশী নমনীয় হ'তো না। কিন্তু কাগজের প্রচলন বেশী না থাকায় এ সব উপাদানে কাগজ তৈরী করে কাগজের প্রয়োজন মেটান সম্ভব হ'তো। আধুনিক যুগে কাগজ মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—এখন কাগজের উপাদান হ'চ্ছে নানা প্রকার উদ্ভিদের আঁশ। এই আঁশকে পরস্পর থেকে ভিন্ন করে নিয়ে এবং নানা উপায়ে পরিষ্কার করে কাগজ তৈরী করা হয়। সুতরাং পার্চমেণ্ট, প্যাপিরাস ও কাগজ তিনটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু য'দও এই তিনটি বস্তুর উদ্দেশ্য এক।

আধুনিক কাগজের উপাদান সাধারণতঃ চার প্রকারের :—

ক। ন্যাকড়া, তুলা এবং সনের আঁশ একত্রে মেশান।

খ। কাঠের আঁশ। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা আঁশগুলিকে আলাদা করে নেওয়া হয়।

গ। খড় এবং ঘাস।

ঘ। বাঁশের আঁশ।

কাগজের উপাদান যত ভালো হ'বে অর্থাৎ আঁশগুলি যত লম্বা হ'বে এবং যত শক্ত হ'বে এবং আঁশগুলিকে আলাদা করবার জন্যে রাসায়নিক পদার্থ যত কম মেশান হ'বে কাগজ তত মজবুত এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হ'বে।

তুলার আঁশ এবং শনের আশ মিশ্রণে যে কাগজ তৈরী হয় তা বহুকাল স্থায়ী হয়।

বাঁশ ও কাঠ থেকে কাগজ তৈরী হয় দু' প্রকারের। প্রথম উপায়ে বাঁশ ও কাঠকে গুড়িয়ে নিয়ে সেই গুঁড়ার মাড় থেকে কাগজ তৈরী করা হয়। ফলে আঁশগুলি লম্বা থাকেনা এবং আঁশের অন্তর্বর্তী অন্য বস্তুও আঁশের সঙ্গে থেকে যায়, সেজন্যে এ উপায়ে যে কাগজ তৈরী হয় তা বেশী দিন থাকে না, এবং সহজেই সে সব কাগজের রং হলদে হ'য়ে যায়।

কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যখন বাঁশের বা কাঠের আঁশগুলিকে আলাদা করে নেওয়া হয় তখন আঁশগুলি লম্বা থাকে এবং আঁশের অন্তর্বর্তী অন্য বস্তু সম্পূর্ণভাবে আলাদা হ'য়ে যায় ফলে এই আঁশ থেকে যে কাগজ তৈরী হয় তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং তার রংও শীঘ্র হ'লদে হয়ে যায় না।

ঘাস থেকে (Esparto grass) যে কাগজ তৈরী হয়, তা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিষ্কৃত কাঠের আঁশ থেকে তৈরী কাগজ অপেক্ষা কম স্থায়ী। Esparto ঘাস থেকে সাধারণত খুব হালকা কাগজ তৈরী হয়।

আরও কয়েক ধরণের কাগজ :—

১। Japanese Vellum. জাপানে তৈরী এক প্রকারের শক্ত ও মসৃণ কাগজ। এই কাগজ তৈরী হয় Brousonetia নামক এক প্রকার উদ্ভিদ থেকে। খোদাই করা ছবি ছাপবার জন্য সাধারণতঃ এ কাগজ ব্যবহার করা হয়।

২। China paper. খুব পাতলা রেশমের মত নরম কাগজ। বিশেষ করে প্রুফের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩। Ramie. শক্ত এবং পাতলা কাগজ। সাধারণতঃ নোট ছাপবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৪। India paper খুব পাৎলা, এবং স্বচ্ছ ও শক্ত কাগজ। ১৮৪২ সালে এ ধরণের কিছু কাগজ বিলাতে নিয়ে যাওয়া হয় প্রাচ্য দেশ থেকে এবং প্রথম ব্যবহার করে Clarendon Press।

কাগজ তৈরী

কাগজ তৈরীর প্রথম ধাপ হ'চ্ছে কাগজের উপাদানকে ভাঙ্গা। উপকরণকে ভাঙ্গার উদ্দেশ্য হচ্ছে উপকরণের আঁশগুলিকে আলাদা করে নেওয়া। আঁশগুলিকে আলাদা করে নেওয়া যায় দুটি উপায়ে। যন্ত্রের দ্বারা কাগজের উপাদানকে কুটে নিয়ে আঁশগুলিকে আলাদা করে নেওয়া যেতে পারে, না হয় রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে উপাদানের আঁশগুলিকে আলাদা করে নেওয়া যায়।

ন্যাকড়া থেকে কাগজ তৈরী করবার আগে ন্যাকড়াগুলিকে ভালো করে ধুলা ঝেড়ে নিয়ে টুকরা করে ফেলা হয়, পরে ন্যাকড়ার টুকরাগুলিকে কষ্টিক সোডা এবং অন্যান্য ক্ষারের সহিত সিদ্ধ করে নেওয়া হয়। ফলে ন্যাকড়ার আঁশগুলি সম্পূর্ণভাবে আলাদা হ'য়ে যায়।

ঘাস থেকে কাগজ তৈরী করবার আগে ঘাসকে ধুলা ঝেড়ে কষ্টিক সোডার সংমিশ্রণে ফুটিয়ে নেওয়া হয়।

বাঁশ বা ঐ ধরণের উপাদানকে প্রথমে যাঁতায় গুড়িয়ে নিয়ে, গুড়া উপাদানকে জলে ধুয়ে নিয়ে আঁশগুলিকে আলাদা করে নেওয়া হয়।

বাঁশ বা ঐ ধরণের উপাদান থেকে রাসায়নিক উপায়ে আঁশগুলিকে আলাদা করে নেবার জন্যে উপাদানকে প্রথম টুকরা করে নিয়ে টুকরাগুলিকে রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণে ভাটিতে ফোটান হয়। এ ক্ষেত্রে যে রাসায়নিক দ্রব্য মেশান হয় তার নাম হ'চ্ছে Sodium bisulphite।

Caustic Soda বা খারের সহিত ফোটানর পর সিদ্ধ করা ন্যাকড়াকে "Breaker" (ভাঙ্গন-যন্ত্র)—এর মধ্যে ফেলা হয়। "Breaker" এর কাজ হ'চ্ছে আঁশগুলিকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে নেওয়া। এই আঁশগুলিকে নিয়ে ফেলা হয় "Potcher"-এ। এখানে ন্যাকড়ার আঁশগুলিকে Bleaching পাউডারের সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে সাদা করে নেওয়া হয়। এ অবস্থায় কাগজের যে উপাদান তৈরী হ'লো তাকে বলে "Half stuff"। এই অবস্থায় আঁশগুলি যথেষ্ট ক্ষুদ্র করে ভাঙ্গা হয়না এবং সেই কারণে এই উপাদান থেকে কাগজ করলে কাগজ মসৃণ হয় না।

কাগজের এই উপাদানকে "Beater" বা "Hollander"-এর মধ্যে ফেলা হয়। "Beater" বা "Hollander" ডিম্বাকৃতি বারকোসের ন্যায় এক প্রকার আধার, এই আধারের গর্ভে কতগুলি ছুরি থাকে। এই আধারের ভিতর কতগুলি ছুরি সম্বলিত পিপা ঘুরতে থাকে। কাগজের আঁশগুলি এই দুইদফা ছুরির মধ্যে দিয়ে যাবার সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। "Beater"-এর মধ্যে আঁশগুলি প্রয়োজন মত ক্ষুদ্র অংশে ভাঙ্গতে না পারলে ভালো কাগজ তৈরী হয় না। আঁশগুলি অতিক্ষুদ্র অংশে ভাঙ্গা হ'য়ে গেলে তা থেকে যে কাগজ তৈরী হয় সে কাগজ হয় খুব হালকা অথচ মোটা। এ ধরণের কাগজকে বলে Antique। এধরণের কাগজ ব্যবহার করা হয় অল্পপ তার বইকে মোটা করবার জন্যে। আঁশগুলিকে যত বেশী জলে যত ধীরে ধীরে, ভোঁতা ছুরির দ্বারা ভাঙ্গা হ'বে কাগজ তত ভালো হ'বে। এধরণের কাগজকে Bank paper বা Ledger paper বলা হয়।

ভাঙ্গার কাজ শেষ হ'লে আঁশের সাথে চীনা মাটি, ফ্রেঞ্চচক, বা ঐ ধরণের অন্যকোন বস্তু মিশ্রিত করা হয়। এই মিশ্রণকে বলে loding। লোডিং-এর কাজ হ'চ্ছে আঁশগুলির মধ্যে ফাঁকা অংশকে ভরে দেওয়া যাতে কাগজ মসৃণ হয় এবং অস্বচ্ছ হয়। চীনামাটি ফ্রেঞ্চচক ইত্যাদি বেশী পরিমাণে মেশালে কাগজ ভঙ্গুর হয়ে যায়।

আঁশগুলিকে লোডিং করার পর কাগজের উপাদান থেকে কাগজের তা (sheet) করা যেতে পারে। কিন্তু কাগজের উপর কালি দিয়ে লিখলে কালির অবস্থা ব্লটিং পেপারে

লেখার মত না হ'য়ে যায় সে জন্যে লোডিংএর সঙ্গেই Sizing-এর কাজ করা হয়। Sizing করা হয় সাধারণত Beater-এ এবং sizing এর জন্য ব্যবহার করা হয় আটা জাতীয় কোন বস্তু বা সিলিকেট অব সোডা (Silicate of Soda)। সাইজিংএর কাজ হ'চ্ছে আঁশগুলিকে একটির সঙ্গে আর একটিকে সম্পূর্ণভাবে জুড়ে দেওয়া ফলে দুইটি আঁশের অন্তর্বর্তি অংশ কালি শুষে নিতে পারে না। Beater-এ যখন Sizing করা হয় এবং সেই উপাদান থেকে যে কাগজ তৈরী হয় সে কাগজকে বলে "Engine Sized"। কাগজের তা তৈরী করার পর একটি টবে রক্ষিত জিলাটিনের মধ্যে ডুবিয়ে নিয়েও কাগজকে Size করা হয়। এভাবে কেবল কাগজের দুই পিঠকে Size করা হয়।

হাতে গড়া কাগজ

উপরের শেষ পর্য্যন্ত কাগজের যে মণ্ড তৈরী করা হ'লো সে মণ্ড থেকে কাগজের তা (sheet) বা বিভিন্ন মাপের এক একখানি কাগজ তৈরী করা হয়। কাগজের এই মণ্ড একটি ভাঁটিতে থাকে। ভাঁটিদার (Vatman) একটি ছাঁকনি করে একখানি কাগজ করবার জন্য যতটুকু মণ্ড প্রয়োজন ততটুকু মণ্ড তুলে নেয়। এই ছাঁকনির দুটি অংশ। একটি অংশের তলার দিকে থাকে সরু তার কতগুলি লম্বালম্বি ভাবে এবং কয়েকটি আড়াআড়ি ভাবে দ্বিতীয় অংশ হ'চ্ছে একটি কাঠের ফ্রেম, এই ফ্রেমখানি ছাকনির ভিতর বসিয়ে দেওয়া হয়। এই ফ্রেমটি ছাকনির ভিতর বসিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে যাতে প্রয়োজনীয় আয়তনের বেশী মণ্ড ছড়িয়ে না পড়ে। এই ফ্রেমের নাম Deckle। ছাকনির ভিতর এই ফ্রেম বসিয়ে দেওয়া সত্বেও চারিদিকে মণ্ড কিছুটা ছড়িয়ে পড়ে সে কারণে হাতে গড়া কাগজের চারিধার অসম হয়। মণ্ডর জলীয় অংশ থেকে ঝরে যায় এবং ছাকনির ভিতর থাকে একখানি কাগজ।

এর পর কাগজখানিকে ছাকনি থেকে তুলে নিয়ে শুকানর ব্যবস্থা করা হয়। এই ভিজা কাগজকে বলে "Water leaf" .

হাতে গড়া কাগজ শক্ত ও মজবুত হয় তার কারণ "ভাটিদার" ছাঁকনীতে মণ্ড তুলে নেবার পর ছাকনিটি আড়াআড়ি ভাবেও কামনা কামনি ভাবে নাড়তে থাকে ফলে আঁশগুলি পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে সংযুক্ত হ'য়ে যায়। কলে তৈরি কাগজ হাতে গড়া কাগজের মত শক্ত হয়না তার কারণ কলে ছাঁকনীর উপর কাগজের মণ্ডকে কেবল আড়াআড়ি ভাবে নাড়া সম্ভব হয় ফলে আঁশগুলি সম্পূর্ণ ভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয় না।

ভিজা কাগজ খানিকে তুলে নিয়ে একখানি জমান কাপড়ের (felt) উপর রাখা হয় এবং কাগজ খানির উপর আর একখানি জমান কাপড় রাখা হয়। এমনি ভাবে একখানি কাগজের উপর আর একখানি কাগজ রাখার ফলে অনেকগুলি কাগজের একটি তাড়া (fost) হ'লে সেই তাড়াটির উপর যন্ত্রের সাহায্যে চাপ দিয়ে কাগজ থেকে আরও কিছু জল বার করে দেওয়া হয় এবং পরে কাগজ গুলিকে চার পাঁচখানি এক সঙ্গে শুকাতে দেওয়া হয়। হাতে গড়া কাগজকে সাধারণতঃ টবে Size করা হয়। পরে কাগজগুলিকে আবার শুকিয়ে

নিয়ে দুই খানি পালিস করা তামার চাদরের মধ্যে রেখে চাপদিয়ে মসৃণ ও পাৎলা করে নেওয়া হয়।

হাতে গড়া কাগজে ছাঁকনীর তারের জলছাপ থাকে। ছাঁকনীর তার সাধারণত লম্বালম্বি ভাবে থাকে এবং এ-তারগুলি সরু। এই সরু তার গুলিকে বেঁধে রাখবার জন্যে আড়াআড়ি ভাবে কয়েকটি তার থাকে। এতার-গুলি একটু মোটা। সরু তার গুলির ছাপকে বলে "Wire lines"—বাংলায় "টানা" বলা যেতে পারে এবং আড়াআড়ি যে তার থাকে তার ছাপকে বলে "Chain lines"—বাংলায় বলা যেতে পারে "পোড়েন"। একখানি ভাঁজ করা কাগজের পাতায় টানা আর পোড়েনের অবস্থান থেকে একখানি কাগজকে ক'ভাজ করা হ'য়েছে তা বলা যেতে পারে।

ছাঁকনীর তলদেশে তারের পরিবর্ত্তে ফুটা করা একখানি ক্ষত চাদর থাকতে পারে বা একই ধরণের মোটাতার সম্মত দূরত্বে আড়াআড়ি ভাবে বা লম্বা লম্বি ভাবে থাকতে পারে। এধরনের ছাকনী থেকে যে কাগজ হয় তাকে বলে "Wove paper" এবং তারের জল ছাপ যুক্ত কাগজকে বলে "laid paper"।

হাতে গড়া কাগজের ক্ষুরগুলি অসম হয় একথা আমরা আগেই বলেছি। পুস্তক বিজ্ঞানের দিক থেকে এই অসম ক্ষুরের কোন মূল্য নেই। তবে এই অসম ক্ষুর দেখে বোঝা যায় বইয়ের কাগজ হাতে গড়া এবং এই বাঁধাবার সময় বইয়ের ক্ষুরগুলি ছাঁটা হয়নি।

কাগজে টানা ও পোড়েনের জল ছাপ ব্যতীত অন্য কোন ধরণের নক্সার চাপ থাকতে পারে। ছাঁকনির তারের সঙ্গে তারের নক্সা সংযুক্ত করলেই কাগজে জল ছাপ ওঠে। কাগজের অর্দ্ধাংশে সাধারণত এই জল ছাপ থাকে এবং কাগজের অপরার্দ্ধেও অনেক সময় তারে একটি জল ছাপ থাকে। এই জল ছাপকে বলে Crenter mark. একখানি ভাঁজ করা কাগজে জল ছাপের অবস্থান দেখে বোঝা যায় কাগজ খানি ক'ভাঁজ করা হ'য়েছে।

কলের দ্বারাও হাতে গড়া কাগজের অনুকরণে কাগজ তৈরী করা যায়।

কলে তৈরী কাগজ

কাগজ তৈরী করবার জন্যে সাধারণত Fourdrinier যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। কাগজ তৈরী করবার জন্য "মণ্ড" তৈরী করা হ'লে মণ্ডকে একটি আধারে নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়। এই আধারকে "Stuff chusl" বলে। "Stuff chusl" থেকে কাগজের মণ্ড গিয়ে পড়ে "feed bag"-এ। এখানে মণ্ডকে আরও তরল করা হয় যাতে জল ও আঁশের পরিমান ১:৯৯ অর্থাৎ জল থাকবে নিরানব্বই ভাগ এবং আঁশ থাকবে একভাগ। পরে মিশ্রিত তরল পদার্থকে পরিস্কৃত করা হয় যাতে আঁশ গুলির জট ছাড়ান হ'য়ে যায় এবং যা কিছু ময়লা থেকে আঁশগুলি সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হ'য়ে যায়। তার পর এই তরল পদার্থ গিয়ে পড়ে সীমা হীন চলন শীল তারের জালের উপর। এই জাল ছাকনির কাজ করে। এই জালের পাশ দিয়ে যাতে আঁশ মিশ্রিত তরল পদার্থ গড়িয়ে না পড়ে সেই জন্যে তারের দু'পাশে বন্ধনী থাকে।

এই রবারের বন্ধনী Dekle-এর কাজ করে। আঁশ মিশ্রিত তরল পদার্থ তারের জালের উপর দিয়ে যাবার সময় জল ঝরে পড়তে থাকে এবং তারের জালের উপর পড়ে থাকে আঁশের চাদর, কাগজের সীমাহীন চাদর। এই চাদর ক্রমে দুইটি বেলন যন্ত্রের ভিতর দিয়ে যেতে থাকে এবং এই বেলন যন্ত্রের চাপে কাগজ ক্রমশঃ মসৃণ এবং পাতলা হ'য়ে যেতে থাকে এবং এই বেলন যন্ত্র (Dandy) থেকেই কাগজের উপর "জলছাপ" পড়ে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হ'বে যে কলের তৈরী কাগজে যে ছাপ দেওয়া হয় তা উপর থেকে চাপ দেওয়া হয় কিন্তু হাতে গড়া কাগজে যে জলছাপ থাকে তা নীচে থেকে চাপের ফলে ওঠে।

এর পরে কাগজের চাদর যায় আর দুইটি বেলন যন্ত্রের ভিতর দিয়ে। এই বেলন দুটিতে নরম felt (জমান কাপড়) জড়ান থাকে। এই বেলনের চাপে ভিজা কাগজের চাদর কতকটা শুকিয়ে যায়। এখান থেকে চাদর আরও কতগুলি বেলন যন্ত্রের ভিতর দিয়ে যায় এবং এ-যন্ত্রগুলির কাজ হ'চ্ছে কাগজকে শুষ্ক করা। যদি কাগজের মণ্ডের সহিত গোড়ার দিকে "size" মেশান না হয়ে থাকে তা হ'লে কাগজের চাদরকে "Sizing Tube"-এর ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে আবার তা যন্ত্রের দ্বারা শুকিয়ে নেওয়া হয়।

নরম ও হালকা কাগজকে বেলনের দ্বারা বেশী চাপ দেওয়া হয় না এবং পালিশ করা হয় না।

কাগজের শেষ কাজ (finishes)

Machine finish : বিভিন্ন বেলন যন্ত্রের ভিতর দিয়ে যাবার সময় কাগজের চাদরের উপর জলের ছিটা দেওয়ার ফলে এবং চাপের ফলে কাগজের দুই পিট মসৃণ হয়।

Antique finish : আঁশগুলি ছুরির দ্বারা খুব তাড়াতাড়ি ভাঙ্গা হয় এবং loading বেশী ব্যবহার করা হয় না। বেলন যন্ত্রের দ্বারা বেশী চাপ দেওয়া হয় না। এ-ধরণের কাগজ হয় পুরু এবং হাল্কি।

Super calendering : খুব বেশী চাপ দিয়ে ও জলের ছিটা দিয়ে তৈরি মসৃণ ও ভারি কাগজ। বই ছাপার জন্য এই কাগজ বেশী ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় এই কাগজকে নকল আর্টপেপারের মত মনে হয়।

Art paper : esparto ঘাস থেকে তৈরী কাগজের উপর চিনা মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। লাইব্রেরীতে এ-কাগজ বিশেষ কাজের নয়। এ ধরণের কাগজে তৈরি বই বেশী চাপের মধ্যে রাখলে পাতাগুলি একখানির উপর আর একখানি জুড়ে যায় কারণ এই কাগজের উপর চীনামাটি লেপিয়া দেওয়া থাকে এবং চীনামাটির জল শোষণ করার ক্ষমতা আছে এবং অল্প আর্দ্রতায় চীনামাটি আঠার মত নরম হয়ে যায়।

Imitation art paper : আঁশগুলি ভাঙ্গিবার সময় আঁশের সহিত Size মেশান হয়। Size-এর সঙ্গে চীনা মাটি থাকে ফলে Art paper-এর মত এই কাগজের দোষ থাকে। এই কাগজ Art paper-এর মত মসৃণ নয় সে জন্যে এ কাগজের উপর ছবি ভালো ছাপা হয় না।

Plate-glazing—Plate glazing-এর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তামার চাদরের মধ্যে চাপের দ্বারা কাগজকে মসৃণ করা হয়। এ কাগজের দাম বেশী।

হাতে গড়া কাগজ এবং কলে তৈরী কাগজ

কাগজের উপাদানের উপর কাগজের স্থায়ীত্ব নির্ভর করে—কাগজ তৈরীর পন্থার উপর কাগজের স্থায়ীত্ব বিশেষ নির্ভর করে না। সুতরাং হাতে গড়া কাগজে যে উপাদান ব্যবহার করা হয় সেই উপাদান যদি কলে তৈরী কাগজে ব্যবহার করা হয় এবং প্রথম মণ্ডকে যদি ঠিকমত তৈরি করা হয় তাহ'লে কলে তৈরি কাগজ হাতে তৈরি কাগজেরই সমতুল্য হয়।

হাতে তৈরি কাগজ যে ভাবেই ছেঁড়া হ'ক মনে হবে বেশ শক্ত। কলে তৈরি কাগজ আড়াআড়ি ভাবে ছিঁড়লে শক্ত মনে হয় কিন্তু লম্বালম্বি ভাবে ছিঁড়লে শক্ত মনে হয় না তার কারণ কাগজের তা করবার সময় হাতে তৈরি কাগজের ছাঁকনির সামনা সামনি ভাবে ও আড়াআড়ি ভাবে নড়ান হয় ফলে আঁশগুলি পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে জুড়িয়া যায়। কলের ছাঁকনিকে কেবল আড়াআড়ি ভাবে নড়ান হয় সে কারণে আঁশগুলি কেবল লম্বালম্বি ভাবে থাকে ফলে আঁশের বুনোন ঠিক হয় না।

হাতে গড়া কাগজ করবার সময়, এক একখানি কাগজ করবার জন্য ছাঁকনিতে মণ্ড আন্দাজে তুলে নেওয়া হয় ফলে কাগজগুলির পুরুত্ব সমান থাকে না এবং কাগজের ধারের দিক হয় মোটা এবং মাঝখান হয় পাৎলা।

হাতে গড়া কাগজের দাম বেশী। হাতে গড়া কাগজে এখনও ছাপা হয় কিন্তু বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত হাতে গড়া কাগজ ব্যবহার করা হয় না। প্রয়োজনের দিকটা বিচার করে হাতে গড়া কাগজ ব্যবহার করা হ'বে কি কলে করা কাগজ ব্যবহার করা হবে তা ঠিক করা উচিত।

কাগজের ভালোমন্দ

ন্যাকড়া এবং শনের আঁশ থেকে হাতে গড়া কাগজ হয় সবচেয়ে বেশী শক্ত, সুতরাং স্থায়ীত্ব সম্পূর্ণ করতে গেলে হাতে গড়া কাগজ ব্যবহার করা প্রয়োজন। কাগজের মণ্ড পরিষ্কার করবার জন্য ফটকিরীর পরিমাণ বেশী ব্যবহার করলে কাগজ বেশী স্থায়ী হয়না; সুতরাং কাগজের রং একেবারে সাদা না হ'লেও ভালো। ধব-ধবে সাদা কাগজের উপর কালো লেখা পড়া চোখের পক্ষে আরাম দায়ক হয়না সে কারণে অনেক সময় মণ্ডের সঙ্গে অন্য রং মিশিয়ে নেওয়া হয়। দুধের সরের ন্যায় রংএর কাগজ চোখের পক্ষে আরাম দায়ক। কাগজ তৈরি হবার পর তাকে টবের মধ্যে Size করা দরকার।

দ্বিতীয় স্তরের কাগজ রাসায়নিক দ্রব্যের দ্বারা ভাঙ্গা কাঠের আঁশ থেকে তৈরি। এ-ধরণের কাগজও বহুকাল স্থায়ী হয়। এই ধরণের কাগজ Size করা হয় কাগজ তৈরি হবার আগে। কাগজ তৈরি করবার পূর্বে কাগজের আঁশকে bleaching পাউডার থেকে মুক্ত করবার জন্য ভালো করে ধুয়ে ফেলা প্রয়োজন।

এত গেল কাগজের গঠন অনুযায়ী কাগজের ভালোমন্দ কি ভাবে নির্ভর করে সে কথা। এছাড়া কাগজ যথেষ্ট অস্বচ্ছ হওয়া দরকার যাতে এক পিঠের ছাপা অন্য পিঠে দেখতে না পাওয়া যায়।

কাগজ শীঘ্র নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রধান একটি কারণ হ'চ্ছে কাগজের উপাদানে Cholorin এর কিছু অংশ থেকে যাওয়া। সুতরাং কাগজের আঁশকে পরিষ্কার করার পর যত ভালো করে ধোয়া হবে কাগজ তত বেশী স্থায়ী হ'বে।

কাগজের মাপ

কাগজের মাপ সব দেশে সমান হয় না। Foolscap কাগজ বিলাতে যে মাপের হয় ভারতে সে মাপের হয় না।

ইংলণ্ডে তৈরি কয়েকখানি চলতি কাগজের মাপ :—

Large foolscap	17″ × 13½″
Crown	20′ × 15″
Large post	21″ × 16½″
Demy	22½″ × 17½″
Medium	23″ × 18″
Royal	25′ × 20″
Large Royal	27″ × 20″
Imperial	30″ × 22″

উপরের মাপের কাগজগুলি সাধারণ মাপের বইয়ের আকারে ভাঁজ করলে কি মাপের বই হয় :—

কাগজের মাপ	২ ভাঁজ (৪ পাতা ; ৮ পৃষ্ঠা)	৪ ভাঁজ (৮ পাতা ; ১৬ পৃঃ)
17″ × 13½″	8½ × 6¾″	6¾″ × 4¼″
20″ × 15″	10″ × 7½″	7½″ × 5″
21″ × 16½″	10½″ × 8¼″	8¼″ × 5¼″
22½″ × 17½″	11¼″ × 8¾″	8¾″ × 5⅝″
23″ × 18″	11½″ × 9″	9″ × 5¾
25″ × 20″	12½ × 10″	10″ × 6¼″
27″ × 20″	13½″ × 10″	10″ × 6¾″
30″ × 22″	15″ × 11″	11″ × 7½″

উপরের কাগজগুলির কোন কোনটি দ্বিগুণ আকারে পাওয়া যায় এবং ৮ পৃষ্ঠার স্থলে ১৬ পৃষ্ঠা এবং ষোল পৃষ্ঠার স্থলে একেবারে ৩২ পৃষ্ঠা এক সঙ্গে ছাপবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। কাগজ ও কাগজের ভাঁজের আকার জানা থাকলে বইয়ের আকার কিরূপ হ'বে তা জানা যাবে তবে মনে রাখতে হ'বে কাগজের ভাঁজের মাপ যা হ'বে বই বাঁধাইয়ের পর বইয়ের মলাটের ভিতরে বইয়ের আকার ঠিক সেরূপ থাকবে না কারণ বইয়ের তিন দিক ⅛″ থেকে ¼″ ইঞ্চি পর্য্যন্ত ছাঁটা হয়ে যাবে।

৺শশিভূষণ দাশগুপ্ত

প্রমীলচন্দ্র বসু

সদানন্দ, মিষ্টভাষী, নিরহঙ্কার, মধুর চরিত্র, অজাতশত্রু, সর্বজনপ্রিয়—বাংলা ভাষায় এরকম অনেক কথা আছে যা অভিধানে স্থান লাভ ক'রে শুধু অভিধানকেই সমৃদ্ধ ক'রেছে। বাস্তব জগতে এই রকম এক একটা কথার মূর্ত প্রকাশ কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। এরকম গুণের অনেকগুলির একত্র একজনের মধ্যে সমাবেশ এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার; বিশেষতঃ বর্তমান যুগে। এই অসম্ভব ব্যাপারই সম্ভব হ'য়েছিল একজন লাজুক, ক্ষীণকায়, জ্ঞানবৃদ্ধ অমায়িক বাঙালীর মধ্যে। তিনি হ'লেন অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত। গত ৫ই শ্রাবণ, ১৩৭১ সাল (২১শে জুলাই, ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ) মঙ্গলবার অপরাহ্ণ তিনটার সময় মাত্র বাহান্ন বৎসর বয়সে তাঁর পরলোক গমনে সুদুর্লভ বিবিধ-সদ্‌গুণাবলীর এক জীবন্ত আদর্শ আমাদের সামনে থেকে চিরদিনের জন্য অপসারিত হ'য়েছে এবং দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উচ্চ গবেষণার জগতে অপূরণীয় ক্ষতি ও অভাবের সৃষ্টি হ'য়েছে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের (অধুনা পূর্বপাকিস্তান) বরিশালের চন্দ্রহার গ্রামে শশিভূষণের জন্ম হয়। মেধাবী ছাত্র হিসাবে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদি উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আধুনিক ভারতীয় ভাষা' বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। পরে ঐ বিভাগের 'রামতনুলাহিড়ী অধ্যাপকে'র পদে নিযুক্ত হন (১৯৫৫) এবং বিভাগীয় প্রধানের পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে ইউনেস্কো আয়োজিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। তাঁর রচিত 'ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থের জন্য ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে সাহিত্য আকাদামির পুরস্কার লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যের নানাদিক তাঁর অসংখ্য রচনায় সমৃদ্ধ।

দেশের বহু সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও প্রগতিধর্মী প্রতিষ্ঠান তাঁর সমর্থন ও সহযোগিতা লাভে ধন্য ও পুষ্ট। বংগীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠানের তিনি চিরদিনই একজন দরদী বন্ধু ছিলেন এবং পরিষদের নানা প্রচেষ্টায় তিনি উৎসাহ দান ও সক্রিয় সহায়তা ক'রেছেন। বিশেষতঃ পরিষদের বাংলায় নির্বাচিত গ্রন্থ তালিকা প্রণয়নের দীর্ঘদিন ব্যাপী যে প্রয়াস চ'লেছিল তার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সেই প্রচেষ্টাকে কার্যকরী করার জন্য তিনি নিজের অকুণ্ঠ সমর্থন সাহায্য বিতরণে কখন কার্পণ্য করেন নি। পরিষদের কোন পরিকল্পনা বা কার্যক্রম সম্বন্ধে যখনই তাঁর পরামর্শ চাওয়া হ'য়েছে তখনি সাগ্রহে তিনি এগিয়ে এসেছেন তাঁর উদার ও বিশাল হৃদয় নিয়ে। কোন কোন সময়ে কোন কোন বিষয়ে তিনি আমাদের সাথে একমত

হ'তে পারেন নি—কিন্তু সেজন্য কখন উভয় পক্ষের কারও মনের কোন বিন্দুমাত্র তিক্ততা সৃষ্টির কারণ কখন তিনি ঘটতে দেন নি, এমনি ছিল তাঁর চরিত্র মাধুর্য। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কাকদ্বীপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সপ্তদশ সম্মেলনের অল্প কিছুদিন পূর্বে ঐ সম্মেলনে মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করার অনুরোধ যখন তাঁকে জানান হ'ল তখন তিনি সদ্য বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন।

ব'ললেন অত্যন্ত ক্লান্ত আছেন এবং অত্যধিক গরমে কাকদ্বীপে খুবই কষ্ট হবে। এই বলে সেবারের মত মাপ চাইলেন। তারপরে ও এ বিষয়ে সকলের আগ্রহটাকে পুনরায় বিবেচনা ক'রে দেখতে বলায় আর দ্বিরুক্তি না ক'রে তখনই সম্মতি দিলেন। কাকদ্বীপ গ্রন্থাগার সম্মেলনে মূল সভাপতি হিসাবে যোগদান বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে তাঁর শেষ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। সম্ভবতঃ অন্যান্য উল্লেখ যোগ্য সভা সম্মেলনেও তাঁর সেই শেষ যোগদান। কারণ আর কিছুদিন পরেই তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধির কবলে পড়েন।

কাকদ্বীপের সম্মেলনেই তিনি সভাপতির ভাষণে আমাদের জানালেন অতি বাল্যকালেই তিনি গ্রন্থাগারিকদের স্বধর্মী ছিলেন। পাঠশালা ছেড়ে যখন প্রথম ইস্কুলে ভর্তি হ'য়েছিলেন তখনই পূর্ব বঙ্গের একটি পল্লীর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হ'য়ে ছিলেন। আর এই গ্রন্থাগারিক হিসাবেই উপলব্ধি ক'রেছিলেন—গ্রামের ভিতরের একটি গ্রন্থাগার শুধু গ্রাম বাসীর জ্ঞান পিপাসাকেই চরিতার্থ না ক'রে গ্রাম বাসীর সকল মহৎ প্রেরণারই প্রাণকেন্দ্র হ'য়ে দেখা দিতে পারে। বোধিসত্ত্বের এক প্রার্থনার ভিত্তিতে জগতের কোন অংশকে অন্ধ হ'য়ে যেতে না দেবার দায়িত্ব ও সংকল্প নিয়ে যাঁরা এগিয়ে আসবেন তাঁদের পুরোভাগে তিনি সেদিন গ্রন্থাগারিকদেরই দেখেছিলেন। তাঁর সেই আশাপূরণে যদি গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ আন্তরিকতা সহকারে অগ্রণী হন তা' হ'লে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল তা'রই মর্যাদা দেওয়া হবে—তাঁর তিরোধানের পর তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন কালে একথা আমাদের স্মরণ করা কর্তব্য।

শশিভূষণ দাশগুপ্তের কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই

বাংলা ভাষায় লিখিত

উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, এ. মুখার্জী, ১৩৬৮।

উপমা কালিদাসস্য, ২য় সং। কলিকাতা সাহিত্য জগৎ, ১৩৬৩।

এপারে ওপারে। কলিকাতা, বাণী লাইব্রেরী, ১৩৫৮।

কবি যতীন্দ্রনাথ ও বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়। কলিকাতা, এ. মুখার্জী, ১৩৬২।

ঘরে বাইরের সাহিত্য চিন্তা। কলিকাতা, সাহিত্য জগৎ, ১৩৬৯।

জঙলা মাঠের ফসল। কলিকাতা, নিরীক্ষা, ১৩৬৫।

ত্রয়ী। কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৩৬৫।

দিনান্তের আগুন। কলিকাতা, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৩৫৬।

নিরীক্ষা। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬২।

বাংলা সহিত্যের একদিক, ৩য় সং। কলিকাতা, শ্রীগুরু পাবলিশার্স, ১৩৬৭।

বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, ৫ম সং। কলিকাতা, এ, মুখার্জী, ১৩৬৩।

বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি। কলিকাতা, নিরীক্ষা, ১৩৬৪।

ব্যান ও বন্যা। কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬৫।

ভারতীয় সাধনায় ঐক্য। কলিকাতা, বিশ্বভারতী।

ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য। কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৭।

শিল্পলিপি। কলিকাতা, এ মুখার্জী, ১৩৫৮

শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে, ২য় সং। কলিকাতা, এ, মুখার্জী, ১৩৬৪।

সাহিত্যের স্বরূপ। কলিকাতা, শ্রীগুরু পাবিলিশার্স, ১৩৫৩।

ইংরাজী ভাষায় লিখিত

Aspects of the Indian Religious thought. Calcutta, A. Mukherjee, 1957.

Introduction to Tantrik Buddhisim. Calcutta, Calcutta University, 1958.

Obscure Religious Cults as background of Bengalil iterature, 2nd ed. Calcutta, Firma K. L. Mukhopadhyay, 1962

ইংরাজী থেকে বাংলা অনুবাদ

মিল্টন, জন।

অ্যারিওপ্যাগিটিকা, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, অনু:। নিউদিল্লী, সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৬৩।

পিটস্‌বার্গ বিশ্ববিভালয় কর্তৃক অধ্যাপক রঙ্গনাথন Doctor of Letters উপাধিতে ভূষিত

পিটস্‌বার্গ বিশ্ববিত্মালয়ের আমন্ত্রণে অধ্যাপক রঙ্গনাথন ১লা জুন, ১৯৬৪ এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে যোগদান করেন। ঐ উৎসবে তিনি Doctor of Letters উপাধি-ভূষিত হন। তিনি Graduate Library School-এর Dean, Dr Harold Lancour কর্তৃক যথারীতি উপস্থাপিত এবং Chancellor, Dr Edward H Litchfield কর্তৃক উপাধি-ভূষিত হন।

ঐ উপলক্ষে প্রদত্ত Dr. Lancour এবং Dr. Litchfield-এর ভাষণ নিম্নে মুদ্রিত হল :
Dr. Lancour-এর ভাষণ

SHIYALI RAMAMRITA RANGANATHAN

Mr. Chancellor, I have the honor to present Shiyali Ramamrita Ranganathan widely acknowledged as the father of modern librarianship in India and one of the truly pre-eminent librarians of our time. On that day one and forty years ago when, as a youthful professor of mathematics at the University of Madras, Shiyali Ranganathan concluded that librarianship "offered a superior opportunity for serving the community," it was certainly a momentous decision. The community he was to serve has become the World.

To those of lesser attainment, Professor Ranganathan's achievements appear incredible. Author of fity-five books and literally hundreds of articles in his field, successful university library administrator, inspiring and syampathetic teacher, active participant in unnumbered international library and education conferences which are often enlivened by his ready wit, the influence of his thinking is both wide and deep. His explorations into the organization of knowledge have led to the creation of a new approach to classification based on facet and phase analysis. Indeed, upon his creative inquiry into the nature of documentation rests the structure of modern library and information science.

As he has given unstintingly of his energy, his thought, and his spirit to his profession, so has he of his substance. In 1956 his entire life's earnings were donated to the University of Madras to endow the Sarada Ranganathan Chair in Library Science. It is named in honour of his wife.

Mr. Chancellor, it is so great a pleasure to present Shiyali Ramamrita Ranganathan for the degree of Doctor of Letters.

Dr. Litchfield-এর ভাষণ

SHIYALI RAMAMRITA RANGANATHAN

(presented by Dr. Lancour)

Patriarch of librarianship....

Prolific author....

Innovator....

Distinguished counsel...

For your unceasing efforts in advancing the availability of knowledge through your leadership in library education ; for your brilliant investigations into new methods of classification and cataloguing; for giving unselfishly of your talents and wisdom in counsel to numerous governmental agencies and universities throughout the world....

I confer upon you the degree of Doctor of Letters, honoris causa, with all the rights and privileges pertaining thereto, present this diploma in testimony thereof, and direct that you be vested with the hood appropriate to that degree.

গ্রন্থাগার সংবাদ

উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আগামী ফেব্রুয়ারী (১৯৬৫) মাসে অনুষ্ঠিত হবে স্থির হয়েছে। সম্মেলনের স্থান এবং মূল আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে পরিষদের কার্য্যনির্বাহক সমিতি শীঘ্রই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সম্মেলনের স্থান সম্পর্কে আমন্ত্রণ যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির

গত ১৫ই জুন, ১৯৬৪ হইতে ৩০শে জুন ১৯৬৪ পর্যন্ত তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণার্থ এক শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। মেদিনীপুর জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তির তত্ত্বাবধানে এবং তমলুক জেলা গ্রন্থাগারিক ও মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারিকদ্বয়ের পরিচালনায় প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়। এবার সমগ্র মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে ২০ জন গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক যোগদান করেন।

বিভিন্ন দিনে নির্দ্ধারিত পাঠ্য বিষয় ছাড়াও গ্রন্থাগার ও সমাজ শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায়, জাতীয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্য ওহদেদার ও শ্রীঅরবিন্দ ভূষণ সেনগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকর্মী শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী, মহাজাতি সদনের গ্রন্থাগারিক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী। এ ছাড়াও শ্রীযুক্ত যুধিষ্ঠির জানা (মাচীবুড়ো) সত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীকালোবরণ চট্টোপাধ্যায় এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সক্রিয় সহ-যোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের অভিজ্ঞান পত্র দিয়া এই পক্ষান্ত শিক্ষা শিবিরের কাজ সমাপ্ত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের সমাজ শিক্ষা বিভাগের উপপ্রধান পরিদর্শক শ্রীমন্মথনাথ রায় মহাশয়। সভারম্ভে জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক মহাশয় এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্পাদকরূপে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীদের কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইল তাহা বর্ণনা করেন এবং তাঁহাদের এই কার্য্যে যাঁহারা সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানান। সভাশেষে তমলুকের প্রবীণ শিক্ষাব্রতী শ্রীক্ষিতিনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভাষণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দজীর সারগর্ভ উপদেশ অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করে।

বার্তা বিচিত্রা

কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সাতকোটি টাকার পরিকল্পনা

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতির জন্য সাতকোটি টাকার একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হইবে। বিজ্ঞান গবেষণায় বিজ্ঞান শিক্ষকদের জন্য বিশেষ শিক্ষণ পরিকল্পনা ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাজ্য-সরকারগুলিকে দেওয়া হইবে। যে সকল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীতে মোট ৫০০ ছাত্র ছাত্রী থাকিবে সেই সকল বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রত্যেক রাজ্যসরকারকে সর্বক্ষণের জন্য (full time) গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থাগারিকদের বেতন শিক্ষণ-প্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের সমতুল্য হইবে। এই পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারিকদের বিশেষ পাঠক্রমের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই জন্য ১১.৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যালয় কতৃপক্ষকে নির্দিষ্ট library hours প্রবর্তনের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানাইয়াছেন।

কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার

পশ্চিমবঙ্গ সরকাব কালনায় একটি মহকুমা-গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য ৫৩,০০০৲ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। এই বরাদ্দের মধ্যে ৪৫,০০০৲ টাক, তৈয়ারীর জন্য খরচ করা হইবে ও বাকী টাকা বই ও অন্যান্য আসবাব পত্রের জন্য খরচ করা হইবে।

স্থানীয় পৌরসংস্থা এতদুপলক্ষে দশ কাঠা জমি দান করিয়াছেন এবং কালনায় মহকুমা-শাসক পরিকল্পিত গ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তি-প্রস্থর স্থাপন করিয়াছেন।

বর্তমানে এই মহকুমায় দশটি গ্রামীণ-গ্রন্থাগার (Rural library) আছে। রাষ্ট্র সরকার এই সকল গ্রামীণ-গ্রন্থাগারগুলিকে বাড়ী তৈয়ারী ও বই কিনিবার জন্য টাকা মঞ্জুর (Grants) করিয়াছেন।

সম্পাদকীয়

গত ২৩শে শ্রাবণ তারিখের দেশ পত্রিকায় 'সাহিত্য সংবাদ' কলমে বিদুর 'লাইব্রেরী সমস্যা' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিদুরের আলোচনার উৎস দুখানি চিঠি। একখানি কোন এক গ্রাম্য গ্রন্থাগারের পাঠকের লেখা। আর একখানি কোন এক অফিস গ্রন্থাগারের জনৈক পরিচালকের লেখা। প্রথমটিতে গ্রন্থাগারে ভাল বই না কেনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে এবং বাজে বই নির্বাচনের কারণ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে গ্রন্থগারিকদের সম্বন্ধে কিছু কটুক্তি করতেও দ্বিধা বোধ করেননি বিদগ্ধ পাঠক মহাশয়। দ্বিতীয় পত্রলেখক পরিষ্কার বলেছেন "পাঠক গোষ্ঠীর মধ্যে অধিকাংশই রুচিহীন ও সাহিত্যজ্ঞান বিবর্জিত ফলে বই কেনা এক ভীষণ ঝকমারি।"

এই দুটো চিঠি যে সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী তাকে পুস্তক নির্বাচন সমস্যা বলেই আমরা অভিহিত করতে পারি। এ সমস্যা আজকের নয়। বহুদিন ধরে বহু গ্রন্থগারিক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানবিদ্ এ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এসেছেন। তারা তিনটি জিনিসের মধ্যে সামঞ্জস্য করে পুস্তক নির্বাচণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। সেই তিনটি জিনিস হোল Book, Reader and Resource. অর্থাৎ বইয়ের বিষয় চিন্তা করতে হবে। পাঠকদের চাহিদার মূল্য দিতে হবে। এবং পরিমিত অর্থের মধ্যে যতদুর সম্ভব ভাল বই গ্রন্থাগারের জন্য ক্রয় করতে হবে। আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন এ বিষয়টিকে আরো প্রাঞ্জল করে বলেছেন—"The best reading for the largest number at the least cost." অর্থাৎ যথা সম্ভব অল্প খরচে সর্বাধিক সংখ্যক পাঠকের পক্ষে উৎকৃষ্ট পুস্তক কেনা উচিত। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন গ্রন্থাগারিক ও পাঠকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা। ভাল বই সব সময় অধিকাংশ পাঠকের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয় না। ফলে একজন পাঠকের কাছে যে বই খুব মূল্যবান অন্যান্য অসংখ্য পাঠকদের কাছে তা আবার নিরানন্দদায়ক হয়ে উঠতে পারে। এই অবস্থায় গণতন্ত্র বজায় রাখতে হোলে অধিকাংশের চাহিদাকে প্রাধান্য না দিয়ে গ্রন্থগারিকের উপায় নেই। আবার যে পাঠক গ্রামে বাস করেন এবং যথেষ্ট ভাল বই পড়তে চান তাদের সমস্যাটাও ভাল করে তলিয়ে দেখা উচিত। তারা যদি গ্রামের গ্রন্থাগারের সাহায্যে দামী এবং ভাল বই পড়তে চান তা হোলে গ্রন্থ বিনিময় প্রথাকা দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলার দিকে সকলের নজর দিতে হবে। একমাত্র এই প্রথার সাহায্যেই আশেপাশের বড় গ্রন্থাগার থেকে ভাল দামী বই ধার করে গ্রন্থাগারিক তার পাঠকের চাহিদা মেটাতে কিছুটা সক্ষম হতে পারেন।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত একটি গ্রামের একটি পরিচ্ছন্ন গ্রন্থাগারের সাথে আমার পরিচয় আছে। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বাংলায় লেখা ভাল ভাল আলোচনার

একটা অপূর্ব সংগ্রহ গড়ে উঠেছে। গ্রন্থাগারিকের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছি ঐ সব ভাল ভাল বই পড়বার পাঠক সেখানে খুবই কম। দেশের শিক্ষার মান যতদিন না উন্নত হচ্ছে, মানুষের রুচি যতদিন না পাল্টাচ্ছে এবং সাময়িক আনন্দের আকর্ষণ কাটিয়ে সত্যিকারের জ্ঞানার্জনের দিকে যতদিন না সাধারণ পাঠকদের আগ্রহ দেখা দিচ্ছে ততদিন গ্রন্থাগারিকদের যথেষ্ট সচেতন হয়ে কাজ করতে হবে। পাঠকের পাঠের মান উন্নত করার ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকাও নেহাৎ কম নয়।

কিছুদিন আগে আমরা দুজন বিদগ্ধ বাঙ্গালীকে হারিয়েছি। একজন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু অধ্যাপক ও বাংলা সাহিত্যের সুবিজ্ঞ গবেষক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। আর একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ও প্রাচ্য বাণী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। দুজনেই পরিষদের যথেষ্ট হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। পরিষদের পক্ষ থেকে যখন নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখন ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছেন এবং সযত্নে এ বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কাকদ্বীপে যখন সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখন সেখানে অসুস্থ থাকা অবস্থায়ও সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করতে অস্বীকৃত হননি ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

ডঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী পরিষদের আজীবন সদস্য ছিলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ., লির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তিনি এবং কিছুদিন British Museumএ ও কাজ করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজে প্রথমে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষরূপে তিনি কিছুদিন অধ্যাপনার কাজ করেছিলেন।

গ্রন্থাগার পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'প্রাচীন ভারতে গ্রন্থাগার' প্রথম প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও সূচীনির্মাণে ভারতীয়দের সঠিক পদ্ধতি নিরূপণের জন্য পরিষদ যে আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করেছিল তিনি তাতে পৌরহিত্য করেছিলেন।

এঁদের অকাল মৃত্যুতে বাংলা দেশ যে নানা দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এ বিষয় সন্দেহ নেই।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত : কোলন বর্গীকরণ প্রসঙ্গে ॥

ডিউই পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণ্য ॥

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য পুস্তক ॥

পরিষদ কথা ॥

বার্তা বিচিত্রা ॥

আমাদের সভাপতি ॥

ত্রয়োদশ বর্ষ | একাদশ সংখ্যা | ফাল্গুন ১৩৭০

॥ ন্যাশনালের উল্লেখযোগ্য বই ॥

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সংক্রান্ত

ভি. আই. লেনিন :

সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে	৮.০০
দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন	১.৫০
জাতীয় কর্মনীতির প্রশ্নাবলী ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকবাদ	৩.৭৫

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ই. স্তেপানোভা :

কার্ল মার্কস	২.০০

*

লেনিন	১.৬০

জাতীয় রাজনৈতিক-সামাজিক সাহিত্য

প্রমথ গুপ্ত :

মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী (ময়মনসিংহ)	১.৭৫

মুজাফ্ফর আহ্মদ :

সমকালের কথা	২.০০

বিশ্বসাহিত্য

ইলিয়া এরেনবুর্গ :

নবম তরঙ্গ ১ম খণ্ড	৪.৫০
২য় খণ্ড	৬.০০
৩য় খণ্ড	৭.৫০

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১৩শ বর্ষ] ফাল্গুন ঃ ১৩৭০ [১১ সংখ্যা

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত

কোলন বর্গীকরণ প্রসঙ্গে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রত্যেকটি মূলবিষয়ের (MC) জন্য মূলবিষয়ের তালিকার সঙ্গে পৃথক পৃথক facet সূত্র প্রদত্ত হয়েছে। প্রতিটি facetএর fociগুলির (অর্থাৎ isolate focus= isolate number) তালিকাও প্রদত্ত হয়েছে। facet সূত্র এবং এই fociগুলির সাহায্যে বর্গীকরণ খুবই সহজ। fociগুলির জন্য ইন্দো-আরবীয় সংখ্যা ব্যবহৃত হয়।

কয়েকটি মূল বিষয়ের জন্য এইরূপ সাধারণ কোন সূত্র নেই। সেগুলি হল :

B Mathematics, C Physics, H Geology, M Useful Arts এবং R Philosophy।

এই বিষয়গুলিকে প্রথম কয়েকটি সর্বজন স্বীকৃত এবং সুপ্রচলিত ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রতিটিভাগ প্রয়োজনমত উপবিভাগে বিভক্ত। এই ধরণের বিভাগকে Canonical Division বলা হয়। এই ভাগ এবং উপবিভাগের জন্য প্রয়োজনমত facet সূত্র আছে।

B Mathematics এর উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হ'ল :—

B	Mathematics	B5	Trigonometry
B1	Arithmetic	B6	Geometry
B2	Algebra	B7	Mechanics
B3	Analysis	B8	Physico-Mathematics
B4	Other Methods		

এগুলি হ'ল B Mathemetics এর Canonical Division।

তালিকায় কেবলমাত্র B6, B7 এবং B9 এর জন্য facet সূত্র আছে। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে উপবিভাগের জন্যও facet সূত্র আছে। যেমন, B1 Arithmetic এর উপবিভাগ :

B11 Lower Arithmetic

B13 Integer

B15 Algebric Number etc

B16 Complex Number etc

B18 Transcendental Number

এই উপবিভাগের B13 এর জন্য পৃথক facet সূত্র আছে।

কোলনের মূল বিষয়ের তালিকা ব্যতীত আরো কয়েকটি তালিকা আছে। আপাততঃ (১) Space isolate (২) Time isolate (৩) Common isolate এই তিনটি তালিকা নিয়ে আলোচনা করব। Space এবং Time isolate এর সঙ্গে আমরা পরিচিত। এগুলি হ'ল যথাক্রমে [S] এবং [T] facetএর isolate অথবা focus। আর Common isolate হ'ল ডিউই এর Form Division বা Common Sub-division এর অনুরূপ।

Space isolate

ডিউই পদ্ধতিতে ৯00 মূল বিষয়ের অন্তর্গত ৯৩০-৯৯৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের জন্য নির্ধারিত। প্রয়োজনমত কোন বিশেষ দেশের কোন বিষয়কে নির্দেশিত করতে হ'লে এই তালিকার সাহায্য গ্রহণ করা হয়। যেমন, Constitution of India = 342·54

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য UDC পদ্ধতিতে ভৌগলিক অবস্থান সমূহের জন্য পৃথক তালিকা আছে। সেই তালিকা অনুসারে উপরোক্ত বিষয়টির 342 (540) এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত হবে।

কোলন পদ্ধতিতে ইন্দোআরবীয় সংখ্যা ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশের একটি তালিকা আছে।

কোলন পদ্ধতি অনুসারে এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন হবে :

U D C তে মূলবিষয়ের সঙ্গে Space isolate সংযুক্ত করতে বন্ধনী ( ) ব্যবহৃত হয়েছে, কোলনে ফুলষ্ট'প। কোলনের Space isolate তালিকার বৈশিষ্ট্য হ'ল ভারতবর্ষের জন্য বিশদ বিভাগ। প্রাক্-স্বাধীন, স্বাধীনোত্তর এবং (১৯৫৬ সালে) রাজ্য পুনর্গঠনোত্তর ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিভাগের জন্য পৃথক isolate সংখ্যা আছে। সাংকেতিক চিহ্নকে হ্রস্বতর করবার জন্য নিজ দেশের জন্য ২ সংখ্যাটি ব্যবহার করা চলে। যেমন :

ভারতবর্ষ হ'ল 44 এবং পশ্চিমবঙ্গ 4475 ভারতবর্ষের কোন গ্রন্থাগারে এর বদলে যথাক্রমে 2 এবং 275 ব্যবহৃত হ'তে পারে।

Time isolate

সময় নির্দেশের জন্য Time isolate এর তালিকায় রোমান বড় হরফ ব্যবহৃত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ এখানে প্রদত্ত হল :

K	1600	to	1699	A D
L	1700	to	1799	A D
M	1800	to	1899	A D
N	1900	to	1999	A D
O	ব্যবহার করা হয়নি			
P	2000	to	2099	A D

এক একটি হরফ এক একটি শতাব্দীকে নির্দেশ করে। কোন শতক বোঝাতে হ'লে তার সঙ্গে শতকের সংখ্যাটি যুক্ত করতে হবে। 1930 এর শতক হ'ল N3, 1950 এর শতক N5 ইত্যাদি। কোন বিশেষ সাল বোঝাতে হ'লে তারপর সাল নির্দেশক সংখ্যাটি সংযুক্ত করতে হবে। যেমন 1938 = N38, 1959 = N59। মূল বিষয়ের সঙ্গে এই [T] facet সংযুক্ত করার জন্য উল্টো কমা ' ব্যবহৃত হয়। যেমন,

Economic condition of India in the 1950's = X. 44 'N5

Basic Schools in India in 1952 = TN3. 44 'N52

Time isolate এর অন্যবিধ ব্যবহারও আছে :

(১) কোন বিষয়কে বিভাগ করবার জন্য Time isolate ব্যবহৃত হয়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল :

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বর্গীকরণ বিষয়টির কোলন চিহ্ন হল 2:51। একে যদি পুনরায় বিভক্ত করে বিশেষ কোন বর্গীকরণ পদ্ধতির জন্য কোলন চিহ্নর প্রয়োজন হয় তবে যে শতাব্দী, শতক অথবা সালে এই পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে Time isolate থেকে তা 2:51 এর সঙ্গে যুক্ত করলে প্রয়োজনীয় কোলন চিহ্নটি পাওয়া যাবে। সুতরাং,

2:51 Classification

2:51M Decimal Classification

2:51M9 U D C

2:51N3 Colon Classification

2:51N35 Bibliographic Classification

এখানে সংযোজনের জন্য কোন যদি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়না। কারণ Time isolate এখানে [T] facet হিসাবে নয় Chronological Device (CD) হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কোলন তালিকায় বিভিন্ন স্থলে এই ভাবে (CD) ব্যবহার করে বিভাগের নির্দেশ আছে।

(২) জীবনী বর্গীকরণের জন্যও (CD) অপরিহার্য্য। যাঁর জীবনী বর্গীকরণ করা প্রয়োজন তিনি যে বিষয়ের জন্য খ্যাতিমান সেই বিষয়ের চিহ্নর সঙ্গে w (জীবনী নির্দেশক Common isolate পরে আলোচ্য) এবং পরে যে সালে

তাঁর জন্ম সেই সাল নির্দেশক time isolate যুক্ত করলে তাঁর জীবনীর কোলন চিহ্ন পাওয়া যাবে। যেমন,

রঙ্গনাথনের জীবনী 2*w*M92 [2=গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ; *w* জীবনী নির্দেশক Common isolate ; M92=1892, এই সালে তাঁর জন্ম

অনুরূপ ভাবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রর জীবনী E*w*M 61

(৩) Time isolate অন্যএর ব্যবহার হ'ল পুস্তক সংখ্যা (Book Number) হিসাবে। ডিউই বর্গীকরণ পদ্ধতিতে একই বিষয়ের একখানি পুস্তক থেকে অপর একখানি পুস্তকের পার্থক্য নির্দেশ করবার জন্য Cutter কৃত Author Table ব্যবহার করা হয়। কোলনে তার বদলে প্রকাশন সাল ব্যবহৃত হয়। যেমন বর্গীকরণ সম্বন্ধে তিনখানি পুস্তকের

(ক) Ranganathan : Prolegomena of Library classification (1957)

(খ) Datta : Library classification (1962)

(গ) Phillips : A Primer of book classification (1961)

পুস্তক সংখ্যাসহ কোলন সংখ্যা হবে।

(ক) 2 :51	(খ) 2 :51	(গ) 2:51
N57	N62	N61

এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

(৪) কোন বিষয়ের সঙ্গে Common isolate (CI) যুক্ত করবার সময় কোন কোন ক্ষেত্রে (CD) ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। (CD) তখন [P] facet হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন পত্রিকার (CI) হ'ল *m*। *Philosophical Trnsactions of the Royel Society of London* পত্রিকা খানির জন্য কোলন সংখ্যা হ'বে :

Am56,K (A=Natural Sciences, *m*=পত্রিকা, 56=Great Britain (Space isolate) K=1600–1699 অর্থাৎ এই যুগে (epoch) পত্রিকাখানির প্রথম প্রকাশ সুরু)

Common isolate সম্বন্ধে আলোচনার সময় এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হবে।

(৫) অনুরূপভাবে Generalia শ্রেণী বর্গীকরণের সময় (CD) ব্যবহৃত হয় :

সাধারণ পত্র-পত্রিকা—যা কোন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় তার জন্য কোলন চিহ্ন হ'ল *m*। *Hindu herald* পত্রিকা 1937 সালে প্রকাশিত হয়। এটি ভারতীয় পত্রিকা। এর কোলন সংখ্যা হবে : *m* 44,N37।

Common isolate (CI)

Common isolate ডিউইর Form Division বা Common Sub-division এর অনুরূপ।

Common isolate দু'রকমের : (১) Anteriorising এবং (২) Posteriorising। অর্থাৎ প্রথমটি মূল বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করলে বিন্যাসের সময় তার স্থান হবে সর্বাগ্রে। যেমন,

Ba Bibliography of Mathematics

Bk Cyclopaedia of Mathematics

তারপর B A treatise of Mathematics

মূল বিষয় পঠন-পাঠনের সহায়ক হিসাবে Bibliography এবং Cyclopaediaর ব্যবহার। সুতরাং এর স্থান মূল বিষয় সম্বন্ধে পুস্তকের অগ্রে।

Posteriorising isolate মূল বিষয়ের সঙ্গে Connecting Symbol (CS) দিয়ে যুক্ত করতে হয়। ফলে বিন্যাসের সময় মূল বিষয়ের পরে তার স্থান।

(সপ্তম সংস্করণে রঙ্গনাথন Criticism এর বদলে Evaluation শব্দটি ব্যবহার করেছেন) Criticism এর কোলন চিহ্ন *g* একটি মূল বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করবার জন্য : কোলন যতি চিহ্ন (CS) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন,

Shakspeare *Hamlet* এর কোলন চিহ্ন হ'ল

O111,2J64,51 (১)

এর সমালোচনার কোলন চিহ্ন হবে—

O111,2J64,51:g (২)

সুতরাং বিন্যাসের সময় (১) প্রথম তারপর (২) আসবে।

এই ব্যবস্থায় মূল গ্রন্থের পরেই মূল গ্রন্থের সমালোচনা স্থান পেল।

Common isolate এর জন্য রোমান ছোট হরফ (*o* এবং *l* বাদে) ব্যবহৃত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কোলন বিষয় বিভাগের প্রথম বিভাগে অর্থাৎ generaliaতেও রোমান ছোট হরফ ব্যবহৃত হয়েছে। Anteriorising Common isolate (ACI) র নিম্নলিখিত কয়েকটি উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে যে কয়েকটি ক্ষেত্রে generalia শ্রেণীভুক্ত বিষয় আবার (ACI) র অনুরূপ এবং একই সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা তা নির্দেশিত হয়।

	Generalia	(ACI)
Bibliography	*a*	*a*
Cyclopaedia	*k*	*k*
Periodicals	*m*	*m*
Serials	*n*	*n*
Collections	*x*	*x*

ইত্যাদি।

ডিউইতে অনুরূপ উদাহরণ হ'ল :

	Generalia	Form Division	
Encyclopaedia	030	03	
Essays	040	04	
Periodials	050	05	ইত্যাদি,

(ACI) তিন প্রকারের। উপরে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সেগুলি সব সময় [S] facet এর পূর্বে ব্যবহার করতে হবে। (ACI) র জন্য পৃথক facet সূত্র আছে। উপরের উদাহরণ ব্যতীত কটি বহুল ব্যবহৃত (A C I) হল :

c	Concordance
d	Table
e	Formule
f	Atlas
p	Conference procedings
v	History
w	Biography

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকারের (ACI) যথাক্রমে [S] এবং [T] facet এর পরে ব্যবহৃত হতে পারবে।

Posteriorising Common Isolate (PCI) দু'প্রকারের (১) Energy Common Isolate এবং (২) Personality Common Isolate। পদ মর্য্যাদায় এ গুলি পাঁচটি মৌলিক শ্রেণীর [E] এবং [P] এর অনুরূপ। সুতরাং মূল বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করবার জন্য অনুরূপ যতি চিহ্ন (যথাক্রমে : কোলন এবং , কমা) ব্যবহৃত হবে।

ষষ্ঠ সংস্করণে কোলন পদ্ধতিতে এই দুই প্রকার (PCI) র ব্যবহার আছে। সম্প্রতি রঙ্গনাথন কয়েকটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে শুধুমাত্র [E] এবং [P] facet এর অনুরূপ নয় বাকী তিনটি facet এর জন্যও (PCI) তালিকা সঙ্কলনের প্রয়োজন আছে। [E] এবং [P] এর তালিকাটিরও আমূল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রয়োজন। তবে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা বর্গীকরণের জন্য এই তালিকাগুলি অপরিহার্য নয়।

জ্ঞান বিজ্ঞানের পত্র পত্রিকার আঙ্গিক

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত

বিভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রগতির তথ্য সাধারণতঃ পত্র পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই তথ্যাদির প্রাথমিক সূত্র হিসাবে পত্র পত্রিকা তাই সযত্নে গ্রন্থাগারে রক্ষিত হয়ে থাকে। নতুন তথ্য পুস্তকাকারে প্রকাশ সময় সাপেক্ষ। প্রকাশে বিলম্ব ঘটায় তা বিজ্ঞানীদের চাহিদা মেটাতে পারেনা। বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রয়োজনেই নতুন আবিষ্কারের নতুন পন্থা যত শীঘ্র সম্ভব বিজ্ঞানীদের গোচরীভূত করা প্রয়োজন। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নতুন নতুন পন্থার উন্মেষ হয়ে বিজ্ঞানের প্রগতি অব্যাহত থাকে। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই সত্য প্রযোজ্য। মানুষের জ্ঞানের পরিধির বিস্তারে পত্রপত্রিকার ভূমিকা তাই গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য পত্র পত্রিকার উপযোগিতা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

ভারতবর্ষে জ্ঞান বিজ্ঞানের পত্র পত্রিকার সংখ্যা বর্তমানে এক হাজারেরও বেশী। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পত্রিকার সংখ্যা প্রায় চারশ। যদিও এই ধরণের প্রথম পত্রিকা *Asiatic researches* (বর্তমানে *Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*) ১৭৮৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। বিংশ, শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজ্ঞানের পত্রিকার সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০। এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১০০। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন প্রকার গবেষণা সংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পত্র পত্রিকার সংখ্যাও দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এই সমস্ত পত্র পত্রিকার আঙ্গিক এবং প্রকাশ পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট অসঙ্গতি থাকার ফলে তথ্যানুসন্ধান এবং সংগ্রহের কাজ অনাবশ্যক ভাবে জটিল হয়ে পড়ে।

পত্রপত্রিকার উদ্দেশ্য এবং ব্যবহার অনুযায়ী তাদের দুভাগে বিভক্ত করা চলে: (১) জ্ঞান বিজ্ঞানের পত্রপত্রিকা এবং সাধারণ পত্রপত্রিকা। প্রথমোক্তদের উদ্দেশ্য হ'ল গবেষণালব্ধ তথ্যাদি গবেষকদের গোচরীভূত করা। তাই গ্রন্থাগারে এদের স্থান স্থায়ী। সাধারণ পত্রপত্রিকা মুখ্যতঃ সাধারণ পাঠকদের জন্য। এর প্রয়োজন সাময়িক। জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থাগারে এর স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজনীয় নয়।

জ্ঞান বিজ্ঞানের পত্রপত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে সঙ্গতি স্থাপনের জন্য বিভিন্ন দেশের মানক সংস্থা চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় মানক সংস্থা ১৯৪৯ সালে একটি মান প্রকাশ করেছিলেন (IS 4 : 1949)। সব রকম পত্র পত্রিকা এই মানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু গত ১৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে কেবলমাত্র জ্ঞান বিজ্ঞানের পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রেই এই মান সীমাবদ্ধ রাখবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। সেজন্য এই মানটি এখন সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে (IS 4 : 1963)।

এই মানে যে সমস্ত সুপারিশ করা হয়েছে তার থেকে উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল :

(ক) একটি খণ্ড (Volume) সম্পর্কিত সুপারিশ

প্রতিটি খণ্ড নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে গঠিত হবে :

অর্ধ-আখ্যা পত্র, আখ্যা পত্র, সূচীপত্র, পাঠ্যবস্তু, নির্ঘণ্ট

(১) একটি খণ্ড এক সালের মধ্যেই প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন, Vol 6, 1963। যদি একটি খণ্ড দুই সালে বিস্তৃত হয় তবে আখ্যা পত্রে প্রকাশ কাল উল্লেখ করা উচিত। যেমন, Vol 6, July 1962 to June 1963।

যদি পূর্ণ খণ্ডটিকে কয়েকটি পৃথক অংশে বাঁধাই করা প্রয়োজন হয় তবে প্রতিটি অংশের জন্য প্রকাশককে পৃথক আখ্যা পত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) পূর্ণ খণ্ডটির পৃষ্ঠা ইন্দো-আরবীয় সংখ্যা ১ থেকে সুরু করে খণ্ডটির শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত চলবে। পৃথক সংখ্যা জন্য পৃথক পৃষ্ঠা থাকবেনা।

এই রকম পৃথক পৃষ্ঠা সংখ্যা অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করে।

Chemical Engineering নামক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় পৃথক পৃষ্ঠা সংখ্যা থাকার ফলে তথ্যানুসন্ধানে প্রায়ই বিঘ্ন ঘটায়। পৃথক পৃষ্ঠা সংখ্যা থাকলে প্রবন্ধ পঞ্জী সংকলনের সময় সংখ্যাটির তারিখ/সংখ্যা উল্লেখ করা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। যেমন,

Chem Eng **64** (26), 123—129, 20 Dec., 1963.

উপরের উদাহরণে 64 পর 26 বা 1963র পূর্বে 20 Dec উল্লেখ না থাকে তবে বৎসরের 26টি সংখ্যারই 123—129 পৃষ্ঠা না খুঁজলে প্রয়োজনীয় প্রবন্ধটির হদিশ পাওয়া যাবে না। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক লেখক এই রকম পত্রিকার প্রবন্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে অসাবধানতা বশতঃ এই তথ্য বাদ দিয়ে থাকেন। এমনকি অনেক খ্যাতিসম্পন্ন পঞ্জীতেও এই ধরণের চ্যুতির নজীর আছে। অবশ্য খণ্ডটি সম্পূর্ণ হলে নির্ঘণ্ট থেকে লেখকের নামের সাহায্যে প্রবন্ধটির খোঁজ পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক প্রবন্ধে কেবলমাত্র পত্রিকা সম্বন্ধেই উল্লেখ থাকে। সম্পূর্ণ খণ্ডটির জন্য যদি ১ থেকে নিরবচ্ছিন্ন পৃষ্ঠা সংখ্যা থাকে তবে কেবলমাত্র বৎসর বা খণ্ড সংখ্যার সাহায্যে প্রবন্ধটিকে উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়।

(৩) প্রতি খণ্ডের (অথবা যদি একটি খণ্ড বাঁধাইয়ের সময় কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয় তবে প্রতি অংশের জন্য) আখ্যা পত্রে নিম্নলিখিত তথ্য উল্লিখিত থাকবে :

পত্রিকার আখ্যা, খণ্ড সংখ্যা, যদি বাঁধাইয়ের সময় খণ্ডটি কয়েক অংশে বিভক্ত হয় তবে অংশ সংখ্যা, খণ্ডে কোন তারিখ থেকে কোন তারিখ পর্যন্ত প্রকাশিত সংখ্যা আছে, প্রকাশের স্থান, প্রকাশকের নাম। খণ্ডের শেষ সংখ্যাটি প্রকাশের তারিখ।

(৪) আখ্যা পত্রের পশ্চাতে এই তথ্য উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় :

আখ্যার সংক্ষিপ্ত রূপ, কপিরাইট সংক্রান্ত ঘোষণা, পত্রিকার প্রথম প্রকাশের তারিখ, পত্রিকার যদি নাম পরিবর্তিত হয় তবে পূর্ব্বের নাম এবং পরিবর্তনের তারিখ, বর্গীকরণের সাঙ্কেতিক চিহ্ন, পরিবেশকের নাম (যদি প্রকাশক থেকে ভিন্ন হয়) মুদ্রকের নাম ও ঠিকানা।

(৫) নিম্নলিখিত অতিরিক্ত তথ্যও উল্লেখ করা চলে: যদি কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে পত্রিকা খানি প্রকাশিত হয় তার নাম এবং এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার তারিখ এবং সম্পাদকের নাম।

(৬) সূচীপত্রে প্রতি খণ্ডের সংখ্যা গুলিতে প্রকাশিত ক্রম অনুযায়ী প্রবন্ধগুলি তালিকাবদ্ধ থাকবে।

(খ) প্রতিটি সংখ্য (Issue) সম্পর্কিত সুপারিশ

(১) প্রতিটি খণ্ডের প্রতি সংখ্যার আকার এক রূপ হবে।

(২) মলাটে থাকবে:

আখ্যা, খণ্ড, সংখ্যা এবং তারিখ। মলাটের নীচে দুটি লাইনের মধ্যে নিম্নলিখিত তথ্য থাকবে: পত্রিকার সংক্ষেপিত আখ্যা, খণ্ড, সংখ্যা, এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম এবং শেষ পৃষ্ঠার সংখ্যা, প্রকাশের স্থান এবং প্রকাশের তারিখ। যেমন,

ISI bull ; vol 10, No 6 ; 235-96. New Delhi ; Nov 1958

(৩) মলাটের যে কোন পৃষ্ঠায় অথবা প্রাথমিক কোন পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত তথ্য উল্লিখিত হবে:

(৪) যদি কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয় তার নাম, সম্পাদকের নাম, প্রকাশকের নাম, প্রকাশের হার, বাৎসরিক চাঁদা, প্রতি সংখ্যার মূল্য।

সূচীপত্র। সূচীপত্র প্রতি সংখ্যায় একই স্থানে অবস্থিত থাকবে।

(৫) পত্রিকার বাম এবং দক্ষিণ পৃষ্ঠার শীর্ষ জুড়ে নিম্নলিখিত তথ্য থাকবে; লেখকের অন্তঃ অথবা আত্মনাম, প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্ত আখ্যা, পত্রিকার আখ্যা, খণ্ড, সংখ্যা, তারিখ এবং পৃষ্ঠা।

(৬) বিজ্ঞাপন এবং মূল অংশের পৃথক পৃষ্ঠা সংখ্যা থাকবে। বিজ্ঞাপন এমন ভাবে থাকবে যে বাঁধাইয়ের সময় তা বাদ দেওয়া যায়।

(৭) প্রবন্ধের সুরুতে প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্তসার থাকবে। প্রবন্ধে উল্লিখিত অন্যান্য প্রবন্ধের পঞ্জী প্রবন্ধের শেষে থাকা উচিত। প্রয়োজন মত প্রবন্ধ প্রাপ্তির তারিখ প্রবন্ধের শেষে থাকা উচিত। বিজ্ঞানের পত্রিকায় এই তারিখ গুরুত্ব পূর্ণ—

ডিউই পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণ্য

ডিউই বর্গীকরণ পদ্ধতির সপ্তদশ সংস্করণ এখন প্রস্তুতির পথে। প্রাচ্য দেশীয় বিষয় সমূহ ডিউই পদ্ধতিতে পর্যাপ্ত স্থান পায়নি—ডিউইর এ ধরণের সমালোচনা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতি সংস্করণেই প্রাচ্য দেশীয় বিষয়গুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সপ্তদশ সংস্করণে বিষয় বিশেষজ্ঞগণ 291 Comparative Religion এবং 294 Brahmanism and Related Religion বিভাগটির একটি সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত তালিকা প্রস্তুত করেছেন। ডিউই পদ্ধতির সম্পাদক বেঞ্জামিন এ কাষ্টার এই তালিকাটি সম্বন্ধে মতামত আহ্বান করবার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারিকদের নিকট প্রেরণ করেছেন। এই তালিকা থেকে ভারতবর্ষ সম্পর্কিত অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল :

Divide as below, but if it is desired to give local emphasis and a shorter number to a specific religion, place it first by use of a letter or other symbol, e. g., Hinduism 2HO (preceding 220), or 29H (preceding 292) ; divide as provided under the appropriate subdivision of 292-299, e. g., Shivaism 2H5. 13 or 29H. 513

294 Brahmanism and related religions

.1 The Vedas

.12 Rigveda

.13 Samaveda

.14 Yajurveda

.15 Atharvaveda

294. 3-294. 4 Heterodox movements

.3 Buddhism

[.3002-.3008] Doctrines, organization, activities, sources
Class in 294. 34-294. 38

[.31] Hinayana (Southern, Theravada) Buddhism
Class comprehensive works in 294.91 ; doctrines, organization, activities; sources in 294.34-294.38

[.32] Mahayana (Northern) Buddhism
Class comprehensive works and sects and reform movements in 294.392, doctrines, organisation, activities, sources in 294.34-294.38

.33	Relationships and attitudes
	Divide like 291.1, e.g., attitude toward other religions 294.337 2
	294.34-294.38 Doctrines, organization, activities, sources
	[**formerly** 294.300 2-294.3008, 294.31, 294.32]
.34	Doctrines and practices
	Divide like 291.2-291.4, e.g., liturgy 294.343 8
.35	Moral theology
	Virtues, ideals, duties
.36	Leaders and organization
.361-.365	Leaders
	Divide like 291.61 291.64, e. g., the Buddha 294. 363
·365	Organization and organizations
	Institutions, associations, parties, congregations
·3657	Monasticism and monasteries
.37	Activities inspired by religious motives
	Missions, religious training and instruction
.38	Sources
.382	Sacred books and scriptures (Tripitaka)
.3822	Vinayapitaka
.3823	Suttapitaka
.3824	Abhidhammapitaka
.383	Oral traditions
.384	Ecclesiastic laws and decisions
.39	Branches
	Class a specific aspect of a specific branch with the subject
.391	Hinayana (Southern, Theravada) Buddhism (formerly 294.31)
.392	Mahayana Northern) Buddhism (formerly 294.32)

.3923	Lamaism
.3927	Zen
.4	Jainism
.41-.48	Relationships, doctrines, organization, activities, sources Divide like 291.1-291. 8, e, g., moral theology 294.45
.49	Sects and reform movements Class a specific aspect of a specific sect or reform movement with the Subject
.492	Svetambara
.493	Digambara
.5	Hinduism
.51	Relationships and attitudes Divide like 291.1, e. g., attitude toward Science 294.5175
.52	Doctrinal theology (Dogma)
.521	Objects of worship and veneration Attributes and functions Divide like 291. 21, e. g., avatara 294.521 1
.522—523	Man and his soul, eschatology Divide like 291. 22-291. 23, e. g., Karma 294. 523
.53	Forms of worship and other rites and ceremonies Divide like 291. 3, e. g., symbolism in Hinduism 294·537 For personal religion, see 294. 54
.54	Personal religion and moral theology
.542-.544	Personal religion and moral theology Hinduism as an inner experience and guide to daily living Divide like 291. 42-291. 44, e. g., Hindu asceticism 294. 542

.548 Moral theology (formerly 294. 598)
Virtues, ideals, duties
Including dharma
Class karma in 294. 523

.55 Sects and reform movements
Class a specific aspect of a specific sect or reform movement with the subject
For heterodox movements, see 294. 3.-294.4

.551 Early

.5512 Vishnuism (formerly 294. 554)

.5513 Shivaism

.5514 Shaktaism

.5515 Ganapataism

.5516 Shanmukaism

.5517 Sauraism

(.552) Brahma Samaj, Arya-samaj
Class in 294. 556

.553 Sikhism

[.554] Vishnuism
Class in 294. 591 2

.555 Ramakrishna movement

.556 Reformed Hinduism
Brahma Samaj, Arya-Samaj
[both formerly 294. 552]

.56-.57 Leaders, organization, activities
Divide like 291. 6-291. 7, eg.,
gurus 294. 561

.59 Sources

.592 Sacred books and scriptures
For the Vedas, see 294. 1

.5921 Upanishads

.5922 Ramayana

.5923 Mahabharata
For Bhagavad Gita, see 294. 592 4

.5924 Bhagavad Gita

.5925 Puranas

.5926 Dharmsastras

.593 Oral traditions

.594 Ecclesiastic laws and decisions

[.598] Moral theolgy
Class in 294. 548

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য পুস্তক

MUNFORD (WA)., *Edward Edwards, 1812-1886.*

Portrait of a librarian.

London, Library Association, 1963. 240 p. 48.s.

গ্রেট বৃটেন সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনে এডওয়ার্ড এডওয়ার্ড্স্ এর অবদান সর্বজনবিদিত। কিন্তু তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস এতদিন সংকলিত হয় নি। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে তাঁর একখানি জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল।

বর্তমান পুস্তকখানি প্রধানতঃ অপ্রকাশিত সূত্র যথা—এডওয়ার্ডসের ডায়েরী এবং চিঠি-পত্র অবলম্বনে রচিত হয়েছে।

গ্রেট বৃটেনের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রারম্ভিক ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠকদের জন্য এটি অপরিহার্য।

U. S. NATIONAL FEDERATION OF SCIENCE.

ABSTRACTING & INDEXING SERVICES.

A guide to the worlds abstracting services in science and technology.

Washington, The Federation, 1963. 191 p.

বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশের যুগে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অজস্র প্রবন্ধরাজির হদিশ দেবার জন্য বিভিন্ন সংক্ষিপ্তসার এবং সূচী (Abstracts and inlexes)। এদের কোনটি ব্যাপক বিষয় সম্বন্ধীয় (যেমন *Chemical abstracts*) আবার কোনটি সীমাবদ্ধ কোন বিষয় নিয়ে (যেমন *Fuel abstracts*) কোনটি আবার আন্তর্জাতিক (*Indev medicines*) আবার কোনটি একটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ (*Indev to Indian Medical Periodicals*)।

বিজ্ঞানীদের গবেষণার সুবিধার জন্য এই সমস্ত প্রকাশনের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এদের হদিশ করা বর্তমানে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের প্রয়াস হিসাবে এই Guideখানি সংকলিত হয়েছে। এতে ৪০টি দেশ থেকে প্রকাশিত ১'৮৫৫টি প্রকাশন তালিকাভুক্ত হয়েছে। প্রথম অংশে UDC পদ্ধতি অনুযায়ী সংক্ষিপ্তসার এবং সূচীগুলির বিষয় নির্দেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে আখ্যার বর্ণানুক্রমিক তালিকা। প্রতিটি আখ্যার সঙ্গে ভাষা, প্রথম প্রকাশের তারিখ, বাৎসরিক গড়পড়তা সংক্ষিপ্তসারের সংখ্যা, বিন্যাসক্রম, সূচী, বাৎসরিক চাঁদা এবং বিষয় সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইতঃপূর্বে এই জাতীয় দু'খানি নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছিল :

(*1.*) *Indez bibliographicus* 4th ed Vol 1
Science & technology. (FID, 1959)

(*2.*) *Gvdi to U. S. indebing and abstracting services in science & technology* (*1960*)

The Arab libary : a quarterly journal,

Vol 1, no. 1, June 1963. (Cairo)

আরবীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ, ডকুমেণ্টেশন, কায়রোর সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের কর্মক্ষেত্রের বিস্তার সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

LEWIS (CM), *ed. Special libraries : how ro plan & equip them*
N. Y., Special Libraies Association, 1963. 128 p. $ 5.55
(SLA monograph, No 2)

গ্রেট বৃটেনের বিশেষ গ্রন্থাগার সমূহের সংস্থা Aslib কিছুকাল পূর্বে *Hand book of special Librarianship* (1962) এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। এখানি আমেরিকার সংস্থা SLA প্রকাশিত অনুরূপ গ্রন্থ

SHARP (HS). *Readings in special Librarianship*
N. Y., Scarecrow Press, 714P.

বিশেষ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত আর একখানি গ্রন্থ।

পরিষদ কথা

শিশু গ্রন্থপঞ্জী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে একখানি শিশু গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের জন্য অর্থ সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়েছেন। পরিষদের অন্যতম কর্মী জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীমতী বাণী বসু এই পঞ্জীটি সংকলন করেছেন। সাহায্যের অন্যতম শর্ত হ'ল এই যে পঞ্জীটি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করতে হবে।

আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা : সেমিনার

১০ই থেকে ১২ই জানুয়ারী USIS এর সহযোগিতায় এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত উদ্যোগে কলকাতায় আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা সম্বন্ধে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যার ২৪জন বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক এই সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের আমেরিকান গ্রন্থাগার সমূহের প্রধান শ্রীডি, জি, ডোনোভান সেমিনার পরিচালনা করেন। সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ গুলির আলোচনার ভিত্তিতে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করবার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী ওয়াই, এম, মলের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে।

দুজন বিশিষ্ট বিদেশী গ্রন্থাগারিক

সম্প্রতি দুজন বিশিষ্ট বিদেশী গ্রন্থাগারিক কলকাতায় এসেছিলেন। একজন হলেন সুইডেনের পরমাণু শক্তি সংস্থার গ্রন্থাগারিক ডাঃ বি, জে, টেল এবং অন্যজন হলেন আমেরিকান গ্রন্থাগার পরিষদের (ALA) আন্তর্জাতিক যোগাযোগ দপ্তরের পরিচালক ডাঃ লেষ্টার অ্যাশেম্‌ম।

ডাঃ বি জি টেল হলেন একজন ডকুমেণ্টেশন বিশেষজ্ঞ। তিনি ইন্‌সডকে সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত ডকুমেণ্টেশন শিক্ষণ কোর্সের শিক্ষক হিসাবে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক যুক্ত উদ্যোগে ডাঃ টেলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। ডাঃ টেল আন্তর্জাতিক ডকুমেণ্টেশন সংস্থা FID এবং ইয়োরোপের বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলী সম্বন্ধে বলেন।

ডাঃ এ্যাশেম্নিম চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ কালে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, বোম্বাই, বাঙ্গালোর এবং কলকাতায় বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন। মধ্যাহ্নকালীন এক ভোজ সভায় জাতীয় গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মী এবং কলকাতার অন্যান্য বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিকগণ তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। তিনি আমেরিকান গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলী সম্বন্ধে বলেন এবং উপস্থিত গ্রন্থাগারিকদের নিকট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলী সম্বন্ধে আগ্রহের সঙ্গে অনেক প্রশ্ন করেন। ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রগতি সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে অল্প সময়ের মধ্যে অগ্রগতি খুবই সন্তোষজনক

বার্তা বিচিত্রা

লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েসনের (গ্রেট বৃটেন) নতুন সভাপতি

গ্রেট বৃটেনের লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের ১৯৬৪ সালের জন্য কর্মকর্তা নির্বাচনে ফ্রাঙ্ক গার্ডনার সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারিকরা ফ্রাঙ্ক গার্ডনারের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত। দিল্লী পাব্লিক লাইব্রেরী সংগঠনে ইউনেস্কোর বিশেষজ্ঞ হিসাবে গার্ডনারের কর্মতৎপরতা সকলেই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবেন। তিনি পুনরায় ১৯৬০ সালে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ কালে পরিষদ কার্যালয় পরিদর্শন করেছিলেন। গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে পরিষদের কর্মীবৃন্দ তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলোচনা করবার সুযোগ পান।

ইয়াসলিকের নতুন সভাপতি

সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক এবং বর্তমানে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার রিসার্চ ইনটিষ্টিউটের পরিচালক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় ইয়াসলিকের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। গবেষণার ব্যাপারে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের অবদান সুবিদিত। তাঁর নির্বাচন খুবই সময়োচিত।

ডকুমেণ্টেশন শিক্ষণ ব্যবস্থা

ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক পরমানু শক্তি সংস্থা এবং ইনসডকের যুক্ত উদ্যোগে দিল্লীতে ২১শে অক্টোবর থেকে ৩০শে নভেম্বর (১৯৬৩) পর্যন্ত ডকুমেণ্টেশন শিক্ষণ ব্যবস্থার আয়োজন হয়েছিল। ইন্সডকের পরিচালক শ্রী বি, এস, কেশবন এই শিক্ষণ ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করেন। সুইডেনের আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থার গ্রন্থাগারিক ইউনেস্কোর তরফ থেকে শিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষের কয়েকজন বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক এবং ইন্সডকের কয়েকজন কর্মীও শিক্ষাদান করেন। সিংহল, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, নেপাল, পাকিস্থান এবং থাইল্যাণ্ড থেকে ৩৩ জন ছাত্র এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মেলন আগামী ১১ই থেকে ১৫ই এপ্রিল (১৯৬৪) পর্যন্ত পাটনায় অনুষ্ঠিত হবে। পাটনাস্থ বিহার রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের (সিন্‌হা গ্রন্থাগার) গ্রন্থাগারিক শ্রী পি, এন, গৌড় সম্মেলনের ব্যবস্থাদির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়

কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬২ সাল থেকে ২০ জন ছাত্র সহ গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের ডিপ্লোমা কোর্সের উদ্বোধন হয়েছে।

ইংরেজ আমলে পাঠনিষিদ্ধ পত্রপত্রিকা ও পুস্তক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩২ খৃষ্টাব্দ

৬৮ **"Give me liberty or give me death."**
Leaflet in English, published by the Dictator, Jadavpur war council.

৬৯ **"Get up ; awake"**
And ending with the words "Be ready for 26th January" Leaflet in English.

৭০ **"Gandhi Gopal"**
Booklet in English by Basanta Kumar Chatterjee printed by N. C. Ghosh at the Ralli Press, 15, Roy Bagan Street, Calcutta and published by Jawaharlal Bakshi B. A. from Jugantar Bani Bhawan, 30, Cornwallis Street, Calcutta.

৭১ **Inquilab Zindabad"**
and ending with the words "**Long** live our red **comrades**" Leaflet in English.

৭২ **"Look before you leaf"**
Leaflet in English

৭৩ **Our Task in India**
Book in English by M. N. Roy.

৭৪ **"Pralaya Nachan"**
(Dance of death and Destruction) Leaflet in English issued over the signature of one Sushanta Sarkar, Seventh Dictator, B. P. S. A.

৭৫ **Programme of the United Socialist Republican Party, India. Party, Headquarters, Calcutta**
Booklet in English

৭৬ **"Thokart Freedom's vow and Fames,"**
containing the photographs of Santi Ghose and Suniti Choudhury Leaflet in English.

৭৭ **"What we want'?"**

Leaflet in English.

৭৮ **Fight Imperialism's last Kick."**
Leaflet.

৭৯ **"The Challenge."**
Leaflet.

৮০ **"To Students and other friends."**
Leaflet.

৮১ **"The Challenge."**
No. 4, 15 Feb. 1932.
byclostyled news-street.

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ

Cyclostyled news Sheet
Book in English written

৮২ **"Lawless Laws."**
by Hem Chandra Nag, printed and published by forward publishing Ltd ; 19 British Indian St, Calcutta.

৮৩ **Deshpriya Jatindra Mohan Sen Gupta"**
(His life and work) published by Modern Book Agency 10, College Square, Cal.

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ

৮৪ **Civil Disobedience Movement in Tamluk 1932 33**
Booklet in English published by the Tamluk Subdivisional war Council.

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ

৮৫ **'Gandhi in South' Africa**
Book in English by Soumyen Tagore, printed at the Calcutta Printing Works, 29 Ramkanta Mistri Lane, Calcutta.

৮৬ **Trial of Sj. Jnananjan Neogi,**
Printed by P. C. Mitra at the Venus Printing Works, Calcutta and published by Brojendra Nath Bhadra, 20A. Gopi Bose Lane, Calcutta.

৮৭ **'Lenin--God of the Godless'**
Book in Englih by Ferdinand Ossendowski, printed by Richard Clay and Sons, Ltd., Buxgay, Suffolk, Great Britain and published by Constable & Company, Ltd., from London, W. 6. 2.

৮৮ **'What is Communism?'**

Book in English written by Akrur Dutt, printed by Prabhat Sen at the Ghosh Press, 38 Shibnarayan Das Lane and published by the Same from the Ganavani Publishing House at 20 Kedar Bose Lane, Bhowanipur, Calcutta.

৮৯ **International Communist Opposition'**

Pamphlet No. 2, printed at the Bikram Printing Press, Girgaon, Bombay and published by Y. K. Kondhvikar, General Secretary. Independance of India League from the Vallabh Bhavan. Dubash Lane, Girgaon Bombay.

৯০ **"Young Socialist League," Poona, Pamphlet No. 4**

Written by M. N. Roy, printed at the Vikram Printing Press, Girgaon, Bombay and published by G. P. Khare, General Secretary, Young Socialist League, Poona, from the Kibe Wada, Budhwar Peth Poona City.

৯১ **'Martyrs for Motherland.'**

Book in English by K. C. Acharya, printed by A. Chowdhury at the Phoenix Printing works, 29 Kalidas Singha Lane, Calcutta.

৯২ **'Can the Hindus Rule India?'**

Book in English by James Johnston M. A. printed by F. J.Ashelterd, St. Hebir, Jersy and published by P. S. King and Son, Ltd, Orchard House, Westminster London, England.

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ

৯৩ **'The Face of Mother India.'**

Book in English by Katharine Mayo, published by Hamish Hamilton Ltd., 90 Great Russel Street, London, W. 6, 1, England.

৯৪ **Comrade Muzaffar Ahmed.**

Booklet in English by Saumyendra Nath Tajore, printed by Pravat Sen at the Rabi Press at 27-A Beadon St., Calcutta, and published by the same from Ganobani office at 20, Cornwallis St., Calcutta.

৯৫ **'In India.'**

Book in English by A. M. Sahay printed by Kinoshita Printing Company, 37 Ebie Nishiyodogowa-Ku, Osaka, Japan and published by Indian National Congress Committee of Japan, Kobe Japan.

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ

৯৬ **'Peasnts' Revolt in Malabar in 1921.**

Booklet English by Saumyendra Nath Tagore, printed by Umashanker Gajanan Vaidya and published by J. Godiwala at Ganga Printers, Fort Bombay, Bombay.

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ

৯৭ **'National Fornt'**

Newspaper, Vol. II, No. 15, 21st May 1939, edited by P. C. Joshi and printed by Puranchand Joshi at the Bombay Vaibhav Press, Bombay-4 and published by the same at No. 62E, Girgaon Road,Bombay-4

In Andamans the Indian Bastille.

Book in English by Bejoy Kumar Sinha and printed by P. Topa at the Allahabad Law Journal Press, Allahabad and published by Profulla C. Mittra at No. 24/30, the Mall, Cawnpore.

৯৯ **National Front, Vol. II, No. 19, 18th June, 1939.**

English Newspaper edited by P. C. Joshi and printed by Puranchand Joshi at the Bombay Vaibhar Press, Bombay 4 and published by the same at No. 62E, Girgaon Road, Bombay-4.

১০০ **The Black Prince of Wardha.**

Pamphlet in English by Pulakesh De Sarker and printed by A. C. Bardhan at Patheya Printing Works, 71-B Masjidbari Street, Calcutta and published by Premendra Biswas from Pragati Sahitya Bhawan, 70 College St., Calcutta.

১০১ **National Front—vol II. No. 24, 30th July, 1939.**

১০২ **National Front-Vol II, No. 25 6th August, 1939**

Newspaper in English edited by P. C, Joshi and printed by Puran Chand Joshi at the Bombay Vaibhar Press. Bombay 4 and published by the same at No, 62E Girgaon Road, Bombay-4.

১০৩ **'Imperialist war and INDIA** Document by Saumyandra Nath Tagore, printed by Pravat Sen from the New Press, Bhowanipur, Calcutta. and published by him from Ganavani Publishing House, No, 220 Cornwallis Street, Calcutta.

১০৪ **"The Comrade," 2nd Sept., 1939.**

Weekly newspaper in English Printed by Nibaran Chadnra Das at the Premiar Printing Works Ltd., 32 Upper Circular Road, Calcutta and published by Md. Ismail, B. A. for the Comrade Newspapers Ltd. at 249, Bowbazar Street, Calcutta.

১০৫ **National Front Vol-II, No. 31, 8th Octber, 1939.**

Newspaper in English printed by Sheodan Singh Chauhan at the Naya Hindusthan Press Bairahna, Allahabad and published by the same from the said place.

১০৬ **The Socialist, September, 1939.**

English Monthly magazine printed and published by Priya Ranjan Das Gupta from the Publicity House at 31-A, Keshab Sen St. Calcutta.

১০৭ **National Front, Vol II, No. 32,** 22nd October, 1939.

English Newspaper edited by P, C. Joshi and printed and published by Sheodan Singh Chauhan at the Naya Hindusthan Press, Bairahna Allahabad.

১৯৪০ খৃষ্টাব্দ

১০৮ **'The Second Imperialist War.'**
English pamphlet by G. Adhikari and printed at the Jesu Press and published by B. Srinivas Rao from 270 Triplicate High Road, Madras.

১০৯ **'Students' Role in the Anti Imperialist Struggle.'**
English booklet printed at the Hindusthan Printing Syndicate at 25, Baniatola Lane, Calcutta.

১১০ **National Front (Poland Number) December, 1939.**
Printed by H. Mazumdar at the New Era Printing Press, 3 Chowpatty Road, Bombay-7. and published by the same from 62E Girgaon Road, Bombay 4.

ভাষা--বাংলা

সন ১৯২১ খৃষ্টাব্দ

চাঁদপুরের দুর্ঘটনা বিবরণ (খণ্ডপত্র)
নোয়াখালি কংগ্রেস কর্তৃক প্রকাশিত।

চরকা মাহাত্ম্য।
কলিকাতা হইতে মৌলবী আহাম্মদ আলী কর্তৃক প্রকাশিত।

হিন্দু মুসলমান কি জয় (খণ্ডপত্র)
কংগ্রেস খিলাফত কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত।

যুগাবতার গান্ধী (পুস্তক)।
ময়মনসিংহ হইতে মনোজমোহন বসু বিদ্যারত্ন কর্তৃক প্রকাশিত।

নসরত-উল-ইসমল (পুস্তিকা)

পাঞ্জাব বিভীষিকা বা জালিয়ানওয়ালাবাগ কাহিনী
কলিকাতা হইতে যদুনাথ মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত।

১৯২২ খৃষ্টাব্দ

বন্দে মাতারম্ (গানের বই)
কলিকাতা হইতে ললিতমোহন সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত।

যুগবাণী (পুস্তিকা)।
কলিকাতার মেটকাফ প্রেস হইতে প্রকাশিত।

খিলাফত ও মুসলমানের কর্তব্য।
বরিশাল হইতে প্রকাশিত।

খিলাফত কবিতা।
কলিকাতা হইতে মুন্সী আবদুল হাওয়াস চৌধুরী। কর্তৃক প্রকাশিত

স্বরাজ ও খিলাফত।
কলিকাতা হইতে বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত।

স্বরাজ স্বর্গের সিঁড়ি (পুস্তিকা)
কলিকাতা হইতে এ. এম. দাস ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত।

দেশের ডাক

১৯২৩ খৃষ্টাব্দ

কানাইলাল (পুস্তক)
প্রণেতা মতিলাল রায় চন্দননগরের প্রবর্তক পাবলিশং হাউস হইতে রামেশ্বর দে কর্তৃক প্রকাশিত এবং চন্দননগরের সাধনা প্রেস হইতে মুদ্রিত।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দ

ভাঙ্গার গান।
কলিকাতার শ্রীপতি প্রেস হইতে বিভুতিভূষণ কর্তৃক মুদ্রিত।

ক্ষুদিরাম (পুস্তিকা)।
কলিকাতা হইতে ব্রজবিহারী বর্মন রায় কর্তৃক প্রকাশিত।

রক্তরেখা
কলিকাতা হইতে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

শেষস্মৃতি।
রঙ্গপুর হইতে সরস্বতী প্রেসের শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত।

বিষের বাঁশী
কলিকাতা হইতে কাজি নজরুল ইসলাম কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দ

আবাহন (স্বদেশী সঙ্গীত সংগ্রহ)
চট্টগ্রাম হইতে মোহাম্মদ এনামুল হক কর্তৃক প্রকাশিত।

বিপ্লব ও ছাত্রসমাজ
প্রণেতা—প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। মুদ্রাকর—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, সরস্বতী প্রেস, কলিকাতা। প্রকাশক—এ. কে. গুপ্ত, কলিকাতা।

দেশবাসীর প্রতি নিবেদন (পুস্তিকা)
শান্তিপুর, কাঞ্চণপাড়া হইতে শচীন্দ্রনাথ সান্যালের নামে প্রকাশিত।

শতবর্ষের বাংলা (পুস্তক)
প্রণেতা—মতিলাল রায় চন্দননগরের সাধনা প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং চন্দননগরের প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

সুন ইয়াৎ সেন
প্রণেতা—এম. এন. রায়। মুদ্রাকর—শশীভূষণ পাল, মেটকাফ প্রেস, কলিকাতা। প্রকাশক—ব্রজবিহারী বর্মণ, কলিকাতা।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দ

পথের দাবী (পুস্তক)।
প্রণেতা—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মুদ্রাকর এস. কে. বন্দ্যোপাধ্যায়, কটন প্রেস, কলিকাতা।

সতর্কীকরণ ও হিন্দু সংগঠনের আবশ্যকতা
গ্রন্থকার ও প্রকাশক সদানন্দ গোস্বামী। মুদ্রাকর বি. এন রায় চৌধুরী, কলিকাতা।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দ

তরুণ বাঙ্গালী (পুস্তক)
ব্রজবিহারী বর্মণ রায় কর্তৃক সম্পাদিত, শশীভূষণ পাল কর্তৃক ১৫ নং নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটের মেটকাফ প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং কলিকাতার ১৯৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে বর্মণ পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দ

আনন্দবাজার পত্রিকা।
(২৯শে ডিসেম্বর,১৯২৯) সম্পাদক —সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৭১/১ মীর্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

বিপ্লব পথে ভারত
প্রণেতা—পুলকেশচন্দ্র দে সরকার, সরস্বতী প্রেস,, ১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত এবং ২০এ গোপী বসু লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

বিদ্রোহী বীর প্রমোদরঞ্জন।
প্রণেতা চারুবিকাশ দত্ত, মহমায়া প্রেস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত এবং বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

বিপ্লবী বাংলা
প্রণেতা—জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, মেটকাফ প্রেস, ১৫নং নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত এবং ৩/১ রসা রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

বাংলায় আইন অমান্য (পুস্তিকা)
হাওড়ার পতিহালের সতীসাধন গায়েন কর্তৃক প্রণীত।

বিপ্লবী অবনীমুখার্জী
কাশী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, বাংলা বাজার ঢাকা হইতে রাখাল চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বাংলার তরুণ প্রতি (খণ্ডপত্র)

"...আমরা যদি বই বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন না করি তবে দেখিব, একখানি ভাল বই নষ্ট করা প্রায় একটি ভাল মানুষকে মারিয়া ফেলিবারই সামিল। যে ব্যক্তি একটি মানুষকে মারিয়া ফেলে সে একটি বুদ্ধিজীবী প্রাণীকে মারিয়া ফেলে-ভগবানের প্রতিমূর্তিকে মারিয়া ফেলে; কিন্তু যে ব্যক্তি একখানি ভাল বইকে নষ্ট করিয়া ফেলে সে বুদ্ধিকেই ধ্বংস করিয়া ফেলে—সে যেন ভগবদ্ বিগ্রহকে চোখে আঘাত করিয়াই বিনষ্টকরে।"

জন মিল্টন

(শশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক অনূদিত 'এ্যারিও প্যাগিটিকা' থেকে)

আমাদের সভাপতি

পরিষদের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের কথা যে আমাদের সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় অর্থ ও পরিবহণ মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। নানা কারণে পশ্চিমবঙ্গ সমস্যা কণ্টকিত রাজ্য। এরূপ রাজ্যের অর্থের দায়িত্ব স্বভাবতঃই অতি কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কামনা করি তাঁহার নূতন কার্য্য পরিচালনায় তিনি সাফল্য অর্জন করুন।

শ্রীযুক্ত শৈলকুমার হাওড়ার সুপ্রতিষ্ঠিত ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। গ্রন্থাগার উন্নয়নের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কিশোর কাল হইতে আরম্ভ হয়। হাওড়ার সুপ্রতিষ্ঠিত মাধব মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর কর্মী অবস্থা হইতে আজ তিনি সভাপতিত্বে উন্নীত হইয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অফ কালচার, মহাজাতি সদন প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার সমূহের সহিত তিনি পরিচালক রূপে সংযুক্ত। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তিনি আজীবন সদস্য। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার স্পীকার প্রভৃতি রূপে তিনি যে সুনাম অর্জন করিয়াছেন তাহার পর তাঁহার এই পদ প্রাপ্তি আমাদের সকলকেই গৌরব দান করিয়াছে।

গ্রন্থাগার সহযোগিতার আলোচনা চক্র

ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিস, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ,. ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও সংবাদ সরবরাহ কেন্দ্র এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় ইউ, এস, আই, এস অডিটোরিয়ামে যে আলোচনা চক্রের অধিবেশন হইয়া গেল

তাহা নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ গুলির গুরুত্ব সর্বজন স্বীকৃত। অথচ, আমাদের দেশে ঠিক নীতি অনুযায়ী পত্রিকাগুলি কোথায়ও সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয় না। এমতাবস্থায় গবেষণারত কাহারও পক্ষে প্রয়োজনীয় পত্রিকাটি পাওয়া সুসাধ্য নহে। কোন গ্রন্থাগারে কোন পত্রিকা আছে তাহা জানিয়া সমস্ত গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পত্রিকার একটি পরিপূর্ণ তালিকা প্রকাশ ক'রতে পারিলে যে গবেষণা কার্য্যের অত্যন্ত সহায়তা করা হয় একথা বলা বাহুল্য মাত্র। আমাদের উল্লিখিত আলোচনা সভায় এই কার্য্য কোথায় কতটুকু করা হইয়াছে একদিকে তাহার মূল্যায়ন করা হয় এবং অপরদিকে নূতন যে সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে তাহার সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পত্রিকার ক্ষেত্রটি বাদ দিলেও অন্যান্য বহু বিষয়েও সহযোগিতার প্রচুর সুযোগ আছে। কোষগ্রন্থ (Reference Book), পুস্তক বাঁধাই ও সংরক্ষণ, পুস্তকাদির প্রতিলিপিকরণ (Duplication) ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় উপাদান, বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হস্তলিখিত পুঁথির তালিকা প্রভৃতি এই সমস্তের অন্তর্ভুক্ত। এই আলোচনা চক্রে এই সব সম্বন্ধেও বিস্তৃত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই আলোচনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রণিধান করিলেও ইহার সিদ্ধান্ত গুলি ফলপ্রসূ হইবার সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল নয়। গ্রন্থাগারিকেরা অনেক ক্ষেত্রেই যে ইচ্ছামত সহযোগিতার হস্ত প্রসারণ ক রতে পারেন না তাহার কারণ গুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধতা ও উদাসীনতা প্রধান। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বা গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে গ্রন্থাগারিকের প্রতিষ্ঠা এরূপ নহে যে সাধারণতঃ তাঁহারা কোন বিষয়ে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

এই আলোচনাচক্রটির ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। মাত্র কয়েকটি উচ্চ পর্য্যায়ের গ্রন্থাগারিকদের এই আলোচনায় আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। এই আলোচনা ফলপ্রসূ করিতে হইলে একদিকে যেমন সহযোগিতার প্রয়োজনের দিকে কর্ত্তৃপক্ষের চেতনা উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে তেমনি অপর পক্ষে এই আলোচনা চক্রের বিস্তৃত বিবরণ প্রতি গ্রন্থাগারিকদের নিকট যাহাতে পৌঁছাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা শুনিয়াছি ইউ, এস, আই, এস, এর সহযোগিতায় ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। যাহা হউক প্রকাশের কার্য্যটি ত্বরান্বিত হইলে আমরা খুশী হইব।

ফাল্গুন ১৩৭০ Regd. No. C-3910

গ্রন্থাগার মূল্য—৫০ নয়া পয়সা

সম্পাদক অরুণকান্তি দাশগুপ্ত। শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশক প্রেস, ১২৩।১, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ বিবলিওগ্রাফীর সংজ্ঞা ॥

তপন সেনগুপ্তঃ পুস্তক নির্বাচন—একটি প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী ॥

কুনাল সিংহঃ মুঘল যুগের গ্রন্থাগার ॥

অরুণকান্তি দাশগুপ্তঃ কোলন বর্গীকরণ প্রসঙ্গে ॥

গ্রন্থাগার সংবাদ ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৩ সালের আগষ্ট ও ডিসেম্বর মাসে
অনুষ্ঠিত ডিপ, লিব, পরীক্ষার ফলাফল ॥

পরিষদ কথা ॥

সম্পাদকীয় ॥

ত্রয়োদশ বর্ষ   দ্বাদশ সংখ্যা   চৈত্র ১৩৭০

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১৩শ বর্ষ] চৈত্র : ১৩৭০ [১২ সংখ্যা

বিবলিওগ্রাফীর সংজ্ঞা

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

বিবলিওগ্রাফীর সংজ্ঞা দেবার পূর্বে জানা প্রয়োজন বিবলিওগ্রাফীর সুরুর দিকে উদ্দেশ্য কি ছিল এবং সে উদ্দেশ্যের ক্রমবিবর্তন হ'য়ে বিবলিওগ্রাফীর আধুনিক সংজ্ঞা কি দাঁড়িয়েছে। বিবলিওগ্রাফীর উদ্দেশ্যের ক্রমবিবর্তন জানতে গেলে বিবলিওগ্রাফীর ইতিহাস কিছুটা জানা প্রয়োজন, কিন্তু এই প্রবন্ধে বিবলিওগ্রাফীর ইতিহাস পুরাপুরি দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বিবলিওগ্রাফীর সংজ্ঞা জানবার জন্য যৎটুকু ইতিহাস জানা প্রয়োজন সেইটুকুই আমরা এখানে দেওয়ার চেষ্টা করব।

সারা বিশ্বে কত যে লেখা ছেপে বার হ'চ্ছে তার সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব কারণ লেখা বলতে কেবল বইকেই বোঝায় না। বইয়ের সঙ্গে পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাকেও "লেখা"র অন্তর্ভুক্ত করতে হ'বে। এছাড়া দুই এক পাতায় ছাপার কত লেখাই যে বার হ'চ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

লেখক তার নিজের প্রয়োজনে লেখে পাঠক তার নিজের প্রয়োজনে পড়ে। সে কারণে প্রয়োজন মেটাবার জন্যে কোথায় কি লেখা বার হ'চ্ছে পাঠকের সে সংবাদ জানা প্রয়োজন। সুতরাং কোথায় কি লেখা বার হ'চ্ছে তার তালিকার প্রয়োজন মানুষ অনুভব করেছিল এবং সে প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যই হ'লো বিবলিওগ্রাফীর সূত্রপাত। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে নানা বিষয়ের উপর ছাপা লেখার তালিকা করাই ছিল উদ্দেশ্য। গোড়ার দিকে এই তালিকা কোন বিশেষ প্রণালীর উপর নির্ভর করে করা হয়নি এবং এ কথাও হয়তো বলা যেতে পারে যে সে সময়ে যাঁরা পুস্তক তালিকা করেছিলেন তারা, বিবলিওগ্রাফী কি, তা না জেনেই বিবলিওগ্রাফী তৈরি করেছিলেন। পঞ্চাশ বছর আগেও বিবলিও-গ্রাফীর যথারীতি কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি এবং বিবলিওগ্রাফী তৈরী করবার কোন প্রণালী নির্ধারিত হয়নি।

বিবলিওগ্রাফী কথাটির উৎপত্তি ছুটি গ্রীক কথা থেকে। Biblion=পুস্তক ও Graphien=লেখা। এই ছুটি কথার সংজ্ঞা থেকে Bibliography বা পুস্তক তালিকা'র উৎপত্তি।

প্রথম বিবলিওগ্রাফী ছেপে বার হয় ছাপার হরফ আবিষ্কার হওয়ার কিছু পরেই—১৪৯৪ সালে। প্রথম Claud Galien তার লেখা বই De libris propriis নামক বইয়ে বিবলিওগ্রাফী সম্বন্ধে লেখেন। এই বই থেকে বোঝা যায় সে সময়ে বিবলিওগ্রাফী বলতে বোঝাত "পুস্তক তালিকা।" এই সময়ের আর ছু'খানি বই থেকেও জানা যায় বিবলিগ্রাফী বলতে বোঝাত "পুস্তক তালিকা।" এই ছু'খানি বই হ'চ্ছে Scriptorum ecclesiasticorum (Jerome†495) ও Illustrium Virorum Catalogus (Gennade†420)। এই বই ছ'খানি জীবনীমূলক তালিকা এবং একত্রিত হয়ে ছাপা হয় Ausberg-এ ১৫৭০ সালে। এই ছু'খানি বইয়ের পরে উল্লেখ যোগ্য পুস্তক তালিকা হ'চ্ছে Myrobiblion। এই বইখানি সমালোচনামূলক পুস্তক তালিকা। বইখানি ছাপা হয় Ausberg-এ ১৬০১ সালে।

১৬০০ সালের পর থেকে নিয়মিত ভাবে নানা প্রকার পুস্তক তালিকা বার হ'তে থাকে কিন্তু Bibliography সংজ্ঞার বড় একটা কিছু পরিবর্ত্তন হয়নি এবং বিবলিওগ্রাফী বলতে বোঝাত "পুস্তক তালিকা।" Bibliotheca, Catalogus, Repertorium, Inventorium, ও Index—এই সমুদয় নামে Bibliofraphy'র নাম করণ করা হ'তো। সুতরাং এ কথা আমরা বলতে পারি যে ১৬০০ সালেও Bibliography কথাটির অস্তিত্ব ছিল না। Bibliographie কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন, ফ্রান্সে Gabriel Naudet (১৬৩৩) তার পুস্তক Bibliographica politica নামক বইয়ে।

১৭৫১ সালে Diderot d' Alembert লিখিত বিশ্ব কোষেও (Encyclopedie) বিবলিওগ্রাফী কথাটি পাওয়া যায় না। এই কোষে "Bibliographe" কথাটি পাওয়া যায় কিন্তু Bibliographe (Bibliographer) বলতে বোঝাত তাদের যারা পুরাণ হস্তলিপির পাঠোদ্ধার করতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের মাঝামাঝি বিবলিওগ্রাফীর চলতি সংজ্ঞার সঙ্গে বিবলিওলজীর (পুস্তক বিজ্ঞান?) সংজ্ঞা সংযুক্ত হয়। ফলে বিবলিওগ্রাফী একাধারে কলা ও বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় থেকে বিবলিওগ্রাফী কথাটি নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হ'তে থাকে।

১৭৮৯ সাল থেকে ফ্রান্সে এবং সারা ইউরোপে বিবলিওগ্রাফীর মানে হয়ে দাঁড়াল "পুস্তক বিজ্ঞান"—অর্থাৎ বিবলিওগ্রাফী প্রণয়নের বিশেষ প্রণালীর সৃষ্টি হ'তে থাকল।

ফ্রান্সে এবং সারা ইউরোপে বিবলিওগ্রাফীর সংজ্ঞা পরিবর্ত্তনের কারণ ছিল প্রয়োজন। এবং এ প্রয়োজন সৃষ্টি করলো ফরাসী বিপ্লব।

ফরাসী বিপ্লবের সময় ব্যক্তিগত ও ধর্ম মন্দিরের গ্রন্থাগারে সঞ্চিত যত বই জনসাধারণের সম্পত্তি হ'লো। ফলে সে সমুদয় বইয়ের যথারীতি তালিকা করার প্রয়োজন দেখা দিল।

এই সময় থেকেই গ্রন্থাগার জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান হ'য়ে দাঁড়াতে থাকে। এই পরিবর্তনের সূত্রপাত ফ্রান্সে এবং ক্রমশঃ এই পরিবর্তন সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লো।

বিবলিওগ্রাফী কথাটির যথারীতি সংজ্ঞা দেওয়ার মূলে ছিলেন Henri Gregoire (১৭৫০-১৮৩১)। তাঁর 22 Germinal, year II (11th april 1794) তারিখে প্রকাশিত Le rapport sur la bibliographie বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। Bibliography কথাটির সংজ্ঞা আরও প্রকট হ'য়ে ওঠে Armand-Gaston Camus (1740-1804) লিখিত বহু মেমোয়ার (স্মৃতি-কথা) থেকে।

এই সময়েই ফ্রান্সে এবং অন্যান্য দেশে বিবলিওগ্রাফী সম্বন্ধে বই লেখা হয়। এই সব বইয়ের নামকরণ করা হয়েছিল 'বিবলিওগ্রাফী' কিন্তু Bibliothe'conomie, Bibliophile, Bibliotechnie এমনকি পুস্তক সমালোচনা, গ্রন্থাগারের ইতিহাস ইত্যাদি সকল বিষয়ই এই সব বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছিল।

১৮৬৯ সালে ফ্রান্সে বিবলিওগ্রাফী পড়ান শুরু হয়ঃ—বিবলিওগ্রাফী শিক্ষার পাঠ্য ঠিক হ'লো :—

১। The study of principal instruments of information and research এবং সেই সঙ্গে ঐ-সমুদয় বস্তুর ঐতিহাসিক গবেষণা, বর্ণনা, ও জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পুস্তকের জাতি বিচার।

২। বিভিন্ন যুগের পুস্তকের চরিত্র নির্ণয়ন।

৩। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের টেকনিক।

১৯৩৪ সালে প্যারীর Centre synthe'se historique নতুন করে বিবলিওগ্রাফীর সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করে। এই সংজ্ঞায় বিবলিওগ্রাফীর সহিত বিবলিওলজিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে বিবলিওগ্রাফীর দুটি দিক আছে। একটি দিককে বলা যেতে পারে কলা অন্য দিককে বলা যেতে পারে বিজ্ঞান। একটি দিকের কাজ হ'চ্ছে পুস্তকের তালিকা করা এবং অন্য দিকের কাজ হ'চ্ছে একখানি বই কি করে তৈরী হয় তার বর্ণনা দেওয়া এবং পুস্তক প্রকাশের আদিম যুগ থেকে পুস্তক বিজ্ঞানের যে ক্রমবিকাশ হয়েছে তা বিচার করে দেখা।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে কয়েকটি ঘটনা থেকে একটি সিদ্ধান্তে আসা। এভাবে বিচার করে দেখলে বলা যেতে পারে বিবলিওগ্রাফীর যে অংশকে আমরা কলা বলছি সে অংশটিও বিজ্ঞানের কাজ করে। পরিসংখ্যান আজকাল বিজ্ঞান বলে গণিত হয়। পুস্তককে তালিকাভুক্ত করাকেও পরিসংখ্যান বলা যেতে পারে। কোন দেশের জন-পরিসংখ্যান করবার সময় সেই দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে বিচার করা হয় না। অথচ পরিসংখ্যানের দ্বারা কোন দেশের লোক সম্বন্ধে বহুবিধ ধারণা করতে পারা যায়। তেমনি পুস্তকের পরিসংখ্যানের সময় প্রত্যেক বইখানিকে পড়া হয়না কিন্তু কোন দেশের পুস্তক পরিসংখ্যান থেকে সেই দেশের লোকের সভ্যতা, সেই দেশের লোকের মনের গতি

কোন দিকে যাচ্ছে এসব কিছুই জানতে পারা যায়। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় বিবলিওগ্রাফী সমাজ বিজ্ঞানের একটি অংশ।

উপরে বিবলিওগ্রাফী সম্বন্ধে আমরা যে বর্ণনা দিলাম তা থেকে বলা যেতে পারে যে বিবলিওগ্রাফীর কাজ হচ্ছে "It researches, transcribes, describes, and classifies printed documents in view of building up of instruments of intellectual work called bibliographic repertories or bibliography" সুতরাং কোন বইয়ের শেষে যে বিবলিওগ্রাফী দেওয়া থাকে তাকে আমরা সত্যিকারের বিবলিওগ্রাফী বলতে পারি না। কারণ লেখক বই লেখবার সময় যে সব বইয়ের সাহায্য নিয়েছেন সেই সকল বইকেই কেবল তিনি তালিকাভুক্ত করেছেন।

বিবলিওগ্রাফীর সংজ্ঞা উপরে যা দেওয়া হ'লো তাথেকে বিবলিওগ্রাফী বা পুস্তক বিজ্ঞানকে (এখন থেকে বিবলিওগ্রাফী অর্থে পুস্তক বিজ্ঞান কথাটি ব্যবহার করা হবে) দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১। বর্ণনা বা সমলোচনা মূলক বিবলিওগ্রাফী ২। প্রণালীবদ্ধ বিবলিওগ্রাফী। প্রথম অংশকে ইংরাজী ভাষায় বলে Analytical or critical bibliography ও দ্বিতীয় অংশকে ইংরাজী ভাষায় বলে Systematic bibliography.

বর্ণনা বা সমালোচনামূলক পুস্তক বিজ্ঞান

বর্ণনামূলক পুস্তক বিজ্ঞানের কাজ, সংক্ষেপে বলা চলে "পুস্তকের বর্ণনা"। একখানি পুস্তকের বর্ণনা দেবার আগে একখানি বইয়ের ভিতরে কি আছে তা জানা প্রয়োজন। বইখানি কোন সংস্করণের, এবং বইখানিতে কোন দোষ আছে কি না তা ঠিক করতে হ'বে। একখানি পুস্তকের এই সমুদয় বর্ণনা অতি সংক্ষেপে দেওয়া যায় এবং এই বর্ণনাকে বিস্তারিত করা যেতে পারে। একখানি বই সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে দেওয়া হয় সাধারণত পুস্তক তালিকার লিখনে।

বিষয়টি কিন্তু যত সোজা মনে করা যায় ততটা সোজা নয়। অনেক সময়ে এমন এক একখানি বই হাতে এসে পড়ে যার লেখক, সংস্করণ, কোথায় ছাপা হ'য়েছে, কখন ছাপা হ'য়েছে এ-সব কিছুই ঠিক করতে পারা যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মাটি খুঁড়ে কত কি জিনিষ বার করেছে এবং সেই সমুদয় বস্তুর যথাযথ বর্ণনা দিয়ে এক এক দেশের পুরাণ সভ্যতার ইতিহাস লিখেছেন। এধরণের কাজ করতে গেলে, যে-সব বস্তুর বর্ণনা দিতে হবে সেসব বস্তুর সৃষ্টি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। সুতরাং একখানি বইয়ের যথাযথ বর্ণনা দিতে গেলে পুস্তক বিজ্ঞান সম্বন্ধে এবং পুস্তক সৃষ্টির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। ছাপার হরফ, পুস্তকের ছবি ও অলঙ্কার, বই বাঁধাই কাগজের আবিষ্কার এবং কাগজ তৈরীর ক্রমবিকাশ এ-সব সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে একখানি বইয়ের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হ'বে না। পুস্তকের এ-ধরণের বর্ণনা থেকে, প্রত্নতত্ত্ববিদরা যেমন সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস লেখেন, আমরাও তেমনি পুস্তক ছাপার এবং পুস্তক অলংকৃত করার ইতিহাস লিখতে পারি।

ঐতিহাসিক বিবলিওগ্রাফী (Hitorical bibliography) বলতে বোঝায় বর্ণনামূলক পুস্তক বিজ্ঞানকেই। ঐতিহাসিক বিবলিওগ্রাফী বইকে object of art বলে ধরে নেয় এবং পুস্তকের শরীরতত্ত্ব অনুযায়ী একখানি বইকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে। এভাবে পুস্তক তৈরীর ক্রমবিকাশ অনুযায়ী একখানি পুস্তকের বর্ণনা দিতে পারা যায়। এবং পুস্তককে পুস্তক বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা সম্ভব হয়। জানা থেকে অজানার বর্ণনা দেওয়াই হ'লো ঐতিহাসিক পুস্তক বিজ্ঞানের কাজ। এদিক থেকে বিচার করলে Historical bibliography'কে Copparative bibliography বলা যেতে পারে। একখানি জানা বইয়ের অবয়বের, ছাপার হরফের, ছবিও অলঙ্কারের সঙ্গে তুলনা করে আর একখানি আজানা বইয়ের চরিত্র নির্ণয় করা যেতে পারে অর্থাৎ একখানি বই কবে ছাপা হ'য়েছে, কোন ছাপাখানায় ছাপা হ'য়েছে, কোন দেশে ছাপা হ'য়েছে এ-সব বর্ণনা দিতে পারা যায়।

এ ধরণের বিবলিওগ্রাফী কাজে লাগে তাদের, যারা সভ্যতার ইতিহাস লেখেন এবং পুস্তকের সম্পাদকদের। একজন লেখকের কোন বইখানি কবে বার হ'য়েছে তা ঠিক করতে না পারলে সাহিত্যিক হিসাবে লেখকের জীবনী লেখা সম্ভব হয়না কারণ লেখকের সাহিত্য জীবনের ক্রমবিকাশের পরম্পরা ঠিক করা সম্ভব হয় না।

প্রণালী বদ্ধ বিবলিওগ্রাফী—প্রত্যেক বই খানিকে যথাযথ ভাবে বিচার করবার পর প্রশ্ন ওঠে বইগুলিকে কোন বিশেষ নিয়ম অনুসারে সাজান। এ ভাবে বইকে সাজানার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে যা'তে একখানি বই সহজে খুজে পাওয়া যায়। এ ধরণের বিবলিওগ্রাফী সাধারণতঃ পৃথিবীতে যত বই প্রকাশিত হ'চ্ছে সব বইয়ের এবং সব বিষয়ের বইয়ের তালিকা হ'তে পারে, কোন বিশেষ বিষয়ের তালিকা হ'তে পারে এবং জাতীয় পুস্তক তালিকা হ'তে পারে।

এই সব নানা প্রকার বিবলিওগ্রাফী নানা প্রণালীতে সাজান যেতে পারে। লেখকের নামের আদ্যাক্ষরে বা প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী সাজাতে পারা যায়। কিন্তু সাধারন পুস্তক তালিকা এ-ভাবে সাজালে কাজের হ'লেও, বিশেষ বিষয়ের বিবলিও-গ্রাফী এ-ভাবে সাজালে বিশেষ কাজের হয় না। কারণ এ ধরণের বিবলিওগ্রাফীতে একটি বিষয়ের বইয়ের সঙ্গে আর একটি বিষয়ের বইয়ের সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ এ ধরণের বিবলিওগ্রাফী প্রথমত বিষয়ের পরম্পরা অনুযায়ী সাজান দরকার এবং পরে এক একটি বিষয়ের বইকে লেখকের নাম অনুযায়ী আক্ষরিক ভাবে বা অন্য যে কোন উপায়ে সাজান যেতে পারে। জ্ঞানের জাতি-বিচারের কোন ছককে পুস্তকের জাতি-বিচারে প্রয়োগ করে সেই ছক অনুযায়ী আজকাল পুস্তকের তালিকা সাজান হয়। তবে মনে রাখতে হ'বে এধরণের জাতি বিচার কখনই সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। তাতে বহু দোষ থাকবেই কারণ মানুষের বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান কতটা সত্য সে সম্বন্ধে চিরকালই সন্দেহ থাকবে এবং নানা বিষয় সম্বন্ধে মানুষের ধারণা যুগে যুগে ভুল প্রমাণ হ'তে পারে বা পরিবর্ত্তন হতে পারে ফলে জ্ঞানের জাতি-বিচারের যে কোন ছকই অসম্পূর্ণ থাকবে। সুতরাং পুস্তক তালিকাকারকে বহু ক্ষেত্রে অন্যান্য পন্থা অবলম্বণ করতে হ'বে। বিভিন্ন উপায়ের একটি প্রধান উপায় হ'চ্ছে বিষয়ের লিখনের দ্বারা বিষয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করা এবং একটি বিষয়ের অন্তর্গত একখানি বইকে অন্য বিষয়ের অন্তর্গত লিখনের দ্বারা সম্বন্ধ যুক্ত করা।

পুস্তক নির্বাচনঃ একটি প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী

তপন সেন গুপ্ত

গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন একটি অবশ্য করণীয় সমস্যাবহুল জটিল কাজ। পৃথিবীতে প্রতিদিন বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য বই, সাময়িক পত্র ইত্যাদি প্রকাশিত হচ্ছে। কোন গ্রন্থাগারের পক্ষেই প্রকাশিত সব কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। আর্থিক আনুকূল্যের প্রশ্ন ছাড়াও আরও বহু সমস্যা জড়িত রয়েছে। তাই পৃথিবীর কোন গ্রন্থাগারই প্রকাশিত সমস্ত কিছু সংগ্রহ করতে পেরেছে বলে গর্ব করতে পারে না। সে ছাড়া যে কোন গ্রন্থাগারে সব রকমের বইয়ের প্রয়োজনও থাকে না। গ্রন্থাগার মূলতঃ প্রয়োজন সাপেক্ষ। তাই গ্রন্থাগারে বই বাছাই করতে গিয়ে সমস্ত গ্রন্থাগারিককেই প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে চলতে হয়। পাঠকদের চাহিদা মেটানো গ্রন্থাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য। "The right book for the right reader at the right time" যে কোনও গ্রন্থাগারিকের মূল লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে অন্যান্য বাস্তব অবস্থাগুলির সাথে বোঝাপড়া করে পুস্তক নির্বাচনের পন্থা নির্ধারণ করতে হয়। তাই গ্রন্থাগারের ধরণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী পুস্তক নির্বাচনের পন্থার ব্যতিক্রম হওয়া স্বাভাবিক।

বেশ কিছুদিন আগে পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমেরিকায় কয়েকটি গ্রন্থাগারে গতানুগতিক নীতি অনুসরণ না করে বাস্তব অনুসন্ধানের ভিত্তিতে চাহিদার স্বরূপ নির্ধারণের পরীক্ষা করা হয়েছিল। সমস্ত গ্রন্থাগারেই বিভিন্ন সময়ে নতুন বই কেনার জন্য কিছু পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট থাকে। প্রথমেই নতুন বই কেনার দিকে ঝোঁক না দিয়ে গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তকের চাহিদা সম্পর্কে অনুসন্ধান আরম্ভ হ'ল। এই চাহিদা অনুসন্ধানের কাজ অবশ্য সরাসরি বইয়ের শেল্ফ্-এর ওপর নজর রেখে করা হ'ল। চাহিদাসম্পন্ন সমসাময়িক লেখকদের বা "Classics" এর একটি তালিকা নিয়ে এই অনুসন্ধানের কাজ শুরু হ'ল। শেল্ফ্-এ অনুসন্ধান করে হয়ত দেখা গেল যে কিছু বই সেখানে নেই। তখন পূর্বনির্ধারিত সংখ্যা অনুযায়ী ঐ বইয়ের কিছু "কপি" কেনা হ'ল এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখে সেগুলি শেল্ফ্-এ রাখা হ'ল। কয়েক সপ্তাহ পরে আবার অনুসন্ধান করে যে বই শেল্ফ্-এ পাওয়া গেল না সেই বইয়ের আরও কিছু "কপি" কিনে শেল্ফ্-এ রাখা হ'ল। এই ভাবে ঐ বইগুলির প্রত্যেকটির অন্ততঃ এক "কপি" শেল্ফ্-এ পাওয়া না যাওয়া পর্যন্ত নতুন "কপি" কেনা চল্‌তে থাক্‌ল। শেষ পর্যন্ত ঐ বইগুলি যখন শেল্ফ্-এ দেখা গেল তখন নতুন ক্রয়ের হিসেব নেওয়া হ'ল এবং তা থেকে চাহিদার পরিসংখ্যান স্থির করা হ'ল। দেখা গেছে ২৫,০০০ পাঠক বিশিষ্ট শাখা গ্রন্থাগারে হেমিংওয়ের বইগুলি, যেমন For Whom the Bell Tolls, চল্লিশ "কপি" কেনার পরেও শেল্ফ্-এ পাওয়া যাচ্ছে না।

এই ধরণের অনুসন্ধান পদ্ধতি বর্তমানে আর চালু নেই। অবশ্য এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই ধরণের অনুসন্ধানের কাজ যে সব গ্রন্থাগারে পাঠকেরা সরাসরি শেল্‌ফ্‌ থেকে বই বেছে নিতে পারেন সেখানেই বেশী কার্যকরী হয়। অন্যত্র পাঠককে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সম্পর্কে হদিশ পেতে হলে "ক্যাটালগের" সাহায্য নিতে হয় এবং তার ফলে গ্রন্থাগারে তাঁর পছন্দমত বই সম্পর্কে "ক্যাটালগ" থেকেই ধারণা পেতে পারেন। যাই হোক, এই অনুসন্ধান পদ্ধতির মাধ্যমে পুস্তক নির্বাচনের কয়েকটি মূল নীতির বাস্তব নিরীক্ষা হয়ে যায়; যেমন,

১। কিছু সংখ্যক উৎকৃষ্ট বা আদর্শ মান সম্পন্ন বই পাঠকেরা যে কোন সময়ে গ্রন্থাগারে পাবার আশা করতে পারেন।

২। বেশ কিছু সংখ্যক পাঠক আছেন যাঁরা শেল্‌ফ্‌-এ বই না পেলে নিরাশ হয়ে ফিরে যান, গ্রন্থাগারিকের কাছে খোঁজ করেন না। এই ভাবে বহু পাঠক শেল্‌ফ্‌-এ বই না থাকার দরুণ গ্রন্থাগার-বিমুখ হয়ে ওঠেন। সে ছাড়া শেল্‌ফ্‌-এ বই না থাকলে "ক্যাটালগে" ঐ বই আছে কি না জানার দিকে অধিকাংশ পাঠকেরা খুব বেশী উৎসাহিত হন্ না। সময়মত বই না পেলে "ক্যাটালগে" বই থাক্‌লেও পাঠক বিশেষ আশান্বিত বোধ করেন না।

৩। এক একটি বিষয় সম্পর্কে পৃথকভাবে এই ধরণের অনুসন্ধান চালিয়ে গেলে গ্রন্থাগারের সামগ্রিক সংগ্রহের চাহিদার হিসেব করা যেতে পারে। পাঠকের পছন্দ এবং বিভিন্ন বিষয়ে চাহিদার আপেক্ষিক মান নির্ণয় করা যেতে পারে। সুতরাং পুস্তক নির্বাচনের সময় বেশীদিন স্থায়ী হতে পারে এমন বইয়ের দিকে ঝোঁক না দিয়ে পাঠকের পছন্দমত বই সরবরাহ করার সুবিধে হয়।

এই ধরণের অনুসন্ধান পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হলে অন্য দু'একটি বিষয়ে নজর রাখা প্রয়োজন। যেমন—(১) কোনও পাঠক বই ফেরত দিতে যথেষ্ট বিলম্ব করছেন কি না; (২) ফেরত পাবার আশা নেই বা ব্যবহারের অযোগ্য কিম্বা বাঁধাইয়ের জন্য সংরক্ষিত আছে এমন কোন বই ঐ অনুসন্ধান তালিকার মধ্যে পড়ল কি না, এবং (৩) এই গুলি শেল্‌ফে-সঠিক স্থানে সাজান আছে কি না।

যদিও বর্তমানে এই পদ্ধতির প্রচলন নেই তবুও গ্রন্থাগারের অবস্থা অনুযায়ী উপরিউক্ত বিষয়গুলির উপর নজর রেখে এই ধরণের অনুসন্ধান চালিয়ে গেলে পুস্তক নির্বাচনের দু'একটি সমস্যার ক্ষেত্রে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা সহজতর হয়ে উঠতে পারে বলে মনে হয়। বস্তুতঃ পুস্তক নির্বাচনের পন্থা হিসেবে এই পদ্ধতি হয়ত গ্রহণ যোগ্য নাও হতে পারে—কিন্তু মাঝে মাঝে বইয়ের শেল্‌ফে-এ ধরণের অনুসন্ধান চালিয়ে গেলে গ্রন্থাগারিকের পথে গ্রন্থাগারের সংগ্রহের বাস্তবিক চাহিদা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখা সহজ হয়ে উঠ্‌তে পারে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মুঘল যুগের গ্রন্থাগার

কুণাল সিংহ

এ কথা সর্বজনবিদিত যে মুঘল আমলে ভারতে বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সঙ্গীতের চর্চা বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে। কিন্তু সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথমাবস্থায় 'বাবরে'র যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেই সময় কেটে গিয়েছে। সে সময়ে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের দিকে মন দেবার মত অবসর তাঁর ছিল না। তারপর 'হুমায়ুনে'র সময়ে যে সাম্রাজ্য লুপ্ত হ'তে চলেছিল তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দেশে শিল্পকলার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেছিলেন বাদশাহ্ 'আকবর'। তাঁর সভাসদ্দের মধ্যে বহু কবি, দার্শনিক ও সাহিত্যিকের সমাবেশ ঘটেছিল। বিদ্যাশিক্ষা ব্যাপারে এই উৎসাহই তাঁকে একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রেরণা দেয়। এই ইচ্ছাকে বহু প্রয়াসে ও অর্থব্যয়ে তিনি কাজে পরিণত করেন। নিজে লেখাপড়া না জান্‌লেও তিনি সভাপণ্ডিতদের সাহায্যে গ্রন্থাগারের অনেক বই পড়িয়ে নিতেন। অনেক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকসম্বলিত এই গ্রন্থাগারটি আজও বিখ্যাত হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। রাজ্যজয়ের পর তিনি গুজরাট, জৌনপুর, বিহার, কাশ্মীর, বাংলা এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রন্থ সংগ্রহ করে এসেছিলেন। 'বদাওনি' লিখেছেন, গুজরাট বিজয়ের পর আকবর সেখান থেকে বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করে আনেন। পুস্তকগুলি ছিল 'ইতিমদ খাঁ গুজরাটি' নামক সেদেশের এক সমৃদ্ধশালী ব্যক্তির। শোনা যায় মোল্লা 'পীর মহম্মদ' কিছুদিন বাদশাহ্ আকবরের গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

বাদশাহের গ্রন্থাগারটি বহু বিভাগে বিভক্ত ছিল। আবুল ফজল লিখেছেন যে, এর কিছু অংশ হারেমের বাইরে আর কিছুটা হারেমের অভ্যন্তরে স্থাপিত ছিল এর প্রত্যেক বিভাগকে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করা হ'ত পুস্তকের বিষয়বস্তু অনুযায়ী। গদ্য, পদ্য এবং হিন্দী, পার্শী, গ্রীক, কাশ্মীরি, আরবী প্রভৃতি ভাষায় পুস্তক পৃথকভাবে সাজানো হ'ত।

সম্রাট 'জাহাঙ্গীর'ও গ্রন্থ সংগ্রহে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। আকবরের গ্রন্থাগারে তিনি বহু পুস্তক যোগ করেন। শোনা যায় তিনি বিদেশযাত্রার সময়ে তাঁর সঙ্গে বহু গ্রন্থ নিয়ে যেতেন। গুজরাটে গিয়ে তিনি কয়েকটা মূল্যবান পুস্তক সেখানকার উলেমাকে উপহার দেন। বেগম 'নূরজাহানের'ও একটি নিজস্ব পুস্তকাগার ছিল। বিভিন্ন স্থান থেকে বহু মূল্যবান গ্রন্থ ক্রয় করে তিনি তাঁর গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধিসাধন করেন। সাম্রাজ্ঞী হবার আগেই তিনি বহু গ্রন্থ ক্রয় করেছিলেন। তাঁর পুস্তকগুলির মধ্যে 'নূর-উন্নিসা' বেগম সাক্ষর সম্বলিত গ্রন্থ আছে কয়েকটি।

সম্রাট 'সাজাহানে'র গ্রন্থাগারটিও ছিল বৃহৎ। এক জার্মান পরিব্রাজক লিখেছেন যে, এই গ্রন্থাগারে পুস্তক ছিল প্রায় ২৪,০০০। 'ঔরঙ্গজীব' এই পুস্তকসংখ্যা বৃদ্ধি করেন। তাঁর রাজত্বকালে গ্রন্থাগারের সর্বপ্রধান গ্রন্থাগারিক ছিলেন "মহম্মদ সালিহ্"।

মুঘল সম্রাটগর্ণের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছাড়া, রাজপরিবারের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেরই তখন নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল। আমীর, ওমরাহ্ ও পণ্ডিতগণ সে সময়ে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন। 'ফৈজি' ও 'আবুল ফজলে'র গ্রন্থসংগ্রহশালা বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। আমেদাবাদে "আব্দর রহিম খান-ই-খানান"এর গ্রন্থাগার আকবরের রাজত্বকালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন।

সম্রাট 'জাহাঙ্গীরে'র প্রিয় সভাসদ্ শেখ 'ফরিদ বুখারির'ও একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল। মিঃ 'নাদাভ' Islamic Culture নামক এক মাসিকপত্রে প্রকাশিত "Library during the Muslim rule in India নামক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, সে আমলে অনেক ধনী গৃহেই গ্রন্থাগার থাকতো। প্রসঙ্গতঃ তিনি 'কুতুব-উল-মুল্কে'র গ্রন্থাগারটির কথা উল্লেখ করেন। এ ছাড়া তখন অনেক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ইত্যাদির সঙ্গে ছোট ছোট গ্রন্থাগার থাকতো বলে শোনা যায়।

বাদ্‌শাহ্‌গণ ও তাঁদের সভাসদ্‌গণের গ্রন্থাগারগুলির রক্ষণা-বেক্ষণের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হ'ত। পুস্তকাগারের মধ্যে যাতে আলোবাতাস অপর্য্যাপ্তরূপে চলাচল করতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া হ'ত। মেঝে জীবাণুমুক্ত করার জন্যে নিয়মিত ধোওয়া মোছার ব্যবস্থা ছিল। ঘর যাতে স্যাঁৎস্যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য করা হ'ত। বর্তমানকালের প্রধান গ্রন্থাগারিকের ন্যায় একজন "নাজিম" গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত থাকতেন। গ্রন্থাগারের আয় ও ব্যয়ের হিসাব তিনিই নিতেন। কর্মচারীদের নিয়োগের ভার ছিল তাঁর হাতে। এই কাজের গুরুত্ব ও মর্যাদা ছিল অনেক এবং সেইজন্য দরবারের উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীগণকে এই পদে নিযুক্ত করা হত। সহগ্রন্থাগারিক (Deputy Librarian) তখন 'মুহ্তমিম' নামে পরিচিত ছিলেন। গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে অধিকাংশ কাজ তাঁর তত্ত্বাবধানেই চলতো। তাই দর্শন ও বিজ্ঞানের ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন লোকেরাই এই কাজে নিযুক্ত হ'তেন। গ্রন্থাগারের সাধারণ কার্যাবলীর প্রয়োজনে আরও একদল কর্মচারী নিয়োগ করা হ'ত। বর্তমানের গ্রন্থাগারে যে ধরণের কার্যাদি হয়ে থাকে সে সকল কাজেরই প্রয়োজন ছিল সে সময়ে। তবু সে সব কাজে আজকের দিনের মত এত জটিলতা দেখা দেয়নি তখন। অধিকাংশ বৃহৎ গ্রন্থাগারে "জ্বিল-সাজ" নামে একদল দপ্তরি থাক্‌তো। বই বাঁধাইয়ের কাজে এদের বিশেষ দক্ষতা ছিল। খোদাবক্স লাইব্রেরীতে সে আমলের গ্রন্থগুলি এই কাজের দক্ষতার সাক্ষ্য দিচ্ছে আজও। এছাড়া "খাসনবিস" নামে একদল লিপিকর্মবিদ্ (Caligraphists) গ্রন্থাগারে কাজ করতেন। মূল্যবান পুরাতন পুস্তক কপি করাই ছিল তাঁদের মূল কাজ। মুকাবিলাবিসগণ তখন গ্রন্থের সঙ্গে কপি মিলিয়ে দেখতেন এবং প্রয়োজন হ'লে মুসাহ্‌ইগণ (Musahhih) কপির ভ্রম সংশোধন করতেন।

মুঘল আমলের গ্রন্থাগারগুলির বিবরণ সে সময়কার বহু পর্যটকের লেখায় পাওয়া যায়। কি পুস্তক সংরক্ষণ ব্যবস্থায়, কি সংখ্যায় তারা সত্যই প্রশংসার যোগ্য ছিল। কিন্তু গ্রন্থাগারের ব্যবহার তখন ধনিকশ্রেণী ও নগরবাসীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ সে যুগে গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেনি কেউ তবু সে সময়ের শিল্প ও সাহিত্যের উৎকর্ষতার পিছনে এই গ্রন্থাগারগুলির অবদান কিছু কম ছিল না। ঔরঙ্গজীবের পরবর্তী বাদশাহ্‌গণের সময় বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রচেষ্টাও বিলুপ্ত হয়। আজপর্যন্ত যে সময়ের যে সব গ্রন্থ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে ঐতিহাসিকদের কাছে সেগুলি অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। অতীতের জ্ঞানভাণ্ডার ও তথ্যসামগ্রীকে বাঁচিয়ে রেখে তারা সে যুগের সঙ্গে বর্তমানের গভীর যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

কোলন বর্গীকরণ প্রসঙ্গে

অরুণ কান্তি দাশ গুপ্ত

[পৌষ এবং মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশে কতগুলি মারাত্মক মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। ছাপাখানা সংক্রান্ত গোলযোগের জন্য প্রুফ সংশোধনের ব্যাপারে যথেষ্ট অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। যাঁর উপর প্রুফ সংশোধনের ভার জোর করে ন্যস্ত হয়েছিল, কোলন পদ্ধতির 'বৈচিত্র' সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট অবহিত না থাকায় এই ত্রুটির উৎপত্তি। একটি ক্ষেত্রে প্রুফ সংশোধনের সময় আমার পাণ্ডুলিপিটি সঙ্গে না থাকায় কোলন ষষ্ঠ সংস্করণ অনুসরণে (আমার প্রবন্ধ প্রকাশিতব্য সপ্তম সংস্করণের ভিত্তিতে রচিত) তিনি একটি সংশোধন করেছেন।

কোলন পদ্ধতি দুর্বোধ্যতার অপবাদে দুষ্ট। মুদ্রণ প্রমাদ ঘটার ফলে কোথাও কোথাও এই প্রবন্ধটি আরো দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে।

উপরোক্ত কৈফিয়ৎ মূল্যহীন। কারণ প্রবন্ধ লেখক এবং সম্পাদক হিসাবে সমস্ত ত্রুটীর দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। এজন্য পাঠকবর্গের কাছে আমি মার্জনাপ্রার্থী। সংশোধনগুলি নিম্নে প্রদত্ত হ'ল :

পৌষ সংখ্যা

২১৩ পৃঃ তৃতীয় অনুচ্ছেদ দ্বিতীয় পংক্তি "কনিষ্ঠতম"র বদলে "কঠিনতম"

২১৪ পৃঃ চতুর্থ অনুচ্ছেদ—শিরোনামে 'পরিভাষিক' এর বদলে 'পারিভাষিক'।

২১৫ পৃঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অষ্টম পংক্তি Co-ordinate কথাটি বাদ যাবে।

২১৫ পৃঃ শেষ পংক্তি nifina-র বদলে infina।

২১৬ পৃঃ পঞ্চম পংক্তি—'নির্ধারিত সংস্কার' এর বদলে 'নির্ধারিত সংজ্ঞা'।

২১৬ পৃঃ সপ্তম পংক্তি 'কর্ম'র বদলে 'ধর্ম,

২১৬ পৃঃ নীচের দিক থেকে ষষ্ঠ এবং সপ্তম পংক্তি—'এর পর এই facet গুলি বোঝানোর জন্য যথাক্রমে [P] [M] [E] [S] [T] এই চিহ্ন গুলি ব্যবহৃত হয়েছে।' এই পংক্তি দুটি বাদ যাবে।

কতগুলি পারিভাষিক শব্দ আলোচনা প্রসঙ্গে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়। রঙ্গনাথন পুনরাবৃত্তির সময় শব্দ গুলির সংক্ষেপিত আকার (প্রথম বন্ধনীর মধ্যে কেবলমাত্র আদ্য অক্ষর গুলি) ব্যবহার করেন। যেমন,

Basic Calss=(BC)
Isolote Number=(IN)
Conneting Symbol=(CS)

আদ্য অক্ষর গুলি বড় হরফের হবে, এবং দুই হরফের মধ্যে কোন ফাঁক থাকবে না।

২১৭ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় পংক্তিতে Basic Class (Basis Class নয়) বোঝাতে (Bc) নয় (BC) ব্যবহৃত হবে। ২১৮ এবং ২২১ পৃষ্ঠায় এই ত্রুটির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। অনুরূপ ভাবে ২১৭ পৃষ্ঠায় (Cs) এর বদলে (CS) ব্যবহৃত হবে।

২১৭ পৃষ্ঠায় চতুর্থ পংক্তিতে University Library এবং Perodicals শব্দ দুটি'র মধ্যে একটি—(Dash) যতি চিহ্ন বসবে।

২১৭ পৃষ্ঠায় "PMEST-র বিন্যাসক্রম ও সংযোজনী চিহ্ন" এই শিরোনামে নীচে [T] facet এবং সংযোজনী চিহ্ন (CS). (ডট্) এর বদলে ' (উল্টোকমা) হবে। কোলনের ষষ্ঠ সংস্করণে [S] এং [T] উভয়েরই সংযোজনী চিহ্ন হিসাবে (ডট্) ব্যবহৃত হয়েছে। রঙ্গনাথন *Annals of library science* (Vol 8; 69-79) 'Connecting Symbols for time and space' প্রবন্ধে [T] facet এর (CS) পরিবর্তন করে ' (উল্টো কমা) ব্যবহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সপ্তম সংস্করণে এই পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং যত চিহ্নসহ বিন্যাসক্রমঃ [P] ; [M] : [E] . [S] ' [T] .... (৩)।

২১৭ পৃষ্ঠায় সপ্তম/অষ্টম পংক্তিতে যতি চিহ্ন ব্যবহারে কোন ত্রুটি হয়নি (কিন্তু 1650 এর বদলে 1950 হবে)। এই পংক্তির পরের অংশ একটি নতুন অনুচ্ছেদ হিসাবে সুরু হবে। এই অনুচ্ছেদের শেষে (অর্থাৎ ষোড়শ পংক্তি) কোলন সংখ্যা হবে :

234;46:51·2'N5

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য যে কোলনের সাঙ্কেতিক চিহ্ন লেখা বা মুদ্রণের সময় (CS) সহ বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্নর মধ্যে কোন ফাঁক থাকবেনা।

২১৮ পৃঃ Facet/শ্রেণী শীর্ষক (৪) নং সূত্রের নীচের অনুচ্ছেদটির ("উপরোক্ত (১)এ ··· ··· দু রকম facet ব্যবহার করা চলে।" পর্যন্ত) পাঠ নিম্নরূপ হবে :
উপরোক্ত (১) এ [S] এবং [T] নেই। কিন্তু অতিরিক্ত facet [2P] আছে। (৩) এ [P] facet এর কোন সংযোজনী চিহ্ন , (কমা) ব্যবহৃত হয়নি।

কোন facet সূত্রে [S] এবং [T] না থাকলে প্রয়োজন মত এই দুটি facet ব্যবহার করা যায়। ডিউইতেও Divide like 930—999 এই নির্দেশ না থাকলেও কোন বিষয়ের ভৌগলিক বিভাগে আপত্তি নেই। অনেক জটিল বিষয় বিশ্লেষণান্তে দেখা যায় কতগুলি facet এর পুনরাবৃত্তি ঘটে। [P] facet এর পুনরাবৃত্তির নিদর্শন হ'ল [2P]। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে [2P] নেই। (BC)র সঙ্গে [P] facet যুক্ত করবার জন্য সংযোজনী চিহ্ন , (কমা) ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। [P] এর পুনরাবৃত্তি ঘটলে পূর্ববর্তী facet এর সঙ্গে সংযুক্তির জন্য , (কমা) ব্যবহৃত হবে।

পুনরাবৃত্তি কি ভাবে ঘটে এবং ঘটলে facet গুলির বিন্যাসক্রমই বা কি হবে এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

২১৮ পৃঃ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের [E] এর 1. Book Selection 2. Organisation ইত্যাদি বিভাগ গুলিতে সংখ্যা (Isolate Number) এবং শব্দের (Isolate Term) মধ্যে . (ডট্) থাকবেনা। অর্থাৎ বিভাগ গুলি নিম্নরূপ হবে।

1 Book Selection
2 Organisation
3 Co-operation

ইত্যাদি

২২০ পৃঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ, প্রথম পংক্তি—"এই বিশ্লেষণ বরং সনাক্তকরণ" এর বদলে "এই বিশ্লেষণ এবং সনাক্তকরণ।"

২২০ পৃঃ চতুর্থ অনুচ্ছেদের প্রথম পংক্তিতে "Facet বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কয়েকটি সিদ্ধান্ত" মোটা হরফের এই শব্দকটি শিরোনাম হিসাবে অনুচ্ছেদের উপরে যাবে; সুতরাং প্রথম পংক্তিটি হবে—"রঙ্গনাথন বিশ্লেষণ কার্যের সুবিধার্থে"

২২১ পৃঃ চতুর্থ পংক্তি M এবং E এর মধ্যে ; (সেমিকোলন) এর বদলে , (কমা) হবে। উল্লেখযোগ্য যে এখানে PMEST র মধ্যে , (কমা) যতি চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, সংযোজনী চিহ্ন হিসাবে নয়।

২২১ পৃঃ নীচ থেকে দ্বাদশ পংক্তি—"শেষোক্ত সিদ্ধান্তে এই সর্ত" র বদলে "শেষোক্ত সিদ্ধান্তে একটি সর্ত।"

২২১ পৃঃ নীচ থেকে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের ঠিক উপরে পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণ দুটি পৃষ্ঠা বাদ গেছে। এই অংশটি এখানে উদ্ধৃত হ'ল :

এই Postulate গুলির ভিত্তিতে যে কোন বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী বর্গীকরণ করা সম্ভব। এর ভিত্তিতে ব্যবহারিক বর্গীকরণের জন্য রঙ্গনাথন ৮টি ধাপের (Step) অনুমোদন করেছেন। এর উদাহরণ পরে দেওয়া হবে।

Postulate গুলি যেমন ব্যবহারিক বর্গীকরণের ভিত্তি তেমনি কোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি হ'ল রঙ্গনাথন প্রবর্তিত কয়েকটি "অনুশাসন" বা Canon। যে কোন বর্গীকরণ পদ্ধতিকেই এই অনুশাসনের মানদণ্ডে বিচার করলে তার উৎকর্ষতার সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে। নতুন বর্গীকরণ পদ্ধতি উদ্ভাবনেও এই অনুশাসনগুলি যথাযথ পথ নির্দেশ দেবে। রঙ্গনাথন তাঁর বিখ্যাত *Prolegomena to library classification* (Ed1, 1937 ; Ed2 U K edition 1957) গ্রন্থে ব্যাখ্যা সহ অনুশাসনগুলি প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বর্গীকরণের ক্ষেত্রে অনুশাসন এবং "Canons of Classification" এই কথাটির প্রবর্তক হলেন রঙ্গনাথনের শিক্ষক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বর্গীকরণবিদ্ Sayers। ১৯১৫ সালে তিনি *Canons of Classification* নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রঙ্গনাথনের অনুশাসনের যৌক্তিকতার প্রথম স্বীকৃতি আসে Sayers এর কাছ থেকেই।

রঙ্গনাথনের অনুশাসন সংখ্যায় ৩৩ টি। এদের মোটামুটি ৮ ভাগে বিভক্ত করা চলে :

Canons for

১ Characteristics—৭টি
২ Array—৪টি
৩ Chain—২ টি
৪ Filatory Sequence—২ টি
৫ Terminology—৪ টি
৬ Notation—৩ টি
৭ Knowledge Classification—৬টি
৮ Book Classification—৫ টি

এর মধ্যে প্রথম ছটি বিভাগের ২২টি অনুশাসন বর্গীকরণের সাধারণ তত্ত্ব সম্পর্কিত।

রঙ্গনাথন প্রবর্তিত Facet বিশ্লেষণ পদ্ধতিই যে বর্তমান যুগের জটিল বিষয় বর্গীকরণ সমস্যায় সমাধানের পথ নির্দেশ করেছে সে বিষয়ে পাশ্চাত্যের অনেক বর্গীকরণবিদ্ একমত। লণ্ডনের Classification Research Group (CRG) নামে গ্রন্থাগারিক এবং বিষয় বিশেষজ্ঞদের গঠিত সংস্থা বর্গীকরণ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ১৯৫৮ সালে গ্রেট বৃটেনের ডোরকিংএ অনুষ্ঠিত বর্গীকরণ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও এই পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। CRG র সদস্যগণ বর্তমানে নতুন কোন একটি সাধারণ বর্গীকরণ তালিকা প্রণয়ন করবার চেষ্টা করছেন না। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির (রঙ্গনাথন এদের বলেন Micro thought। পক্ষান্তরে বইয়ের বিষয় বস্তু হ'ল Macro-thought) সূক্ষ্ম বর্গীকরণের (Depth classification) উপযোগী এক একটি বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক বর্গীকরণ তালিকা প্রণয়নে এঁরা সচেষ্ট।

কোন বহুমুখী জটিল বিষয়ের সমস্ত দিক (facet/aspect) এই ধরণের বর্গীকরণ পদ্ধতিতে সাঙ্কেতিক চিহ্নর সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব বলে এদের Faceted classification বলা হয়। কোন বিষয়ের মূল উপাদন গুলিকে প্রথম বিশ্লেষণ করে পৃথক করে নেবার পর একটি নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী পুনরায় এই উপাদন গুলিকে একত্রিত (সংশ্লেষিত) করা হয় বলে এদের Analytico-Synthetic Classification ও বলা হয়। পক্ষান্তরে Dewey, U D C প্রভৃতি বর্গীকরণ পদ্ধতি গুলিতে বিষয়ের বিভাগ, উপবিভাগ ইত্যাদি তালিকাবদ্ধ করা থাকে বলে এদের Enumerative Classifiction বলা হয়। গ্রন্থাগারিককে এই তালিকা থেকে প্রয়োজনীয় সাংকেতিক চিহ্নটি খুঁজে নিতে হয়।

Analytico-Synthetic বা Faceted Classification এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তালিকা এখানে উদ্ধৃত হ'ল :

১ Foskett (D J). Food technology

২ Ramkuislna Rao (D B). Classification of Agricultur

৩ Classification Research Group (London). Faceted Classification for aeronautics,

৪ Binns (J). 'English Electricity; a faceted subject classification for Engineering

৫ Reid (A). Afaceted classification system for explosives technology

৬ Vickery (B C). Soil science.

২২১ পৃঃ শেষ দুটি অনুচ্ছেদের পাঠ নিম্নরূপ হবে :

এর সবগুলিই facet বিশ্লেষণ ভিত্তিক বর্গীকরণ তালিকা। সবগুলিই কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে কোলন বর্গীকরণ অনুকরণে নয়, অর্থাৎ কোলনের বিষয় বিভাগ বা সাঙ্কেতিক

চিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি, তবে কোলন বর্গীকরণের মূলনীতি অনুসরণে রচিত। সম্পূর্ণভাবে কোলন অনুসরণে প্রথম দুটি তালিকা রচিত হয়েছে।

সুতরাং কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতিই রঙ্গনাথনের একমাত্র অবদান নয়—বর্গীকরণ পদ্ধতি রচনা করবার জন্য তিনি তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক ভিত্তি সৃষ্টি করেছেন। আর এই ভিত্তি গড়ে উঠেছে কোলনকে কেন্দ্র করে।

মাঘ সংখ্যা

২৩৩ পৃঃ Generalia শ্রেণীর জন্য ছোট রোমান হরফ a, k, n ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি মোটা হরফে হবে না, italicsএ হবে; *a, k, n* ইত্যাদি। হাতে লিখলে বা টাইপ্‌রাইটার ব্যবহার করলে হরফ গুলির নীচে দাগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কোলন পদ্ধতিতে রোমান ছোট হরফ থাকলেই এই রীতি প্রযোজ্য। সুতরাং ২৩৫ পৃষ্ঠায় অনুরূপ সংশোধন করে নিতে হবে।

২৩৫ পৃঃ নীচ থেকে সপ্তম এবং নবম পংক্তি—সাংবাদিকতা প্রমাণীকরণ এই দুটি শব্দের মধ্যে , (কমা) বসবে।

২৩৬ পৃঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের তৃতীয় পংক্তি—Science Psychologyর মধ্যে একটি। (পূর্ণচ্ছেদ চিহ্ন।) বসবে।

২৩৭ পৃঃ নীচ থেকে দ্বাদশ পংক্তি—উপরিভাগ নয় উপবিভাগ।

গ্রন্থাগার সংবাদ

গরলগাছা সাধারণ পাঠাগার হুগলী

গত ২২শে মার্চ রবিবার গরলগাছা সাধারণ পাঠাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টায় বিজ্ঞানাচার্য্য জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বসু পতাকা উত্তোলন 'Text Book Library ও উৎসব মণ্ডপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রী বসু বলেন: দুর্গাপ্রতিমাকে আমরা যে নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে সাজিয়ে পূজা করি সেইরূপ দেশ মাতৃকাকেও উপযুক্ত ভাবে সজ্জিত করে তুলতে হ'বে। বাংলা দেশের বর্তমান সঙ্কট জনক অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দেশের তরুণগণের স্বাধীন জাতির দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবার আবেদন এবং সর্বপ্রকারে জনকল্যাণমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য আহ্বান জানান। কর্মের মাধ্যমেই মানুষের সত্যকারের পরিচয় পাওয়া যায় এবং কর্মের মধ্যেই মানুষ বেঁচে থাকে এই কথা স্মরণ করে দেশের যুব সম্প্রদায়কে সর্বপ্রকার সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ হবার আহ্বান জানান। পরিশেষে তিনি সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র

রূপে পাঠাগারকে গড়ে তোলার জন্য গ্রামবাসীকে সচেষ্ট হ'তে বলেন। গ্রামবাসীগণের স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনায় তিনি বিশেষ প্রীত হন এবং ভগবানের নিকট পাঠাগারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির কামনা করেন। উৎসব মণ্ডপে একটি আকর্ষণীয় পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের এই দিনের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান বিকাল ৫ টায় অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রী কেশব চন্দ্র বসু সভাপতিত্ব করেন এবং অধ্যক্ষ শ্রীগৌরী নাথ শাস্ত্রী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ রাধানাথ মান্না উপস্থিত সকলকে সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীহরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদকীয় বিবরণী পাঠ করেন।

এই সভায় আনন্দ বাজার পত্রিকার গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী নগেন দত্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার শিক্ষণ বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, ইউসিস গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক মিস. এ. রেলি ও হুগলী জেলার সমাজ শিক্ষা অধিকারিক শ্রীনীতিশ বাগচী গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে ভাষণ দেন।

এই দিনের তৃতীয় অনুষ্ঠান সিকদার বাগান সঙ্গীতসমাজ কর্তৃক "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাভিনয়" সহস্রাধিক মাতৃমণ্ডলীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই নাটকের সুষ্ঠ অভিনয় দর্শক বৃন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে।

পরদিন ২৩শে মার্চ সোমবার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের দ্বিতীয় দিবসের অনুষ্ঠান রূপে গরলগাছা মৌসুমী সম্প্রদায় কর্তৃক শম্ভু মিত্রের—"কাঞ্চন রঙ্গ" নাটকটি অভিনীত হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে একটি স্মারক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

বিদ্যার্থী পাঠাগার শিশুবিভাগ
(ভবানীপুর, কলিকাতা) .

বিদ্যার্থী পাঠাগারের সাধারণ বিভাগের সঙ্গে একটি শিশু বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত করা হয় এবং সেই অনুযায়ী গত ১৫ই মার্চ, ১৯৬৪ এই বিভাগটির অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

কাশীপুর ইন্সটিটিউট লাইব্রেরী

গত এপ্রিল, ১৯৬৪ সালে কাশীপুর ইন্সটিটিউট লাইব্রেরীতে বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়। শ্রীগৌর সামন্তের উপর গ্রন্থাগারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

স্টুডেন্টস লাইব্রেরী

বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৯৬৪ সালের কার্যকরী সমিতির সভ্যবৃন্দ নির্বাচিত হন। কলকাতা করপরেশনের কাউন্সিলার শ্রীসুশীল কুমার পাল সভাপতি নির্বাচিত হন। অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন শ্রীঅমূল্য কৃষ্ণ সাধুখাঁ। শ্রীশিশির শোভন ভট্টাচার্য গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

১৯৬৩ সালের আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত ডিপ, লিব, পরীক্ষার ফলাফল

(রোল নং অনুযায়ী)

রোল নং	নাম	ফলাফল
৩	চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য	প্রথম বিভাগ
১৮	রবীন্দ্র কুমার নাগ	„
২১	সুভাষ কুমার বসু	„
২৩	অরুণ কুমার ঘোষ	„
২৫	শিবব্রত ঘোষ	„
৩৪	মোহন ভাটিয়া	„
৩৭	অপর্ণা বসু	„
৪০	মোজেলে আইজাক	„
৪৩	মঞ্জু গুহ ঠাকুরতা	„
৬০	সত্যব্রত রায়	„
৪	মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	দ্বিতীয় বিভাগ
৫	শেফালিকা ধর	„
৭	মৃগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য	„
৮	সুশীল কুমার বসু	„
১০	পার্থসুবীর গুহ	„
১১	নীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায়	„
১৫	অনিল চট্টোপাধ্যায়	„
১৭	দিলীপ কুমার রায়	„
১৯	দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য	„
২০	প্রণব কুমার চক্রবর্ত্তী	„
২২	সন্তোষ কুমার দেব	„
২৭	বকুল গোপাল শাসমল	„
৩০	অনাদি প্রসাদ	তৃতীয় বিভাগ
৩৩	সুশীল রঞ্জন বসু	„
৩৫	মতিলাল মাইতি	„
৩৬	শৈলেন্দ্র নাথ হালদার	„
৪২	নন্দিতা ভৌমিক	„
৪৬	প্রীতি দত্ত	„
৪৭	অনিমা ধর	„

রোল নং	নাম	ফলাফল
৪৮	কল্যাণী দাস	দ্বিতীয় বিভাগ
৫০	দীপিকা চক্রবর্ত্তী	”
৫২	তপতী দাস	”
৫৩	গীতা হাজরা	”
৫৫	মায়া নিয়োগী	”
৫৮	কল্পনা গাঙ্গুলী	”
৬১	স্নেহময় নন্দী	”
৬২	জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল	”
৬৩	সুশীল কুমার গুপ্ত	”
৬৫	মুকুল কুমার মুখোপাধ্যায়	”
৬৬	নীলিমা দাস	”
৬৭	পরিমল নাগ	”
৭০	কাজল কুমার ঘোষ	”
২	ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী	তৃতীয় বিভাগ
৯	মিহির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	”
১৪	শীতল প্রসাদ লাহিড়ী	”
২৮	অর্দ্ধেন্দু শেখর রায় চৌধুরী	”
৩২	নিখিল কুমার দত্ত	”
৩৮	চিনু দত্ত	”
৪১	ছায়া চট্টোপাধ্যায়	”
৪৫	চন্দনা চট্টোপাধ্যায়	”
৪৯	সর্বাণী দাসগুপ্তা	”
৫৬	উমা সেনগুপ্তা	”
৫৯	যমুনা সেনগুপ্তা	”

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ানশিপ ডিপ্লোমা পরীক্ষার ফলাফল

(রোল নং অনুযায়ী)

রোল নং	নাম	ফলাফল
৭	অরুণা চৌধুরী	প্রথম শ্রেণী
১০	কুণাল সিংহ	,,
১৩	পরিমল কুমার চৌধুরী	,,
১৪	অমিতাভ বসু	,,
১৫	সুধীন্দ্র কুমার রায়	,,
১৬	রণজিত প্রসাদ সিংহ	,,
১৯	মায়া ভট্টাচার্য	,,
৮	ধ্রুব প্রসাদ পাল	দ্বিতীয় শ্রেণী
১১	সুশীল কুমার খান	,,
১২	কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়	,,
২৬	শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়	,,
২৯	মদন মোহন বর্মা	,,
২	গীতা ভদ্র	তৃতীয় শ্রেণী
৩	প্রতিমা মৈত্র	,,
৫	বিজয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী	,,
৬	ইলা চন্দ	,,
৯	কণিকা সেন	,,
১৭	কালিদাস ভট্টাচার্য	,,
১৮	অশোকা ধর	,,
২৪	কমলাকান্ত প্রামাণিক	,,
২৫	বীণা মজুমদার	,,
২৭	জানকী জীবন ভট্টাচার্য	,,

পরিষদ কথা

সুশীলকুমার ঘোষ স্মরণে

গত ৮ই এপ্রিল ১৯৬৪ বেলা দেড়টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম কর্মসচিব ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সুশীলকুমার ঘোষের জীবনাবসান হয়। আজীবন শিক্ষক সুশীলকুমার ঘোষের নাম বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সুশীলকুমার ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়ে ১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টায় এক শোক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভা-পতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু।

এই শোক সভার উদ্দেশ্যে প্রেরিত ডঃ রঙ্গনাথনের পত্র সভায় পাঠ করা হয়। ডঃ রঙ্গনাথন তাঁর পত্রের শেষে লেখেন :—"I join you and the members of the BELA in the bereavement caused by the passing away of Ghose and I request you to convey my sympathies to the members of his family.

সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু সুশীলকুমার ঘোষের বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। বক্তৃতা শেষে তিনি প্রস্তাব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীসুশীলকুমার ঘোষের নামে বছরে একটা করে বক্তৃতার ব্যবস্থা করে তাঁর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা উচিত। কলিকাতা পৌরসভার সদস্য শ্রীমুকুর সর্বাধিকারী বক্তৃতা শেষে প্রস্তাব করেন সুশীলকুমার ঘোষের নামে একটা রাস্তার নামকরণ করার চেষ্টা করা উচিত অথবা সুশীলবাবুর বাঞ্ছারাম অক্রুর লেনের বাড়ীর সামনে একটা নামের ফলক স্থাপন করা উচিত। শ্রীবিপ্রদাস দত্ত, পরিষদের বর্তমান সম্পাদক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ও পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সুশীল ঘোষের উৎসাহ, কর্মোদ্যম, অধ্যবসায় ও স্বার্থত্যাগের বিষয় আলোচনা করেন। সভার শেষে নিম্নোক্ত শোক প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয় :—

"এই সভা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সম্পাদক ৺সুশীলকুমার ঘোষের গ্রন্থাগার আন্দোলন, সংগঠন ও পরিবৃদ্ধি বিষয়ে অবদানের কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ করিতেছে এবং তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। এই সভা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছে।"

সম্পাদকীয়

সুশীল কুমার ঘোষ

বাংলা দেশে যে তিন মশালধারী সুসংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথকে সর্বপ্রথম আলোকিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জীবিত শেষজন সুশীল কুমার ঘোষও আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। প্রায় বিশ বছর আগে এঁদের অন্যতম কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের জীবনাবসান ঘটে। তারপর এখনও এক বছরও অতিক্রান্ত হয়নি তিনকড়ি দত্ত মহাশয় দেহত্যাগ করেছেন। সে ব্যথা মন থেকে মুছে যেতে না যেতেই সুশীল বাবুর মৃত্যু হোল। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পরপর এই দুটি বিয়োগ বেদনায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী ও দরদীরা খুবই মর্মাহত।

সুশীলবাবুর সঙ্গে সাম্প্রতিকালে গ্রন্থাগার কর্মীদের সংযোগ ছিল শুধু পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখাগুলির মধ্যে দিয়ে। প্রায় বছর দশেক আগে এক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে তিনি আমরণকাল শারীরিক অক্ষম হয়ে পড়েন। পরিষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র তাঁর ছিন্ন হয়ে যায়। তবুও তিনি শয্যাশায়ী অবস্থাতেও তাঁর গৃহে গ্রন্থাগার কর্মীদের আহ্বান জানাতেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সকল বিষয়েই গভীর আলোচনায় অংশ নিতেন ও পরিষদের কর্মীদের উপদেশ ও উৎসাহ দিতেন। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক লেখার জন্যে অনুরোধ জানালে সাধ্যমত তিনি তা রক্ষার চেষ্টা করতেন।

পেশা ও প্রবণতার বৈপরিত্যের দরুণই বোধ করি তিনি আইন ব্যবসায় ছেড়ে শিক্ষকতায় প্রবেশ করেন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারই তাঁর জীবনে ধ্যানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তখনকার দিনে কোনও সমাজ কর্মীর পক্ষেই রাজনীতি থেকে সরে থাকা সম্ভব ছিল না। সুশীলবাবুকেও তাই ঐ সময়কার রাজনৈতিক তৎপরতায় দেখা যেত।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাওতে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। অধিবেশন সমাপ্তির পর ঐ খানেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সভাপতিত্বে এক নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে এক প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে সুশীলবাবু বলেন যে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বৃদ্ধির জন্যে চাই ব্যাপক সমাজ শিক্ষার আয়োজন এবং গ্রন্থাগারই সে কাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী মাধ্যম। এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনের জন্যে সুশীল বাবু প্রস্তাব করেন এই মর্মে যে প্রতি প্রদেশে একটি করে গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করা হোক। তারই পরের বছর কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় সুশীল বাবুই হয়েছিলে পরিষদের প্রথম কর্মসচিব।

যাঁদের সযত্ন সেবা ও নিরবচ্ছিন্ন নেতৃত্বে বাংলা দেশের গ্রন্থাগার শ্রী ও শক্তি লাভ করেছে সুশীলবাবু তাঁদের মধ্যে একজন। গ্রন্থাগার বিষয়ে বাংলায় তিনি প্রথমে গ্রন্থ রচনা করেন।

ব্যক্তিগত অভিলাষ বর্জিত এই নিরভিমান ও নিরলস সমাজ কর্মীর আজীবন কালের একমাত্র স্বপ্ন ছিল গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষা ও সমাজ বোধের বিস্তার।

সুশীলবাবুর ত্যাগ ও শিক্ষা গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে আদর্শ হয়ে থাকুক। সকলকে অনুপ্রাণিত করুক তাঁর অদম্য উৎসাহ ও আত্মপ্রত্যয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মতৎপরতার মধ্যে দিয়েই তিনি যুগ যুগ ধরে আমাদের মধ্যে বিরাজ করবেন। পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনকে উন্নত ও শক্তিশালী করে তোলাই হবে তাঁর প্রতি শ্রেষ্ঠ স্মৃতি তর্পণ।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

চতুর্দশ বর্ষ]   ভাদ্র ঃ ১৩৭১   [পঞ্চম সংখ্যা

একখানি বই কিভাবে তৈরি হয়

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

একখানি বইকে ঠিক মত বুঝতে গেলে একখানি বই কিভাবে তৈরী হয় তা জানা দরকার। বই প্রস্তুতের আগাগোড়া সমুদয় ধাপগুলি, অর্থাৎ বইখানি কিভাবে ছাপা হয়েছে, কিভাবে ভাঁজ করা হয়েছে এবং কি ভাবে বাঁধান হয়েছে তা ধাপে ধাপে পুস্তক বিজ্ঞানীর জানা দরকার। কাগজ কিভাবে তৈরি হয় তা আমরা বলেছি। এখন বই কিভাবে ছাপা হয় সেই কথাই বলব।

ছাপার হরফ।

আলাদা আলাদা কাটা মাটির হরফ থেকে ছাপাব পন্থা বার হয় চীন দেশে। ১০৩৪ থেকে ১০৩৮-এর মধ্যে একজন "নীল পোষাক পরা লোক"—পি-সেং (Pi-Sheng) এক একটি হরফ আলাদা করে কেটে ছাপার পন্থা বার করে। আলাদা আলাদা করে কাটা কাঠের হরফ থেকে ছাপা সুরু হয় চীনে ১২২১ সালে। এ-ভাবে প্রথম ছাপা হয় Liu Ta-K'o, ১৪৮৭ পৃষ্ঠার একখানি বিশ্বকোষ। এই বিশ্বকোষের "পুষ্পিকায়" (Colophone) লেখা আছে—এই বই ছাপা হয়েছে Li Tsee-t'ang-এর দ্বারা কাটা আলাদা আলাদা হরফ থেকে। ১৩১৪ সালে কি করে কাঠের হরফ আলাদা আলাদা করে কাটতে হয় সে সম্বন্ধে বর্ণনা সম্বলিত একখানি বই ছেপে বার হয়।

এর পর বার হয় কোরিয়ায় তামার উপরে কাটা আলাদা আলাদা ছাপার হরফ থেকে ছাপার পন্থা। Gutenberg-এর ৩০ বৎসর পূর্বে ১৪০৯ সালে প্রকাশিত একখানি এভাবে ছাপা কোরিয় বই পাওয়া যায়।

ইউরোপে হাতে লেখা বইয়ের প্রচলন বর্তমান ছিল ১৬শ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ পর্যন্ত।

ইউরোপে আলাদা আলাদা হরফ থেকে ছাপা সুরু হয় ১৫দশ শতাব্দী থেকে। আলাদা আলাদা কাটা টাইপ থেকে ছাপা সুরু করে Johanne Genfleisch ওরফে Gutenberg (গুটেনবের্ক). Genfleisch-এর জন্ম Mainz সহরে ১৪০০ সালে

Strassebourg-এ। Gutenberg মুদ্রণ সম্বন্ধে গবেষণা করতে থাকে (১৪৩৬) এবং ১৪৪৪ থেকে ১৪৪৮ সালের মধ্যে Mainz সহরে ফিরে এসে ধনী Fust-এর সঙ্গে একত্রে মুদ্রণ কার্য্য সুরু করে। উভয়ের মধ্যে চুক্তিপত্র হয় ১৪৫০ সালে। গুটেনবের্ক গোড়ার দিকে যা-কিছু ছাপে তার একটিও স্বাক্ষরিত ছিল না ফলে কোনটি গুটেনবের্ক-এর প্রথম ছাপা তা ঠিক করা সম্ভব নয়।

১৪৫৪ সালের শেষের দিকে Fust এবং গুটেনবের্ক-এর মধ্যে মনমালিন্য হয়। গুটেনবের্ক ও ফুষ্ট আলাদা ছাপাখানা খোলেন। ১৪৫৬ সালে ২৪-এ আগষ্টের পূর্বে "গুটেনবের্ক বাইবেল" বা "৪৮ লাইন বাইবেল" ছেপে বার হয়। এই বাইবেল গুটেনবের্ক-এর বাইবেল বলে পরিচিত হ'লেও এ বাইবেল Fust-schœffer-এর ছাপাখানা থেকে বার হয়।

গুটেনবের্ক যে ছাপাখানা খোলেন সে ছাপাখানা আধুনিক ছাপাখানার শিশু অবস্থা।

আধুনিক টাইপের হরফ তৈরী হয় একপ্রকার ধাতব পদার্থ থেকে। যে ধাতব পদার্থ থেকে টাইপ তৈরী করা হ'বে সেই ধাতুর নিম্নলিখিত কয়েকটি গুণ থাকা চাই।

১। ধাতু এমন হওয়া চাই যাতে সহজে ছাঁচ তোলা সম্ভব হয়।

২। চাপ সহ্য করবার জন্য যথেষ্ট কঠিন হওয়া প্রয়োজন।

৩। সহজে গলান সম্ভব হয়।

এরূপ ধাতু তৈরী হয় শীশা, এ্যান্টিমনি ও টিনের মিশ্রণে। এ ধাতুতে জং ধরেনা বা জল, হাওয়া, উত্তাপে এ ধাতুর কোন ক্ষতি হয় না।

কেবল শীশা বড় নরম এবং গরম থেকে ঠাণ্ডা হ'বার সময় পরিমাণে ছোট হ'য়ে যায়। সেই কারণে এই ধাতুর সঙ্গে এন্টিমনি ও টিন মেশান হয়। এন্টিমনির গুণ হচ্ছে ঠাণ্ডা হ'লে অল্প বেড়ে যায় এবং টিন মেশানর ফলে শীশা শক্ত হয় এবং চাপ সহ্য করতে পারে। টাইপের আকার অনুযায়ী টিন ও এন্টিমনির পরিমাণ কম বেশী থাকে।

প্রথমে এক একটি অক্ষরের ছবি কাগজের উপর আঁকা হয় পরে ছবিগুলি শক্ত ধাতুর উপর খোদাই করা হয় এই শক্ত ধাতুকে বলে "পঞ্চ" (Punch)। এই পঞ্চগুলি থেকে যখন খুশী ছাপার হরফ তৈরী করতে পারা যায়।

এই "পঞ্চ" থেকে ছাপার অক্ষরের ছাঁচ (Matrix) তৈরী হয় তামার উপরে জোরে চাপ দিয়ে। এই ছাঁচের ভিতর টাইপের মুখ (type face) ঢালাই করা হয়। টাইপের দেহটি আলাদা করে ছাঁচে ঢালাই করা হয় এবং টাইপের মুখ ঢালাই করবার সময় টাইপের দেহটি ছাঁচের মুখের উপর ধরা হয়।

ছাপাখানা আবিষ্কারের গোড়ার দিকে মুদ্রক ও প্রকাশক ছিল একই ব্যক্তি কিন্তু পুস্তক প্রকাশের জটিলতা যত বাড়তে থাকল একসঙ্গে দুটি কাজ এক ব্যক্তির পক্ষে করা সম্ভব হ'লো না। আধুনিক যুগে যিনি প্রকাশক তিনিই মুদ্রক বড় একটা দেখা যায় না।

একটি টাইপ

একটি টাইপকে মানুষের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে কারণ একটি টাইপের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব অঙ্গগুলিই আছে। নিচের ছবিতে একটি টাইপের সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হ'লো।
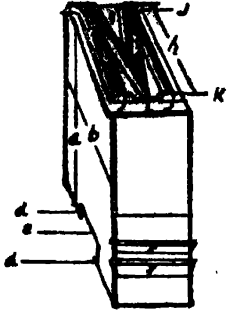
a. উচ্চতা ;
b. দেহ (body, shank)
c. সমুখ দিক (front)
d. পা (feet)
e. খিলান (groove)
f. খাঁজ (nicks)
g. Counter
h. Line to back (পিছন দিক)
i. মুখ (face)
j. ব্যাবল (bevel, neck)
k. Serif (মাত্রা)
l. স্কন্ধ (Shoulder)
j. চিবুক (beard)

টাইপ সম্বন্ধে কয়েকটি ইংরেজী কথার মানে :—

Fount (Font)। সাধারণতঃ উচ্চারণ করা হয় ফঁন্ট। একটি ফঁন্টে যে কোন মাপের বা যে কোন আকৃতির সমুদয় অক্ষর (A—Z, 1—0। বাংলায় সকল অক্ষর, যুক্ত অক্ষর সমেত) থাকে এ ছাড়া ইংরেজী অক্ষরের ফঁন্টে থাকে :—

১। বড় অক্ষর ও সংযুক্ত বড় অক্ষর (Æ, Œ, &)

২। ছোট আকারের বড় অক্ষর (Small caps)

৩। ছোট অক্ষর ও তৎসহ œ, æ, fi, ff, fl, ffi, ffl.

৪। নানা প্রকারের বিরাম চিহ্ন।

৫। সংখ্যা।

৬। ভগ্ন সংখ্যা।

৭। উচ্চারণের চিহ্ন যুক্ত হরফ

৮। ফাঁক দেবার জন্য শীশা।

Case : ছোট ছোট খোপ করা কাঠের আধার। এই খোপের মধ্যে উপরের টাইপ গুলি রাখা থাকে। একখানি Case উপর দিকে থাকে আর একখানি Case নীচে দিকে থাকে। নীচের কেসে ছোট অক্ষর থাকে ও উপরের কেসে বড় অক্ষর থাকে। l. c. (lower case) বলতে ছোট হরফ এবং u. c. (upper case) বলতে বড় অক্ষর। u. c. সাংকেতিক বড় একটা ব্যবহার হয় না।

Bill of type : যে ভাষার টাইপ, সেই ভাষায় যে অক্ষর যে-পরিমাণে ব্যবহার হয় সেই পরিমাণ অনুযায়ী টাইপের সংখ্যা সম্বলিত এক নির্দ্ধারিত ওজনের একটি fount.

Sort. বাড়তি হরফ।

em. একটি টাইপের উপর দিকের মাপ। কথাটি সম্ভবতঃ m অক্ষরটির টাইপের মাপ থেকে এসেছে। em মাপের দ্বারা Compositor কতটা কাজ করেছে তা নির্দ্ধারিত করা হয়। ৩½′ একটি লাইনে ২১ em ধরা হয়।

Kern : টাইপের দেহ থেকে অক্ষরের কোন অংশ বার হ'য়ে থাকলে সেই বার হওয়া অংশকে বলে Kern :

Ligature : সংযুক্ত অক্ষর : fi, fl ইত্যাদি।

Logotype : একটির বেশী অক্ষর একই দেহের উপর থাকলে বলা হয় Logotype. Ligature এর সঙ্গে ভুল হ'তে পারে।
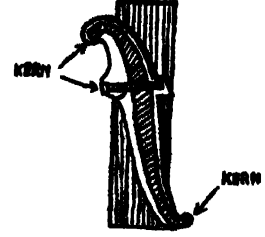
Serif : মাত্রা যুক্ত অক্ষর যেমন M। মাত্রা না থাকলে বলা হয় Sans Serif যেমন M। অক্ষরের মাত্রা দেখে অনেক ধরণের টাইপ সনাক্ত করা যায়।

Leads : একটি লাইন থেকে আর একটি লাইনের দূরত্ব বাড়াবার জন্য শীশার পাত ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের পুরু শীশার পাত ব্যবহৃত হয়।

Quotations : ৮×৮ এম চৌকা শীশার টুকরা। ভিতর ফাঁপা। এগুলি ব্যবহৃত হয় সাজান টাইপের ফাঁকা অংশ পূর্ণ করবার জন্য। এই শীশার টুকরা গুলির উচ্চতা একটি টাইপের দেহের উচ্চতা অপেক্ষা কম হয়।

Furniture : বড় বড় কাঠের বা শীশার টুকরা। বেশী ফাঁক, যেমন একটি অধ্যায়ের শেষ পাতার ফাঁকা অংশ, ভর্ত্তি করবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

Spaces and quads : কথাগুলিকে আলাদা করবার জন্য পাতলা শীশার টুকরা। পাতার মাপে এক একটি লাইনকে সমান করবার জন্য কথার মাঝে মাঝে এই টুকরাগুলিকে ব্যবহার করা হয়। নানা ধরনের পুরু space থাকে। চুলের মত পুরু (Hair space) ১/৮ em, পাতলা ১/৫ em, মাঝামাঝি ১/৪ em, মোটা ১/৩ em. Quadগুলি ২, ৩ বা চার em পর্যন্ত পুরু হয়। Space এবং Quad একটি Type অপেক্ষা কম উঁচু হয়।

Quoins : বিন্যাসিত টাইপকে ফ্রেমে (chase) আঁটবার জন্য কাঠের বা শীশার গুলি। বিন্যাসিত টাইপকে ফ্রেমে আঁটবার পর টাইপের উপরে "Planer"-এর দ্বারা চাপ দিয়ে বিন্যাসিত টাইপকে সমতল করে নেওয়া হয়। Planer সাধারণতঃ একটি পুরু কাঠের টুকরা।

Chase : লোহার ফ্রেম। এই ফ্রেমে বিন্যাসিত টাইপ আঁটা হ'লে হয় একটি forme।

Rules : টাইপের সমান উচ্চতার পিতলের পাত। এই পাতের ঘনত্ব বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং পাতের ঘনত্ব অনুযায়ী কল সরু মোটা হয়।

Factotum : অলঙ্কার। অলঙ্কারের মাঝখানে ফাঁকা থাকে। এই ফাঁকা অংশে ছাপার হরফ বসান হয়। ফলে হরফটিও অলংকৃত হয়।

Swash letter : সপ্তদশ শতাব্দীর ল্যাজযুক্ত Italic (হেলান) অক্ষর।

ভালো টাইপের লক্ষণ :

১। মাঝখানে ফাঁকা (a, o, e, b, p, q,) টাইপের ফাঁক যথেষ্ট গভীর হ'লে কালিতে ফাঁকগুলি বুজে যাবার ভয় থাকেনা। ফলে ছাপা পরিষ্কার হয়।

২। টাইপের খাঁজগুলি (nicks) স্পষ্ট হ'লে compose করতে সুবিধে হয়, এবং একটি টাইপ অন্য font-এর কিনা তা সহজে বোঝা যায়।

৩। Kern বেশী থাকলে তা চাপে ভেঙ্গে যাবার ভয় থাকে। সেজন্যে kernগুলি শক্ত হওয়া দরকার।

৪। একই font-এর বিভিন্ন ধরনের টাইপ, যেমন Roman, Italic, এক মাপের হওয়া দরকার তা না হলে একটি লাইনের সমতা থাকেনা।

৫। Ascender (b, d, h), অক্ষরের দেহের উপর দিকে লম্ব ও Descender (p, q, j, y), অক্ষরের দেহের নিচের দিকের লম্ব যথেষ্ট বড় হওয়া দরকার তা না হ'লে অক্ষরগুলি থ্যাবড়া বলে মনে হবে।

টাইপের মাপ :

আধুনিক মুদ্রাক্ষর তৈরির গোড়ার দিকে বিভিন্ন মুদ্রাক্ষর প্রস্তুতকারকের তৈরি হরফ সমান হতো না। সে কারণে দুইজন মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত কারকের তৈরি একই ধরনের হরফ এক সঙ্গে ব্যবহার করা সম্ভব হতো না। টাইপের মাপের একক (Unit of measurement) প্রথম বার করেন Pierre Simon Fournier ১৭৩৭ সালে। মিটারে মাপের পূর্বে ফ্রান্সে যে ফুটের মাপ চলিত ছিল, সেই মাপের ২"কে ১৪৪ ভাগে ভাগ করেন এবং এই ১৪৪ ভাগকে তিনি Points হিসাবে ব্যবহার করেন। ইংরাজী ইঞ্চির ·০১৩৭ ভাগ হলো Fournier points.

এর পরে France-এ আবিষ্কৃত হয় Didot point। Didot (Ambroise) point-এর মাপ ইংরাজী ইঞ্চির ·০১৪৮ ভাগ। Didot মাপের একক ইউরোপের বহুদেশে চলতে থাকে।

পরে আমেরিকায় Pica মাপের একটি একক বার হয়। এই এককের মাপ ·১৬৬০৪৪। এই সংখ্যাকে ১২ দিয়ে ভাগ করলে আধুনিক point বার হয়।

হাতে টাইপ বিন্যাস (Hand composition)

একখানি বইয়ের পাতার পর পাতার টাইপ বিন্যাস করবার পূর্বে, কি টাইপে বই ছাপা হ'বে, একখানি পাতায় ক'টি লাইন থাকবে, দুইটি লাইনের মধ্যে কিরূপ ফাঁক থাকবে, এসব বিষয় ঠিক করে নিতে হয়।

যিনি টাইপ বিন্যাস করছেন তিনি টাইপের আধারের (case) সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে টাইপের আধারের খোপের ভিতর থেকে এক একটি টাইপ তুলে নিয়ে বাঁহাতের Stick-এর উপর পাণ্ডুলিপি দেখে টাইপ সাজাতে থাকে। টাইপের আধারের অক্ষরগুলি আক্ষরিক ভাবে সাজান থাকেনা। অক্ষরের ব্যবহার অনুযায়ী case-এর খোপের ভিতর টাইপ সাজান থাকে।

Stick একটি পিতলের আধার। এক একটি লাইনের মাপ অনুযায়ী টাইপ বিন্যাসের অংশকে ছোট বড় করা যায় সুতরাং টাইপ সাজাবার পূর্বে Compositor লাইনের মাপে stick বেঁধে নেয়।

Compositor-এর চোখ থাকে পাণ্ডুলিপির উপর কিন্তু তার হাত অভ্যাস অনুযায়ী খোপের ভিতর থেকে ঠিক ঠিক অক্ষর তুলে নেয় এবং প্রত্যেক টাইপটির পেটের খাঁজ (nick) নিজের দিকে রেখে টাইপ সাজাতে থাকে।

Stick

Stick-এ যতটা বিন্যাসিত টাইপ ধরে ততটা টাইপ সাজিয়ে stick থেকে বিন্যাসিত টাইপ তুলে নিয়ে একটি কাঠের আধারের উপর রাখে এই আধারকে বলে Galley।

টাইপ সাজানর উপর এবং কথার মধ্যে ফাঁক দেওয়ার উপর পরিষ্কার ছাপা নির্ভর করে। কথাগুলির মধ্যে ঠিক মত ফাঁক দিতে না পারলে ছাপায় "নদী" (River) সৃষ্টি হয় অর্থাৎ মনে হয় যেন কাল হরফের ফাঁকে ফাঁকে সাদা নদী বহে গেছে।

একথা মনে রাখতে হ'বে যে ছাপা খুব বেশী ঠাশ হ'লে বই পড়তে কষ্ট হয়।

Stick থেকে বিন্যাসিত টাইপ গেলির উপর রাখতে রাখতে গেলি ভর্তি হয়ে গেলে গেলি থেকে প্রুফ তোলা হয়। এই প্রুফ সাধারণতঃ হাতে করে চাপ দেওয়া (Hand press) যন্ত্রে তোলা হয়। ছাপ তোলবার পূর্বে গেলির উপর বিন্যাসিত টাইপকে ভালো করে দড়ি দিয়ে বেঁধে নেওয়া হয়।

Galley proof

এই প্রুফ অর্থাৎ প্রথম গেলি প্রুফ সংশোধনের জন্য লেখকের কাছে যায় না; তা মুদ্রকই সংশোধন করে।

যারা প্রুফ সংশোধন করে তারা বড় অদ্ভুত লোক। এদের চোখে কেবল ভুলগুলি ধরা পড়ে। এমন কি বিশেষ বিশেষ বিশেষজ্ঞ লেখকেরও ভুল ধরিয়ে দেয় অবশ্য সে ভুল লেখকের কাছে ভুল নাও হ'তে পারে এবং লেখক তা সংশোধন নাও করতে পারে।

কি ভাবে প্রূফ দেখতে হয়।

Marginal sign	Text marks	Meaning	Corrected text
℘	রাজকুমারা	Delete	রাজকুমার
℘ (close up)	বিব্ লিওগ্রাফি	Delete & close up	বিবলিওগ্রাফি
^ন্থা	গ্রগার ^	Insert additional material in margin	গ্রন্থাগার
stet	করিতে পারিবে	Retain crossed out material	করিতে পারিবে
X	প্রকাশক	Broken type	প্রকাশক
═	লেখক লিখন	Straighten line	লেখক লিখন
‖	পৃষ্ঠা ছবি ছক	Align	পৃষ্ঠা ছবি ছক
¶	১৯৫২ সালে। / পরের বৎসর	Start new para	১৯৫২ সালে। পরের বৎসর
no ¶	করিয়াছিল। কিন্তু তাহার	Run on	করিয়াছিল। কিন্তু তাহার
tr.	লিখন লেখক লিখিতে	Transpose words or letters indicated	লেখক লিখন লিখিতে
৩	সম্পাদক	Invert letter indicated	সম্পাদক
⁀	বর্ণ পঞ্জী	Close up	বর্ণপঞ্জী
⌒	fixture	Use ligature	fixture
⊥	fixed location	Push down space	fixed location
#	লেখকশীর্ষক	Insert space	লেখক শীর্ষক
□	^500	Indent one en	500
□□	^1	Indent two ems	1
□□□	^2	Indent three ems	2
] [	]ছড়া ও ছবি [	Centre	ছড়া ও ছবি
]	গ্রন্থাগার পরিচালনা]	Move to the right	গ্রন্থাগার পরিচালনা
[	[তিনদিকে রংকরা	Move to the left	তিনদিকে রং করা
⊔	গ্রন্থা^গার বিজ্ঞান	Lower to proper position	গ্রন্থাগার বিজ্ঞান
⊓	গ্রন্থা গার বিজ্ঞান	Raise to proper position	গ্রন্থাগার বিজ্ঞান
?	not impossible	Is this correct ?	not possible
Caps	berwick sayers	Capitals	Berwick Sayers
s.c	internal management	Small capitals	INTERNAL MANAGEMENT
C & s.c	internal management	Capitals and small capitals	INTERNAL MANAGEMENT

কি ভাবে প্রুফ দেখতে হয়

Marginal sign	Text marks	Meaning	Corrected text
l.c.	Guy De Maupassant	Lower case	Guy de Maupassant
rom	*first* printing	Roman	first printing
ital	In the beginning	Italics	*In the beginning*
b.f.	bold face	bold face	**bold face**
b.f. ital	bold face italics	bold face italics	***bold face italics***
,/	করিতে পারিবে পরে	Insert comma	করিতে পারিবে, পরে
;/	যাইবে তাহার পর	Insert semicolon	যাইবে ; তাহার পর
:/	যেমন	Insert colon	যেমন :
⊙	in the fields	Insert point	in the fields.
।/	বিষয় লিখন	পূর্ণচ্ছেদ	বিষয় লিখন ।
?	করা কি সম্ভব	Insert question mark	করা কি সম্ভব ?
|-|	সে জন্তে	Insert hyphen	সে-জন্তে
’	nations wealth	Insert apostroph	nation's wealth
“/”	তিনি বলিলেন আমি যাইব	Insert quotation	তিনি বলিলেন "আমি যাইব"
²/⁴	H/O/	Insert superior letter or figure	H^2O^4
₂/₄	H/O/	Insert inferior letter or figure	H_2O_4
(/)	করিতে সম্ভব হ'লে পারা যায়	Insert parantheses	করিতে (সম্ভব হ'লে) পারা যায়
[/]	1850	Insert square brackets	[1850]
1/n	1950 1955	Insert one en dash	1950–1955
1/m	করা সম্ভব এক্ষেত্রে	Insert one em dash	করা সম্ভব—এক্ষেত্রে
wf	পুস্তকমঞ্চ	Wrong font	পুস্তকমঞ্চ
eq #	পাঠক যদি চাহে তবে তাহা	Space evenly	পাঠক যদি চাহে তবে তাহা
hr. #	পুস্তক তালিকা	Hair space	পু স্ত ক তা লি কা
(sp)	১৪ দিন পরে	Spell out	চৌদ্দ দিন পরে
ld.	তিনি কাল আমার সহিত যাইবেন বলিলেন	Insert lead	তিনি কাল আমার সহিত যাইবেন বলিলেন
out see copy	করা সম্ভব তাহা হয় না	Omission, see copy	করা সম্ভব কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তাহা হয় না
tr.	এমন একটি ফলক যাহার উপরে ছবি আঁকা হ'য়েছে	Transfer to position shown by caret.	যাহার উপর ছবি আঁকা হয়েছে এমন একটি ফলক

গেলি প্রুফের উপর মূল পাণ্ডুলিপির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা চলে কিন্তু বিন্যাসিত টাইপ বা পৃষ্ঠার মাপে, Chase-এর মধ্যে আঁটা হ'য়ে গেলে নতুন পরিবর্ত্তন করা বড় মুস্কিল হয় কারণ সারা পাতার টাইপ চালবার (Justify) প্রয়োজন হয়। একটি কথার পরিবর্ত্তে ঠিক সেই মাপের একটি কথা বসানয় কোন মুস্কিল নেই বা একটি অনুচ্ছেদের শেষে একটি দুটি কথা সহজেই বসান যায় কিন্তু অল্প পরিবর্ত্তনের ফলে কয়েকটি লাইন বা সারা পাতা খানি ভাঙ্গতে হ'লে ছাপার খরচ বেড়ে যায়। সে জন্যে Page proof-এ সংশোধন করবার সময় ভেবে চিন্তে সংশোধন করা দরকার।

ছাপার পূর্বে পাণ্ডুলিপি (Copy) ভালো করে সংশোধন করে নিলে, বা স্পষ্ট করে লিখে নিলে Compositor-এর কাজ অনেক কমে যায় এবং ছাপাও ভালো হয়।

যন্ত্রের দ্বারা টাইপ বিন্যাস

আজ কাল টাইপ বিন্যাসের যে যন্ত্র ব্যবহার হয় তা দুই ধরনের। এক প্রকারের যন্ত্রে একই দেহের উপরে একেবারে একটি লাইনের অক্ষর ছাঁচ থেকে তোলা হয়। একেবারে একটি লাইন তৈরী হয় বলে এই যন্ত্রকে বলে Linotype যন্ত্র। দ্বিতীয় প্রকারের যন্ত্রে একেবারে একটি টাইপ তৈরী হয় বলে এ যন্ত্রকে বলে monotype (Mono-এক)।

(Linotype)

এই যন্ত্র পরিচালিত হয় একটি লোকের দ্বারা। এই যন্ত্র প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৮৮৬ সালে সংবাদ পত্র ছাপার জন্য। এ যন্ত্র ব্যবহার না করলে আজ কাল সময় মত সংবাদ পত্র বার করা সম্ভব হয় না। এ-ছাড়া এ যন্ত্রের দ্বারা অন্যান্য ছাপার কাজও করা হয়।

এই যন্ত্রে Typewriter-এর Key-board-এর মত Key-board আছে। যে ব্যক্তি এই যন্ত্র পরিচালনা করে সেই ব্যক্তি এই Keyboard-এর সম্মুখে বসে এবং সামনে বা পাশে রাখা পাণ্ডুলিপি দেখে অক্ষর অনুযায়ী চাবিগুলি আঙ্গুলের দ্বারা চাপতে থাকে। তার চোখ থাকে পাণ্ডুলিপির উপর কিন্তু তার আঙ্গুলগুলি অভ্যাস অনুযায়ী কাজ করে যায়।

একটি চাবি টেপার সঙ্গে সঙ্গে কলের কাজ সুরু হয়। প্রথম কলের "ছাঁচ প্রকোষ্ঠ" (matrices store) থেকে একটি ছাঁচ ঝরে পড়ে এবং Assembler belt-এর সাহায্যে Assembling box-এ গিয়ে জড় হয়। এই Assembling boxকে মনে করুন Compositor's stick। যিনি টাইপ বিন্যাস করছেন তিনি Stick-এর উপর একত্রকটি অক্ষর সাজিয়ে একটি লাইন তৈরি করেন। Assembling box-এ টাইপের ছাঁচ গুলি পাশাপাশি গিয়ে পড়ে এবং প্রয়োজনীয় মাপের একটি লাইন তৈরী হয়। এই ছাঁচ গুলি পিতলের। একটি কথার অক্ষর গুলির চাবিতে চাপ দেবার পর Compositor, spaceband স্পর্শ করেন। Spaceband-এর কাজ হ'চ্ছে দুইটি কথার মধ্যে ফাঁকের সৃষ্টি করা। হাতে টাইপ বিন্যাসে দুইটি কথার মধ্যে যেমন একটি সীসার টুকরা দেওয়া হয় তেমনি Lynotype-এ একটি কথা শেষ হবার পরে

এবং পরের কথায় প্রথম অক্ষরের ছাঁচ Assembling box-এ এসে পড়বার আগে একটি ইস্পাতের টুকরো এসে পড়ে।

যদি একটি টাইপরাইটারের চাবি টিপে একটি লাইন ছাপতে যান, দেখবেন লাইন শেষ হ'বার পূর্বে ঘণ্টা বেজে ওঠে। এই ঘণ্টা বেজে উঠলেই বুঝতে হবে লাইন শেষ হয়ে আসছে আর দুটি টাইপ মাত্র ছাপা যাবে। তখন যিনি ছাপছেন তিনি ঠিক করেন আর দুটি অক্ষরে লাইন শেষ করা যাবে কি না। ঘণ্টা বাজবার পর মাত্র আর ২ এম মত অক্ষর ছাপা যেতে পারে। সুতরাং কল চালাচ্ছেন যে তাকে ঠিক করে নিতে হয় কথাটি কিভাবে ভাগ করে নিতে হ'বে। কথাকে এভাবে ভাগ করা নির্ভর করে যে যন্ত্র চালাচ্ছে তার অভিজ্ঞতার উপর। একটি লাইনের ছাঁচ একত্রিত হ'লে যন্ত্রচালক আর একটি চাবিতে চাপ দেয় ফলে Assembling box থেকে ছাঁচগুলি অন্য একটি প্রকোষ্টে গিয়ে পড়ে। এখানে লাইনটি প্রয়োজনীয় মাপে তৈরি হ'য়ে যায়। পরে লাইনটি চলে যায় ঢালাই ঘরে। ঢালাই ঘরে গলিত ধাতব পদার্থ এই ছাঁচের উপর ঢালাই হ'য়ে একটি লাইন রূপে বেরিয়ে আসে।

ছাঁচগুলির কাজ শেষ হ'লে আবার সেগুলি ছাঁচের আধারে ফিরে যায়। বিন্যাসিত টাইপ থেকে ছাপার কাজ শেষ হ'লে compositor-ও টাইপগুলিকে নিজের নিজের ঘরে ফিরিয়ে দেয়।

মোনোটাইপ (Monotype)

Lynotype একটি যন্ত্র, কিন্তু দুইটি যন্ত্রের সম্মিলনে monotype যন্ত্র গঠিত।

১। Keyboard machine : এই Keyboard-এ ২৭৬টি চাবি থাকে। ২৭৪টি চাবির মধ্যে ২২৫টি অক্ষরের জন্য এবং বাকি চাবিগুলি একটি লাইনকে justify করে। চাবিগুলির উপর চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি কাগজের ফিতার উপর অক্ষর অনুযায়ী ছিদ্র হ'তে থাকে। একটি কাগজের গোটায় ৪০,০০০ অক্ষর কাটা যায়। একটি লাইনে ক'টি অক্ষর কাটা হ'চ্ছে তা যন্ত্রের দ্বারাই গোনা হয়। একটি লাইনের শেষের দিকে ৪ এম ফাঁক থাকবার আগে একটি ঘণ্টা বেজে ওঠে তখন যন্ত্র চালক ঠিক করে কোথায় লাইন শেষ করা হ'বে। একটি লাইনকে প্রয়োজনীয় মাপে নিয়ে আসবার জন্য কতটা justify করতে হ'বে যন্ত্রের সাহায্যেই কাগজের উপর তার ইঙ্গিত দেওয়া থাকে।

কাগজের গোটাটি সম্পূর্ণ ভাবে ছিদ্র হ'য়ে যাবার পর যন্ত্র চালক গোটার উপরে বইয়ের নাম ও কি মাপের অক্ষরে বই ছাপা হ'বে তা লিখে রাখে।

২। তার পরে গোটাটি যায় ঢালাই ঘরে। এখানে ঢালাই যন্ত্রে কাগজের গোটাটি সংলগ্ন করা হয়। গোটাটিতে জড়ান কাগজের ফিতা শেষের দিক থেকে ধীরে ধীরে খুলতে থাকে। কাগজের ফিতার উপরে কাটা ছিদ্রের ভিতর দিয়ে হাওয়ায় চাপ যেতে থাকে। অক্ষর ঢালাই হ'বার পূর্বে যে মাপের অক্ষরে বই-ছাপা হ'বে সেই অক্ষরের ছাঁচের বাক্স যন্ত্রের মধ্যে যথাস্থানে রাখা হয়। কাগজের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে হাওয়ার চাপ গিয়ে ছাঁচের বাক্সটিকে

ঢালাই প্রকোষ্ঠে নিয়ে যায় এবং সেখানে যে টাইপটি ঢালাই করতে হ'বে সেই টাইপের ছাঁচটিকে গলা ধাতুর উপরে নিয়ে আসে। গলা ধাতু ছাঁচের ভিতর হাওয়ার চাপে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার ফলে একএকটি টাইপ তৈরী হ'তে থাকে এভাবে একটি লাইন তৈরী হ'লে আর একটি লাইনের কাজ সুরু হল।

লাইনো ও মোনোটাইপ

উভয় প্রকার যন্ত্রে টাইপ বিন্যাসের কাজ হাতে করে টাইপ বিন্যাস করা অপেক্ষা দ্রুত হয়। দ্বিতীয়ত প্রত্যেকবার ছাপার কাজে নতুন ঢালাই করা হরফে কাজ হয়, ফলে ভাঙ্গা হরফ একটিও থাকে না। হাতে টাইপ বিন্যাস করায় wrong fount (w.f.) হ'বার ভয় থাকে, লাইনো এবং মোনোয় w.f. হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও খুব কদাচিৎ। তবে লাইনো এবং মোনোয় w.f. হ'লে একটি লাইনকে আবার নতুন করে করতে হয়। হাতে টাইপ বিন্যাস করার পর ছাপার কাজ হয়ে গেলে আবার টাইপ গুলিকে নিজের নিজের ঘরে আলাদা করে রাখতে হয় তাতে অনেক সময় যায় কিন্তু লাইনো এবং মোনোয় ছাপার কাজ শেষ হ'লে টাইপগুলিকে গলিয়ে ফেলা হয়।

লাইনোতে বিন্যাশিত টাইপ থেকে আবার বই ছাপা যায়। মোনোতেও কাগজের গোটাটি রেখে দেওয়া যায় এবং বিন্যাসিত টাইপকে গালিয়ে ফেলে আবার নতুন করে টাইপ ঢালাই করা সম্ভব হয়। লাইনোতে বিন্যাসিত টাইপকে রাখা গেলেও অনেকটা ধাতু আটকে রাখতে হয়। তা হ'লেও সুবিধা আছে কারণ মোনোর মত নতুন করে format তৈরি করবার প্রয়োজন হয় না।

লাইনোতে Keyboard-এর উপর একটি ভুল হ'লে সমস্ত লাইনটিকে ভাঙ্গতে হয় তবে লাইনোতে ছাঁচগুলি একত্রিত হয় যন্ত্র চালকের চোখের সামনে সুতরাং সে সময়ে ভুল সংশোধন করবার সুবিধা আছে। মোনোতে এভাবে ভুল সংশোধন করা যায় না তবে Keyboard-এ ভুল হ'লে একটি মাত্র হরফ পরিবর্তন করলেই কাজ মেটে। একটি লাইনকে সম্পুর্ণ ভাবে ভাঙ্গবার প্রয়োজন হয় না।

লাইনো একটি যন্ত্র সুতরাং একজন যন্ত্র চালক হ'লেই কাজ চলে। মোনোতে দুজন লোকের দরকার হয়।

লাইনো এবং মোনোয় স্থানের অভাব কম হয় কারণ বিন্যাসিত টাইপকে গলিয়ে ফেলা হয়।

লাইনোতে একই দেহের উপর একটি লাইন ঢালাই করা হয় ফলে বেশী কঠিন ধাতু ব্যবহার করা হয়না—সেজন্যে ছাপা মনোর মত পরিষ্কার হয়না কারণ এক একটি হরফ ঢালাই করা হয় বলে মোনোয় বেশী শক্ত ধাতু ব্যবহার করা হয়। লাইনোয় একেবারে একটি লাইন ঢালাই করা হয় ফলে ঢালাই করা লাইন ঠাণ্ডা হবার সময় বেঁকে যেতে পারে কিন্তু অক্ষরগুলি উপর নিচে সরে যাবার ভয় থাকেনা—যা মোনোতে হওয়া সম্ভব।

অন্যান্য যন্ত্র :

টাইপ বিন্যাসের জন্য আর তিন ধরণের যন্ত্র আছে।

Intertype : লাইনোর মত যন্ত্র। তবে এ যন্ত্রে বড় বড় হরফ এবং বেশী লম্বা লাইন ঢালাই করা যায়। সুতরাং প্রদর্শনীর (Display) কাজে এই যন্ত্র ব্যবহার হয় বেশী।

Ludlow : Ludlow'য় সম্পূর্ণ কাজ যন্ত্রের সাহায্যে হয় না। যন্ত্রের সাহায্যে টাইপ ঢালাই করা হয় কিন্তু keyboard-এর সাহায্যে টাইপের ছাঁচগুলিকে justify না করে হাতে করে justify করা হয়।

Typograph : লাইনোর মত একই যন্ত্রে কাজ হয়। Keyboard-এর উপর চাবিতে চাপ দিলে ছাঁচগুলি একত্রিত হয়। একটি লাইনের মত ছাঁচ একত্রিত হ'লে তা যন্ত্রের সাহায্যে ঢালাই ঘরে যায় এবং সেখানে অক্ষর ঢালাই করা হয়। একেবারে একটি লাইন ঢালাই হয়। অন্য যন্ত্রের দ্বারা লাইনটিকে ছাঁটবার প্রয়োজন হয় না। লাইনের মাপ আগাগোড়া একক মাপে থাকে ফলে লাইনের সঙ্গে হাতে টাইপ বিন্যাস করা সম্ভব হয়।

Lino এবং Mono'র সাহায্যে টাইপ বিন্যাসের দ্বারা ছাপার কাজের অনেক সুবিধা হয়েছে কিন্তু টাইপ বিন্যাসের পন্থা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। এখন নানা ধরনের Photographic machine-এর দ্বারা টাইপ বিন্যাসের কাজ হচ্ছে। এই সব যন্ত্র যদি ঠিক মত কাজের হয়ে ওঠে তা হ'লে মুদ্রণ জগতে বিরাট একটা পরিবর্ত্তন আসবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। উপস্থিত তিন প্রকারের Photographic machine ছাপার কাজে ব্যবহৃত হ'চ্ছে।

১। George Westover-এর আবিষ্কৃত Rotofoto। সমস্ত যন্ত্রটির চারটি অংশ। (ক) একটি keyboard। (খ) একটি line projector। (গ) একটি proofing projector এবং (ঘ) একটি make up projector.

২। Monotype Corporation-এর আবিষ্কৃত Monophoto.

৩। American Intertype corporation-এর দ্বারা আবিষ্কৃত Fotosetter.

এছাড়া Holland-এ আবিষ্কৃত Hadego। এ-যন্ত্রটি Ludlow যন্ত্রের মত।

কোলন বর্গীকরণ প্রসঙ্গে

অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্বের সংখ্যায় কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ Space-isolate, Time isolate এবং Common isolate-এর পৃথক তিনটি তালিকা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কোলনের মূল তালিকা (main schedule) ব্যতীত চতুর্থ একটি তালিকা হ'ল **Language Isolate** (**LI**)এর তালিকা। O Literature এবং P Linguistics এই দুটি মূল বিষয়, অর্থাৎ (MC,র সঙ্গে প্রয়োজন মত এই তালিকা থেকে ভাষা নির্দেশক Isolate Number সংযোজন করতে হয়। O এবং P এর তালিকায় তাই নির্দেশ আছে Foci in [P]—As the Language Division in Chapter 5। Language Isolate (LI) তালিকার মূল ভাগগুলি হ'ল :

1	Indo-European	16	Iranian
11	Teutonic	17	Armenian
12	Latin	18	Albanian
13	Greek	2	Semitic
14	Slavonic	3	Dravidian
15	Sanskrit		

4 Other Asian Languages
5 Other European Languages
6 Other African Languages
7 Other Americen Languages
8 Other Australian Languages
9 Other Oceanic Languages

99 Artificial Languages

ইংরেজী এবং জার্মাণ ভাষা হ'ল যথাক্রমে 111 এবং 113। এরা হ'ল 11 Teutonic এর উপবিভাগ। ভারতীয় ভাষাগুলি 15 এবং 3 এর উপবিভাগ। যেমন,

152	Hindi	31	Tamil
153	Punjabi	32	Malayalam
154	Kashmiri	33	Kanarese
155	Marathi	35	Telugu
156	Gujrati		
157	Bengali		
	ইত্যাদি		

এখানে লক্ষ্যনীয় যে Space Isolate-এ 4, 5, 6, 7, 8, এবং 8 এই সংখ্যাগুলিও যথাক্রমে Asia, Europe, Africa, America, Australia এবং Oceania। সেজন্য উপরে প্রদত্ত 4 থেকে 9 পর্যন্ত ভাষাগুলিকে Geographical Device (GD) র সাহায্যে বিভক্ত করা হয় অর্থাৎ বিভাগগুলি Space Isolate এর অনুরূপ। সুতরাং Chinese 41, Japanese 42, Russian 58 ইত্যাদি।

99 Artifical Language এর উপবিভাগ Chronological Device (CD)র সাহায্যে করা হয়। অর্থাৎ যে সালে/সময়ে এই ভাষার প্রচলন সুরু হয়েছিল সেই সালটি 99 এর সঙ্গে সংযোজিত করলেই প্রয়োজনীয় কোলন সংখ্যা পাওয়া যাবে। যেমন,

99M87 Esperanto [1807 সালে Esperantoর প্রচলন]।

O Literature এবং P Linguistics এ (LI) ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হ'ল :

English Poetry	O111,1		English Drama	O118,2
Bengali Poetry	O157,1		Bengali Drama	O157,2

English Dictionary P 111 : 4K
Bengali Dictionary P 31 : 4K

(LI)র অন্য ব্যবহারও আছে। বইয়ের ভাষা নির্দেশ করবার জন্য Book Number এর সঙ্গে (LI) এর ব্যবহার হয়। Book Number প্রসঙ্গে এই বিষয় আলোচিত হবে।

Book Number : Chronological Device (CD) এর আলোচনা প্রসঙ্গে Book Number এর উল্লেখ করা হয়েছে। একই বিষয়ের একাধিক পুস্তকের পৃথক পৃথক Call Number দেবার জন্য Book Number এর ব্যবহার করা হয়। Book Number এর মূল অংশ হ'ল (CD)র মাধ্যমে প্রকাশিত পুস্তক খানির প্রকাশ সাল। কিন্তু শুধুমাত্র প্রকাশ সাল নয়, নিম্নলিখিত এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য Book Number হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে। এগুলি হ'ল Book Number এর এক একটি facet :

১ Language Number [L]
২ Form Number [F]
৩ Year Number [Y]
৪ Accession Number [A]
৫ Volume Number [V]
৬ Supplement Number [S]
৭ Copy Number [C]
৮ Criticisn Numbr [Cr]
৯ Accession Part of Criticism Number

Book Number গঠন করতে একাধিক facet ব্যবহৃত হ'লে এই বিন্যাসক্রম অনুসরণ করতে হবে :

[L] [F] [Y] [A] . [V] — [S] ; [C] : [Cr]

Book Number গঠন করবার জন্য নিম্নলিখিত এক বা একাধিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয় :

১ O এবং I ব্যতীত ২৪টি রোমান বড় হরফ (A B C ইত্যাদি)
২ *i*, *l* এবং *o* ব্যতীত ২৩টি রোমান ছোট হরফ (*a b c* ইত্যাদি)
৩ . — ; : এই চারটি যতি চিহ্ন
৪ ইন্দো আরবীয় সংখ্যা (1, 2, 3 ইত্যাদি)

এদের বিন্যাস ক্রম :

A B C D *a b c d* . — ; : 1234

(১) Language Number : (L I)এর তালিকা থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যাটি সংগ্রহ করা হয়। গ্রন্থাগারে যে ভাষার পুস্তকের প্রাধান্য সেই ভাষা বাদে (রঙ্গনাথন এই ভাষাকে favoured language বলেন) অন্য ভাষার পুস্তকের জন্য Language Number ব্যবহৃত হয়। Language Number ব্যবহার করলে বিভিন্ন ভাষার পুস্তকের জন্য মঞ্চে পৃথক পৃথক স্থান নির্ধারণের প্রয়োজন হয় না। মঞ্চে বিন্যস্ত করবার সময় favoured language এর পর অন্য বিষয়ের ভাষার পুস্তক স্থান পাবে। যেমন, গ্রন্থাগারে যদি বিভিন্ন সালে প্রকাশিত বর্গীকরণ বিষয়ের ইংরেজী, হিন্দী এবং বাংলা ভাষার পুস্তক থাকে এবং ইংরেজী যদি favoured language হয় তবে মঞ্চে বিন্যাসক্রম নিম্নরূপ হবে :

(১) 2:51 N51　(২) 2:51 N53　(৩) 2:51 N61　(৪) 2:51 N63　(৫) 2:51 152N52

(৬) 2:51 152N56　(৭) 2:51 157N55　(৮) 2:51 157N62　ইত্যাদি

বিন্যাসক্রমের আইন অনুসারে রোমান বড় হরফ এবং ইন্দো-আরবীয় সংখ্যার মধ্যে প্রথমোক্তর অগ্রাধিকার।

(২) Form number : কোন বইয়ের প্রকাশভঙ্গী (from of exposition) নির্দেশ করবার জন্য form number এর একটি পৃথক তালিকা আছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি form number এর উদাহরণ হ'ল :

b	Index	*j*	Parody
c	List	*k*	Adaptation
d	Data Bock	*m*	Catechism
f	Picture	*q*	Code
g	Plan	*v*	Practical
h	Graph	*x*	Quotation

Sharp (H A) : Cataloguing (1950) এবং Cataloguing Rules ; Auther and Title Entries (1955) (Joint Code অথবা A A Code নামে খ্যাত) সূচীকরণ সম্পর্কিত দুখানি গ্রন্থের প্রথম খানি পাঠের জন্য এবং দ্বিতীয়টি সূচীকরণের আইনকানুন সম্পর্কিত নির্দেশ সম্বলিত পুস্তক। সুতরাং সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে এই পার্থক্য নির্দেশ করা প্রয়োজন। Book Number এর সঙ্গে Form Number সংযোজিত করে এই পার্থক্য নির্দেশিত করা হয় :

প্রথম খানি : 2 55
N50

দ্বিতীয় খানি : 2:55
*q*N56

অনুরূপ ভাবে Colon Classification সম্পর্কিত দুখানি পুস্তক : Ranganathan (S R) : Colon Classification, Ed6, (1960) এবং Sivaraman (K M) : Colon system (1941) এর কোলন সংখ্যা হবে যথাক্রমে

2;51 এবং 2:51
qN60 N41

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ডিউই পদ্ধতির form division এবং UDC র Common Ausiliaries এর সঙ্গে কোলন পদ্ধতির Form Number এর আংশিক সাদৃশ্য আছে :

	UDC	Colon	Dewey
Catechism	(025)	*m*	-
Lists	(083·8)	*c*	-
Plan	(083·9)	*g*	083·8
Index	(083·6)	*b*	-

কোলনে Form Number হ'ল Book Number এর অংশ, পক্ষান্তরে UDC এবং ডিউইতে Form Number হ'ল Class Number এর অংশ।

(৩) Year Number : Year Number প্রকৃতপক্ষে Book Number এর মুখ্য অংশ। সাধারণতঃ গ্রন্থাগারে Book Number হিসাবে Year Number ই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। Chronological Device যে Year Number হিসাবে ব্যবহৃত হয় একথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

(৪) Accession Part of Book Number : যদি একাধিক পুস্তকের একই Call Number হয় তবে Book Number এর সঙ্গে Accession Number সংযোজিত করা হয় এবং Accession Number এদের বিন্যাসক্রম নির্ধারণ করে।

(৫) Volume Number : একাধিক খণ্ড সমন্বিত কোন পুস্তকের Book Number গঠন করবার সময় Year Number (অথবা Accession Number) এর পর (ডট্) দিয়ে খণ্ড সংখ্যা (ইন্দো-আরবীয়) সংযুক্ত করতে হয়। যদি খণ্ডগুলি বিভিন্ন সালে প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে প্রথম যে খণ্ডটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে সমস্ত খণ্ডের জন্য সেই সালটি ব্যবহার করতে হবে। এ ব্যবস্থায় প্রকাশ সাল অনুসারে খণ্ডগুলি পরস্পর পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেনা।

(৬) Supplement Number : কোন পুস্তকের কোন সংযোজনী পরে প্রকাশিত হলে মূল পুস্তকের সঙ্গে রাখার জন্য Supplement Number ব্যবহৃত হয়। মূল পুস্তকের Book Number এর পরে — (ড্যাশ) ব্যবহার করে Supplement Number (ইন্দোআরবীয় সংখ্যা) সংযুক্ত করতে হবে।

(৭) Copy Number : কোন পুস্তকের একাধিক সংখ্যা থাকলে Book Number এর পর ; (সেমিকোলন) যোগ করে Copy Number (ইন্দো-আরবীয় সংখ্যা) বসাতে হবে। যেমন

প্রথম কপি	2:51
	N49
দ্বিতীয় কপি	2:51
	N44 ; 1
তৃতীয় কপি	2:51
	N49 ; 2
শততম কপি	2:51
	N49 ; 99　　ইত্যাদি

যদি একাধিক খণ্ড এবং সংযোজনী সমন্বিত কোন পুস্তকের Book Number হয়: N49·7-2 (অর্থাৎ সপ্তম খণ্ডের দ্বিতীয় সংযোজনী) তবে Copy Number সহ Book Number হবে:

প্রথম কপি	N49·7-2
দ্বিতীয় কপি	N49·7 2 ; 1
তৃতীয় কপি	N49·7-2 ; 2　　ইত্যাদি।

একই পুস্তকের বিভিন্ন সংস্করণ সাধারণতঃ প্রকাশ সাল অনুযায়ী মঞ্চে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকবে। কিন্তু কোন গ্রন্থাগারের যদি সমস্ত সংস্করণ গুলিকে একত্রিত করা সুবিধা-জনক বিবেচিত হয় তবে উপরোক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। যেমন, প্রথম সংস্করণের প্রকাশ সাল যদি 1949 হয় এবং পরবর্তী সংস্করণ গুলির প্রকাশ সাল 1950, 1952 এবং 1953 হয় তবে তাদের Book Number হবে:

N49 ; N50　　N49 ; N52　　N49 ; N53

(৮) Criticism Number: Posteriorsing Energy Common Isolate এ সমালোচনার (Criticism বা Evaluation) নির্দেশের জন্য : g ব্যবহারের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে এটি Class Number এর অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন কোলনের সমলোচনা করা একখানি পুস্তকের Call Number:

2:51N3:g

N59

কিন্তু এই পুস্তকের সমালোচনা সমন্বিত কোন পুস্তকের Call Number হবে:

2:51N3:g

N59:g

এ ক্ষেত্রে Book Number এর সঙ্গে : g সংযোজিত হয়েছে। : g হ'ল Criticism Number। মূল গ্রন্থকে রঙ্গনাথন বলেন Host book এবং মূলগ্রন্থের সমালোচনা গ্রন্থ হ'ল Associated Book। এই ব্যবস্থায় উভয় গ্রন্থ মঞ্চে একত্রে স্থান পাবে।

বাংলা সাহিত্যের বর্গীকরণ ও ডিউই

বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যের বইগুলোকে ভাগ করবার সময় ডিউই কতকগুলি নীতি নির্ণয় ক'রেছিলেন। সাহিত্যের মধ্যে চিন্তা যত বড় স্থানই অধিকার করুক না কেন, ভাষার মাধ্যমেই হবে তার প্রকাশ। সুতরাং ভাষাই হ'চ্ছে সাহিত্যের বাহন। পাঠক-লেখকের মধ্যে সহানুভূতির যে অমৃতধারা সৃষ্ট হয়, যে ভাবরাজ্য পাঠক ও লেখকের যুগ্ম সংযোগের ফলে সংগঠিত হয় ভাষাই তার পটভূমিকা। ভাষার তারের মধ্যে দিয়েই লেখকের চিন্তার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হ'য়ে পাঠকের সামনে এক আলোকোজ্জ্বল জগতের সৃষ্টি ক'রে থাকে। তাই সাহিত্যের বইগুলোকে ভাগ ক'রতে যেয়ে প্রথমেই ভাষার দৃষ্টিতে মূল বিষয়কে দেখা খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। ভাষার প্রশ্ন মেটাবার পর সাহিত্যের আকার পেয়েছে প্রাধান্য। অর্থাৎ প্রথমে আমরা সাহিত্যকে ইংরাজী, বাংলা, ফরাসী প্রভৃতি ভাষার সাহিত্য হিসাবে দেখে তারপর দেখ্‌ব ঐ সাহিত্য কাব্যের রূপ নিয়েছে না নাটক, ছোট গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, প্রভৃতির আকারে আবির্ভূত হ'য়েছে। যে সুর লেখকের মনের মণিকোঠার মধ্যে অনুরণিত হ'চ্ছে তা' প্রকাশের প্রথম মাধ্যম হ'ল যন্ত্র তারপর আসে তার রাগ রাগিণীর কথা।

ভাষা হ'ল যন্ত্র আর আকার হ'ল সাহিত্যের রাগ রাগিণী। এদের পৌর্বাপর্য নির্ণয়ে ডিউই স্বভাবেরই অনুসরণ ক'রেছেন। এবং এখানে বিভাগের মূল যে সব নীতি আছে তার সবগুলোকেই তিনি ঠিক্ ঠিক্ অনুসরণ ক'রেছেন।

প্রয়োগ ক্ষেত্রে এসে ডিউই ইংরাজী, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি ভাষার জ্ঞাপক সংখ্যা ২, ৩, ৪ প্রভৃতিকে মূল সাহিতের জ্ঞাপক সংখ্যা ৮-এর সঙ্গে সংযোজিত ক'রেও বিভাগের সর্বসম্মত নীতিকে যথাযথই অনুসরণ ক'রেছেন।

কিন্তু মুস্কিল হ'য়েছে মার্কিণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে। মার্কিণ মুলুকের ভাষা—ইংরাজী। সুতরাং ডিউইর অবলম্বিত নীতি অনুসরণ ক'রে মার্কিণ সাহিত্যের বিভাগও হওয়া উচিত ছিল ৮২-এর অন্তর্ভুক্ত। তা' না ক'রে ডিউই মার্কিন সাহিত্যকে ৮১-এর অন্তর্ভুক্ত ক'রেছেন। আপাতঃদৃষ্টিতে এতে বিভাগের নীতিকে অস্বীকার করা হ'য়েছে। অমার্কিণদের কাছে ইংরাজী বইয়ের বর্গীকরণকে অযথা জটিল ক'রে তোলা হ'য়েছে এবং মার্কিণ বইগুলোর পক্ষে অন্যায় পক্ষপাতিত্ব দেখান হ'য়েছে।

কিন্তু একটু ধীরভাবে বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লে বোঝা যাবে বইয়ের বর্গীকরণের নীতিকে অস্বীকার করার দৃষ্টিতে আমরা এটাকে নাও দেখ্‌তে পারি। মার্কিণ মুলুকের বই যে ইংরাজী বই এটুকু বোঝার মত বুদ্ধিও ডিউইর ছিলনা এ ভাবাও ধৃষ্টতা। তা' ছাড়া ইতিহাস ভূগোলের বইগুলোকে ভাগ করার সময় যে ডিউইর স্বাদেশিকতা ঘুমিয়ে রইল এবং যিনি অনায়াসে ইউরোপ, এশিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে মার্কিণের জন্যে পেছনের বেঞ্চিতে

জায়গার ব্যবস্থা করলেন, সেই ডিউইই নিতান্ত অকারণে স্বদেশপ্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে সব রকম বর্গের আগে মার্কিণ সাহিত্যের বইকে জায়গা ক'রে দিলেন এর মধ্যে কেমন একটা অসামঞ্জস্য দেখা যাচ্ছে না কি ?

মার্কিণ মুলুকে মার্কিণ লেখকদের বইয়ের একটা বিশেষ চাহিদা থাক্‌বেই। সব দেশেই সাহিত্যের বইয়ের কাটতি বেশী, এবং দেশীয় ভাষার বইয়ের চাহিদা সবচেয়ে বেশী। সুতরাং গুরুত্বের দিক্ দিয়ে দেশীয় বইকে আগে জায়গা দিতে হবে সাহিত্য বইয়ের বিভাগের এই নীতিটাই ডিউইর "৮১০" ভাগের মধ্যে প্রতিফলিত হ'য়েছে।

শব্দের অর্থ নির্ণয় ক'র্‌তে যেয়ে সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা শব্দের তিন রকম অর্থের কথা ব'লেছেন—আভিধানিক, লাক্ষণিক ও ব্যঙ্গ্য। আভিধানিক অর্থ অভিধানের সাহায্যে আমরা সবাই বুঝি। স্পষ্ট বলা হয়নি' অথচ ভাব ও শব্দের পৌর্বাপর্য বিচার ক'রে লেখকের উদ্দিষ্ট অর্থকে, আমরা বলি ব্যঙ্গার্থ। এই অর্থ স্পষ্ট নয়, রসিক জন ছাড়া আর কেউ এটা গ্রহণও ক'র্‌তে পারেন না। নৈয়ায়িকেরা ত' এরকম অর্থ স্বীকারই করেন না। তবুও আমরা জানি শব্দের ব্যঙ্গার্থ আছে। "বয়সে বাপের বড়" হওয়া অসম্ভব। তবুও ভারতচন্দ্র শিবের বর্ণনায় নির্বোধের মত বিশেষণটি প্রয়োগ করেন নি' এবং পাঠকও ঐ বিশেষণ থেকে তাৎপর্য গ্রহণ করেন না এমন নয়।

যাই হোক্ আভিধানিক বা ব্যঙ্গ্যার্থ নিয়ে আমাদের এখন কথা নয়। শব্দের দ্বিতীয় যে অর্থ লাক্ষণিক তাই আমাদের এখন আলোচ্য। আভিধানিক অর্থ যেখানে বক্তার সমস্ত বক্তব্যকে প্রকাশ ক'র্‌তে পারে না সেখানেই শব্দের লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার ক'র্‌তে হয়। যেমন যদি কেউ বলে আমরা ত' সমুদ্রে থাকি, সেখানে সমুদ্র কথার মানে সমুদ্রের কাছে বুঝ্‌তে হবে—লক্ষণার বলে।

এই লক্ষণাও আবার দু'রকম হয় জহৎ স্বার্থা আর অজহৎ স্বার্থা। যেখানে শব্দের স্বাভাবিক অর্থ টি পরিত্যক্ত হয় সেখানে লক্ষণা জহৎ স্বার্থা। যেমন উপরের দৃষ্টান্তে সমুদ্রের স্বাভাবিক অর্থকে একেবারেই ছেড়ে দিয়ে সমুদ্র-সান্নিধ্য অর্থ টি ধরা হ'য়েছে। যেখানে শব্দের স্বাভাবিক অর্থকে ত্যাগ করা হয় না বরঞ্চ সেই শব্দে আরও অন্য জিনিষকে বোঝানো হয় সেখানে হয় অজহৎ স্বার্থা লক্ষণা। যদি আমি কোন লোককে দইয়ের পাহারায় বসিয়ে বলি দেখো কাকে যেন দই না খায়—তাহ'লে আমি বিশেষ ক'রে বারণ না ক'র্‌লেও সে ঐ দই কুকুরকেও খেতে দেয় না। কেননা কাক শব্দ এখানে শুধু কাককে বোঝায় নি' বুঝিয়েছে কাক এবং অনভীপ্সিত প্রাণী মাত্রকে। সুতরাং "কাক" শব্দ এখানে কাকের অর্থকে ত্যাগ ক'র্‌ল না শুধু নতুন অর্থকে বাড়িয়ে নিল। এটা অজহৎ স্বার্থার উদাহরণ।

ডিউইর ৮১০ কে আমাদের এই অজহৎ স্বার্থার দৃষ্টিতে বুঝ্‌তে হবে। ৮১০ মানে দেশীয় সাহিত্য। মার্কিণ মুলুকে ৮১০ মার্কিণ সাহিত্য। বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্য। "৮৯১'৪৪৯" বাংলা সাহিত্য নিশ্চয়ই কিন্তু সেটা অভারতীয় দেশের পক্ষে।

রঙ্গনাথন দেশীয় সাহিত্যের পৃথক্ মর্যাদা স্পষ্টতঃ স্বীকার ক'রেছেন—ডিউই দ্যোতনার মাধ্যমে। দেশীয় সাহিত্যের বর্গীকরণকে এই দৃষ্টিতে না দেখ্‌লে আমরা শুধু আমাদের বর্গীকরণকেই অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত ও জটিল ক'র্‌ব না, ডিউইর পদ্ধতিতে স্পষ্ট উল্লেখের অভাবে এ বিষয়ে যে ভুল বোঝাবুঝি হ'য়েছে আশা করি সপ্তদশ সংস্করণে তা' দূরীভূত হবে।

ইংরেজ আমলে পাঠনিষিদ্ধ পত্রপত্রিকা ও পুস্তক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষা

১৯২০ খৃঃ

অল ইণ্ডিয়া জেহাদ কমিটির সভাপতি মহম্মদ আক্রাম খাঁ কর্তৃক প্রকাশিত খণ্ডপত্র।

নবযুগ

মহম্মদ আক্রাম খাঁ কর্তৃক প্রকাশিত

১৯২১ খৃঃ

খিলাফত-উল-আকবর

খণ্ডপত্র, শ্রীহট্ট হইতে মুন্সী আরকান আলী কর্তৃক প্রকাশিত

খিলাফত কবিতা

শ্রীহট্ট হইতে মুন্সী আবদুল হান্নান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত

মহাত্মা গান্ধীর কবিতা

শিলচর হইতে চন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত

স্বদেশী চাবুক

অষ্টম ও নবম খণ্ড

স্বদেশী চশমা

১৯২২ খৃঃ

বন্দে মাতরম্

১৪, ১৫ ও ১৬ই জানুয়ারীর সংখ্যা রাম প্রসাদ কর্তৃক লাহোর হইতে প্রকাশিত

গানের তুরফান

শ্রীহট্ট হইতে মৌলভী সাফিজুর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত

স্বরাজ সাধন

কলিকাতা হইতে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯২৩ খৃঃ

কানাইর ঘাট হাঙ্গামার কবিতা

পুস্তিকা, শ্রীহট্ট হইতে মোবারক আলী কর্তৃক প্রকাশিত

১৯২৭ খৃঃ

বরিশাল হত্যাকাণ্ড সাহায্য তহবিল সমিতি ১নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, রেঙ্গুন

খণ্ডপত্র, রেঙ্গুন হইতে বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৯২৯ খৃঃ

গল্প ও চিত্রে

ছেলেমেয়েদের কংগ্রেস

পুস্তিকা, লেখক বীরেন্দ্র নাথ সিংহ মুদ্রাকর, আর ভট্টাচার্য, সিংহ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩৪-১-বি বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রকাশক নৃপেন্দ্র নাথ ঘোষ, ১১০ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কাকোরী ষড়যন্ত্র

গ্রন্থাকার মনীন্দ্র নারায়ণ রায় মুদ্রাকর দেবেনহাম অ্যাণ্ড কোং, ২০ কলেজ রো, কলিকাতা, প্রকাশক বাণী কার্যালয়, ৯৩/.এক বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা

খেয়ালী

গ্রন্থকার বীরেন রায়, মুদ্রাকর সরস্বতী প্রেস, ১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিট, কলিকাতা, প্রকাশক সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

সাহারাণ পুরের পরিবস্তান

১লা জানুয়ারী সংখ্যা, ১৯২৯ খণ্ডপত্র, আরম্ভে 'প্রিয় ব্রিগেড সমীপে' শেষে 'সাবধান হউন,' কলিকাতা

'রক্তে আমার লেগেছে আজ'

সর্বনাশের নেশা

খণ্ডপত্র, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ খৃঃ কলিকাতায় প্রচারিত হয়

বিদ্রোহী আয়ারলণ্ড

গ্রন্থকার নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী, প্রকাশক বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা

১৯৩০ খৃঃ

আগে চল, আগে চল ভাই

খণ্ডপত্র, আরম্ভে 'হয় মরিব নয় স্বাধীনতা লাভ করিব,'

বাংলার ছাত্র বন্ধুগণের প্রতি

খণ্ডপত্র, আরম্ভে 'বন্দে মাতরম্'

বাংলার ছাত্র সমাজের প্রতি

খণ্ডপত্র, প্রচারক বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্র সমিতি

ভাই তোমরা মনে রেখো

খণ্ডপত্র, শেষে 'বন্দে মাতরম্'

বাংলার যুব বন্ধু ও শ্রমিক ভাইসব

খণ্ডপত্র

ভারতের কাপড়ের ইতিকথা

পুস্তিকা, প্রকাশক কিরণ শঙ্কর রায়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রিয় সমিতি, ১।৬ বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা, মুদ্রাকর কুমারদেব মুখোপাধ্যায়, বোধোদয় প্রেস, ৪৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাংলার যুব বন্ধু ও শ্রমিক ভাইসব

খণ্ডপত্র

বিপ্লবী বীর, নলিনী বাগচী

গ্রন্থকার জিতেশ চন্দ্র লাহিড়ী, প্রকাশক মনীন্দ্র নাথ মিত্র, মুদ্রাকর বাণী প্রেস, ৩৩এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা

বাংলার তরুণ

খণ্ডপত্র, আরম্ভে 'শোন ভাই ভাল করে শোন', শেষে 'ঢুলাও মোদের রক্ত' পতাকা ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান'

বাংলার কথা

পুস্তিকা, লেখক রমনী রঞ্জন গুহ রায়, মুদ্রাকর বাণাপাণি আর্ট প্রেস, ৩০/১ দুর্গাচরণ মুখার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রকাশক বলাই মুখার্জী, ২।২ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চলার পথে

গ্রন্থকার ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় মুদ্রাকর ইন্দ্রভূষণ সরকার যুগমন্ত্র প্রেস, ৯৩/১এফ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা

দেশের ডাক

গ্রন্থকার জ্ঞানেন্দ্র নিয়োগী, প্রকাশক স্বয়ং, ৫ সমবায় ম্যানশনস, কলিকাতা, মুদ্রাকর কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ প্রেস, ৬৬ মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংস্করণ

ধান্দোরী

খণ্ডপত্র, আরম্ভে 'হে বরণীয় জনসাধারণ, 'শেষে জয়' লাল ঝাণ্ডা কি জয়

ডমরু

গ্রন্থকার বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায় মুদ্রাকর এস, দাস, প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩৪/১বি বাদুর বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রকাশক বিনয়েন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফাঁসীর সত্যেন

প্রকাশক ব্রজ বিহারী বর্মণ রায়, ১৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হরতাল

খণ্ডপত্র, মুদ্রাকর নৃপেন চৌধুরী, যুগবার্তা প্রেস, ৪ ছকু খানসামা লেন, ৮১ হ্যারিসন রোড হইতে প্রকাশিত।

কাল বৈশাখীর প্রথম দমকা বাতাস

খণ্ডপত্র, শেষে বন্দে মাতরম্

কলিকাতার শ্রমিক, ছাত্র ও নাগরিকগণ

খণ্ডপত্র, শেষে গণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক'

বিশ্বের বাণী

খণ্ডপত্র

বিপ্লব বৈশাখী

গ্রন্থকার সৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর, বার্লিন

নিবেদন

খণ্ডপত্র, আরম্ভে 'কলিকাতার শ্রমিকগণ, শেষে 'কলিকাতার কামিউনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া কামঠ'

নির্যাতিতের আর্তনাদ

খণ্ডপত্র, আরম্ভে সহযোগের যুগ চলে গেছে, শেষে 'এস ৩০, লাল পল্টন

নাগপাশ

পুস্তিকা, লেখক শশিভূষণ দাস, মুদ্রকর আদিত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস, প্রকাশক নগেন্দ্রনাথ দাস, ৪ দাননাথ মিত্র লেন, কলিকাতা

ঐ সেই রক্ত বিপ্লবের দিন

পুস্তিকা, শেষে বলশেভিক ভারতীয় রক্তবাহন

প্রলয় শিখা

. গ্রন্থকার কাজি নজরুল ইসলাম, মুদ্রাকর মহামায়া প্রেস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রকাশ স্থল ৫০৷২এ মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু বক্তৃতা

খণ্ডপত্র, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি হইতে পরেশ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত

রক্ত বিনা হে দেশ সেবক দেশ না স্বাধীন হবে

খণ্ডপত্র, কলিকাতায় প্রকাশিত

রাজদ্রোহ

পুস্তিকা, প্রণেতা জনৈক বিপ্লবী, প্রকাশক রত্নেশ্বর চক্রবর্তী, সরস্বতী প্রেস, ১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বাধীন ভারত

খণ্ডপত্র, প্রকাশক স্বতন্ত্র প্রেস,

বাংলার ছাত্রবৃন্দ তোমাদের কারাগারে ভাইবোনদের মনে রাখিও—দেশ তোমাদিগকে চায়

খণ্ডপত্র

বিদ্রোহী রাশিয়া

গ্রন্থকার অমূল্য চন্দ্র অধিকারী, প্রকাশক মহামায়া প্রেস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৯৩১ খৃঃ

আমার দেশ

একখানা চার্ট, প্রকাশক ব্রজেন্দ্র ভদ্র, দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতি, সার্ভিস প্রিন্টিং কোম্পানি, ২০এ গোপী মোহন লেন, কলিকাতা

আগামী রক্ত বিপ্লব

খণ্ডপত্র

অত্যাচারীর ধ্বংস চাই

খণ্ডপত্র শেষে 'যুগান্তর'

বন্দে মাতরম্

খণ্ডপত্র, সাঁওতাল পরগণা জিলা কংগ্রেসের ডিক্‌টেটার কর্তৃক প্রকাশিত

বিপ্লবী স্মরণে

পুস্তিকা

বীরেন্দ্র নাথ

প্রণেতা ফণিভূষণ রায় ও উপেন্দ্র নাথ রায় মুদ্রাকর মুনীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, শিশু প্রিন্টিং ওয়ার্কস পাল্ ফরিদপুর, প্রকাশক হেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য, পালং, ফরিদপুর

বিলাতী বস্ত্র বর্জন করিব কেন ?

পুস্তিকা, প্রকাশক জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ২০এ গোপী বসু লেন, কলিকাতা

চন্দ্রবিন্দু

গ্রন্থকার নজরুল ইসলাম, মুদ্রাকর অমূল্যচরণ ভট্টাচার্য, ভট্টাচার্য প্রেস, কলিকাতা, প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেশের মুক্তি

পুস্তিকা, লেখক অমূল্যকুমার গোস্বামী, মুদ্রাকর বৈদ্যনাথ দাস, রাণীগঞ্জ অরুণ প্রেস

দীনেশের শেষ

খণ্ডপত্র, লেখক নগেন্দ্রনাথ দাস, প্রকাশক আদিত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪ দীননাথ মিত্র লেন, কলিকাতা

দেশভক্ত

পুস্তিকা, উপরোক্তবৎ

হিজলীর বন্দীশালা

উপরোক্তবৎ

হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান আর্মির বিবৃতি

খণ্ডপত্র, স্বাঃ—কর্তার সিং, প্রেসিডেন্ট, এইচ. এস. আর. এ.

বাংলা আজ

পুস্তিকা উপরোক্তবৎ

জালিয়ানওয়ালা বাগ

পুস্তক

কালের ভেরী

গ্রন্থকার বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় মুদ্রাকর শচীন্দ্ররঞ্জন দাস, সিংহ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩২। বি বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কালো ইংরেজই ডুবুক সাদার রক্তেতে

খণ্ডপত্র

মুক্তিগাথা

দ্বিতীয় কিস্তি, কাঁথি সাইক্লোষ্টাইল করা পুস্তিকা।

মুক্তিপথে

গ্রন্থকার ও প্রকাশক প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহিষবাথান, মুদ্রাকর সজনীকান্ত দাস, প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

মন্দিরের চাবি

গ্রন্থকার কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, মুদ্রাকর শান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাণী প্রেস, ৩৩এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা, প্রকাশক কিঙ্করমাধব সেনগুপ্ত, ১২৪/৪ মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মিচেল ও বিপ্লবী আয়ারল্যাণ্ড

গ্রন্থকার মনোরঞ্জন গুপ্ত, প্রকাশক অরুণচন্দ্র গুহ, সরস্বতী প্রেস, ১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রট, কলিকাতা।

বিপ্লবের আহুতি

গ্রন্থকার বিজয়কৃষ্ণ সেন মুদ্রাকর আশুতোষ মজুমদার, বি. পি. এম'স প্রেস, ২২/৫বি ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা, প্রকাশক তরুণ সাহিত্য মন্দির ১৯ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।

মায়ের ডাক

গ্রন্থকার মণীন্দ্রনারায়ণ রায়, মুদ্রাকর বাসন্তী প্রেস, ২০৩/৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রকাশক নিরঞ্জীব রায় ৪৮ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা।

নভেম্বর বিপ্লব উৎসব

খণ্ডপত্র, প্রকাশক পণ্ডিত বিভুনারায়ণ মিশ্র, ষ্টেশন রোড, গয়া, মুদ্রাকর শ্রী প্রেস, বারাণসী।

শান্তি না শাস্তি

খণ্ডপত্র

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ছবিসহ

বাংলা কবিতায় পোষ্টার

পথের পণ

পুস্তিকা, লেখক গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ, মুদ্রাকর পপুলার প্রেস, কলিকাতা, প্রাপ্তিস্থান বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রক্ত চাই, শুধু রক্ত চাই

খণ্ডপত্র

স্বাধীনতার পঞ্চম অভিযান

পুস্তিকা, প্রণেতা ধনবল্লভ

শোকসিন্ধু

পুস্তিকা, নগেন্দ্রনাথ দাস

সাবাস মেদিনীপুর

পুস্তিকা

সাম্যবাদ

গ্রন্থকার সোমনাথ লাহিড়ী, মুদ্রাকর বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, গোপাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ১২ হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা, প্রকাশক মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়।

সাবাস বিমল সাবাস

খণ্ডপত্র

শ্রী ভাঁওতা

গ্রন্থকার নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক স্বয়ং, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, মুদ্রাকর শশিভূষণ পাল, মেটকাফ প্রেস, ১৫ নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তরুণ শহীদ—দীনেশ পত্রাবলী

পুস্তিকা, বাগেরহাটের পল্লীচিত্র মেসিন প্রেসে মুদ্রিত, শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী কর্তৃক ঐস্থান হইতে প্রকাশিত।

শান্তি কোথায় ?

খণ্ডপত্র

ইনক্লাব জিন্দাবাদ

পুস্তিকা-প্রণেতা, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৩২ খৃঃ

বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ

গ্রন্থকার বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় মুদ্রাকর বাণী প্রেস, ৩৩এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা, প্রকাশক রমনীমোহন গোস্বামী, নব্য সাহিত্য ভবন, ২৭/৩ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বন্দী নারী

গ্রন্থকর্ত্রী সান্ত্বনা গুহ, মুদ্রাকর মনোরঞ্জন চৌধুরী, ঘোষ প্রেস, ৩৮ শিবনারায়ণ দাস লেন, প্রকাশক বন্দে মাতরম্ সাহিত্য ভবন, ৫৮।৩ হ্যারিসন রোড কলিকাতা

ভৈরবী চক্র

গ্রন্থকার শ্রীকালভৈরব প্রকাশক হেমন্তকুমার সরকার

বারদোলি সত্যাগ্রহ

গ্রন্থকার সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মুদ্রাকর চারুভূষণ চৌধুরী, খাদি প্রতিষ্ঠান প্রেস, সোদপুর, প্রকাশিকা হেমপ্রভা দাস গুপ্তা, খাদি প্রতিষ্ঠান

গান্ধী বন্দী কেন ?

পুস্তিকা, প্রণেতা দীপঙ্কর শর্মা

ইংরাজের সুশাসন বঙ্গদেশে

পুস্তক

জাতীয় সঙ্গীত বা দেশের গান

পুস্তিকা, প্রণেতা ও প্রকাশক শ্রীমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, মুদ্রাকর কেরামত আলী খাঁ, বিজয়া প্রেস, মেদিনীপুর

কর্মক্ষেত্র

বাংলা যাত্রার বই প্রণেতা ও প্রকাশক মুকুন্দ দাস মুদ্রাকর সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, আদর্শ প্রেস, বরিশাল, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সংস্করণ

কর্মক্ষেত্রের গান

পুস্তিকা, প্রকাশক মুকুন্দ দাস বরিশাল, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্করণ

পথ (২য় সংস্করণ)

উপরোক্তবৎ।

পথের গান

পুস্তিকা, উপরোক্তবৎ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ

রিক্ত ভারত

গ্রন্থকার হেমেন্দ্রলাল রায় খাদি প্রতিষ্ঠান, শোদপুর, জি-২৪ পরগনা

শিখের আত্মাহুতি

গ্রন্থকার দীনেশচন্দ্র বর্মণ, প্রকাশক আর্য পাবলিশিং কোম্পানি, ২৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মুদ্রাকর মোহাম্মদী প্রেস, কলিকাতা

আবেদন

খণ্ডপত্র, দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস সমর পরিষদ, ৭২এ আশুতোষ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

আবেগ সঙ্গীত—১ম ও ২য় ভাগ

পুস্তিকা, প্রণেতা ধরনীধর প্রধান প্রকাশক ক্ষীরোদচন্দ্র প্রধান, খোদামবাড়ী, রায়পাড়া, মেদিনীপুর, মুদ্রাকর আসাদতলা বৈদিক প্রেস

দক্ষিণ কলিকাতাবাসীদের প্রতি আবেদন

প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পঞ্চম ডিক টটরের নামে প্রচারিত, দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস সমর পরিষদ

অগ্নিমন্ত্রে নারী

প্রণেত্রী সান্ত্বনা গুহ, মুদ্রাকর ঘোষ প্রেস, ৩৮ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা, প্রকাশক শূলপানি চক্রবর্তী, যুগবাণী সাহিত্য চক্র, ১৪ কালিদাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিপ্লবের ডাক

খণ্ডপত্র, বলশেভিক ভারতীয় রক্তবাহিনী

ভাঙ্গার পূজারী

প্রণেত্রী সান্ত্বনা গুহ, মুদ্রাকর অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীসরস্বতী প্রেস, প্রকাশক বন্দে মাতরম্ সাহিত্য ভবন, ৫৮/১ হ্যারিসন রোড কলিকাতা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বুলেটিন স্বাধীনতা ৭ই ও ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

খণ্ডপত্র।

বন্দীর ব্যথা

প্রণেতা মুরারিমোহন ঘোষ, ঢাকার ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত, প্রকাশক তরণীভূষণ সোম, ৩৯ বাংলা বাজার ঢাকা

কংগ্রেসের নির্দেশ

খণ্ডপত্র, উত্তর কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সমিতি

দেশবাসীর প্রতি নিবেদন

চব্বিশ পরগণা জিলা রাষ্ট্রীয় সমিতির দ্বিতীয় ডিকটেটর শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্তের নামে প্রচারিত

হতো বা প্রাগস্যসি স্বর্গম্‌

বাংলা খণ্ডপত্র।

জাগো জাগো শক্তি পাওয়ার দিন আগত ঐ

খণ্ডপত্র।

খেতে পাইনা কেন ?

পুস্তিকা লেখক অমরেন্দ্রকৃষ্ণ সেন, ধুবড়ী বিজয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কসে, মুদ্রিত, ধুবড়ী পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত

নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি প্রচারপত্র

খণ্ডপত্র।

ওরে বাংলার নির্জ্জীব ঘুমন্ত তরুণ মুসলিমের দল

খণ্ডপত্র, বঙ্গীয় লালকোর্তা সমর পরিষদ

পেশোয়ার স্মৃতি দিবস

খণ্ডপত্র, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ক্ষত্রিয় সমিতি

রুদ্রের আহ্বান

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সমিতি কর্তৃক প্রচারিত খণ্ডপত্র

রক্ত পতাকা

পুস্তিকা, লেখক ও প্রকাশক নগেন্দ্রনাথ দাস, মুদ্রাকর আদিত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪ দীননাথ মিত্র লেন, কলিকাতা

রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা

(শান্তি ঘোষ এবং সুনীতি চৌধুরীর ছাব সহ) খণ্ডপত্র

স্বাধীনতা দিবস

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক ও ডিকটেটর বিনয়কৃষ্ণ বাবুর নামে প্রচারিত

শিখীপুচ্ছ

বাংলা নাটক প্রণেত্রী বিমলাসুন্দরী দেবী মুদ্রাকর চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায় কালীগঙ্গা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৩১/১বি আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রকাশক ফণীন্দ্রনাথ পাল

স্বরাজ সঙ্গীত (২য় খণ্ড)

প্রকাশক এম. ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোং, ৭ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা

বন্দে মাতরম্‌

খিদিরপুর সমর পরিষদের চতুর্থ ডিকটেটর ভুবনচন্দ্র বেরার নামে প্রচারিত সংবাদ প্রচারপত্র।

সত্যাগ্রহ সংবাদ (১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩২)

সংবাদ প্রচারপত্র

বিপ্লবের বলি যতীন্দ্র মুখার্জী

পুস্তক প্রকাশক বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দননগর বিপ্র প্রেসে মুদ্রিত

লাল নিশান

গ্রন্থকার সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বার্লিন

১৯৩৩ খৃঃ

স্বরাজ গীতা

প্রণেতা অনন্তকুমার সেন গুপ্ত, সরস্বতী প্রেস, কলিকাতা

বাংলার পতন

প্রকাশক শেখ মুজাফ্ফর আহাম্মদ মুদ্রাকর রেবতীরাম বিশ্বাস, চট্টগ্রাম কোহিনুর প্রেস

বিপ্লবী তরুণ

প্রকাশক গিয়াসুদ্দিন আহাম্মদ, মুদ্রাকর যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস, শক্তি প্রেস, জামালপুর, ময়মনসিংহ

জাগো ভারতবাসী

প্রকাশক কেশরী প্রেস, ২-৩ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা

১৯৩৪ খৃঃ

যুগের বাংলা

প্রকাশক প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, মুদ্রাকর কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, প্রকাশ প্রেস, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট

ভারতে স্বাধীনতার প্রচেষ্টা

প্রণেতা ও প্রকাশক প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, মুদ্রাকর সুরেশচন্দ্র দাস, অবিনাশ প্রেস, ৪০ মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস
(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রণেতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রকাশক বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মুদ্রাকর (১ম) মেটকাফ প্রেস, (২য়) ক্যালকাটা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার মহত্ত্ব

পুস্তিকা, মুদ্রাকর পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যোদয় প্রেস, ৮/২ কাশী ঘোষ লেন, কলিকাতা, প্রকাশক এস. দাস সরকার অ্যাণ্ড কোং, ১ শরিয়তুল্লা ওস্তাগার লেন, কলিকাতা

মশাল

পুস্তক, প্রণেতা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুদ্রাকর ও প্রকাশক স্বয়ং, মহামায়া প্রেস, ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৯৩৫ খৃঃ

ফুলঝুরি

পুস্তক, প্রণেতা বিমল সেন, প্রকাশক কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বাধীনতার জয়যাত্রা

পুস্তক, প্রণেতা বিমল সেন, প্রকাশক সুধীরকুমার রায়, সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কি কংগ্রেস বিরোধী

পুস্তিকা, প্রণেতা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুদ্রাকর প্রভাত সেন, কালিকা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ৩০ হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা, গণবাণী পাবলিশিং হাউস, ২০ কেদার বসু লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

বিদ্রোহী প্রাচ্য

পুস্তক, প্রণেতা অরুণচন্দ্র গুহ, প্রকাশক সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সাম্যবাদের গোড়ার কথা

পুস্তক, প্রণেতা বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, মুদ্রাকর ক্লাসিক প্রেস, ২১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা, ও প্রকাশক আত্মশক্তি লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

বীর বাঙ্গালী যতীন দাস

পুস্তিকা, প্রণেতা ব্রজবিহারী বর্মণ রায়, মুদ্রাকর, ঘোষ প্রেস, ৮ শিব-নারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা .

১৯৩৫

বন্দী

পুস্তিকা, প্রণেতা সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রকাশক শশধর চক্রবর্ত্তী, মিত্র প্রেস, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রকাশক 'প্রভাত সেন' গনবাণী পাবলিশিং হাউস, ২০ কেদার বসু লেন, কলিকাতা

১৯৩৬

সর্বহারার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি

পুস্তক, প্রনেতা স্বদেশরঞ্জন দাস, মুদ্রাকর নিউ আর মিশন প্রেস, ৯ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা, প্রকাশক নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৪বি কলেজ রো', কলিকাতা

১৯৩৮

নবেম্বর বিপ্লব ও আমাদের কর্তব্য পুস্তিকা, প্রণেতা ভারত রায়, মুদ্রাকর সাম্য প্রেস, কলিকাতা

কেশরী, রাজবন্দী সংখ্যা। বৈশাখ ১৩৩৫, পত্রিকা, সম্পাদক রমেশ চন্দ্র ঘোষ, মুদ্রাকর কালী রঞ্জন চক্রবর্তী, কেশরী প্রেস, ৬ মুরলীধর সেন লেন কলিকাতা

১৯৩৯ খৃঃ

নতুন দিনের আলো

পুস্তক, প্রনেত্রী বিমল প্রতিভা দেবী, প্রকাশিকা কল্যানী ভট্টাচার্য, ৬০ রাসবিহারী অ্যাভেনিউ। কলিকাতা মুদ্রাকর যামিনী মোহন ঘোষ, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৭ মধু রায় লেন, কলিকাতা

কৃষকের কথা

পুস্তক. প্রণেতা মুজাফ্ফর আহাম্মদ মুদ্রাকর সরস্বতী প্রেস, ১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রকাশক ব্রজবিহারী বর্ম্মণ, ৭২ হ্যারিসন রোড কলিকাতা

পুস্তিকা, প্রণেতা ফররখ শের মুদ্রাকর সিরাজগঞ্জ, নূর এলাহী প্রেস, প্রকাশক খাঁ সাহেব মৌলবী আকবর আলী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা

বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট ও মুসলমানের কর্তব্য

পুস্তিকা, প্রণেতা মহম্মদ এমাদুল হক আকেমদি, সোনারই, ডোমার। রঙ্গপুর, মুদ্রাকর কালী কৃষ্ণ মেশিন প্রেস, রঙ্গপুর

দেশ

সাপ্তাহিক, ২৬শে আগষ্ট, ১৯৩৯ খৃঃ, প্রকাশক রামপদ চট্টোপাধ্যয়, আনন্দ প্রেস, ১ বর্মণ ষ্ট্রীট কলিকাতা

যুদ্ধের বাজারে চটকলে শ্রমিকের সংগঠন, দাবী ও লড়াই

খণ্ডপত্র, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরে প্রচারিত, মুদ্রাকর ন্যাশন্যাল প্রিন্টার্স, ১ নারায়ণ বাবু লেন, কলিকাতা

(ক্রমশঃ)

সরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার কর্মীদের অনেকে আমাদের কাছে সময় মত বেতন না পাওয়ায় অভিযোগ করেন। পরিষদে এ বিষয়ে কিছু জানাইবার পূর্বে কর্মীরা নিজ নিজ গ্রন্থাগারের কার্য বিবরণী জেলা সমাজশিক্ষা প্রাধিকারিকের নিকট দয়া করিয়া নিশ্চয়ই পাঠাইয়া দিবেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

পূর্বাঞ্চলীয় কলেজ গ্রন্থাগার সম্মেলন

বৃটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে গত মার্চ মাসে (১৯৬৫) দীঘায় প্রথম পূর্বাঞ্চলীয় কলেজ গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবাংলা, উড়িষ্যা, বিহার ও আসাম থেকে ১০০ জন প্রতিনিধি এ সম্মেলনে যোগদান করেন। পশ্চিমবাংলার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এই সম্মেলনে যে সব সমস্যা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয় সেগুলো হচ্ছে কলেজ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, কলেজ গ্রন্থাগার পরিকল্পনা, কলেজ গ্রন্থাগার সংগঠন, গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা, গ্রন্থ সংরক্ষণ, শিক্ষক ও

গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা, গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষা এবং প্রাপ্য সম্মান প্রভৃতি। যাঁরা যাঁরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী জে, বি, ফার্গুসন, প্রমীলচন্দ্র বসু, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, আদিত্য কুমার ওহদেদার, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রবীর রায়চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

গুড়াপ সুরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার (হুগলী)

গত ১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৪ গুড়াপ সুরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিকল্পে এবং সর্বপ্রকার পাঠ্য পুস্তকের সুযোগ সুবিধা দানের নিমিত্ত জওহরলাল নেহেরু স্মৃতি পাঠচক্র বিভাগ উন্মুক্ত করা হয়।

পরদিন ১৬ই আগষ্ট সকাল ৯ ঘটিকায় পাঠাগারের দ্বিতল কক্ষে প্রায় একশত ছাত্র ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির সমাবেশে এক অনাড়ম্বর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পাঠাগারের কর্মসচীব শ্রীঅনিল কুমার হালদার বলেন যে ছাত্ররা মাত্র ১টাকা জমা রেখে বিনা চাঁদায় পাঠ-চক্রের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এই সভার সভাপতি মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজের উপাধ্যক্ষ শ্রীনন্দলাল কুণ্ডু বলেন :—বড় হবার বাসনা নিয়ে ছাত্রদের পাঠে মনোনিবেশ করতে হবে। তিনি আরো বলেন পাঠাগারে আয়োজিত পাঠচক্রের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে, এবং পাঠ্যবিষয় ছাড়াও বহু লেখকের বহু পুস্তক পাঠকরে ছাত্রদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

সাধারণ পাঠাগার সোদপুর, (২৪ পরগণা)

ত্রয়োদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে গত জন্মাষ্টমী তিথিতে সোদপুর সাধারণ পাঠাগারের পক্ষ থেকে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চব্বিশ পরগণা জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারিক শ্রীগদাধর চরণ নিয়োগী এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। বাংলা পুস্তকের প্রচ্ছদ ও প্রাচীর পত্রের এক প্রদর্শনী এই অনুষ্ঠানকে সুষমামণ্ডিত করে তোলে। পাঠাগারের সদস্যদের প্রচেষ্টায় একখানি সুন্দর স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।

ভ্রম সংশোধন

গত চৈত্র সংখ্যা (১৩৭০) গ্রন্থাগারে ১৯৬৩ সালের আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত ডিপ্, লিব্ পরীক্ষার ফলাফল তাড়াতাড়ি প্রকাশ করতে গিয়ে মুদ্রাকর প্রমাদের ফলে নিম্নলিখিত পরীক্ষার্থীদের ফলাফলের ঘরে দ্বিতীয় বিভাগের স্থলে তৃতীয় বিভাগ হয়ে গেছে এবং শ্রীমধুসূদন চৌধুরীর নাম ভুলক্রমে ছাপা হয়নি। আমরা এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে আন্তরিক দুঃখিত ও লজ্জিত।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

সংশোধিত তালিকা

রোল নং	নাম	ফলাফল
২৯	মধুসূদন চৌধুরী	দ্বিতীয় বিভাগ
৩০	অনাদি প্রসাদ	,,
৩৩	সুশীল রঞ্জন বসু	,,
৩৫	মতিলাল মাইতি	,,
৩৬	শৈলেন্দ্রনাথ হালদার	,,
৪২	নন্দিতা ভৌমিক	,,
৪৬.	প্রীতি দত্ত	,,
৪৭	অনিমা ধর	,,

বার্তা বিচিত্রা

ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৬৩-৬৪ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের একটা হিসাব সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই সব গ্রন্থের মধ্যে শিক্ষামূলক গ্রন্থ প্রকাশের সংখ্যাই সর্বাধিক। পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাবিষয়ক পুস্তক ও সমাজ বিজ্ঞানের পুস্তকের মিলিত সংখ্যা মোট প্রকাশিত পুস্তকের শতকরা ৩০ ভাগ দাড়ায়।

সাহিত্য গ্রন্থের স্থান দ্বিতীয়, শতকরা ২৩ ভাগ। মোট হিসাবে ৫০৭১ খানি সাহিত্য বিষয়ক পুস্তক গত বছর প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় মোট প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৬১৬ তার মধ্যে শিশু সাহিত্য গ্রন্থের সংখ্যা ১১৬।

হিন্দীতে শিশু সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ২৭১ খানা, মারাঠীতে ১১৫ খানা।

ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় তগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা গতবারের তুলনায় কমে গেছে।

ভারতে এখনো সর্বাধিক প্রকাশিত বইয়ের ভাষা ইংরাজী। হিন্দীর স্থান দ্বিতীয়, বাংলার স্থান চতুর্থ।

সবচেয়ে বেশী পাঠ্যপুস্তক বেড়িয়েছে হিন্দী ভাষায় এদের সংখ্যা ৪১২, ইংরাজীতে প্রকাশিত পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা ৩২৬।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বার্ষিক সাধারণ সভা : ১৯৬৪

আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর (রবিবার) অপরাহ্ণ ৫টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও কার্যনির্বাহক সমিতি ও সংসদের সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত ৮টার মধ্যে নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র দাখিল করিতে হইবে। মনোনয়নপত্র যথারীতি সদস্যদের নিকট ডাকযোগে প্রেরিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

ঊনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৬৫) অনুষ্ঠিত হবে স্থির হয়েছে। সম্মেলনের স্থান এবং মূল আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি শীঘ্রই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। নিজ অঞ্চলে যাঁরা সম্মেলন আহ্বান করতে ইচ্ছুক তাঁরা যত সত্বর সম্ভব পরিষদ কার্যালয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে বা পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করছি। অর্থের সমস্যা, কাজ করবার জন্য স্বাধীনতার সমস্যা, এবং উপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মানের সমস্যা এদের মধ্যে প্রধান। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেলা ও গ্রামীন গ্রন্থাগারিকদের উপযুক্ত বেতনের কোন Scale এখনো নির্দ্ধারণ করতে পারেননি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ সমূহের গ্রন্থাগারিকদের বেতন সম্পর্কে যাহোক একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ সেটাকে সম্পূর্ণ ভাবে মেনে নিতে চাচ্ছেন না। এদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে মেনে নিয়েছেন কিন্তু সেখানেও নতুন রকমের সমস্যা দেখা দিয়েছে। গ্রন্থাগারিককে যদিও বা Head of Dept বা Professor এর বেতন দিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন রাজী হচ্ছেন কিন্তু অন্যান্য কর্মীদের ক্ষেত্রে (যাঁদের Lecturer এর সমান যোগ্যতা রয়েছে) Lecturerএর Scale দিতে রাজী হচ্ছেন না। একটা Professional Senior এবং গোটা দুয়েক Professional Juniorএর পোষ্ট তৈরী করে দিয়ে বাকী সবাই যাঁদের ন্যূনতম যোগ্যতা অর্থাৎ গ্রাজুয়েট ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী আছে তাদের ২৫০ থেকে ৪০০ টাকার একটা ঢালাও Scale করে দিয়েছেন। (তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী) কলেজ গ্রন্থাগারিকদেরও Lecturerএর সমান বেতন খুব কম কলেজেই দেওয়া হচ্ছে। স্কুলের অবস্থাত আরো খারাপ। সেখানে একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষক যে মাইনে পাবার অধিকারী একজন গ্রাজুয়েট এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের সে মাইনে পাবারও অধিকার নেই। পাড়ায় পাড়ায় যে সব গ্রন্থাগার চাঁদার অর্থে পরিচালিত হচ্ছে সেখানে দু ঘন্টা থেকে ৪ ঘন্টা কাজ করবার জন্য দশ টাকা থেকে ২৫ টাকা মাইনে দিতেও আমরা দেখেছি। এগুলো খুবই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই। এহেন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গ্রন্থাগার কর্মীরা ক্রমশঃই হতাশ হয়ে পড়ছেন এবং কর্মের উৎসাহ ও উদ্দীপনা হারাতে চলেছেন, যদিও তাঁরা ভাল করেই জানেন যে পাঠক গোষ্ঠীকে সাধ্যমত সেবা করা তাঁদের ধর্ম, তাদের কর্ম ও তাঁদের জীবন বেদ। বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছ থেকে আমরা প্রতিনিয়ত এই সমস্যা সমাধানে সক্রিয় হওয়ার জন্য অনুরুদ্ধ হচ্ছি। আমাদের এই পত্রিকার মাধ্যমে তাই আজ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, কলেজ কর্তৃপক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডি, পি, আই, স্কুল কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন বেসরকারী সাধারণ চাঁদামূলক গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কাছে এই সমস্যার আশু সমাধানের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

চতুর্দশ বর্ষ] আশ্বিন ঃ ১৩৭১ [ষষ্ঠ সংখ্যা

বই ছাপা

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

বই ছাপার কথা বলবার পূর্বে বইয়ের কাজ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানা প্রয়োজন। যে বইখানি ছাপতে হবে সেই বইখানির আকার কিরূপ হবে, কি ধরণের কাগজ ব্যবহার করতে হবে, এক পাতায় ছাপা অংশ কতটা থাকবে এসব আগে থেকেই ঠিক করে নেওয়া দরকার।

কাগজের মাপ। কাগজের মাপ সাধারণতঃ কত প্রকার হয় তা আমরা পূর্বেই বলেছি। সাধারণতঃ বই ছাপবার জন্য যে সব মাপের কাগজ ব্যবহার হয় সেগুলি হ'চ্ছে :—

কাগজের নাম ও মাপ			পাতা না ছাঁটা বইয়ের মাপ		
ফুলস্ক্যাপ	f'cap	27″ × 24″	f'cap	8 vo	$6\frac{3}{4}'' \times 4\frac{1}{4}''$
ক্রাউন	crown	30″ × 40′	crown	„	$7\frac{1}{2}'' \times 5''$
ডিমাই	demy	35″ × 45′	demy	„	$8\frac{3}{4}'' \times 5\frac{5}{8}'$
রয়াল	royal	40 × 50	royal	„	$10'' \times 6\frac{1}{4}''$

বইয়ের পাতা ক'টা খুব কম হ'লেও বইয়ের তিন দিকে ⅛′ কমে যায়।

এক পাতার ক'টা অংশ ছাপা হবে এবং বাম দিকে, ডান দিকে, উপরে ও নিচে কতটা করে অংশ ছাড়তে হবে তা বই ছাপা সুরু করবার আগে ঠিক করে নিতে হয়। সস্তা দামের বই ছাপবার জন্যে ছোট হরফ ব্যবহার হয় এবং তিনদিকে খুব কম অংশই ছাড় দেওয়া হয়। দামী বই ছাপবার জন্য বড় হরফ ব্যবহার করা হয় এবং তিন দিকে যথেষ্ট পরিমাণে ছাড় দেওয়া হয়। পাতার তিন দিকে ছাড় দেওয়ার নিয়ম :—

১। ছাঁটা পাতার চওড়ার ২/৩ অংশ টাইপের দ্বারা ভর্তি হবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। 8 vo আকারের যদি বই হয় এবং ছাঁটা কাগজ যদি ৫½″ ইঞ্চি চওড়া বা ১২

পয়েন্ট টাইপের ৩৩ এম হয় তা হ'লে ছাপা অংশের মাপ হ'বে ২১ এম। এ-ধরণের বইয়ের চারদিকের মার্জিন হ'বে মাথায় ২," ডানদিকে ৩," পাদদেশে ৪" এবং বাঁধাইয়ের দিকে ১½"। পাতায় মার্জিন ঠিক করবার সময় পাশাপাশি দুখানি পৃষ্ঠার মাপ একসঙ্গে নিতে হয়। উপরে যা মাপ দেওয়া হ'লো তা এক পৃষ্ঠার মাপ। এধরণের পাতায় ১২ পয়েন্ট টাইপ মানাবে ভালো।

২। ছাঁটা পাতার চওড়ার ৩/৪ অংশ যদি ছাপা অক্ষরের দ্বারা পূর্ণ করা হয় তা হলে 8vo মাপের একখানি পাতায় ২৪ এম ছাপা হ'বে। এ ধরণের বইয়ের মার্জিন চারদিকে প্রায় সমান হ'বে কেবল পাতার ডান দিকে যে অংশ ছাড় দেওয়া হ'বে পাদদেশে তা অপেক্ষা কিছু বেশী ছাড় দিতে হ'বে। এ-ধরণের পৃষ্ঠায় ১২ পয়েন্ট ও ১১ পয়েন্ট টাইপ ভালো মানাবে।

	২				২		
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
৩	....	....	....	....	....	....	৩
....	....	....	১½	১½	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	...
....	....	....	....	...	...	...	....
....	....	....	....	....	...	....	...
	৪				৪		

এ ছাড়া ১ ও ২ এর মিশ্রণে আর একটি উপায়ে পাতায় কতটা ফাঁক দিতে হ'বে তা অনেকে ঠিক করে নেয়। এ ধরণের পাতায় ছাড় দিতে হয় ১½, ২, ৩, ৪।

একখানি বইয়ের বিভিন্ন অংশ।

একখানি বইয়ের সাধারণতঃ দুটি অংশ ঃ

১। পাঠ্য বস্তু। ২। পাঠ্য বাদে আর সব কিছু অর্থাৎ পাঠ্য সুরু হ'বার পূর্বের বস্তু এবং পাঠ্য শেষ হ'বার পরের বস্তু (end matters)

১। পাঠ্য সুরু হ'বার পূর্বের বস্তু (preliminaris)

এই অংশটি, যদি বইখানি পুণর্মুদ্রণ না হয়, তা হ'লে সব শেষে ছাপা হয়। এই অংশের পৃষ্ঠার চিহ্ন সাধারণতঃ Roman numerals অর্থাৎ রোমীয় সংখ্যার দ্বারা দেওয়া হয়।

অর্ধ-নাম (Half title) সব সময় ডান দিকের পাতায় থাকে। এই পাতায় থাকে বইয়ের সংক্ষিপ্ত নাম। নামের পাতায় যে টাইপ ব্যবহার করা হয় সেই ধরণের হরফই এই পাতায় ব্যবহার করা হয় তবে এ পাতার হরফ সব সময়ে কিছু ছোট হয়। অনেক সময় "পুস্তক মালা" বা "সারি"র (Series) নামও এই পাতায় থাকে। এই পৃষ্ঠাকে অলঙ্কৃত করা অন্যায়।

অর্ধ নামের পর পৃষ্ঠায় (Verso) থাকে লেখকের অন্যান্য বইয়ের নাম বা "পুস্তক মালার" অন্যান্য বইয়ের নাম।

সম্মুখ চিত্র (frontispiece)। এই ছবি থাকবে নামের পাতার দিকে মুখ করে। এই ছবি সাধারণতঃ আলাদা কাগজে ছাপা হয় এবং ফর্মার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় এই ছবির উপর একখানি পাৎলা কাগজ বইয়ের পুটের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। এ কাগজ জুড়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে চাপে নামের পাতার ছাপ যাতে ছবির উপর না পড়ে।

নাম-পত্র (Title page)

নাম-পত্র হ'বে ডান দিকের পৃষ্ঠায়। নামের পাতায় থাকবে :—

১। বইয়ের নাম, এবং বইয়ের নামের নিচে অর্ধনাম (sub title)

২। লেখকের নাম, তৎসহ লেখক যে বিষয়ের উপর লিখছেন সে বিষয়ের সহিত লেখকের সম্বন্ধের ইঙ্গিত।

৩। অনুবাদক, সম্পাদক, পুস্তক পরিচিতি লেখকের নাম।

৪। একের অধিক সংস্করণ হ'লে সংস্করণের উল্লেখ।

৫। মুদ্রণ সম্বন্ধে সংবাদ : প্রকাশক, প্রকাশের তারিখ, প্রকাশের স্থান। অনেক সময় মুদ্রণের সংবাদের উপরে থাকে প্রকাশকের পরিচয় চিহ্ন (Device)।

নামের পাতায় ছাপার জটিলতা যত কম থাকে তত ভালো। বইয়ের অন্যান্য অংশের ছাপার হরফের সঙ্গে নামের পাতার হরফের একটা সামঞ্জস্য থাকা দরকার। নামের পাতা খুললেই তিনটি বিষয় চোখে পড়া চাই : বইয়ের নাম, লেখকের নাম এবং প্রকাশকের নাম। Roman Capitals হচ্ছে বইয়ের নামের উপযুক্ত হরফ।

নামের পাতার পিছনে থাকে :—

সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণের সংবাদ ও কপিরাইট সম্বন্ধে উল্লেখ। অনেক সময় একটি সংস্করণে কত বই ছাপা হ'য়েছে সে সংবাদও এই পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়। ফরাসী দেশে এই উল্লেখকে বলে "Justification du tirage"—এবং প্রত্যেক বইয়ে এই উল্লেখ থাকে।

মুদ্রকের নাম ঠিকানা। ইহা আইনত দেওয়া দরকার। অনেক সময় এই সংবাদ বইয়ের শেষে দেওয়া হয়।

Imprimature (ছাপিবার অনুমতি) : মুদ্রকের বই ছাপার অনুমতি প্রয়োজন হ'তো ১৬৬২ থেকে ১৬৯৫ সাল পর্যন্ত। এই অনুমতি দিত রাষ্ট্র এবং ধর্ম-সঙ্ঘ। এই উল্লেখে থাকে মুদ্রকের নাম, অনুমতির তারিখ। এই সংবাদ অনেক সময় অর্ধ-নামের পিছনের পৃষ্ঠায়, নামের পাতার পর নতুন পৃষ্ঠায় বা নামের পাতার পিছনে দেওয়া হ'তো।

Dedication (উৎসর্গ-পত্র)। সব সময় ডান দিকের পাতায় থাকবে। পাতার ৩/৮ অংশ নিচে, ছোট আকারের বড় অক্ষরের (small caps) দেওয়া ভালো।

Preface (মুখবন্ধ) মুখবন্ধ লেখেন লেখক। মুখবন্ধ থেকে জানা যায় লেখকের বই লেখার উদ্দেশ্য এবং কারা তাকে এই বই লিখতে সাহায্য করেছে। মুখবন্ধ থাকবে ডান দিকের পৃষ্ঠায়।

Foreword (পুস্তক পরিচিতি)। এই অংশে বই ও লেখক সম্বন্ধে কিছুটা পরিচয় দেওয়া থাকে। Foreword লেখেন সাধারণত লেখকের কোন প্রিয় বন্ধু বা পুস্তকের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তি।

Table of Contents (সুচী)। ফরাসী বইয়ে সাধারণত শেষের দিকে সুচী থাকে। সুচীপত্র বলতে "নির্ঘণ্ট" নয়। সুচীপত্রে থাকে পরিচ্ছেদ সংখ্যা এবং শীর্ষক। অনেক সময় পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া থাকে।

ছবির সুচী (List of illustration)। সুচীর পর থাকবে ছবির সুচী এবং সুচীতে যে হরফ ব্যবহার করা হয়েছে সেই হরফই ছবির সুচীতে ব্যবহার করতে হ'বে।

Errata (শুদ্ধি পত্র) সাধারণতঃ আলাদা করে একটি ছোট কাগজের উপর ছেপে ছবির সুচীর পর জুড়ে দেওয়া হয়।

Introduction (পুস্তক প্রবেশ)। Introduction-এর সঙ্গে সম্বন্ধ পুস্তকের পাঠ্য-বস্তুর এবং Introduction কে Foreword বলা যেতে পারে বাংলায় "ভূমিকা" বলা চলে। পাঠ্যবস্তু যে হরফে ছাপা হবে "ভূমিকা" সেই একই হরফে ছাপা হওয়া চাই।

Text (Pages) (পাঠ্য বস্তু)। পাঠ্য-বস্তু ছাপবার সময় মনে রাখতে হ'বে যে পড়ার যাতে অসুবিধা না হয় সে দিকে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। এমন কোন হরফ ব্যবহার করতে হ'বে যাতে বেশীর ভাগ পাঠক পড়তে পারে। লাইন-গুলি একেবারে ঠাস না হ'লেই ভালো হয়। দুইটি লাইনের মধ্যে ফাঁক একটু বেশী হ'লে ভালো হয়।

পাঠ্য ছাপবার জন্য পৃষ্ঠার মাপ অনুযায়ী উপযুক্ত অক্ষরঃ—৪vo ১১ বা ১২ পয়েন্ট দেহের উপর ১০ বা ১১ পয়েন্ট হরফ। Demy ৪vo ১২ বা ১৩ পয়েন্ট দেহের উপর ১১ বা ১২ পয়েন্ট হরফ। Royal ৪vo ১২ বা ১৪ পয়েন্ট হরফ, লাইনের মধ্যে পাৎলা শীশার পাত।

পাঠ্য সুরু হ'বে ডান দিকের পাতার ১/৩ অংশ নিচে থেকে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদ সুরু হ'বে নতুন পাতা থেকে। তবে সস্তা দামের বইয়ে কাগজ কম ব্যবহার করবার জন্যে নতুন পাতা থেকে নতুন পরিচ্ছেদ সুরু হয় না। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের একটি করে শীর্ষক থাকতে পারে এবং শীর্ষক পৃষ্ঠার অনেকটা নিচে থাকে বলে এই শীর্ষককে বলা হয় Drop-down title. প্রত্যেক পাতার উপরে সাধারণত বইয়ের নাম থাকে। কোন কোন বইয়ে বাম পৃষ্ঠায় থাকে বইয়ের নাম এবং ডান পৃষ্ঠায় থাকে পরিচ্ছেদের শীর্ষক। আবার অনেক প্রকাশক বাম পৃষ্ঠার উপরে রাখে পরিচ্ছেদ শীর্ষক এবং ডান পৃষ্ঠায়, পৃষ্ঠার বিষয় বস্তু।

পৃষ্ঠা সংখ্যা পাতার শীর্ষে বা পাদদেশে থাকতে পারে। শীর্ষে পৃষ্ঠার সংখ্যা দেওয়া হ'লে পৃষ্ঠার ডান দিকে ছাপা অংশের উপরে শেষের দিকে দিলে ভালো হয়।

প্রথম ফর্মার স্বাক্ষর (Signatre) সাধারণতঃ প্রথম পাতা থেকেই সুরু হয়। যদি প্রথম পাতায় forma-এর স্বাক্ষর না থাকে তাহলে বুঝতে হবে বইখানি পুনর্মুদ্রণ হওয়া সম্ভব।

Notes:—পাঠ্য বস্তুর পৃষ্ঠার পাদদেশে টীকা থাকতে পারে। এই টীকাকে বলে Foot notes বা পাদটীকা। এই টীকা গুলি সাধারণতঃ কয়েকটি সাংকেতিক চিহ্নের দ্বারা বা যে কথার টীকা দিতে হ'বে সেই কথার নীচে সংখ্যার দ্বারা নির্দেশ করা হয়। টীকার কয়েকটি চিহ্ন :—* তারকা; † ছোরা, দুইখানি ছোরা (') অংশ (Sectiou) ॥ সমান্তরাল (Parallel), অনুচ্ছেদ (Paragraph)।

পাদটীকায় যে হরফ ব্যবহার করা হয় তা পাঠ্যের হরফ অপেক্ষা ২ বা ৩ পয়েন্ট ছোট।

টীকা শুরু করবার আগে টীকাকে পাঠ্য থেকে আলাদা করবার জন্য পাতার বাম দিকে একটি রুল দেওয়া দরকার।

Siole (marginal) notes পাতার ডান দিকের ফাঁকা অংশের টীকাকে বলে Side বা marginal notes (পাশটীকা)। এই টীকার প্রথম লাইন যে লাইনের টীকা দেওয়া হচ্ছে সেই লাইনের সঙ্গে এক লাইনে থাকা চাই।

Cut-in notes অনেক সময় পাঠ্য বস্তুর বাম দিকে পাঠ্য বস্তুর ভিতরেই ছোট কিন্তু ভারি হরফে টীকা দেওয়া হয় এই টীকার উপরে নীচে এবং ডান দিকে অল্প ফাঁক থাকে।

পাঠ্যের শেষের বস্তু :

Appendix (পরিশিষ্ট)। পুস্তকের বিষয় সম্বন্ধে বাড়তি সংবাদ : দীর্ঘ টীকা, ছক, বা অন্য যে কোন বিষয় যা পাঠ্যের সঙ্গে দেওয়া সুবিধা হয়নি।

Glossary (শব্দকোষ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রের বইয়ে বা এক দেশের ভাষায় লেখা বইয়ে অন্য দেশীয় কথা বেশী ব্যবহৃত হ'লে শব্দকোষ দেবার প্রয়োজন হয়।

Bibliography (পুস্তক সুচী) বই লেখবার সময় যে-সব বই ব্যবহার করা হয়েছে সেই সব বইয়ের সুচী। পুস্তকসুচী প্রতি অধ্যায়ের শেষেও দেওয়া হয়।

Index (**নির্ঘণ্ট**)। ডান পৃষ্ঠা থেকে সুরু হয়। একখানি বই, ভালো নির্ঘণ্টের অভাবে অকেজো হয়ে যায়। নির্ঘণ্ট যত বিশ্লেষিত (Analytical) হয় তত ভালো। অনেক বইয়ে, নাম, বিষয়, স্থান ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন নির্ঘণ্ট থাকে কিন্তু এরূপ নির্ঘণ্টের বহু অসুবিধা আছে। কোন নির্ঘণ্টে পাঠক খুঁজবে তা সে অনেক সময় ঠিক করতে পারে না। নির্ঘণ্ট ৮ পয়েন্ট টাইপে, পৃষ্ঠার মাপ অনুযায়ী দুইটি বা তিনটি স্তম্ভে করা হয়।

Colophon (পুষ্পিকা)। প্রকাশকের পরিচয়। পুরাতন পুঁথিতে ব্যবহৃত হতো এবং পুষ্পিকায় থাকতো যিনি নকল করতেন তার নাম, এবং তারিখ। Fust and Schœffer-এর ছাপা Psalter-এ প্রথম পুষ্পিকা ব্যবহৃত হয়। ক্রমশঃ এই রীতি খুব বেশী চালু হ'লো পরে ১৬০ সালে এই রীতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হ'লো এবং প্রকাশের তারিখ দেওয়া হ'তে থাকল নামের পাতায়। পরে আবার France ও ইংলণ্ডে তারিখ বইয়ের শেষে দেওয়ার নীতি প্রচলিত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশের তারিখ আইন অনুযায়ী নয় গোড়ার দিকে না হয় শেষের দিকে দিতে হয়।

উইলিয়াম কেরীর অপ্রকাশিত রচনা

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলা তথা ভারতের দরদী বন্ধু মহাত্মা উইলিয়ম কেরীর আবির্ভাব আমাদের নবচেতনা উন্মেষের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মহাত্মা কেরী পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষা প্রবর্ত্তন, সমাজ সংস্কার, বিজ্ঞানচর্চ্চার সূচনা, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ও সাময়িক সাহিত্যের প্রবর্ত্তন, দেশীয় ভাষায় মুদ্রণশিল্পের সূচনা প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্যাবলীর মধ্যে তাঁর অপরিমেয় দানের পরিচয় রেখে গেছেন। কিন্তু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বহুভাষাবিদ পণ্ডিত রূপেই। বাংলা এবং ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়নে অতুলনীয় ভূমিকা বোধ হয় তাঁর বিরাট প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,— Carey was the pioneer of the revived interest in the vernaculars...." তিনি বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান, কোষ প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়ে ভাষা শিক্ষা ও প্রসারের যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তা পরবর্ত্তীযুগের ভাষাবিদ মনীষীদের বহুলাংশে সাহায্য করেছে।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনাটি দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রকাশিত হতে পারে নি। বহুবৎসরের একনিষ্ঠ সাধনা ও কঠোর পরিশ্রমে তিনি ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার একটি বহুভাষিক শব্দকোষ (Polyglot Vocabulary) গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ণ করেন। কিন্তু তা প্রকাশের আর সুযোগ পেলেন না। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের প্রেসে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। অন্যান্য বহু মুদ্রিত পুস্তক ও পুস্তকের পাণ্ডুলিপির সাথে এই শব্দকোষের পাণ্ডুলিপিটির অধিকাংশই একেবারে ভষ্মীভূত হয়ে যায়। বহু বৎসরের সাধনার এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে কেরী শিশুর মত কাঁদতে থাকেন। তাঁর এই সুবৃহৎ গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ আজও অতি যত্নে শ্রীরামপুর কলেজের কেরী লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। এই পাণ্ডুলিপিটির অনেকটা আমাদের প্রাচীন পুঁথির মত এবং এর আকার ২০'৫ ইঞ্চি × ৭'৭ ইঞ্চি সংরক্ষিত অবশিষ্টাংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১২। তেরটি বিভিন্ন ভাষায় মোট শব্দ সংখ্যা আছে ১১৮৪। মূলভাষারূপে গ্রহণ করা হয়েছে সংস্কৃতকে এবং বাংলা হরফে সমগ্র গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটিতে তিনজনের হাতের লেখা আছে, এঁদের মধ্যে কেরী স্বয়ং একজন ছিলেন বলে অনেকে অনুমান করেন। কেরী তাঁর এই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটির নাম দেন "A Universal Dictionary of Oriental Languages derived from the Sanskrit of which that language is to be the ground work." একটি চিঠি হতে এই শব্দকোষ সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানা যায়, "I mean to take the Sanskrit, of course, as the ground work, and to give the different acceptations of every word, with examples of their applications, in the manner of Johnson, and then to give synonyms in the different languages derived from Sanskrit, with

the Hebrew and Greek terms answering thereto ; always putting the word derived from the Sanskrit term first, and those derived from other sources. This work will be great and it is doubtful whether I shall live to complete it ; but I mean to begin to arrange the materials, which I have been some years collecting for this purpose, as soon as my Bengali Dictonary is finished." (Letter from Carey, dt. 10th Dec. 1811) হিব্রু ও গ্রীক প্রতিশব্দ সন্নিহিত করার পরিকল্পনা বোধহয় তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন, কারণ পাণ্ডুলিপিতে ঐদুটী ভাষার প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না।

সংস্কৃত	কাশ্মীরী	পঞ্জাবী	মধ্যদেশীয়	পর্ব্বতী	মৈথিলি	উটকানা	বাংলা	মারাঠী	গুর্জরী	কার্ণাটিক	তেলেঙ্গিয়া	দ্রাবিড়
অনিমা	লুকটু খাঁ পন্নুন	ছোটহোনে কীসিঙ্গ	ছোটাই	অনিমা সান্নু	অনিমা	অনিমা সিঙ্গি.	অনিমা	অনিমা	অনিমা	অনিমযু	অনিমা	অনিম
মহিম্ন	মহিমা বজার	বড়েহোনে কীসিঙ্গ	বডাই	মহিমা চুনে।	মহিমা	মহিমা সিঙ্গি, মরুত্ব	মহিমা	মহিমা	মহিম	মহিমযু	মহিমা	মহম
গরিমা	গ্বব্যর	ভারেহোনে কীসিঙ্গ	ভারী	গরিমা গৌরী	গরিমা	গরিমা সিঙ্গি গুরুত্ব অহকা	গরিমা	গরিমা	গরিমা	গরিমযু	গরিমা	গরিমা
লঘিমা	লুতু	হনকেহোনে কীসিঙ্গ	হনাকাই	লঘু সান্নু	লঘিমা	লগ্নত্ব লঘিমা সিঙ্গি	লঘিমা	লঘিমা	লঘিমা	লঘিমযু	লঘিমা	লঘিমা
প্রাপ্তি	প্রাবন্নু	জোচাহিয়ে সোমিলে	পাবনা	প্রাপ্তি, লাভ, পাবন্নু, পুশ্রু	প্রাপ্তি	প্রাপ্তি সিঙ্গি	প্রাপ্তি	প্রাপ্তি	প্রাপ্তি	প্রাপ্তিযু	প্রাপ্তি	প্রাপ্তি
প্রকাম্য	যছন্নু	জোচাহিয়ে সোমিনিয়ে	চাহনা	প্রকাম্য	প্রকাম্য	প্রকাম্য সিঙ্গি কামনা সিঙ্গি	প্রকাম্য	প্রকাম্য	প্রকাম্য	প্রকম্যবু	প্রকাম্যমু	প্রকাম্যং
ঈশিত্ব	হুক্কমত	অজ্ঞাকরনে কীসিঙ্গ	হুকুম	ইশত্ব বৈশ্বর্য্য	ইশিতা	ইশি সিঙ্গি লবাচ্ছা সিঙ্গি	ইশিতব	ইশিত্ব	ইশিত্ব	ঈশিত্বযু	ঈশিত্বমু	ঈশিত্বং

কেরী লিখিত বহুভাষিক শব্দকোষের একটি পৃষ্ঠা।

শব্দকোষটি অমর সিংএর বিখ্যাত সংস্কৃত কোষগ্রন্থ অমরকোষ অনুসরণে লিখিত। তিনি এই কোষ গ্রন্থটি বোধহয় কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন এবং সংরক্ষিত অংশটি বোধহয় এর একটি খণ্ড।

কেরীর এই শ্রেষ্ঠ রচনাটি প্রকাশিত হলে তিনি পৃথিবীর প্রথমশ্রেণীর ভাষাতত্ত্ববিদ বলে প্রসিদ্ধিলাভ করতে পারতেন। বর্তমান আঞ্চলিক ভাষাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে যে নিদারুণ সমস্যা রয়েছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলসমূহের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের প্রয়োজনীয়তা যে ভাবে বেড়ে চলেছে এ সময়ে এই ধরণের বহুভাষিক শব্দকোষ যে খুব উপযোগী আশা করি কেউই তা অস্বীকার করবেন না। শ্রীরামপুর কলেজের কেরী গ্রন্থাগার বৈদ্যবাটী যুবক সমিতির গ্রন্থাগার এবং এম. এস. খানের "বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের কেরী যুগ"এর সহায়তায় লিখিত।

বৃত্তি ও স্বীকৃতি

অরুণ ঘোষ

"আপনাদের কাজ জাতীয় জীবনের কোন বিশেষ ক্ষেত্রে নয়, একেবারে গোড়ার ক্ষেত্রে—যেখান থেকে একেবারে বনেদ গড়ে ওঠে সেইখানে। কিন্তু মজা এই, বনেদটা সাধারণতঃ মাটীর নীচেই ঢাকা থাকে, সুতরাং ওটার অপরিহার্যতা এবং মূল্য সম্বন্ধে আমরা সব সময় খুব একটা অবহিত থাকতে চাই না,—বাহবা দিতে আমরা অভ্যস্ত বাইরের গড়ে ওঠা বিচিত্র রূপ ও কারুকার্যকে। প্রতিনিয়ত বড় গলায় বাহবার প্রত্যাশা আপনারা নাই করলেন, নিজেদের কাছে নিজেদের মূল্যবোধ যেন কখনও ম্লান না হয়ে ওঠে। আপনাদের সেই ব্রাহ্মণ্য মর্যাদাবোধ আপনাদের অন্তর্মহিমা দান করুক।" [গ্রন্থাগার : চৈত্র, ১৩৬৯]

"আমাদের দেশে এখনও এমন অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আছেন যাঁরা মনে করেন গ্রন্থাগারিকের কাজ হচ্ছে বই দেওয়া ও তা ফেরৎ নেওয়া। তাঁরা গ্রন্থাগারিকের কাজটাকে মোটেই পেশার মধ্যে ধরেন না। গ্রন্থাগারিকের কাজে চিন্তা করা এবং কাজ করা এ দু'টিরই প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিকের পেশা একটি বিশেষ দর্শনের দ্বারা যে নিয়ন্ত্রিত এ ধারণা খুব কম লোকেরই আছে। তবে গ্রন্থাগার পরিষদ যে ভাবে গ্রন্থাগারের কাজের ও গ্রন্থাগারিকের পেশার পিছনে একনিষ্ঠ ভাবে লেগে আছে তা থেকে মনে হয় গ্রন্থাগারিকের পেশা সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তিত হ'তে বেশী দেরী হ'বেনা।" [গ্রন্থাগার : বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১]

উপরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধিবেশনের সভাপতিদ্বয়ের ভাষণের অংশ বিশেষ পর পর উদ্ধৃত করা হয়েছে। সপ্তদশ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, সুপণ্ডিত, সম্প্রতি লোকান্তরিত শশিভূষণ দাশগুপ্ত। অষ্টাদশ অধিবেশনে যিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের অধ্যাপক, বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বেশ কয়েকখানি পুস্তকের রচয়িতা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রবীণ কর্মী শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়।

শ্রদ্ধেয় শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে গ্রন্থাগার বৃত্তির দর্শন ও সামাজিক স্বীকৃতি সম্পর্কে যে প্রাসঙ্গিক ও অতিবাস্তব একটি দিকের উল্লেখ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, ঠিক পূর্ববর্তী সম্মেলনের সভাপতি পরলোকগত শশিভূষণ যেন তারই উত্তরে গ্রন্থাগার বৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করছেন। একজন তার ব্যক্তিগত জীবনের মূল্যবান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও বৃত্তিকে একটি কঠিন সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন; অপরজন আমাদের দেশের প্রকৃত পণ্ডিতমণ্ডলীর অন্যতম প্রতিনিধিরূপে শত বাধা সত্ত্বেও গ্রন্থাগার কর্মীদের মহান ব্রত থেকে বিচ্যুত না হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

শ্রদ্ধেয় সভাপতিদ্বয়ের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সমস্যা বর্তমান এবং সে সমস্যাকে আমাদের অতিক্রম করতে হবে।

গ্রন্থাগারিকতা যখন একাধারে সমাজসেবা ও পেশা তখন শুধুমাত্র আদর্শবাদকে নির্ভর করে তা' বেশীদিন স্থায়ী হতে পারে না। আবার গ্রন্থাগারিকতাকে যদি শুধুমাত্র একটি জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয় তবে সমাজসেবার দিকটি অবহেলিত হবার সম্ভাবনা থাকে। অতএব উভয়দিক বজায় রেখে সমস্যা সমাধানের কথাই আমাদের ভাবতে হবে।

কিছুকাল পূর্বেও আমাদের দেশে গ্রন্থাগারকে সাধারণতঃ অবসর বিনোদনের উপায় হিসেবেই ব্যবহার করা হোত। গবেষণা কাজের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার ও এশিয়াটিক সোসাইটীর মত দু'একটি গ্রন্থাগার ছাড়া আর ও বিশেষ কোন গ্রন্থাগার ব্যবহার করা হত কি-না সন্দেহ। স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগারগুলি এই সেদিন পর্যন্তও ভীষণ ভাবে অবহেলিত ছিল। সঠিক অর্থে সাধারণ গ্রন্থাগার (Public Library) আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে একটিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রন্থাগার আইন দু'টি প্রদেশে ছাড়া আর কোথাও অনুমোদন লাভ করতে পারেনি। এই অবস্থার মধ্য দিয়েই আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন পথ কেটে এগিয়ে চলেছে।

অনেক ব্যর্থতার ইতিহাসের মধ্যেও আশার আলোক আমরা দেখতে পাচ্ছি। তিন তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে সরকার সমগ্র দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য স্বল্প ও অসম্পূর্ণ হলেও কিছুটা চিন্তা করেছেন। শোনা যাচ্ছে আগামী চতুর্থ পরিকল্পনায় তাঁরা আরও ব্যাপকভাবে চিন্তা করবেন। ইতিমধ্যে পরিকল্পনা কমিশন গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তা'ছাড়া গ্রন্থাগার উপ.দেষ্টা

কমিটির সুপারিশ সমূহ আজও সরকারের সমক্ষে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্বন্ধে কিছু প্রয়োজনীয় ও সহানুভূতিশীল সুপারিশ করেছেন, যদিও সে সব কার্যকরী করার ব্যাপারে অনেক স্থলেই বহু বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এই আশা নিরাশার চিত্রের মাঝখানে যে সমস্যাটি সব থেকে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে তা' হোল গ্রন্থাগার বৃত্তির মর্যাদা ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সামাজিক স্বীকৃতির প্রশ্ন। আমাদের দেশের কর্তৃপক্ষ মহল আজও পর্যন্ত এই ব্যাপারে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দ্বিধাবোধ করছেন। আর সেই জন্যেই গ্রন্থাগার আন্দোলনকেও এই প্রশ্নটিকেই সর্বক্ষেত্রে খুব বড় করে তুলে ধরতে হ'চ্ছে।

আশার কথা কর্তৃপক্ষ মহল দ্বিধাগ্রস্ত হলেও আমাদের দেশের প্রকৃত শিক্ষিত মহল কিন্তু গ্রন্থাগার বৃত্তিকে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা বোধ করেননি। তাই শশিভূষণ দ্বিধাহীন কণ্ঠে গ্রন্থাগার বৃত্তিকে 'বনেদ গড়ার' কাজ আখ্যা দিয়েছেন।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ মহলকে এই বিষয়ে যদি সচেতন কবতে হয় তবে যে জিনিসটির একান্ত প্রয়োজন তা' গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন জনমত গঠন করা। এই কাজ খুব সহজ নয়—বিশেষ করে আমাদের দেশে। তাছাড়া শশিভূষণের ভাষায় বললে কাজটা যখন 'বনেদ গড়ার,' যার চিহ্নমাত্র উপর থেকে দেখা সম্ভব নয়। সেই কঠিন কাজের দায়িত্ব নিতে হবে প্রধানতঃ গ্রন্থাগার কর্মীদের।

আমাদের মত স্বল্প-স্বাক্ষরের দেশে অনেকে সর্বত্র গ্রন্থাগারকে বাহুল্য বলে মনে করতে পারেন। শিক্ষিত লোকের মধ্যেও অনেকে গ্রন্থাগারকে শুধুমাত্র গল্প উপন্যাসের সংগ্রহশালা মনে করে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন। সেইজন্য আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত প্রথমে শিক্ষিত লোকেদের মধ্যেই প্রচার এবং পল্লীর ছোট ছোট গ্রন্থাগারের কাজের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার যে প্রকৃত প্রস্তাবে একটি 'জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়' এবং সর্বকালের স্বশিক্ষিত হওয়ার কেন্দ্রস্থল তা' প্রমাণ করা। তাছাড়া আমাদের মূখ্য কর্মসূচী হওয়া উচিত অগণিত নিরক্ষর জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের মধ্যে আকর্ষণ করা। গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগারকেই বয়স্কশিক্ষার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করতে হবে। পোষ্টার, ছবি, আলোচনাচক্র, গ্রামোফোন রেকর্ড ও চলচ্চিত্র প্রভৃতির সাহায্যে তাদের পুস্তকপাঠের দ্বারা জ্ঞানলাভের অক্ষমতার অভিশাপকে ভুলিয়ে দিতে হবে। তবেই আমরা জনসাধারণের এক বিরাট অংশের সহানুভূতি লাভ করতে পারব এবং একই সঙ্গে গ্রন্থাগার আইনের বিরুদ্ধে 'যুক্তি' দিতে গিয়ে যখন বলা হচ্ছে যে—নিরক্ষর লোকেরা গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারবেন না অথচ করের বোঝা বইতে হবে' ;—তারও সমুচিত জবাব দেওয়া হবে।

উপরোক্ত কাজগুলি খুব সহজ নয় এবং আত্মসমালোচনা করে বলতেই হবে আমরা গ্রন্থাগার কর্মীরা সাধারণতঃ নিজেদের কর্মস্থলের বাইরে অন্যান্য গ্রন্থাগার ও জনসাধারণের সঙ্গে অনেক সময় কোন যোগাযোগই প্রায় রাখি না। আর গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আরও শোচনীয়। সেখানে উপযুক্ত কর্মীর একান্ত অভাব। তাছাড়া বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও বহুক্ষেত্রে এইসব কাজের পক্ষে নানান বাধার সৃষ্টি করছে। এই কঠিন বাধাকে অতিক্রম করা শুধুমাত্র একক প্রচেষ্টার দ্বারা সম্ভব নয়। একমাত্র সংগঠিত শক্তির পক্ষেই সম্ভব বর্তমান সংকট অতিক্রম করে গ্রন্থাগারবৃত্তির মর্যাদা ও সামাজিক স্বীকৃতির জন্য উপযুক্ত জনমত গঠন করা।

লেন-দেন

বনবিহারী মোদক

মরমী কবি দুনিয়াদারীকে দোকানদারীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমাদের লাই-ব্রেরীটাও আসলে তাই। তফাৎ শুধু একটি ব্যাপারে। খদ্দেরের গলা কাটাটাই আমাদের ধ্যান-জ্ঞান নয়।

বইপত্রের লেন-দেন গ্রন্থাগারের নিত্যকর্ম। এ-কাজের অনেকরকম পদ্ধতি আছে। এর এক-একটা এক-এক হিসেবে সুবিধাজনক। তবে ছোটখাট লাইব্রেরীর পক্ষে এই-গুলোই অনেকসময় দুর্বহ বোঝার মতো ঘাড়ে চেপে বসে। পূজোর চেয়ে ঢাকের বাদ্যিটাই সেখানে বড় হয়ে ওঠে।

গড়ে দৈনিক ৩০।৪০ খানার বেশী বই ইস্যু হয় না, এরকম গ্রন্থাগারের সংখ্যা কম নয় মোটেই। শহরতলী, পাড়া-গা, ক্লাব-লাইব্রেরী, এমনকি ছোটখাট বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারও বেশীর ভাগ এই পর্যায়েই পড়ে। বই লেন-দেনের কাজে এইসব গ্রন্থাগার যার যেমন মর্জি, সে সেইভাবেই চলে।

গ্রন্থাগারসেবী একজন বন্ধুর সঙ্গে সেদিন কথা হচ্ছিল। তিনি দুঃখ করে বললেন— "কি করব ভাই? চার্জিং-ডিসচার্জিঙেই তো কমপক্ষে তিনজন লোক লাগে। একা হাতে আমি কী করে সবদিক সামলাই, বলতে পার?" দু-একটি কথা বলেই বুঝতে পারলাম— ওঁকে কোনো পরামর্শ দিতে যাওয়া ভুল। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের কেতাবে যা লেখা নেই, এরকম কোনো নতুন পদ্ধতিকে উনি গ্রহণ, এমনকি পরীক্ষা করে দেখতেও নারাজ।

পাশ্চাত্যের রীতি-নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ না করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে— এ ভ্রান্তি আমাদের কবে ঘুচবে? দেশ-কাল ও অবস্থাভেদে আমাদের নিজেদের প্রয়োজন-মাফিক বন্দোবস্ত, একটু চেষ্টা করলে আমরা নিজেরাই কি করে নিতে পারি না? সুষ্ঠুভাবে কাজ হবে অথচ ছোটখাট অনেক গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতির মধ্যে মোটামুটি একটা সামঞ্জস্যও থাকবে—এরকম একটা পদ্ধতি নির্ণয় ও চালু করাটা কি এতই কঠিন? বস্তুতঃ অনেক লাইব্রেরীতেই হয়ত নিজেদের উদ্ভাবিত কোনো একটা প্রথা দীর্ঘদিন যাবত সাফল্যের সঙ্গেই অনুসৃত হচ্ছে; কিন্তু কেতাবী রীতি ও পাশ্চাত্যের পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না বলে, আমাদের স্ব-কল্পিত কোনো নিয়ম সম্পর্কেই আমরা পূর্ণ আস্থা রেখে এগুতে পারিনা।

লেণ্ডিং সেকশনে বই আদান-প্রদানের কাজে সাধারণ একটা বাঁধানো খাতাকে 'ইস্যু রেজিষ্টার' হিসেবে ব্যবহার করলেও দিব্যি চলে যায়। ছোটখাট লাইব্রেরীর পক্ষে এর চেয়ে বেশী কিছু, বড় একটা দরকারও হয়না। কার্যতঃ এই ইস্যু-রেজিষ্টার অনেকে ব্যবহারও করেন। কিন্তু আফসোসের কথা এই যে, এর কোনো একটা প্রামাণ্য ও সর্বজনগ্রাহ্য

চেহারা আজও আমরা উদ্ভাবন করে নিতে সক্ষম হইনি বর্তমান নিবন্ধে আমরা এরই একটা গ্রহণযোগ্য রূপ স্থির করে নিতে চেষ্টা করব।

খাতাটির প্রথম ৪।৫টি পাতা আমরা সূচী হিসেবে আলাদা করে রাখব। এখানে গ্রাহকদের নামগুলো লিপিবদ্ধ থাকবে। পদবী বা নামের আদ্যাক্ষরকে বর্ণানুক্রমে সাজিয়ে এই নাম-সূচীকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ও বিজ্ঞানসম্মত করা যেতে পারে। প্রত্যেক গ্রাহকের নামের ডানদিকেই তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠার সংখ্যাটি উল্লিখিত থাকবে।

এর কয়েকটি পাতা পরেই আরম্ভ হবে আদানপ্রদানের হিসেব। সূচী অনুযায়ী এক-একজন গ্রাহকের নাম এক একটি পাতার শীর্ষক হিসেবে থাকবে। বাঁধান খাতার বদলে যদি Loose leaf binder কিনে বা তৈরী করে নেওয়া যায় তাহলে আরও ভাল হয়। এক একখানা পাতায় এক এক জনের নাম লিখে পরে বর্ণানুযায়ী বাইণ্ডারের মধ্যে সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এই প্রথায় নতুন সভ্যদের নামে পাতা জুড়ে নেওয়া এবং যাদের সভ্যপদ বাতিল হয়ে গেছে তাদের নামের পাতা তুলে নেওয়া সহজ ও বৈজ্ঞানিক সম্মত হবে এবং সূচীপত্রের প্রয়োজন হবেনা। সাধারণত নিম্নোক্ত ৬টি কলাম করলেই স্বচ্ছন্দে কাজ চলে যাবে :

Date of issue	Title	No.	Borrower's signature with date	Date of return	Librarian's signature with remarks, if any
1	2	3	4	5	6

কলামগুলোর কোনটিতে কি লেখা হবে, সেটা এইবার দেখা যাক। ১নং কলামের উদ্দেশ্য, কলামটির শিরোনাম থেকেই সুপরিস্ফুট। শুধু বই ইসুর তারিখটিই ওখানে লেখা হবে। ২নং কলমটিতে লিখতে হবে প্রদেয় বই বা বইগুলোর নাম। তৃতীয় কলামে বই বা বইগুলোর call no. লেখা হবে। খুব ছোট গ্রন্থাগারে অনেক সময় শুধু Accession No. দিয়েই কাজ চালাতে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে ঐ Accn. No. লিখলেও চলবে। ৪নং কলমে থাকবে গ্রাহকের সই ও তারিখ। ব্যস ; চার্জিং-এর সময় ঐ পর্যন্তই।

এরপর বইখানি যখন ফেরৎ আসবে, তখন হবে শেষ দুটি কলামের কাজ। ৫নং কলামে লেখা হবে ফেরতের তারিখ ; ষষ্ঠ কলামে হবে গ্রন্থাগারিক অথবা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সই।

সর্বশেষ কলমটিতে যে মন্তব্যের (Remark) উল্লেখ করা হয়েছে, সেটির একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা দরকার। সাধারণত তিনরকম ক্ষেত্রে মন্তব্য লেখা প্রয়োজন হতে পারে :

(ক) মনে করুন, কোনো একজন গ্রাহক একদিন একটি বই ছেঁড়া বা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় ফেরৎ আনলেন। বইখানির এমন অবস্থা যে ফেরৎ নিতে একেবারে অস্বীকারও করা চলে না। এক্ষেত্রে মন্তব্য হিসেবে 'DAMAGED' কথাটি ঐখানে লাল কালিতে নোট করে রাখতে হবে। এর ফলে, ঐ বিশেষ পাঠকটি ভবিষ্যতে আর কোনোদিন যদি ছেঁড়া অবস্থায় কোনো বই ফেরৎ দিতে আসেন, তখন তাহলে বইটির ক্ষতিপূরণের কথা তাঁকে বিনা দ্বিধাতেই বলা যাবে।

(খ) ফেরৎ দেবার নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হবার পর কেউ বই ফেরৎ দিতে এলে প্রথমবার তাঁকে বিলম্বের কথাটা শুধু মৌখিকভাবে জানিয়ে দিয়ে মন্তব্যের ঘরে লাল কালিতে লিখতে হবে 'Delayed'। এর পরেও কোনোদিন অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে, পূর্বে লিখিত ঐ মন্তব্যটি তখন ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষে সহায়ক হবে।

(গ) যে-সব গ্রন্থাগার পাঠকদের কাছ থেকে চাঁদা নেন, চাঁদা জমা দেবার নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হয়ে গেলে তাঁরা ঐ মন্তব্যের ঘরে লাল কালিতে লিখবেন 'Defaulter' গ্রেস্ পীরিয়ড শেষ হওয়ার পর কখন তাঁকে বই ইস্যু করা বন্ধ করতে হবে, তা নিয়ে কোনো ভুলভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা এর ফলে আদৌ থাকবে না।

একই পৃষ্ঠার মধ্যে ৬টি কলাম করতে অসুবিধে হলে, বাঁ ও ডানদিকের পৃষ্ঠা দুটিকে একই পৃষ্ঠা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এতে প্রতিটি কলামই বেশ সুপরিসর হবে এবং লেখাগুলোও ফাঁক ফাঁক ও পরিষ্কার দেখাবে। রেজিষ্টার খাতাখানি সম্বন্ধে একমাত্র প্রণিধানযোগ্য কথা হল—খাতাটি মজবুত ও সুদৃশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সহজে ও নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ সমাধা করার উপায় হিসেবেই 'ইস্যু-খাতা'র কথা বলা হল। তবে দৈনিক আদান-প্রদানের সংখ্যা যেখানে বেশী, সেখানে কিন্তু এত সহজে পার পাওয়া যাবে না। লেনদেনের অন্য কোনো ব্যবস্থা তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য। তবে আমাদের বক্ষ্যমান পদ্ধতিটির একটা বড় সুবিধা এই যে, আদান-প্রদান বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এ পদ্ধতি ত্যাগ করে অন্য পদ্ধতি চালু করার কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। পূর্ব-প্রচলিত রীতি বরবাদ করার আর্থিক ক্ষতিও নেই বললেই চলে।

একটু সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করলে, নিজেদের সাধ্যের মধ্যে থেকেও গ্রন্থাগারের কাজ-কর্মকে সুশৃঙ্খল ও সুব্যবস্থিত করা সম্ভব। একথা যে শুধু বই আদান প্রদানের ব্যাপারেই সত্যি তা নয়। বর্গীকরণ প্রভৃতি কঠিন কাজকেও নিজেদের অবস্থানুযায়ী সহজ-সরল করে নেওয়া যায়। বারান্তরে সে প্রসঙ্গেও আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

———

সূচী ও মণীষী

তপন সেনগুপ্ত

বিদ্বজ্জনের সাথে গ্রন্থাগারের নিবিড় আত্মীয়তা শাশ্বত সত্য। ব্রিটিশ মিউজিয়মের প্রশস্ত পাঠকক্ষ কার্ল মার্ক্স, গর্ডন চাইল্ড, লেনিন প্রমুখ বহু চিন্তাবিদ মণীষীর স্মৃতি বহণ করছে। এঁরা গ্রন্থাগার থেকে আহরণ করেছেন অনেক—যাবার আগে দিয়েছেনও প্রচুর। বস্তুতঃ এঁদের দানে গ্রন্থাগার সংগ্রহ ভরে ওঠে। এঁদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির ইতিহাসের প্রতিটি দিক ভাস্বর হয়ে ওঠে—কালের ভ্রূকুটি এড়িয়ে ইতিহাসের পাতায় অমরত্ব লাভ করে। এঁদের রচনায় বিশ্বমানবের দিনযাত্রার হদিশ মেলে। গ্রন্থাগার প্রতিদিন এঁদের দানে ভরে ওঠে—পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলে। Birmingham Free Library উদ্বোধন প্রসংগে Dawson বলেছেন—"a great library contains the diary of human race।" এই "diary" রচনায় যাঁদের দান অপরিসীম গ্রন্থাগার তাঁদের সাথে নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করে। গ্রন্থাগারিকতার আর্ট, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বলতে আমরা যা কিছু বুঝি তার সবকিছুরই চূড়ান্ত লক্ষ্য গ্রন্থাগারে যাঁরা আসবেন তাঁদের যত রকম ভাবে সম্ভব সুবিধাদান করা। গ্রন্থাগারের সমস্ত আয়োজন এঁদের ঘিরে। পাঠকহীন গ্রন্থাগার প্রাণশূন্য দেহের সামিল। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যাবতীয় গবেষণার বৃত্তকেন্দ্র পাঠক।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগারে সূচীর ইতিহাসের ধারা অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাব যে পাঠককে গ্রন্থাগার সংগ্রহ সম্পর্কে যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ খবর দেবার জন্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের চিন্তাবিদ্‌গণ প্রয়াস পেয়েছেন যার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অন্যান্য বহু ব্যবস্থার সাথে বহু ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগারের সূচী বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি গ্রেটব্রিটেন ও আমেরিকায় লেজার বইয়ে হাতে লিখে বা স্লিপ জুড়ে সূচীর সূচনা থেকে অধুনা বহুল প্রচলিত কার্ড সূচী, সংযুক্ত সূচী (Union Catalogue) বা বিখ্যাত মুদ্রিত সূচী (LC Catalogue) সূচীর অগ্রগমনের ইতিহাসের সাথে পাঠকের সাচ্ছন্দ্যের প্রতি গ্রন্থাগারিকের আন্তরিকতার সাক্ষ্য বহণ করছে।

গ্রন্থাগারে কার্ড সূচীর প্রচলন হঠাৎ কিম্বা আকস্মিক নয়। বিভিন্ন ধরণের সূচীর দোষ-গুণ বিচার করলে দেখা যাবে যে তুলনামূলক বিচারে কার্ড সূচী ব্যবহারের সুবিধা অনেক বেশী। প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তনের এবং নতুন সংলেখ সংযোজনের সুবিধা থাকার ফলে কার্ড সূচী গ্রন্থাগারে প্রাধান্য পেয়েছে।

কিন্তু মণীষীদের কাছে কার্ড সূচী কোনদিনই সমাদৃত হয় নি বা হচ্ছেও না। যুগ যুগ ধরে মণীষীদের সাথে পুঁথির আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। পুঁথির মধ্যে তাঁরা আত্মস্থ হয়ে

পড়েন—সত্যানুসন্ধানে অগ্রণী হন। তাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত গ্রন্থসূচী তাঁদের কাছে স্বাভাবিক এবং নির্ভরযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। কার্ড সূচীর সামনে মোটেই তাঁরা স্বস্তি বোধ করেন না—তৃপ্তি পান না—কিম্বা আরও স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে—হয়ত প্রামাণিক বলে মনে করেন না। Catalogues of the British Museum, the Bibliotheque Nationale, the Gesamt Katalog প্রভৃতি একজন মণীষীর কাছে যে সমাদর লাভ করে বা আস্থা বয়ে আনে অধুনা Library of Congress প্রকাশিত National Union Catalogue পর্যন্ত সে সমাদর অর্জন করতে পাবে নি।

পুস্তকাকারে প্রকাশিত মুদ্রিত সূচীর প্রতি মণীষীর এই আবেগ প্রবণতার পেছনে অবশ্যই কিছু কারণ নিহিত আছে। সম্ভবতঃ পুস্তকাকারে প্রকাশিত মুদ্রিত সূচীর সঙ্কলকের ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য (বা প্রকাশক সংস্থার আভিজাত্য) মণীষীর মনে ঐ সূচীর প্রামাণিকতা সম্পর্কে আস্থা বয়ে আনে। অন্যদিকে কার্ডসূচীর সাথে কোনও ব্যক্তি বিশেষের যোগ্যতা বা পাণ্ডিত্য জড়িত নেই। গ্রন্থাগারে কার্ডসূচী গঠনের পেছনে অগণিত কর্মীর যৌথ প্রয়াস নিহিত থাকে। সে ছাড়া মুদ্রিত সূচী মণীষীর কাছে স্থায়ী ইতিহাস রূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু কার্ডসূচীর সংলেখ পরিবর্তন সাপেক্ষ। সম্ভবতঃ তাই কার্ডসূচীর ঐতিহাসিক মূল্য বা প্রামাণিকতা সম্পর্কে মণীষী সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। কোনও মণীষী কি ভাবে গ্রন্থজগতের হদিশ রাখেন তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। তবে দেখা গেছে যে কার্ডসূচীর বিষয় বিশ্লেষণ তাঁর কাছে খুব কার্যকরী বলে মনে হয় না। সাধারণতঃ প্রকাশিত গ্রন্থসূচী, আলাপ আলোচনা, বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত রচনায় উল্লিখিত গ্রন্থসূচী, প্রকাশিত সংক্ষিপ্তসার ইত্যাদি থেকে একজন মণীষী গ্রন্থজগৎ সম্পর্কে নিজের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন।

ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়ম বি. হ্যামিলটন (Monticello conference of the Association of Research Libraries) বর্গীকরণের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে "we could put our thought and money, and the intelligence of our staffs, into more subject cataloguing" কিন্তু ঐ একই সভার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের জোসেফ এস. ফার্টন বর্গীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন—"if we say that a library catlogue is a finding list, then it should follow that all listings in it are themselves findable." উভয়েই সূচীর মধ্যে অতিরিক্ত টীকার বিরোধিতা করেন। এঁদের মতে বইখানি চিনবার পথে যেটুকু প্রয়োজন সূচীর মধ্যে সেটুকু মাত্র খবর থাকাই যথেষ্ট। বিভিন্ন নিত্য পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে গ্রন্থাগারে কার্ড সূচীর প্রচলন ব্যাপকত লাভ করেছে। কিন্তু মনীষীরা এই পরিবর্তনশীলতার সাথে নিজেদের মিলিয়ে নিতে পারছেন না। তাঁরা বরং গ্রন্থাগারে প্রাচীন সংগ্রহের প্রতি বেশী আগ্রহশীল এবং সেই সাথে তাঁরা সংরক্ষণ সূচীর যে প্রাচীন রূপের সাথে পরিচিত তার প্রতি মোহ পোষণ করেন। Library of Congress এর মুদ্রিত সূচীর দিকে প্রত্যাবর্তন সূচীর ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। মুদ্রণ ব্যবস্থার উন্নতি বর্তমানে মুদ্রিত সূচী সঙ্কলনের সময় ও অর্থ সমস্যার সমাধান

করেছে অনেক পরিমাণে। একত্রীকরণ (cummulation) আর বর্তমানকালে সমস্যা নয়। বর্তমানে যৌথ প্রয়াসে প্রকাশিত Union catalogue গুলিও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্যের বহু গ্রন্থাগার বর্তমানে মুদ্রিত সূচী প্রকাশ করছে। ভারতবর্ষে সাময়িক পত্র নিয়ে Union catalogue প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে ১৯১৮ সালে (Catalogue of scientific serial publications in the principal libraries of Calcutta ; compiled by Stanley Kemp. 1918)। বর্তমানে প্রকাশিত Union catalogue of learned periodical publications in South Asia, V. I: Physical and biological sciencs ; comp by Dr. S. R. Ranganathan and others, Indian Library Association. 1953 এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। জাতীয় গ্রন্থাগার কিম্বা অন্যান্য সংস্থা থেকে প্রকাশিত মুদ্রিত সূচীগুলির অধিকাংশই বর্তমানে retrospective bibliographyর পর্যায়ভুক্ত।

বর্তমানে মুদ্রিত সূচীর পুনরভ্যুত্থান এবং ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা খুবই আশা ব্যঞ্জক সন্দেহ নেই। উন্নত ধরণের মুদ্রণ ব্যবস্থা এবং সেই সাথে নতুন ধরণের পুনরুপস্থাপন ব্যবস্থা (methods of reproduction) এই অগ্রগতির পথে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। "ফটো অফসেট", "ফ্লেক্সোরাইটার", "মাইক্রোফিল্ম" ও "ইলেকট্রোস্টাটিক" মুদ্রণের একত্র ব্যবহার পুনরুপস্থান ক্রমশঃ সম্ভব করে তুলছে। কোন কোন বিশেষ ধরণের যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি মিনিটে ৯০০ লাইন পর্যন্ত ছাপা হয়। বর্তমানে মুদ্রণ ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি নিত্যনতুন সম্ভাবনার ইংগিত বয়ে আনছে। এমতবস্থায় মুদ্রিত সূচীর ভবিষ্যৎ খুবই সম্ভাবনাময় আশা করা যেতে পারে। কিন্তু সেই সাথে কার্ডসূচীর কবর কল্পনা যুক্তি-যুক্ত নয়। বস্তুতঃ মুদ্রিত সূচী, কার্ডসূচী, এবং "ইলেকট্রোনিক" পদ্ধতিতে পুনরুপস্থাপন ব্যবস্থার প্রত্যেকেরই সুবিধা-অসুবিধা আছে। সুতরাং অতীতের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাথে অধুনা উদ্ভাবিত নতুন ব্যবস্থা-গুলির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার সংগ্রহের সুষ্ঠু পরিবেশনের জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের চিন্তাবিদগণ নতুন করে গবেষণার প্রয়াস পাচ্ছেন। পাঠকের মন ও প্রয়োজন এই গবেষণার দিক-নির্ণায়ক। আজকের গ্রন্থাগারে পাঠকের স্বাচ্ছন্দ্যের উপর ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধি নির্ভর করছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে গ্রন্থাগার সূচী শুধুমাত্র গ্রন্থাগার সংগ্রহের সুষ্ঠু প্রতিফলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না—জ্ঞানের জগতে নতুন সংযোজন রূপে মনীষী পাঠকের কাছে পর্যন্ত সমাদৃত হবে।

(Library Resources and Technical Services, vol. 6, no. 3 সংখ্যায় প্রকাশিত Jesse H. Shera র The Book Catalog and the Scholar—A Re-examination of an old partnership প্রবন্ধ অবলম্বনে।)

ইংরেজ আমলে পাঠনিষিদ্ধ পত্রপত্রিকা ও পুস্তক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষা

চাষীর কথা

পুস্তক, প্রণেতা সৌমিন্দ্র নাথ ঠাকুর মুদ্রাকর রবি প্রেস, ২৭এ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রকাশক গণবাণী পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা

যুদ্ধের সময় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ কর

খণ্ডপত্র

যুদ্ধ বিরোধী কেন ?

পুস্তিকা, প্রণেতা বিজন কুমার দত্ত, মুদ্রাকর অজন্তা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৭ মুরলী ধর সেন লেন, কলিকাতা, প্রকাশক গণবাণী পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা

যানবাহন শ্রমিকদের প্রতি কমিউনিষ্ট পার্টির ডাক

খণ্ডপত্র, ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির কলিকাতা জিলা কমিটি কতৃক প্রকাশিত

কৃষক আন্দোলন

খণ্ডপত্র, প্রণেতা দয়াল কুমার, বর্ধমান জিলা কৃষক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৪০

বলশেভিক, ১ম সংখ্যা

সাময়িকী, ৭ই নভেম্বর, ১৯৩৯ ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির বঙ্গীয় সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত

বলশেভিক, ২য় সংখ্যা ৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৯

সংগ্রাম

পত্রিকা, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯ প্রকাশক সুধাংশু বিমল দত্ত, চট্টল ইউনিয়ন প্রেসে (চট্টগ্রাম) মুদ্রিত।

ছাত্রদের প্রতি কমিউনিষ্ট পার্টির আহ্বান

পুস্তিকা, কমিউনিষ্ট পার্টির কলিকাতা জিলা সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত

চটকলের মজুর ভাইবোনেরা

খণ্ডপত্র, কমিউনিষ্ট পার্টির কলিকাতা জিলা সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত

জাহাজী, পোর্ট ও ডক মজুরদের প্রতি কমিউনিষ্ট পার্টির আহ্বান

খণ্ডপত্র, ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির কলিকাতা জিলা সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত

লাল নিশান, ১ম বর্ষ ১ম ২য় ও ৩য় সংখ্যা

খণ্ডপত্র, উপরোক্তবৎ

স্বাধীনতা দিবস

খণ্ডপত্র, উপরোক্তবৎ

বাংলা দেশের প্রত্যেক নরনারীর আহ্বান

খণ্ডপত্র, উপরোক্তবৎ

ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য লড়াই কর, স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য আন্দোলন কর

খণ্ডপত্র, উপরোক্তবৎ

ভারত রক্ষা আইনের প্রতিবাদকল্পে দেশ বাসীর প্রতি ওয়াকার্স লীগের নিবেদন
খণ্ডপত্র

বলশেভিক, ১৯৪০ জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী সংখ্যা

কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য হও
সাইক্লোস্টাইল করা খণ্ডপত্র, কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক প্রচারিত

চটকল মজদুরের বুলেটিন
খণ্ডপত্র

বলশেভিক, মার্চ, ১৯৪০

বলশেভিক পার্টির ইস্তাহার
খণ্ডপত্র

নারীদের প্রতি কমিউনিষ্ট পার্টির আহ্বান
পুস্তিকা, কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক প্রচারিত

১৯৪২ খৃঃ

জাগো বিপ্লবীদল

খণ্ডপত্র, রেভলিউশনারী পিপলস পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত

যুগান্তর, ২১শে এপ্রিল, ১৯৪২ দৈনিক, ২ আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা হইতে ধীরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি ভাদ্র ১৩৪৯ মাসিক, শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহন বাগান রো কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

নবযুগ

দৈনিক ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ হইতে তিন দিনের জন্য প্রকাশ বন্ধ

যুগান্তর, ৬ঠা নভেম্বর, ১৯৪২ দৈনিক

আজাদ, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪২

দৈনিক ৮৬এ লোয়ার সার্কুলার রোড কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

১৯৪৬ খৃঃ

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের স্মৃতিকথা

পুস্তক, প্রণেত্রী কল্পনা দত্ত, মুদ্রাকর বীরেন পিপলাই, নববিধান প্রেস, ৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা প্রকাশক কানাই রায়, ১২১ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

ইংরেজী ভাষা

1931

Law and Order in Midnapore

1930

Report of the non official enquiry Committee.

Printed by Sajani Kanta Das, Pravasi Press, Calcutta. Published by Dinesh Chandra Lodh, 23 Mechuabazar Street, Calcutta.

1933

The Frontier Tragedy
Published by the Khilafat Committee, Peshawar, India.

Peasants Revolt of Malabar in 1921

Booklet by Saumendra Nath Tagore, Bombay.

1939

National Front 21 May 1939
Newspaper, Bombay.

In Andamans the Indian Bastille

Booklet by Bejoy K. Sinha, Counpore.

National Front

Vol II, No. 19-18 June, 1939 Bombay.

The Black Prince of Wordha

Pamphlet by Pulakesh De, 70 College St. Calcutta.

National Front

Vol. II, No. 24, 30 July 1939—

No. 25, 6 August, 1939

Imperialist War andIndia

Booklet by Saumeyandra Nath Tagore, 220 Cornwallis St., Calcutta.

Comrade

W e e k l y, 2 September 1939, 249 Bowbazar St., Cal.

Socialist

September issue

31/A Keshab Sen St., Cal.

Manifesto of Labour Party on War and Federation

Pamphlet Published by Kamal Sircar, Joint Secretary, Labour Party 27B Gangadhar Babu Lane, Calcutta

Student's Note in the Anti-imperialist Struggle

Booklet Printed at the Hindusthan Printing Syndicate, 25 Beniatola Lane, Cal.

The Second Imperialist War

Pampplet by G. Adhikari Madras.

National Front, Vol II, No. 31, 8 October, 1939, Allahabad, vol. 2 no. 32 22 Oct. 1932 Allahabad

1940

Champions of the people struck-Hurl back the Offensive

Cyclostyled lea flet published by the Communist Party of India and printed at the Communist Party Press.

The Proletarian Path

Leaflet published by the Central Committee of the Communist Party of India.

Red Flag

Periodical, Vol. I, No. 1, March, 1940, published by the Bolshevik Party of India.

Programme of the Bolshevik Party of India.

Pamphlet.

Red Front

Leaflet published by the Central Committee of the Communist Party of India.

Struggle for Communist Unity

Leaflet published by the Bolshevik Party of India.

Communist

Periodical, Vol. II, No. 5, Jan., 1940 and No. 6, Feb., 1940.

Economic Effects of War

P a m p h l e t by R. D. Bharadwaj.

Red Flag

Booklet published by the Central Committee of Bolshevik Party in India.

Ramgrarh and after
Pamphlet published by the Central Committee of the Communist party of India.

A Draft Resolution on war and our Tasks Pamphlet published by the Palit Bureau, Communist Party of India.

Your Questions Answered No, 3, 5 June, 1940 Leaflet by the Calcutta District Committee, Communist Party of India.

Presidential speaech of Srijut Subhas Chandra Bose at the Second session of the All India Conference of the Forward Block held at Nagpur, 18 and 19 June, 1940. Published by Phani Mozumdar, 62 Bowbazar St., Cal, and printed by him at Popular Printing works at 47 Madhu Ray Lane, Cal. 4

Forward Bloc
Weekly, Vol. I, No. 46, 29 June, 1940. Published by Santi Ranjan Chatterjee, 62 Bowbazar St., Cal and printed by him at Popular Printing works 47 Madhu Ray Lane, Cal

War Thesis of the Revolutionary Socialist Party and what Revolutionary Socialism stands for.
Published by the Revolutionary Socialist Party of India

Communist News Letter
Periodical, No. 8, 7 May, 1940; No. 9, 10 May, 1940; No. 10, 15 May, 1940; No. 11, 17 May, 1940; No. 12, 20 May, 1940; No. 13, 23 May 1940, No. 14, 26 May, 1940

Bravo students, Brarvo Red front
Cyclostyled leaflet issued by Red Army Headquarters

Today The Red Letter Day
Leaflet issued by Red Army Headquarters

Bolshevik 18 July, 1940 Cyclostyled leaflat published by Bengal Commitee of the Communist Party of India

Communist News Letter
Periodical, No. 19, 10 June, 1940; No. 20, 11 June, 1940: No. 21, 14 June, 1940.

Reality versus Myths, Molotov speaks for Peace and Socialism.
Pamphlet published by Communist Party of India.

The Road to Freedom
Booklet published by V. B. Karnick, League of Radical Congressmen, Parekh Street, Bombay 4 and Printed by G. G. Pathare at papular printing works, 103 Tarcheo Road Bombay

An Appeal to the Students of Bengal
Leaflet issued by the Forward Bloc

Long Live Unity of Hindu and Moslem Students
Leaflet issued by Communist Party of India, Bengal Commitee

Indian Working Class

Book by Panini, Vol. II Published by Suren Datta, National Book Agency, 72 Harrison Road, Cal and printed at Popular Printing works, 47 Madhu Ray Lane, Cal.

India Marches on

Book by panini, Vol. III

Imperialism on the eve of the Socialist Revolution

Lenin.

Leaflet issued by the Marxist Leninist Party.

Rally round the line of the Fourth International etc.

Leaflet issued by the Marxist Leninist Party.

Communist

Cyclostyled Copy Vol. II, No. 1, November 1939, Amritsar.

1941

Subhas Bose, 1939 40

Book published by Sushil Bhadra, All India Litarary Forword Bloc, 37 College St., Cal.

1942

World Peace

Monthly, March 1942

Printed and published by J. N. Shaha, World Peace Press, 9/6/1D Peary Mohon Sur Lane, Cal.

The War and the Indian Move

Booklet by Ramesh Chandra Datta, published by Suresh Chandra Majumder Bengal Provincial Forward Block office, 37 College St. Cal.

1943

Some facts about Midnapore Tragedy

Pamphlet published by M. N. Mitter, Bengal Provincial Hindu Mahasabha, 211 Bowbazar St., Cal. and printed at Sarada Press, 21 Atarbagan St., Cal.

A Phase of the Indian Struggle

Pamphlet by Dr. Shyama Prasad Mookherjee, published by Monujendra Nath Bhowmik, Kushtia Nadia and printed by B. K. Sen, Modern Indian Press, 7 Wellington St., Cal.

1944

War against the people

Book by Kalyani Bhattacharya, printed at Diana Printing Works Ltd. Cal.

1945

Scented Garden

Book by Bernhard Stern Published from the Ethnological Press, New York, U.S.A.

Guerilla Warfrae

Book published by Tantia Dikshit and printed at S. P. works, Chawk, Benaras City

Life

1946

Periodical, 30 September, 1946 published by Time Incorporated at 330 East 22nd Sreet, Chicago-16 and printed in U. S. A.

Programme laid down by Muslim League for the guidance of the Muslim.

Leaflet published by the Propaganda Department, Muslim League, Bengal

Amrita Bazar Patrika,

28 October, 1946

1947

The Bihar State Killing

Book published by Syed Badruddin Ahmed, Bihar Provincial Muslim League, Patna and publishbd by Calcutta Art Printers, 11 Wellesley St., Cal.

India in Revolt, 1942

Book by Tarini Sankar Chakraborty, published by Tarapada Ganguli, Hindusthan Book Depot, 12 Bankim Chatterjee St., Cal and printed by Bimala Prasad Mukherjee Magnet Press, 35 Darpa-narayan Tagore St., Cal.

Reign of Terror over the Hajangs

Book printed by Bishnupada Mukherjee, Syndicate press, 8 Jackson Lane, Cal and published by Kanai Roy, 8E Dacres Lane Cal

Nationalist

Newspaper published from Calcutta, 19 April, 1947, 24 April, 1947.

Jai Hind

Newspaper, 10 April, 1947

Hindusthan Standard

Newspaper, 14 Feb. 1946, 3 Feb. 1947, 14 Feb., 1947 and 12 April, 1947.

The Pakistani Scheme

Booklet by Pandit S. D. Satwalekar printed at Bharat Prakash Press, Audh (Satara)

শিশু গ্রন্থপঞ্জী

শ্রীমতী বাণীবসুর সম্পাদনায় যে শিশু গ্রন্থপঞ্জীটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সেটা আগামী ১৪ই নভেম্বরের মধ্যে প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ১৪ই নভেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিন। ঐদিনটিতে সারা ভারতে শিশু দিবস উদযাপিত হয় তাই ঐ পবিত্র দিনটিতেই যাতে শিশু গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হতে পারে তার জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হচ্ছে।

বয়স্ক শিক্ষা ও গ্রন্থাগার

অমিতাভ বসু

বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও গুরুত্ব—একটি বিতর্কমূলক প্রশ্ন। এ বিষয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিজ্ঞানী ও গ্রন্থাগারিকের সুচিন্তিত অভিমত আছে। তাঁদের অভিমত যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হলে বয়স্ক শিক্ষা বলতে কি বোঝায়, তার সঙ্গে স্কুল কলেজের শিক্ষার কোথায় পার্থক্য, কি কি তার প্রধান সমস্যা এইসব বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

'বয়স্কশিক্ষা' এমন একটি শব্দ যার শব্দশঃ অর্থ থেকে এক কথায় কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। অধিকাংশ শিক্ষাবিজ্ঞানী 'শিক্ষা' (education) শব্দের প্রচলিত ৩টি সংজ্ঞা সমর্থন করেন। এই সংজ্ঞা ৩টি পরস্পরবিরোধী নয়—একে অন্যের পরিপূরক।

'শিক্ষা' অভিজ্ঞতা প্রসূত ও অভিজ্ঞতালব্ধ। আমরা যে শব্দ করি, আমাদের কাজের বিষয়ে যে চিন্তা করি তাই আমাদের শিক্ষিত করে তোলে। খুব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে সকল অভিজ্ঞতাই কি শিক্ষা? সকল অভিজ্ঞতারই কি শিক্ষাগত মূল্য আছে? এই প্রশ্নেই শিক্ষাবিদরা একমত নয়।

আমরা যখন বই পড়ি, খবরের কাগজ পড়ি, সিনেমা দেখি, রেডিও শুনি, বন্ধুমহলে গল্প-গুজব করি তখন তা থেকেই কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করি, কিছু জানতে ও শিখতে পারি।

'শিক্ষার' অপর সংজ্ঞায় শিক্ষা বলতে সেই অভিজ্ঞতার কথাই বোঝায় যে অভিজ্ঞতা অর্জনের পেছনে শিক্ষার্থীর একটা উদ্দেশ্য থাকে—সে উদ্দেশ্য হল কিছু শেখার, কিছু শেখাবার।

পরিণত বয়সের কোনো ব্যক্তির পক্ষে নিজের কাজে যোগ্যতা বা দক্ষতা অর্জনের জন্য অথবা কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য কিছু শেখার যে প্রচেষ্টা তাকেই বলা হয় বয়স্ক শিক্ষা। কিন্তু শিশু বা কিশোরদের শিক্ষার সঙ্গে বয়স্কশিক্ষার প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে।

একজন বয়স্ক ব্যক্তির জীবনে যেমন অনেক চিন্তা ভাবনা ও দায়িত্ব আছে তেমনি তার আবার অনেক স্বাধীনতা আছে যা শিশু বা কিশোরদের নেই। বয়স্ক তার নিজের জীবিকা অর্জন করে, তার নাগরিক অধিকার আছে—রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার একটা দায়িত্ব আছে। একজন বয়স্ক জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে যে ব্যাপক ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করে একজন শিশু বা কিশোরের সে অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব নয়। মনের গঠনের দিক দিয়ে স্কুল কলেজের ছাত্র ও বয়স্কদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। সুতরাং বয়স্ক শিক্ষার ধারা স্কুল কলেজের শিক্ষাধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের হওয়া উচিত।

এখন আমাদের মূল প্রসঙ্গে আসা যাক অর্থাৎ বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

আজকের দিনে গ্রন্থাগার সমাজজীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সুস্থ, সুন্দর সমাজ গড়ার কাজে তার ভূমিকা প্রত্যক্ষ। মানুষের শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের এবং মানসিক আনন্দের রসদ জোগান গ্রন্থাগারের কাজ। বয়স্ক শিক্ষা জনশিক্ষরাই একটি ধারা এবং গ্রন্থাগার জনশিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। সুতরাং বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে একথা স্বীকার করতে কেউই দ্বিধান্বিত হবেন না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলা দরকার বয়স্ক শিক্ষার তাৎপর্য্য ও ধারা অগ্রসর এবং অনগ্রসর দেশের পক্ষে এক নয়। পাশ্চাত্য দেশগুলো বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে পেরেছে। ওদের দেশে একটা বয়স পর্যন্ত প্রত্যেককেই আবশ্যিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। ঐ বয়সের পর অনেকে সাধারণ শিক্ষার পথ ত্যাগ করে জীবিকা অর্জনের জন্য কোনো একটা বৃত্তি (profession) গ্রহণ করে। কিন্তু জীবিকা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে এদের অনেকেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা অথবা স্কুল কলেজের ধারায় উচ্চশিক্ষা (academical education) অথবা নিছক জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষা লাভের চেষ্টা করে। বয়স্কদের এই প্রচেষ্টায় সব চাইতে বেশী সাহায্য করে গ্রন্থাগার। কারণ সেখানে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আছে, জ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহ সীমিত নয়, আর্থিক অভাব বা বয়সের বোঝা সেখানে জ্ঞানের পথে বাধা নয়।

কিন্তু ভারতবর্ষের মত অনগ্রসর দেশে বয়স্ক শিক্ষার প্রকৃতি ও গতিপথ ভিন্ন ধরণের। আমাদের দেশে অধিকাংশ বয়স্ক এখনও নিরক্ষর—তাই জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে তারা পরমুখাপেক্ষী। আমাদের দেশে বয়স্ক শিক্ষার প্রধান সমস্যা নিরক্ষরতা দূরীকরণ। সাক্ষর ব্যক্তি ছাড়া গ্রন্থাগার ব্যবহার করা সম্ভব বলেই মনে হয় না। তাই অনেকেই মনে করেন আমাদের দেশে বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের এখনও কাজ আরম্ভ করার সময় আসেনি। কিন্তু বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কিছুই সাহায্য করতে পারে না একথা মেনে নেওয়া যায় না। অবশ্য বয়স্কশিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সকল দায়িত্ব গ্রন্থাগারের উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের সঙ্গেও একমত হওয়া যায় না। গ্রন্থাগারের কার্যধারা বহুমুখী। বয়স্কশিক্ষা তার একটি পর্যায় মাত্র। তাছাড়া আমাদের দেশে এখনও উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। আমাদের দেখতে হবে কেমন করে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্রন্থাগার বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রে তার সাধ্যমত দায়িত্ব পালন করতে পারে।

আমাদের দেশে বয়স্কশিক্ষার প্রথম পর্যায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ। অন্যান্য বয়স্কশিক্ষাকেন্দ্রগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে এবং তাদের সহযোগীতায় গ্রন্থাগার নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এতে গ্রন্থাগারও কম লাভবান হবে না। কারণ এই সদ্যশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে অনেকে গ্রন্থাগারমনা করে তুলতে পারলে তারা নিশ্চয়ই গ্রন্থাগারের পাঠকশ্রেণীভুক্ত হবে। এবং গ্রন্থাগার নিজেকে বাড়িয়ে তোলার সুযোগ পাবে।

গ্রন্থাগারকে বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগারকে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মত শুষ্ক জ্ঞান আলোচনার কেন্দ্র করে গঠন করা চলবে না। গ্রন্থাগারকে পল্লীর সার্থক মিলনকেন্দ্র করে তুলতে হবে। জমিদারী আমলের চণ্ডীমণ্ডপের জায়গা নিতে হবে গ্রন্থাগারকে। পাঠকদের আকর্ষণ করে মিলিত করার জন্য গ্রন্থাগারে আনন্দের আয়োজন রাখতে হবে। ছাত্রদের কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের মধ্য থেকে বয়স্কশিক্ষার কিছু কর্মী খুঁজে নিতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই আনুষঙ্গিক আয়োজনগুলোর মধ্যে আসল উদ্দেশ্য যেন হারিয়ে না যায়।

যতদিন আমাদের দেশের জনগণ-শিক্ষার্জনে স্বাবলম্বী না হতে পারে ততদিন দেখে শুনে যতটা শিক্ষালাভ করা সম্ভব তার ব্যবস্থা করা উচিত। ভাল বক্তৃতা শুনিয়ে, বিভিন্ন বিষয়ে ছবি ও চলচ্চিত্র দেখিয়ে, রেডিও শুনিয়ে আবশ্যক জ্ঞান বিতরণ করা যায়। গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহের মধ্যে পাঠক নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজে না পড়ে নিতে পারলে যদি তাকে উত্তরের জায়গা পড়ে শোনান হয় তবে তা বয়স্কর পক্ষে অনেক সহায়ক হয়। জনগণের মিলনকেন্দ্রে যদি দেওয়ালচিত্র ও পোষ্টারের মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বোঝান হয় তবে তা বয়স্কশিক্ষার কাজের অনেক সহায়ক হয়। কিন্তু বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রে এইসব কাজ গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ নয়।

বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের প্রধান দায়িত্ব হল তাদের অক্ষরজ্ঞানকে বাঁচিয়ে রেখে তাদের জ্ঞানস্পৃহা বাড়িয়ে তোলা। আমাদের দেশে বয়স্কদের উপযোগী বই খুব সহজলভ্য নয়। গ্রন্থাগারকে চেষ্টা করে খুঁজে বয়স্কদের উপযোগী বই কিনতে হবে—উপযুক্ত বই সব সময় না জোগাড় করা গেলে বিকল্প পাঠ্যবিষয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাচীরপত্র লিখে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখলে বয়স্কদের শেখাবার খুব সুবিধা হবে। এই প্রাচীরপত্রে প্রতিদিনের প্রধান প্রধান সংবাদ, বক্তৃতা বা আলোচনার সারমর্ম বয়স্কদের মতন করে লিখে দেওয়া উচিত। হাতে লেখা পত্রিকাও সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বয়স্ক পাঠকদের সম্বন্ধে নিয়মিত কতগুলো খবর রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ তাদের মোট সংখ্যা কত। তারা কজন বই পড়তে পারে বা শিখেছে এবং তাদের কার কি পেশা। এই খবরগুলো জানতে পারলে বয়স্কদের উপযোগী পুস্তক নির্বাচনে সুবিধা হয়।

নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে আজ দেশব্যাপী যে সংগ্রাম চলছে তাতে গ্রন্থাগারের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে একথা মনে রাখলে আমাদের অনেক কাজ সহজ হয়ে যাবে।

———

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য পুস্তক

(১) Strauss (L J) *Scientific and technical Libraries their organization and administration.* N Y, interscience, 1963. 398P. $ 8·50

(২) Smyth (A L) ***Commercial information : a Guide to the Commercial library.*** 2nd ed. Manchester, Manchester Public Libraries, Central Library, 1964 20P. 2s 6d

(৩) Ghana Library Association, (Accra) Ghana library journal vol. 1 no. 1 Oct 1963 Accra the Association.

ঘানা গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত পত্রিকা খানি বৎসরে তিন বার প্রকাশিত হবে। প্রথম সংখ্যায় ঘানার জাতীয় মহা ফেজখানা সম্বন্ধে প্রবন্ধটি উল্লেখ যোগ্য।

(৪) World List of Scientific Periodicals Published in the year 1900-1960, 4th ed, London, Butterworths, 1963

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞানের পত্রপত্রিকার এই প্রামাণ্য তালিকার চতুর্থ সংস্করণের প্রথম খণ্ডটি (A থেকে E পর্যন্ত) প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫২ সালে তৃতীয় সংস্করণ (১৯০০ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত পত্র পত্রিকা সহ) প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণ ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে। তৃতীয় সংস্করণ অপেক্ষা চতুর্থ সংস্করণে প্রায় ২০ সহস্র পত্র পত্রিকার নাম সংযোজিত হয়েছে। চতুর্থ সংস্করণে মোট পত্রিকার সংখ্যা ৬০ সহস্রেরও বেশী। এই সংস্করণে সংযোজিত পত্র পত্রিকার মধ্যে নতুন প্রকাশিত পত্র পত্রিকার সংখ্যাই বেশী। সুতরাং কি হারে বৈজ্ঞানিক পত্র পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় সংস্করণে যথাক্রমে ১৯০০ থেকে ১৯২০ এবং ১৯০০ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত পত্রপত্রিকা স্থান পেয়েছিল।

পূর্ববর্তী সংস্করণ সমূহের ন্যায় এই সংস্করণেও প্রত্যেকটি পত্রপত্রিকার সঙ্কুচিত নাম ও দেওয়া হয়েছে। সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিকগণ প্রবন্ধে উল্লেখের সময় *World List* এর সঙ্কুচিত নাম ব্যবহার করে থাকেন। সম্প্রতি British Standards Institution (B S I) বৈজ্ঞানিক পত্র পত্রিকার সঙ্কুচিত নামের একটি মান প্রণয়ণের সিদ্ধান্ত করেছেন। সেজন্য এই সংস্করণে BSIর খসড়া মান অনুসরণ করা হয়েছে।

World List গ্রেটবৃটেনের বিশিষ্ট গ্রন্থাগার সমূহের পত্র পত্রিকার একটি ইউনিয়ন সূচী (Union catalogue) I বর্তমান সংস্করণে প্রায় ৩০০ গ্রন্থাগারের পত্র পত্রিকা স্থান পেয়েছে। National Lending Library for Scince and Technology (Boston, Spa)র প্রায় সমস্ত পত্রপত্রিকার নাম এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে গ্রন্থাগরের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮৭ এবং ২৪৭।

৫) CHANDLER (G). *How to find out : a guide to sources of information for all arranged by the Dewey Decimal classification.* Oxford, Pergaman Press, 1963. xiii, 185 p

৬) PEMBERTON (JE). *How to find out in Mathematics.* Oxford, Pergamon Press, 1963. x, 158 p.

Pergamon Press সম্প্রতি Commonwealth and International Library of Science, Technology Engineering and Liberal Studies নামক পরিকল্পনা অনুসারে স্বল্প মূল্যের পুস্তক প্রকাশ সুরু করেছেন। উপরোক্ত পুস্তক দুখানি এই পরিকল্পনার অন্তর্গত Libraries and Technical Information Division সিরিজের প্রকাশন।

প্রথমখানিতে বিভিন্ন বিষয়ের সাধারণ রেফারেন্স বইয়ের বিবরণী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য ৫৬খানি রেফারেন্স বইয়ের সঙ্গে পরিচিতি ঘটানোর জন্য এই সমস্ত বইয়ের এক একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি মুদ্রিত করা হয়েছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রীদের পক্ষে এটি খুবই উপযোগী।

দ্বিতীয় পুস্তকখানিতে অঙ্কশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের রেফারেন্স বই সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

এই সিরিজে অন্যান্য বিষয়ের উপরও অনুরূপ গ্রন্থ প্রকাশিত হবে। Chemistry, Literature, History সম্বন্ধে প্রকাশনের কথা সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে।

বার্তা-বিচিত্রা

জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত আঞ্চলিক সেমিনার

গত ৩রা থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪ ম্যানিলাতে এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জাতীয় গ্রন্থাগারের উন্নয়ন সম্পর্কিত আঞ্চলিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ১৮টি দেশ থেকে ২৪ জন প্রতিনিধি এই সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী ওয়াই এম মূলে এই সেমিনারে যোগ দিয়েছিলেন এবং Professional training of staff শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সেমিনারে পেশ করেন। ভারতবর্ষের অন্য প্রতিনিধি ছিলেন দিল্লীস্থ Central Secretariat Libraryর গ্রন্থাগারিক এন. এম. কেটকার। FIDর সহ সভাপতি এবং Insdocএর পরিচালক শ্রীবি, এস, কেশবন FIDর পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষক হিসাবে সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন এবং সেমিনারটি পরিচালনা করেন। সেমিনারে গৃহীত চূড়ান্ত রিপোর্টে জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যক্রমের নিম্নলিখিত তালিকা প্রদত্ত হয়েছে :

১। To provide leadership among the nation's libraries

২। To serve as a permanent depository for all publications issued in the country

৩। To acquire other types of material

৪। To provide bibliographical services

৫। To serve as a co-ordinating centre for cooperative activities

৬। To provide services to Government

দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থ নৈতিক এবং ভৌগলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য কার্যক্রমও গৃহীত হতে পারে।

ডকুমেন্টেশন শিক্ষণ ব্যবস্থা

INSDOC (Indian National Scientific Documentation Centre) এর উদ্যোগে এই বৎসর হতে একটি ডকুমেন্টেশন শিক্ষণ ব্যবস্থার (Training Course in Documentation & Reprography) প্রবর্তন করা হয়েছে। শিক্ষাকাল হ'ল প্রতি বৎসরের আগষ্ট থেকে পরবর্তী বৎসরের জুলাই পর্যন্ত। এক বৎসরের শিক্ষাকাল তিন মাসের চারটি পর্যায়ে বিভক্ত :

প্রথম পর্যায় বিশেষ গ্রন্থাগারের উপযোগী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিষয় সমূহ যথা, বর্গীকরণ, সূচীকরণ, রেফারেন্স, গ্রন্থপঞ্জী এবং গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনা সম্বন্ধে শিক্ষা দান।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ জ্ঞানের বিবর্তনের ধারা এবং উচ্চতর পর্যায়ে বর্গীকরণ ও সূচীকরণ সম্বন্ধে শিক্ষাদান।

তৃতীয় পর্যায়ঃ ডকুমেণ্টেশন এবং বিভিন্ন স্তরে অনুবাদ এর প্রতিলিপি করণ পদ্ধতি সহ ডকুমেণ্টেশন ব্যবস্থার সংগঠন।

চতুর্থ পর্যায়ঃ প্রতিলিপিকরণ (reprography) এবং তথ্য সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের (information storage & retrieval) আধুনিক পদ্ধতি।

প্রতিটি পর্যায়ের শেষে দুটি বিষয়ের একটি করে পরীক্ষা গৃহীত হবে। চারটি পর্যায়ে মোট আটটি বিষয় হল ঃ

1. Library Science I, 2. Library Science II, 3. Pattern of Knowledge & Classification, 4. Cataloguing and Indexing, 5. Documentation I, 6. Documentation II, 7. Information Storage & Retrieval, 8. Reprographic methods। প্রতিটি বিষয়ের নম্বর হল ১০০। এ ব্যতীত Project work (দ্বিতীয় পর্যায়ের সঙ্গে সুরু হবে) এবং class work এর জন্য ১০০ করে নম্বর আছে।

প্রতি বৎসর ১৫ জন করে ছাত্র নেওয়া হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর M.A, হল ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা। অবশ্য কর্মরত যোগ্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই মাপকাঠি শিথিল করা হবে। ফিয়ের পরিমাণ হ'ল চার কিস্তিতে প্রদেয় মোট ২৪০৲ টাকা।

গ্রন্থাগার সংবাদ

জাতীয় গ্রন্থাগারের নব প্রতিষ্ঠিত পাঠকাবাস

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে সম্প্রতি ৬জন পাঠকের থাকবার উপযোগী ছ ঘর যুক্ত একটি পাঠক আবাস (Reader's hostel) খোলা হয়েছে।

কলকাতার বাইরে থেকে আগত গবেষণামূলক কার্য্যে লিপ্ত পাঠকদের থাকবার সুবিধার জন্যই এই আবাসটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সব রকম আসবাব পূর্ণ একটি ঘরের জন্য পাঠককে এখানে থাকতে হোলে মাসে ৪'৫০ পয়সা দিতে হবে। ইলেক্‌ট্রিক লাইট ও ফ্যানের আলাদা কোন খরচ লাগবে না। তবে ইলেকট্রিক হিটার ব্যবহার করলে অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে। পাঠকদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও নিজেদেরই করে নিতে হবে। এখানকার ঘর ব্যবহার করবার জন্য অন্তত ১৫ দিন আগে জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের কাছে আবেদন করতে হবে।

মেদিনীপুর জেলা সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রও গ্রন্থাগার সঙ্ঘ

গত ২৭শে জুন, ১৯৬৪, মেদিনীপুর জেলার গ্রন্থাগার উন্নয়ণ ও সমাজ শিক্ষা প্রসারকল্পে তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ভবনে পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার অন্যতম সদস্য শ্রীসুশীলকুমার ধাড়ার সভাপতিত্বে প্রতিনিধি স্থানীয় গ্রন্থাগারিক বৃন্দের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা-ক্রে সমস্ত গ্রন্থাগার ও সমাজশিক্ষা কেন্দ্রকে নিয়ে একটা সঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং 'মেদিনীপুর জেলা সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রও গ্রন্থাগার সঙ্ঘ' নামে একে অভিহিত করা হয়। এই নব প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রীসুশীলকুমার ধাড়া। শ্রীসুভাষচন্দ্র জানার উপর সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলায় সমাজশিক্ষা প্রসার ও উন্নতির জন্য গ্রন্থাগার কর্মী, সমাজ সেবী, ও সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মীবৃন্দের একটি সম্মেলন আহ্বান করার জন্য এই সঙ্ঘ একটি প্রস্তুতি সমিতি গঠন করেছে।

মেদিনীপুর জেলার সমাজ শিক্ষা অধিকারিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারিকদ্বয় শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য, তমলুক, ও শ্রীমুরলীমোহন সেন, মেদিনীপুর প্রভৃতি এই সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার সিউড়ী (বীরভূম)

গত ৩১শে ভাদ্র অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। সভায় পৌরহিত্য করেন বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক ডক্টর সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। শ্রীসুশীলকুমার আচার্য্য সভায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভার শেষে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গ্রন্থাগারের সহঃসভাপতি ডঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতীরেখা নন্দী ও শ্রীমতী কল্যাণী বৈতণ্ডী।

আমেরিকান লাইব্রেরী USIS এর নূতন ডিরেক্‌টর

A BANKER

মিসেস গ্রেস ডব্লু ব্যাঙ্কার (Mrs Grace W. Banker) মিস্‌ এ্যানাডেলী রাইলীর স্থলে আমেরিকান লাইব্রেরীর ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত হয়ে সম্প্রতি কলকাতায় এসে পৌছেছেন। মিস্‌ রাইলী গত পয়লা আগষ্ট আমেরিকায় ফিরে গেছেন।

নূতন ডিরেক্টর মিসেস ব্যাঙ্কার যুক্তরাষ্ট্র সরকারে যোগদানের পূর্বে দীর্ঘকাল ধরে নিউ ইয়র্কের ব্রুকলীন মিউজিয়মের গ্রন্থাগারগুলির ডিরেক্টর ছিলেন। সরকারী চাকরীতে এসে তিনি প্রথম ছিলেন Dept. of State গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, এবং পরে যথাক্রমে ইতালী ও পাকিস্তানে ইউ এস আই এস গ্রন্থাগারগুলির ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। ইতালী ও পাকিস্তানে থাকার সময় মিসেস্‌ ব্যাঙ্কার স্থানীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যেই মিসেস ব্যাঙ্কার আমাদের এসোশিয়েশনে সভ্য হিসাবে যোগদান করেছেন। আমরা আশা করি কলকাতায় থাকাকালে মিসেস ব্যাঙ্কার আমাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন।

সম্পাদকীয়

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ১৯৬৩ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা ও ১৯৬৪ সালের জন্য নির্বাচন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। পরিষদের নিয়মতন্ত্র অনুযায়ী ১ মাসের মধ্যে প্রথম কাউন্সিল সভা আহ্বান করে বিভিন্ন উপসমিতি (Standing Committee) গঠন করতে হয়। এই কারণেই কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হবার পর বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী ও কাউন্সিল সভার বিবরণী একসঙ্গে পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। অন্যান্য বারের মত এবারও বার্ষিক সাধারণ সভায় কলকাতার বাইরে থেকে অনেক আগ্রহী সভ্য যোগদান করেছিলেন। উপস্থিত সভ্যবৃন্দের মধ্যে অনেকেই পরিষদের বিভিন্ন কার্যাবলীর সমালোচনা করেন। এদের সমালোচনা যদি গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মধারাকে আরো সচেতন ও সক্রিয় করে তুলতে পারে তাহোলেই এর উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। সবচেয়ে বেশি আক্রমণ হয়েছে গ্রন্থাগার পত্রিকার উপর তাই গ্রন্থাগার পত্রিকার বিভিন্ন সমস্যাকে সভ্য ও পাঠকবৃন্দের কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি।

পত্রিকার সমস্যা

গ্রন্থাগার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র। পরিষদের উদ্দেশ্য, পরিষদের লক্ষ্য ও পরিষদের বিভিন্ন কর্মধারার পরিচয় এই পত্রিকা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরে। জনসাধারণের সাথে পরিষদের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবেও একে অভিহিত করা যেতে পারে। গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর আমাদের পরিষদ প্রতিষ্ঠিত তাই ব্যক্তিগত মতবাদ যাতে সমষ্টিগত মতবাদকে ছাড়িয়ে না যায় সেদিকে সব সময়ই নজর রাখতে হয় পত্রিকা সম্পাদকের। আর এই কারণেই উপদেষ্টা সমিতির উপদেশ ও পরামর্শ প্রায়শঃই গ্রহণ করতে হয় সম্পাদককে। পাঠক ও সভ্যবৃন্দের কাছ থেকেও বিভিন্ন রকমের সাহায্য পেতে পারেন পত্রিকা সম্পাদক। ভাল লেখা দিয়ে, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিয়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে তাঁরাও গ্রন্থাগার প্রকাশনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারেন। সাধারণত তিন রকমের লেখা গ্রন্থাগারে স্থান পেতে পারে।

১। গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ক। ২। গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা বিষয়ক। ৩। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক। কাগজের এক পিঠে লিখে লেখা পাঠালে সবার পক্ষেই সুবিধা। ঘন ঘন সম্পাদক পরিবর্তন ও জরুরী অবস্থা ঘোষণার দরুণ সরকারী অর্থ সাহায্য কমে যাওয়া এবং পরিষদের সভ্যবৃন্দের দেয় চাঁদা সময় মত না পাওয়ার জন্য পরিচালনাগত ও আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকাটিকে। আশা করি সকলের সহৃদয় সহযোগিতায় অদূর ভবিষ্যতে এসব সমস্যা থেকেও আমরা মুক্ত হতে পারব।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

চতুর্দশ বর্ষ] কার্তিক : ১৩৭১ [সপ্তম সংখ্যা

বিবলিওথেরাপি

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্ঞানলাভের জন্য আমরা বই পড়ি, তাই বইয়ের এত মূল্য। জ্ঞান অর্জন ব্যতীত আনন্দ পাবার জন্যও আমরা বই পড়ি, গল্প উপন্যাস কাব্য নাটক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় বই পড়ে আনন্দ পাই। সাধারণ গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা এই শ্রেণীর বই সরবরাহের উপরই নির্ভর করে। সম্প্রতি ইউরোপ আমেরিকায় বইয়ের একটি নতুন ব্যবহার সুপরিকল্পিত ভাবে করবার চেষ্টা চলছে। এটি হ'ল বইয়ের সাহায্যে রোগের চিকিৎসা। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখেছেন রোগের প্রকৃতি বিচার করে রোগীকে উপযুক্ত বই পড়তে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

বইয়ের সাহায্যে চিকিৎসাকে বলা হয় "বিবলিওথেরাপি" বা "The use of carefully selected books for therapeutic purposes." মনের সঙ্গে দেহের যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে এ কথা সর্বজনবিদিত। কোনো কারণে মনের ভারসাম্য বিচলিত হলে দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এবং অসুস্থ দেহের প্রভাবেও মন খারাপ হয়। দেহ ও মনের সম্পর্ক একান্ত-রূপে নিবিড়। কোনো একটি অসুস্থ হলে অন্যটিও সুস্থ থাকতে পারে না। এইজন্য ডাক্তাররা সর্বদা উপদেশ দেন রোগীর মন প্রফুল্ল রাখতে। মনের প্রফুল্লতা দেহের রোগ দ্রুত উপশমে সহায়তা করে।

যে সব রোগ মনের উপরেই একান্তরূপে নির্ভরশীল ; সে সব রোগে বইয়ের সহায়তা খুবই কার্যকর হতে দেখা গেছে। এখানে রোগীর মনকে শুধু প্রফুল্ল করবার প্রশ্ন নেই, যে কারণে রোগী ভারসাম্য হারিয়েছে ; যে কারণে রোগীর ভাবাবেগ ক্ষুব্ধ হয়েছে সেই কারণ

দূর করবার মত উপযুক্ত পুস্তক নির্বাচন করে পড়তে দিতে হবে। অর্থাৎ কেউ যদি ভয় পেয়ে রোগগ্রস্থ হয়, তাকে দিতে হবে এমন বই যা থেকে নির্ভীকতা আসবে ; হতাশ রোগীকে আশা-সঞ্চারক বই দিতে হবে ; অকারণ ঈর্ষা ও সঙ্কীর্ণতায় যার মন পীড়িত তাকে এমন বই দেওয়া চাই যার বিষয়বস্তু উদার মনোবৃত্তি সৃষ্টির সহায়ক।

বইয়ের সাহায্যে রোগের চিকিৎসা যদিও বিশেষজ্ঞরা বর্তমানে আরম্ভ করেছেন, তথাপি রোগ আরোগ্যে বইয়ের উপযোগিতা সম্বন্ধে বহু পূর্ব থেকেই পণ্ডিতরা সচেতন ছিলেন। প্লিনি প্রায় দু'হাজার বছর আগে বলেছেন যে, পৃথিবীতে এমন কোন বেদনা নেই যা সাহিত্য গ্রন্থ উপশম করতে পারে না। প্লিনি খেতে বসলে তাঁকে অন্য কেউ বই পড়ে শোনাত। খাবার সময় বই থেকে কোন অংশ পড়ে শোনালে তাঁর হজম ভাল হত। কোন কারণে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই তিনি বদহজমে ভুগতেন। ইতালিয়ান কবি পেত্রার্ক রোজ নিয়মিত বই পড়তেন। বই না পড়লে সেদিনটা শরীর ভাল থাকত না। পেত্রার্কের বন্ধুরা দেখলেন এমন অভ্যাস তো খুব খারাপ। বই পড়ার নেশা থেকে তাঁকে মুক্ত না করতে পারলে মঙ্গল নেই। এক বন্ধু একদিন তাঁর বইয়ের আলমারীর চাবিটি নিয়ে গেল। বই পড়তে না পেরে প্রথম দিনটা পেত্রার্কের খুব অস্বস্তিতে কাটল। দ্বিতীয় দিন মাথার বেদনায় ভুগলেন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত। তৃতীয় দিন সকাল থেকে তাঁর জ্বর আরম্ভ হল। বন্ধু অপ্রস্তুত হয়ে ফিরিয়ে দিয়ে গেল আলমারীর চাবি।

আমেরিকান সাহিত্যিক ও শরীরতত্ত্ববিদ্ ওলিভার ওয়েণ্ডেল হোমস্ লাইব্রেরিকে বলেছেন, মানসিক রোগের ডাক্তারখানা। ইংরেজ কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার বুলওয়ার লিটন বুঝতে পেরেছিলেন যে, যথেচ্ছভাবে বই পড়লে রোগ উপশমের আশা নেই। রোগ অনুসারে পুস্তক নির্বাচন করতে হবে ; আবার রোগীর মানসিক প্রকৃতির সঙ্গে বইয়ের সুর যাতে মেলে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। লিটন দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেছেন যে, সর্দি হলে হাল্কা ধরণের বই পড়লে উপকার হবে। গভীর বেদনায় মন যখন মুষড়ে পড়ে তখন ভাল জীবনীগ্রন্থ পড়া উচিত। আর তাঁর মতে বাইবেল হলো সর্বরোগের ওষুধ।

এ সব কথা উদ্ভট মনে হতে পারে। কিন্তু অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি এ সম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লিখে গেছেন। সুতরাং রোগ আরোগ্যে বই যে সহায়তা করতে পারে সে কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বুলওয়ার লিটন লিখেছেন, ডঃ জনসনের বন্ধু শ্রীমতী পিয়োজ্জির (শ্রীমতী থ্রেইল নামে অধিক পরিচিত) আত্মচরিত পড়ে তাঁর ইনফ্লুয়েঞ্জা সেরে গিয়েছিল। এই আত্মচরিতে ডঃ জনসন ও সমসাময়িক অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্বন্ধে এত গল্প আছে যে, বসওয়েলের জনসন জীবনীর সঙ্গে এঁর তুলনা করা যায়। হ্যাজ্‌লিট নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে, ফিল্ডিং-এর "টম জোন্স" বদহজমের খুব ভাল ওষুধ। রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন ছিলেন চিররুগ্ন। ভুগতেন ক্ষয়রোগে। একবার তাঁর দাঁতের ব্যথা ও বুকের ব্যথা সাময়িকভাবে দূর হয়েছিল 'এ্যাডভেঞ্চারস্ অব শার্লক হোমস' পড়ে। ইংরেজ লেখক রিচার্ড ল্য গ্যালিয়েন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন যে, টলষ্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস' হাঁপানীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। ভিক্টর হিউগোর রচনাবলীও এই রোগে ফলদায়ক।

তিনি আরও বলেছেন যে, সেক্সপীয়ার পাঠ বাতরোগ উপশম করে। আর্ণল্ড বেনেট তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন যে, তিনি সস্তায় কয়েকটি নাটক কিনেছিলেন। সেগুলি পড়বার পর তিনি স্নায়ুশূলের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। ইংরেজ শিল্পী আব্র বিয়ার্ডসলি কঠিন রোগের মধ্যেও স্তাঁদালের 'লাল-কালো' এবং নীটসের রচনাবলী পড়ে মন প্রফুল্ল রাখতে পেরেছিলেন।

পূর্বেই বলেছি, রোগ ও ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে চিকিৎসার জন্য পুস্তক নির্বাচন করতে হয়। প্রত্যেক বইয়েরই একটি নিজস্ব মেজাজ আছে। সে মেজাজের সঙ্গে রোগীর মেজাজের খাপ খাওয়া চাই। ভুল বই হাতে পড়লে উপকারের পরিবর্তে অপকারের সম্ভাবনা আছে। তার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। লা গালিয়েন বলেছেন যে, বাত রোগে শেলী বা কীট্‌স্ পড়তে দিলে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে, এবং সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কাও আছে। যক্ষারোগীরা মেতারলিঙ্ক পড়তে চাইবে; কিন্তু তাদের দেওয়া উচিত ফিল্ডিং, ডিকেন্স বা বালজাকের বই। এডওয়ার্ড ফিট্‌জেরাল্ড তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন যে, কার্লাইলের 'ফরাসী বিপ্লব' ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে আরোগ্য লাভের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বুলওয়ার লিটন, বাক্‌লের 'সভ্যতার ইতিহাস' পড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কোলরিজ অসুস্থ অবস্থায় বাইবেল পড়তে পারতেন না।

উপরে যে সব বইয়ের নাম উল্লেখ করা হল তারা ব্যক্তি বিশেষের নিকট অস্বস্তিকর হতে পারে, কিন্তু এ সব বই গুণবিচারে নিকৃষ্ট নয়। অন্য কোনো রোগী হয়ত এ বইগুলি পড়েই উপকৃত হবে। উপকার হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে রোগীর মানসিক ঝোঁকের উপর। কবি ডন বলেছেন, "To cast mine eye upon good authors kindles and refreshes the mind." এই 'ভালো লেখকের' সংজ্ঞা এখানে আপেক্ষিক। সকলের নিকট সব লেখক ভালো নয়। আশ্চর্যের কথা এই যে, অধিকাংশ লোকই আলেক-জান্দার ডুমার রচনাবলীকে সকল শ্রেণীর রোগীর উপযোগী বলে মনে করেন। বিশেষ করে যে সব ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় করা যায়নি সেখানে ডুমার বই ফলপ্রদ।

এলিজাবেথ ব্যারেট রোগে শয্যাশায়িনী ছিলেন। বিছানা ছেড়ে উঠে ঘোরাফেরা পর্যন্ত করতে পারতেন না। রবার্ট ব্রাউনিং এর কবিতা পড়ে তাঁর মনে নতুন আশা জেগেছিল। ব্রাউনিং আশাবাদী কবি। দুঃখ বা হতাশার ছায়া তাঁর রচনায় তখন ছিল না। তিনি লিখলেন:

God's in His heaven—
All's right with the world!

চলচ্ছক্তিহীন এলিজাবেথ ব্রাউনিং-এর কবিতা পড়ে এবং তাঁর সংস্পর্শে এসে এমন শক্তিলাভ করলেন যে, তিনি ব্রাউনিং-এর সঙ্গে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে তাঁকে বিয়ে করলেন। এলিজাবেথের কবিচিত্তে ব্রাউনিং-এর রচনার আবেদন গভীর হয়েছিল বলেই এই অঘটন সম্ভব হয়েছে।

বইয়ের রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা সম্বন্ধে যে সব সাক্ষ্য উপরে দেওয়া হয়েছে তা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নয়। অধিকাংশই প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের মতামতের উদ্ধৃতি। কিন্তু গত কয়েক দশক যাবৎ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা চিকিৎসায় বইয়ের ব্যবহার আরম্ভ করেছেন। মানসিক রোগে, স্নায়ুর রোগে এবং যক্ষ্মায় বইয়ের সহায়তা কার্যকর হয়েছে। জেলখানার কয়েদীদের উপযুক্ত বই পড়িয়ে চরিত্র সংশোধনের চেষ্টায় আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। যারা অপরাধ করে তারাও এক ধরণের মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। অবাধ্য, পড়াশোনায় অনিচ্ছুক, 'দুষ্টু' ছেলেমেয়েদের বইয়ের সাহায্যে সংশোধন করা যাবে বলে মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। এ ছাড়া আজকাল সাধারণ হাসপাতালগুলিতে খুব ভালো লাইব্রেরী থাকে। রোগ অনুসারে উপযুক্ত বই দিলে রোগীর যে উপকার হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রোগ নিরাময়ের কথা বাদ দিলেও বই পড়বার কতকগুলি সুফল সুস্পষ্ট। বই পড়বার সময় রোগী রোগযন্ত্রণা ভুলে থাকে ; নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ক দূর হয়ে যায় ; আর বই পড়বার জন্য যেটুকু শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম প্রয়োজন সেটুকু রোগীর পক্ষে উপকারী। মৃত্যু ও রোগ সম্বন্ধে বই এবং গভীর বিষাদে মন পূর্ণ করবার মতো বই রোগীকে দেওয়া উচিত নয়।

রোগীর হাতে শুধু বই তুলে দিলে হয়ত ফল হবে না। খেলা, সঙ্গীত ও চিত্তবিনোদনের অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে পুস্তক পাঠ যোগ করে দিলে অধিকতর উপকার লাভের সম্ভাবনা। বিচ্ছিন্নভাবে বই পড়তে দিলে পড়াটাই হয়ত বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। কারণ রোগীর পক্ষে একটানা দীর্ঘ সময় বই পড়া সম্ভব নয়।

নিউইয়র্ক হাসপাতালের মানসিক রোগের বিভাগে রোগীদের প্রথমে নির্বাচিত বই পড়তে দেওয়া হয় ; তারপরে একটি বৈঠকের আয়োজন করে রোগীদের একে একে আমন্ত্রণ করা হয় পঠিত পুস্তকের সমালোচনা করবার জন্য। মানসিক রোগের চিকিৎসক উপস্থিত থাকেন বৈঠকে। সমালোচনার ধারা থেকে তিনি বুঝতে পারেন রোগীর মনের প্রবণতা কোন্ দিকে। এর ফলে রোগীর চিকিৎসার পন্থা নির্ধারণ করা সহজ হয়।

অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে, চিকিৎসায় বইয়ের ব্যবহারের ক্ষেত্র খুব সীমাবদ্ধ। শুধু স্বাক্ষর হলেই চলবে না ; যে রোগী বইয়ের মধ্যে ডুবে যেতে না পারে তার ক্ষেত্রে উপকার হবার সম্ভাবনা কম।

কেউ কেউ মনে করেন যে, ভবিষ্যতে হয়ত এমন দিন আসবে যখন ডাক্তার প্রেসক্রিপশানে বিকৃত স্বাদ ওষুধের নাম না লিখে লিখবেন ভালো ভালো বইয়ের নাম। এখন ডাক্তারখানার আলমারীতে থাকে লাল-নীল-হলদে-বেগুনি ওষুধের শিশি। তখন থাকবে বই। বইগুলি সাজানো থাকবে রোগ অনুসারে। যে সব বই ইনফ্লুয়েঞ্জায় উপকারী সেগুলি একসঙ্গে রাখা হবে। লাইব্রেরীতে বইয়ের শ্রেণী বিভাগ করা হয় বিষয় অনুসারে। এখানে করা হবে রোগ অনুসারে।

পুস্তক প্রেমীদের পক্ষে আশার কথা, সন্দেহ নেই।*

---

* ১৯৬৩ সালের B. L. A. Students' Re-Union কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত Souvenir থেকে গৃহীত।

জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন

অরবিন্দ ভূষণ সেনগুপ্ত

(মূল ইংরাজী থেকে অনুবাদ করেছেন অশোক বসু)

অন্যান্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মতই কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারও খুব সাধারণ অবস্থা থেকে অনেক অসুবিধার ভেতর দিয়ে বর্তমান পরিণতি লাভ করেছে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে Calcutta Public Library প্রথম স্থাপিত হয়। এই ধরণের গ্রন্থাগারের মধ্যে এটিই ছিল প্রথমতম। তখন ঠিক হয়েছিল গ্রন্থাগারটি একাধারে রেফারেন্স ও লেণ্ডিং গ্রন্থাগার হিসাবে সমাজের সর্বস্তরের বিদগ্ধ পাঠকশ্রেণীর প্রয়োজন মেটাবে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর প্রথম স্বত্বাধিকারী এবং প্রথম বাংলা ঔপন্যাসিক হিসাবে পরিচিত প্যারিচাঁদ মিত্র ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এর গ্রন্থাগারিক ছিলেন।

এই শতকের প্রথম দিকে গ্রন্থাগারটি অত্যন্ত বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। ভাইসরয় লর্ড কার্জন গ্রন্থাগারটি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হন। তিনি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর সমস্ত স্বত্ব কিনে নিয়ে এটিকে একটি রাজকীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার জন্য ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কলেজ লাইব্রেরী ও বিভাগীয় লাইব্রেরীর সঙ্গে যুক্ত করে দেন এবং এর নামকরণ করেন—ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী (Imperial Library)। রাজকীয় কৌলিন্যে ও লর্ড কার্জনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার সৌজন্যে গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহের পরিমাণ ক্রমশঃই বাড়তে থাকে এবং বলা যেতে পারে এরই ফলে সেদিনের সেই ছোটখাট গ্রন্থাগারটি আজ একটি বৃহত্তম পুস্তক সংগ্রহশালায় পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে বৃটিশ আমলের ইতিহাসের উপর লেখা বই প্রচুর সংগৃহীত হয়েছে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার সময় লর্ড কার্জন বলেছিলেন :

—"It is intended that it should be a library of reference, a working place for students and a repository of materials far the future historians of India, in which, as far as possible, every work written about India at any time can be seen and read." বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীর কথা মনে রেখেই যে লর্ড কার্জন একথা বলেছিলেন তা ধরে নিতে কোন অসুবিধা হয় না। আর গ্রন্থাগারিক যিনি নিযুক্ত হলেন তিনিও ছিলেন বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীর একজন অভিজ্ঞ কর্মী—শ্রীজন ম্যাকফারলেন (John Macfarlane)। গ্রন্থাগারিক ম্যাকফারলেনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারটি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সুরু। তারপর থেকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলে। এরপর এল স্বাধীনতা। স্বাধীন ভারতে অত্যন্ত উপযুক্ত এবং সঙ্গত কারণেই গ্রন্থাগারটির দ্বিতীয়বার নামান্তর হল জাতীয় গ্রন্থাগার।

বিভিন্ন সময়ে শুধু নাম পরিবর্তনই নয়, এই পরিবর্তন ধর্মিতা গ্রন্থাগারটির একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট। বিগত ষাট বছরের মধ্যে গ্রন্থাগারটিকে যতবার স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে খুব কম গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেই সেরূপ হয়ে থাকে। ডঃ গ্রান্টের বাসভবন থেকে ঐতিহাসিক মেটকাফ হল, সেখান থেকে এসপ্ল্যানেডের পররাষ্ট্র অফিসভবন এবং সেখান থেকে আবার যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার জন্য চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর জবাকুসুম হাউসে এসে সাময়িক বিরতি। চলার যেন আর শেষ নেই। জবাকুসুম হাউস থেকে আবার অল্প কিছুদিনের জন্য এসপ্ল্যানেড। এখান থেকে সোজা বেলভেডিয়ারের প্রাক্তন ভাইসরয়ের বাড়ীতে এসে পরিসমাপ্তি হয় এই দীর্ঘ যাত্রার।

আমাদের প্রথম গভর্ণর জেনারেল শ্রীরাজাগোপালাচারী একসময় বলেছিলেন "শাখাপল্লবিত ছায়াঘেরা বিশাল আঙিনাযুক্ত লেঃ গভর্ণর ও ভাইসরয়দের প্রাক্তন বাসভবনটিই জাতীয় গ্রন্থাগারের ভাবী নিবাসস্থল হওয়া উচিত।" স্বর্গতঃ প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু রাজা-গোপালাচারীর এই সিদ্ধান্তে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানান। লোকান্তরিত শিক্ষামন্ত্রী শ্রদ্ধেয় আবুল কালাম আজাদের নৈতিক সমর্থন, উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতায় জাতীয় গ্রন্থাগার সহজেই বেলভেডিয়ারে স্থানান্তরিত হয়। এই স্থান পরিবর্তনের বিষয়ে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত নেহেরু বলেন :—"I do not want Belvedere for the mere purpose of stacking books. We want to convert it into a fine central library where large number of research students can work and where there will be all the other amenities which a modern library gives. The place must not be judged as something just like the present Imperial Library. It is not merely a question of accommodation but of something much more."

আঠার শতকের অনেক লেখকই বেলভেডিয়ারকে শোভন সুন্দর বাসস্থান বলে প্রশস্তি করেছেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লেঃ গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল (Sir Richard Temple) বেলভেডিয়ার হাউসের পরিবেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :—"এই সরকারী ভবনটি তার বেলভেডিয়ার নামের সার্থক সঙ্গতি বজায় রেখেছে। অপূর্ব এই বনবীথিকার মাঝে এর অবস্থান মনোহর এবং অনুভূতিসঞ্চারক। অফুরন্ত বাঁশঝাড় ক্রমশঃ সরু হয়ে উপরে উঠে অপূর্ব রামধনুর ভঙ্গিমায় পথের উপর নেমে এসেছে। পথের দুপাশের গাছগুলো তাদের লম্বা এবং উজ্জ্বল মসৃণ চেটালো পাতাগুলো সামনের দিকে মেলে ধরেছে। আর এই উদ্যান বেষ্টিত সুন্দর পরিবেশের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে বেলভেডিয়ার ভবন। মনোরম শ্যামলিমা এর আঙিনাকে করেছে স্নিগ্ধ। এর সোপান শ্রেণীকে আবৃত করেছে লতান গাছের বন্যা। এর সবুজ প্রাঙ্গনে পদ্ম আর লিলি ফুলের সমারোহ। বাগানের চারপাশ ঘিরে গড়ে উঠেছে বট, অশ্বথ, বাঁশ, কার্পাস এবং নিরুপম Amherstiaর মত দুর্লভ বনস্পতির সমাবেশ।" এ বর্ণনা এখনো অপ্রাসঙ্গিক নয়। ব্যারিষ্টার পত্নী শ্রীমতী ফে তাঁর "Original letters from Indiaতে লিখেছেন "রমনীয় এই দুর্লভ সৌন্দর্যের মাঝে

বেলভেডিয়ার রত্নতুল্য।" লর্ড হালিফাক্স (Lord Halifax) তাঁর "Fullness of Days" বইতে বেলভেডিয়ারের উল্লেখ করেছেন। এমনকি পাশের চিড়িয়াখানার পশুদের চেঁচামেচিও তাঁর মনে রেখাপাত করেছিল। বেলভেডিয়ার প্রসঙ্গে এগুলো কয়েকটি উদ্ধৃতি মাত্র। এ ধরণের লেখা আরো অনেক আছে।

জিরুট ব্রীজ থেকে একটু এগিয়ে আলিপুরের প্রান্তসীমায় অবস্থিত রমণীয় এই বেলভেডিয়ার। গেটের উপর বাঘের মূর্তি দেখে সহজেই একে চিনে নেওয়া যায়। বেলভেডিয়ার ভবন কখন কি উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছিল তা প্রত্যক্ষ ভাবে জানা না গেলেও অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয়না। বাসভবন হিসাবেই এর সৃষ্টি।

আনুমানিক ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফর আলিখাঁর আলিপুর বসবাস সূত্রেই এ জায়গার নাম হয় আলিপুর। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আবার রাজত্ব ফিরে পাবার পর মীরজাফর আলিপুরের সমস্ত সম্পত্তি ওয়ারেন হেষ্টিংসকে দান করে দেন। সে যাই হোক আলিপুর নামকরণের মধ্যে যে ইসলামী প্রভাব রয়েছে এতে কোন দ্বিমত নেই।

বেলভেডিয়ারের বর্তমান বাড়ীটি যেখানে অবস্থিত অনুমান করা হয় ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্স আজিম উস্ শানের পুরনো বাসভবনটি সেখানেই ছিল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের উপর এই ভবনটি বহু গৃহস্বামীকে আপ্যায়িত করেছে। হাতবদলও হয়েছে অনেকবার। টালীনালাখ্যাত লেঃ কর্ণেল টালী, মিঃ নিকোলাস নুজেন্ট (Nugent), ১৮২২ থেকে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের কম্যাণ্ডার ইন চীফ্ স্যার এডওয়ার্ড প্যাজেট (Paget), শ্রীশম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায় ও মিঃ চার্লস রবার্ট প্রিন্সেপ একে একে বাড়ীটি অধিকার করেন। অবশেষে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাড়ীটির মালিক হন। প্রথমদিকে বেলভেডিয়ার ভবনের আয়তন ছিল ৭২ বিঘা, ৮ কাঠা, ৪ ছটাক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে আসবার পর এই পরিমাণ বেশ কিছুটা কমে যায়। কলকাতা ভারতের রাজধানী থাকাকালীন এই বেলভেডিয়ারই ছিল লেঃ গভর্ণরদের বাসস্থান। পরে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হোলে এটি ভাইসরয়ের শীতকালীন বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। বিভিন্ন সময়ে গভর্ণরদের রুচির পরিপোষকরূপে এর আঙ্গিকের যথেষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্জন হয়। তৈরী হয় নতুন বারান্দা, সিঁড়ি—আর বলরুমের সমস্ত মেঝেটা ঢেকে দেওয়া হয় মসৃণ কাঠের পাটাতন দিয়ে। এছাড়াও সুবৃহৎ ভোজনকক্ষে প্রচুর খরচ করে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে একটা সাধারণ ইঙ্গ ভারতীয় স্থাপত্যের উপর রেনেসাঁর যুগের ইতালীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন গড়ে ওঠে।

গ্রন্থাগার সবসময়ই স্থান সংকোচনের জন্য পীড়িত। গ্রন্থাগারিকদের তাই নতুন নতুন বাড়ী তুলে এই সমস্যার সমাধান করতে হয়। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে একটি বাসভবনকে গ্রন্থাগারের উপযোগী করে নিতে হয়েছে। এবং একথা অনেকেই জানেন যে একটি গ্রন্থাগারের উপযোগী পরিকল্পিত বাড়ী তৈরীর চেয়ে পুরনো বাড়ীকে গ্রন্থাগারের উপযোগী করে করে নেওয়া অনেক বেশী অসুবিধাজনক। এসব ক্ষেত্রে বাড়ীর আভ্যন্তরীণ অংশকে ভেঙ্গে চুরে নতুন করে কার্যোপযোগী করে তুলতে বেশ কিছুটা দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও

বিবেচনাশক্তির প্রয়োজন। সেই দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যেই একটা রুচিশীল বাসভবনকে ভারতবর্ষের জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এ কাজ করতে গিয়ে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই বাসভবনটির কোন রকম সৌন্দর্য হানি না করে একটা আধুনিক গ্রন্থাগার ভবনের রূপ দিতে মোট চার বছর সময় লেগেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার জন্য প্রায় একরাত্রের মধ্যে গ্রন্থাগারটি অস্থায়ী ভাবে জবাকুসুম হাউসে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে স্টীলের কোন বই রাখার শেলফ্ ছিলনা। যা ছিল তা খুব সেকেলে এবং একেবারেই অকেজো। গ্রন্থাগারের জন্য একলক্ষ টাকার স্টীলের শেলফ্ ও পাঠকদের জন্য নতুন কাঠের আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করতে হোল। নিঃশব্দে চলাফেরা ও কাজকর্মের জন্য পুরনো কাঠের পরিবর্তে কংক্রিটের মেঝে তৈরী করে লাইনোলিয়াম দিয়ে ঢেকে দেওয়া হোল। সুষম আলোর ব্যবস্থা করবার জন্য বৈদ্যুতিক রীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে D. C. থেকে A.C.তে রূপান্তরিত করা হোল। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে ক্রমাগত চার বছর ধরে এই ভাবে বেলভেডিয়ার ভবনের আমূল সংস্কার সাধন করে একটি সুন্দর আধুনিক গ্রন্থাগার ভবন গড়ে তোলা হোল।

তিন তলা মিলিয়ে বেলভেডিয়ার ভবনের মোট আয়তন ৭৭৫০০ বর্গ ফুট। একতলার আনুমানিক আয়তন ৩২,৯০৫ বর্গফুট, দোতলার ৩৫,৪৯১ বর্গফুট এবং তিনতলার ৯০৮৭ বর্গফুট। একদা বিখ্যাত বেলভেডিয়ার ভবনের বলরুম বা নাচ ঘরটি দৈর্ঘে ১১৪ ফুট ছিল। প্রয়োজনে ঘরটিকে দুভাগে বিভক্ত করে ড্রয়িং রুম ও ডাইনিং রুম হিসেবেও কাজে লাগান হ'ত। আর আজ এখানে কেউ এলে দেখতে পাবেন অধ্যয়নশীল পাঠকদের। অতীতের বলরুম আজ রিডিংরুমে পরিণত হয়েছে।

অল্প একটু ঘেরা জায়গা ছাড়া একতলার প্রায় সমস্তটাই স্ট্যাক রুম। এটি হোল প্রধান স্ট্যাকরুম, এ ছাড়াও বাড়ীটার আনাচে কানাচে প্রায় সর্বত্রই স্ট্যাক ছড়িয়ে রয়েছে।

তেতলায় ছিল রাজপ্রতিনিধিদের শোবার ঘর, এখন এই ঘরটিতেই শোভা পাচ্ছে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। বিভিন্ন বিষয়ের এই মূল্যবান সংগ্রহটি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জাতীয় গ্রন্থাগার দান হিসেবে পেয়েছে। অন্যান্য ঘরগুলোতে প্রসেসিং এর কাজ হচ্ছে।

বেলভেডিয়ারের দোতলায় রয়েছে প্রধান পাঠকক্ষ। পড়ার জন্য টেবিল চেয়ার ত আছেই আরো আছে অ্যালকভ। রেফারেন্স বইয়ের শেলফ গুলোর মাঝে মাঝে একটি করে অ্যালকভ গড়ে উঠেছে। নিভৃতে পড়াশুনোর পক্ষে এগুলো খুবই উপযোগী ও আরামদায়ক। এ ছাড়াও বেশ কিছু এলবো রুম (Elbow Room) আছে যেখানে বসে গবেষকরাত বটেই সাধারণ পাঠকরাও পড়াশুনো করতে পারেন। অ্যালকভগুলোর মাথায় সতেরোটি ফলক আছে। ফলক গুলোতে অসমীয়া, ইংরাজী, উর্দু, ওড়িয়া, কানাড়ী, গুজরাটী, তেলেগু, বাংলা, মারাঠী, মালয়ালম, হিন্দী, সংস্কৃত ও চীনা প্রভৃতি মোট সতেরোটি

ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক বৃন্দের নাম রয়েছে। এছাড়া আর দুটো ফলকের একটাতে ব্রাহ্মী বর্ণমালা ও অপরটাতে আভেস্তাব (Avestan) বর্ণমালা অতীত বর্ণমালার নিদর্শন রূপে প্রদর্শিত হচ্ছে।

প্রত্যেক অ্যালকভের রেফারেন্স বইগুলো ডিউই দশমিক শ্রেণীবিভাগ অনুসারে বিন্যাসিত। থামের গায়ে গায়ে রয়েছে বিষয় নির্দেশিকা, ফলে পাঠকের কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

পাঠকক্ষের সংলগ্ন বারান্দার একপাশে রয়েছে বিসার্চ ক্যারেলের সারি। অ্যালুমিনিয়াম, কাঁচ আর মসৃণ কাঠের তৈরী বই রাখবার যে টেবিল এখানে শোভা পাচ্ছে তার একটু বিশেষত্ব আছে। উঠবার সময় পাঠক টেবিলের সামনের দিকটা ধরে একটু ঠেলে দিলেই সেটা একটু এগিয়ে যাবে এবং পাঠক অনায়াসে চেয়ার থেকে উঠে বেরিয়ে আসতে পারবেন। চেয়ার গুলোতে রবারের কুশন লাগান আছে।

পাঠকক্ষে ঢুকবার আগেই যে ঘরখানা পড়বে সেই ঘরেই রয়েছে কার্ডসূচীর (Card catalogue) ক্যাবিনেট। য়ুরোপীয় ভাষায় লেখা বইয়ের লেখক সূচী ও বিষয় সূচীত আছেই এ ছাড়াও আছে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের সূচী, বিভিন্ন সাময়িক পত্রের সূচী, ইউ, এন, ওর প্রকাশিত পুস্তকের সূচী ও এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বই পত্রের সূচী।

কার্ড ক্যাটালগ কক্ষের পাশে একটি হলঘর। এর মধ্য দিয়েই গ্রন্থাগারে প্রবেশ করতে হয়। ভাইসরয়ের আমলে এর ব্যবহার ছিল ড্রয়িংরুম হিসাবে, এখন এটি সাময়িকী কক্ষ বা Priodical Room। বিভিন্ন ভারতীয় ও ইংরাজী ভাষায় লেখা সাময়িক পত্র পত্রিকার নতুন সংখ্যাগুলো এখানেই সাজানো থাকে। পাঠক তার প্রয়োজন মত যে কোন একটি সংখ্যা নিয়ে পড়তে পারেন। ঘরের মাঝখান দিয়ে রাস্তা—রাস্তার দুপাশের দেওয়ালে সারি সারি টাঙানো রয়েছে প্রখ্যাত ভারতীয় রাজনীতি বিদ্, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকদের প্রতিকৃতি।

১১৪ ফুট লম্বা প্রধান পাঠকক্ষে ৩৫০ জন পাঠক একসঙ্গে বসে পড়াশুনো করতে পারেন। পাঠকক্ষের মাঝখানের টেবিলটি আগে ছিল ভোজনের টেবিল। পাঠকদের ব্যবহারের জন্য আলাদা আলো টেবিলের সঙ্গেই রয়েছে। সমস্ত পাঠকক্ষের মেঝে রবার দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। বছরের মধ্যে তিনদিন ছাড়া সমস্ত দিনই পাঠকক্ষ খোলা থাকে। সাধারণ কাজের দিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা। আর রবিবার ও ছুটির দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিঃ পর্যন্ত পাঠকরা পাঠকক্ষ ব্যবহার করতে পারেন। ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চলের গবেষকরাই এই গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহন করছেন। গবেষক ও পাঠকদের সংখ্যা প্রতিবছরই বেড়ে চলেছে।

গ্রন্থাগারের মোট তিনটে তলায় অনেকগুলো স্ট্যাকরুম আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়টি একতলায়। এর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর মেঝের আয়তন প্রায় ২১,৮০০ বর্গফুট। মেঝে ও থামের কোন ক্ষতি না করে একতলার ঘরগুলোকে স্ট্যাকরুমে পরিণত করা একটা অসাধারণ কাজ সন্দেহ নেই। এখানে প্রচলিত ধরণের স্ট্যাকরুম তৈরী করার অনেক অসুবিধা ছিল। এবং সেটা করতে গেলে স্ট্যাক ও যাতায়াতের পথ নিয়মিত

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাও মুস্কিল হয়ে পড়ত। এ ছাড়াও বাড়ীটা অনেক পুরনো হওয়ায় এর দেওয়াল ও মেঝে টেম্পার করাও সম্ভব ছিলনা। অথচ ঘরের সমস্ত অংশটুকুই কাজে লাগাতে হবে। পূর্ববর্তী গ্রন্থাগারিক বিচক্ষণতার সঙ্গে এই সমস্যার সমাধান করলেন। সবদিক বিবেচনা করে তিনি এখানে লোহার রোলিং স্ট্যাক বসাবার ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে একই জায়গায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেশী বই ধরছে। প্রত্যেকটি স্ট্যাক লম্বায় ৭ ফুট ২ ইঞ্চি। এবং চওড়ায় ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি। শেলফ বা তাকের গভীরতা ১১ ইঞ্চি। এর বিশেষত্ব হোল স্ট্যাকগুলো দ্বিমুখী এবং দুপাশে দুই সারি শেলফের মাঝে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত বাতাস চলাচলের জন্য ২ ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁক। প্রত্যেক স্ট্যাকে ৭টি করে শেলফ আছে। এতে মোট ৩৫০টি বই ধরে। এগুলো বল বেয়ারিং ও ৮ ইঞ্চি × ২ ইঞ্চি নিরেট রবারের চাকার উপর বসান ফলে প্রয়োজন মত যে কোন অবস্থায় সরান বা একটি থেকে অন্যটিতে অনায়াসে ঘোরান যায়। এই ব্যবস্থার ফলে অনেক সুবিধা হয়েছে। একদিকে যেমন বই রাখার জন্য বেশী জায়গা পাওয়া গিয়েছে তেমনি বই রাখা বা বের করাও সহজ হয়ে উঠেছে। এগুলো দেখতে ছিমছাম। ধূল ময়লা লাগার ভয় নেই আর খুব সহজেই নাড়াচাড়া করা যায়। দেওয়াল মেঝে ও ছাদ থেকে দূরে থাকায় ড্যাম্প বা উই জাতীয় পোকার দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয় নেই। মোট ১৭৪টি রোলিং স্ট্যাক আছে এছাড়া প্রচলিত ধরণের লোহা বা কাঠের স্ট্যাক ত আছেই। এইভাবে সব মিলিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন ও সুচারু স্ট্যাকরুম গড়ে উঠেছে।

Delivery of books act অনুযায়ী দেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে সংবাদপত্র সংগ্রহ ও তার সুষ্ঠু সংরক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সহরের প্রাণকেন্দ্র এসপ্ল্যানেডের পুরনো পাঠকক্ষের ২,৫১৯ বর্গফুট পরিমিত স্থান জুড়ে বৃহদায়তন স্ট্যাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে শুধু বাঁধান সংবাদ পত্রগুলো রাখবার জন্য। এটি করতে খরচ পড়েছে প্রায় ৫০,০০০ টাকা।

গ্রন্থাগারে বই ও পত্রপত্রিকার সংখ্যা প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। ফলে এক সময় এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যখন স্ট্যাকরুমে আর বাড়তি বই রাখার স্থান ছিলনা। অগত্যা বেলভেডিয়ারের সরকারী কর্মচারীদের বসবাসের জন্য তৈরী বাড়ীগুলো সংস্কার করে স্ট্যাকরুমে পরিণত করা হোল। সেটা ১৯৫৭ সাল। এক লক্ষেরও বেশী বই এই নব নির্মিত স্ট্যাক রুমে স্থান পেয়েছে। বাঁধাই এবং তার আনুষঙ্গিক কাজ কর্মও এখানেই হয়।

বিদেশ থেকে যাঁরাই এখানে এসেছেন সকলেই সাজান গোছান ছিমছাম স্ট্যাকরুম দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এঁদেরই একজন ডঃ কেয়েস, ডি, মেটকাফ (Dr. Keyes D. Metcalf)—পৃথিবীর অন্যতম গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ ও হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত সুবিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক বলেছেন :—"You have shown great imagination and ingenuity in housing a library in a building, which at first thought did not seen suitable. When I first looked at it I was not happy about the rolling book cases.......but the nett result is very good, as you have made it possible to shelve a very large number of books and still have the building look spacious as it should.......It is not easy to provide good house keeping in a library broken up into many, many rooms as your building is, but the house keeping is superb every where."

শেষাংশ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

নাম-পত্রের ক্রমবিকাশ

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

নামপত্র সাধারণতঃ বই সুরু হবার পূর্বে ডান দিকের পাতায় থাকে এবং নাম-পত্রে পাঠ্যের কোন অংশ থাকে না। নাম-পত্রের সংজ্ঞা যদি এই হয় তা হ'লে বলতে হয় পুঁথির যুগে একখানি বইয়ে কদাচিৎ নাম-পত্র থাকত। কিন্তু নাম-পত্রের ধারণা যে সে সময় ছিল না তা বলা যায় না কারণ অষ্টম শতাব্দীর একখানি পুঁথিতেও (Four gospels in Latin, Brit. mus, Harley M.S. 2788) ১৩'র পৃষ্ঠায় বিস্তৃত নামপত্র আছে দেখা যায়। এই সময়ের পর থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত কোন পুঁথিতে নাম-পত্র পাওয়া যায় না।

১৪৬০ সাল থেকে Florence সহরে তৈরী পুঁথিতে নাম-পত্রের রীতি দেখা যায়। কিন্তু এই পুঁথিগুলিতে নামপত্র দেখা যায় একটি পাতার পিছন দিকে অর্থাৎ Versoতে। এই নামপত্রের চারিধার অলঙ্কৃত, দেখলে মনে হয় পুঁথিকে অলঙ্কৃত করবার জন্যেই যেন এ-ধরনের নাম পত্রের সৃষ্টি হয়েছিল—বইয়ের বিষয় বস্তু জানাবার জন্যে নাম-পত্রের সৃষ্টি হয় নি।

নাম-পত্র সমেত প্রথম ছাপা বই Fust ও Schoeffer-এর প্রকাশিত Bull of Pope Pius II (১৪৬৩) এবং Arnold ther Haran-এর Cologne-এ প্রকাশিত Sermo ad Populum (১৪৭০)। এই বইয়ের দশ বছর পর পুস্তকের নামপত্র ক্রমশঃ প্রচলিত হ'লো।

ইংলণ্ডে নাম-পত্র সমেত প্রথম ছাপা বই Treatise of the pestilence-এর একটি সংস্করণ। বইখানি Canutus বা Kamitus-এর লেখা এবং Machiliana'র দ্বারা ছাপা। এই বই ১৪৯০ সালের পূর্বে ছাপা হয়েছিল।

Caxton-এর ছাপাখানা থেকে কোন বই নাম-পত্র সমেত বার হয়নি। Caxton এর মৃত্যুর পর Wynkyn de Worde, Castising of God's Children নামে একখানি বই ছাপে। এই বইয়ের নাম-পত্রও ছাপা হয়। এই নাম-পত্রটি প্রথম পাতার ডান পৃষ্ঠার তিন লাইনে ছাপা—তাছাড়া পাতাখানির সমস্ত অংশ ফাঁকা। Wynkyn de Worde'র হাতেই বইয়ের নাম-পত্র বইয়ের বিশিষ্ট অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দী থেকে বইয়ের নাম-পত্র একটা রীতি হ'য়ে দাঁড়ায়।

এর পর নামপত্রের নানাভাবে ক্রমবিকাশ হ'তে থাকে। নামপত্রে বিষয়ের যে ভাবে ক্রমবিকাশ হয়েছিল তা সংক্ষেপে বলতে হলে বলা যায়ঃ—

প্রথম দিকে নাম পত্রে থাকত কেবল পুস্তকের বিষয়ের বর্ণনা। লেখকের নাম থাকত না। পরে নাম পত্র Colophone-এর রূপ নিল অর্থাৎ নাম পত্রে থাকত, ছাপার তারিখ, মুদ্রক বা পুস্তক বিক্রেতার নাম ও পুষ্পিকা।

ক্রমশঃ পুস্তকের নাম পত্র হ'য়ে দাড়াল পুস্তকের বিজ্ঞাপন। লেখকের নামের পর লেখকের উপাধি এবং পুস্তকের বিষয় সম্বন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতার কথা লেখা থাকত। এই বিষয় লেখার উদ্দেশ্য ছিল পাঠককে আকৃষ্ট করা। সুতরাং একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে সারা সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পুস্তকের সঙ্গে যে নাম-পত্র থাকত সে সাম-পত্রকে বইয়ের অংশ হিসাবে গণ্য করা সম্ভব নয়। এ সময়ে ছাপা বইয়ের নামপত্রকে মুদ্রকের বা প্রকাশকের কিংবা পুস্তক বিক্রেতার প্রচারপত্র হিসাবে গণ্য করা উচিত। আর একটা কথা মনে রাখা দরকার যে লেখকের দ্বারা এ সময়ে নাম-পত্র লেখা হ'তো কিনা সন্দেহ।

ইংল্যাণ্ডে Restoration-এর পর বইয়ের নাম-পত্র আধুনিক নাম পত্রের রূপ নিতে থাকে। এ সময় থেকে বইয়ের নাম পত্রে থাকত বইয়ের নাম, লেখকের নাম, মুদ্রকের এবং প্রকাশকের নাম ও তারিখ। এ সময়ে বইয়ের নামের সঙ্গে, নামের ব্যাখ্যা হিসাবে অর্ধ নাম (Subtitle) থাকত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবার এক ধরণের বিজ্ঞাপন নাম পত্রে ব্যবহৃত হ'তে থাকে। লেখকের লেখা অন্যান্য বইয়ের নামও নাম পত্রে দেওয়া হ'তো। এ রীতি অবশ্য আজও আছে এবং সময়ে সময়ে লেখকের লেখা অন্যানা বইয়ের নাম নাম-পত্রে না দিয়ে নাম পত্রের আগের পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়।

নাম পত্রের রূপ সম্বন্ধে বলা যায় যে বহু পুরান বইয়ে নাম-পত্রে পাঠ্যাংশে যে হরফ ব্যবহার হতো, সেই একই হরফ ব্যবহার হ'তো। অনেক সময় বইয়ের নাম ছাপা থাকত একটি অলঙ্কারের উপর এবং সময়ে সময়ে নাম পত্রের চারপাশে অলঙ্কার থাকত।

এর পরে সুরু হ'লো খোদাই করা কাঠের ফলক থেকে ছাপা নাম পত্র। ১৫২০ থেকে ১৫৬০ সাল পর্যন্ত এ ধরণের নাম পত্র খুব প্রচলিত হ'লো।

ক্রমশঃ কাঠের ফলকের পরিবর্তে ধাতব অলঙ্কার অর্থাৎ ছাপার জন্য তৈরি অলঙ্কারের ব্যবহার সুরু হ'লো। এই সময় থেকেই অলঙ্কার বিহীন নাম পত্র ব্যবহৃত হ'তে থাকে ফলে নানা ধরণের হরফের সৃষ্টি হ'তে থাকলো।

কাঠের উপরে হরফ কেটে ছাপা উঠে যায় একটি একটি করে হরফ কাটা কষ্ট কর এবং সময় সাপেক্ষ্য ছিল বলে। ফলে ছাচ থেকে একেবার বহু হরফ ঢালাই করা সুরু হ'লো। ঠিক ঐ একই কারণে কাঠের ফলকের উপর নাম পত্র খোদাই করে নাম পত্র ছাপার রীতি ক্রমশঃ উঠে যেতে থাকল বলে মনে হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে আড়াআড়ি ভাবে রুল ব্যবহার করা সুরু হ'লো এবং এই রুল। ব্যবহার করার ক্রমবিবর্তন হ'য়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে নাম পত্রের চারধারে ফ্রেমের মত আকার নিল। আধুনিক যুগেও এ ধরণের নাম পত্র প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কাষ্ঠ ফলকে ছাপা নাম পত্র একেবারে উঠে গেল।

উনবিংশ শতাব্দীর নাম পত্র সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই তবে বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকান বইয়ের নাম পত্রে কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। কেবল মাত্র প্রথম পাতার ডান পৃষ্ঠা ব্যবহার করার পরিবর্তে ডান পৃষ্ঠা এবং বাম দিকের পৃষ্ঠা দুই পৃষ্ঠা জুড়ে নাম পত্র ছাপা হ'চ্ছে। অনেক সময় বইয়ের নামে ও লেখকের নামে বড় অক্ষর (Capitals) ব্যবহার করা হ'চ্ছে না। আজকাল অনেক আমেরিকান বইয়ে সারা নাম পত্র জুড়ে মোটা রুল আড়াআড়ি ভাবে ব্যবহার করা হ'চ্ছে।

গ্রন্থাগার জগতে চাক্ষুষ শিক্ষা ও চাক্ষুষ মাধ্যমের উপযোগিতা

সন্তোষ কুমার বসু

"নিজের চোখে দেখা" এই কথা বলে আমরা মনে করি যে আমাদের বক্তব্যের দাম বাড়ল। চাক্ষুষ মাধ্যমের সাহায্যে কোন জিনিষ অথবা ঘটনাকে বোঝবার সহজ দিকটার কথা এ থেকে বুঝতে পারি। গ্রন্থাগার-জগত গ্রন্থাগারিকবৃত্তি ও তার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, গ্রন্থাগার পরিচালন পদ্ধতি, পুস্তক ও অন্য সরঞ্জাম, পাঠক ও গ্রন্থাগারকর্মীকে নিয়ে গঠিত। চাক্ষুষ শিক্ষার একটা সাধারণ ও ব্যবহারিক আলোচনায় এই সবকটি দিকেরই লাভবান হওয়ার আশা আছে।

চাক্ষুষ শিক্ষা বা চাক্ষুষ আবেদনের কথা বলতে গেলে প্রথমে নানান ধরনের চাক্ষুষ শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে একটা ছোট অথচ সাধারণ আলোচনার প্রয়োজন আছে। মাধ্যমের উপযোগিতা ও প্রকৃতি বিচারই এই প্রসঙ্গের মূল বিষয়। সমস্তরকম চাক্ষুষ মাধ্যমের কথার পূর্বে সর্বপ্রথমে কার্যক্ষেত্রে সহজলভ্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই আলোচনা করা যাক। শিক্ষাবিদ ও মনস্তাত্ত্বিকদের মতে সবরকমের অভিজ্ঞতার মধ্যে এইটিই সর্বোত্তম কারণ অভিজ্ঞতা-অর্জন প্রয়াসীর নিকট এইটিই একমাত্র পদ্ধতি যাতে "হাতে-কলমে শেখা ও করে দেখার সুযোগ পাওয়া যায়। গ্রন্থাগারিকবৃত্তি শিক্ষণে এই ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। জনসাধারণ এমনকি ছাত্রদের পক্ষে বৃহৎ গ্রন্থাগারের কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন করতেও এই পদ্ধতি খুবই কাজে লাগে। তবে কোন শিক্ষাক্রমের অঙ্গ হিসাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগের ব্যবস্থা আশানুরূপ করে তুলতে হলে অনেক সতর্ক হয়ে পরিকল্পনা করতে হবে। প্রথমতঃ কোন একটি গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকবৃত্তির ছাত্রদের হাতে-কলমে কাজ শেখানোর সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত শিক্ষাকালের একেবারে প্রথমদিকে করলে চলবে না। এতে ছাত্র সাধারণের পক্ষে কোন একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের উপযুক্ত গ্রন্থাগারিকবৃত্তির কাযকরী দিককে অনুসরণ করা শক্ত হয়ে উঠবে ও অযথা সময় নষ্ট হবে। শুধু গ্রন্থাগারের ব্যাপারে নয়, সমস্ত রকমের শিক্ষাক্রমের মাঝামাঝি অথবা শেষ পর্যায়ে ব্যবহারিক শিক্ষা ও শিক্ষানবিশির ব্যবস্থা করতে পারলে ছাত্ররা এর উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সম্পর্কে অধিকতর সুবিবেচনা নিয়ে বৃত্তিগত কর্মকৌশল অতি অল্প সময়েই আয়ত্ত করতে পারবে।

সব অবস্থাতেই কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এইজন্য বিভিন্ন পরিবেশে ও প্রয়োজনে চাক্ষুষ শিক্ষাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সুষ্ঠু, বাস্তবানুগ অথচ পরোক্ষ মাধ্যম ব্যবহার করতে বাধ্য হতে হয়। এই ধরণের মাধ্যমের মধ্যে 'মডেল' বা প্রতিরূপের স্থান প্রথম সারিতে। মূল দ্রব্যের নিখুঁত প্রতিরূপকেই মডেল বলা হয়ে থাকে। এই প্রতিরূপ ব্যবহার করার সুবিধা অনেক। অতি বৃহৎ জিনিষ যার সামগ্রিক

রূপটি আমাদের কাছে প্রায় সব সময়েই অজানা থেকে যায় বা খুব ক্ষুদ্র জিনিষ যার গঠন ভঙ্গিমা আমরা সাদা চোখে দেখতে পাইনা—প্রতিরূপের সাহায্যে এদের বুঝতে পারাটা আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হয়ে যায়। প্রথমোক্ত ধরণের প্রতিরূপ বা মডেলকে ক্ষুদ্রায়িত প্রতিরূপ বলে অভিহিত করা হয়। গ্রন্থাগার জগতে এই ধরণের প্রতিরূপের মূল্য অপরিসীম। আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্মত পরিপূরক স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী কক্ষ সংস্থান, গ্রন্থগৃহ ও পাঠকক্ষের আয়তন ও প্রয়োজনকে বোধগম্য করার জন্যে এই ধরণের মডেল ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের জিনিষ বা অতিক্ষুদ্র অনিষ্টকর কীট পতঙ্গের বৃহদাকৃতির প্রতিরূপ প্রভৃতি ঐসব জিনিষ অথবা প্রাণীর প্রতিটি অংশের প্রতি আমাদের সচেতন করে তুলবার ক্ষমতা রাখে। পাবলিক লাইব্রেরীতে অথবা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত অন্যান্য ধরণের গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ পাঠকদের উৎসাহিত করে তুলবার জন্যও গ্রন্থাগার কক্ষের উপযুক্ত স্থানে প্রথম প্রকারের মডেল রাখলে ভাল হয়। এই দুই প্রকারের প্রতিরূপ ছাড়াও আর এক ধরণের প্রতিরূপ শিক্ষাজগতে সুপরিচিত। এতে কোন জিনিসের প্রতিরূপে তার বহিরাঙ্গের গঠন ছাড়াও এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্দ্ধাংশ উন্মুক্ত করে ভিতরের গঠন প্রক্রিয়াটিকেও বুঝিয়ে দেওয়া হয়। ত্রৈমাত্রিক রূপায়ণের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর আয়তনকে 'গ্লোবের' সাহায্যে দেখান হলে বা পৃথিবীর কোন একটি ভূভাগকে মডেলের সাহায্যে দেখান হলে তাকেও আমরা শিক্ষার কাজে লাগাতে পারি। আধুনিক গ্রন্থাগার সরঞ্জামের মডেল প্রভৃতির মাধ্যমে এই জিনিষগুলি গ্রন্থাগারকর্মীদের মধ্যে প্রচলিত করে তুলবার সম্ভাবনা আছে।

চাক্ষুস শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ফটোগ্রাফ বা অন্যান্য ধরণের চিত্র বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শিক্ষাজগতের আধুনিক পথিকৃতেরা তাঁদের পরিকল্পিত পুস্তকে চিত্রের প্রয়োজনকে বুঝতে পেরে অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রের ব্যবহার করেছেন। সমস্ত রকমের চিত্রের মধ্যে আমরা সর্বপ্রথমে ফটোগ্রাফের আলোচনাই করব। ত্রৈমাত্রিক প্রতিরূপ বা মডেলের পরে ফটোগ্রাফই কোন জিনিষকে বুঝে উঠবার পক্ষে সবচেয়ে সুন্দর মাধ্যম। আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফ মূল জিনিস বা ঘটনার ছবিকে নিখুঁতভাবে ধরে রাখতে পারে। প্রতিরূপের মতই অতি বৃহৎ জিনিসকে ক্ষুদ্র পরিসরে ও অতি ক্ষুদ্র জিনিষকে বোধগম্যতার উপযোগী আকারে উপস্থাপিত করবার ক্ষমতাও আলোকচিত্রের আছে। এছাড়াও অতিদ্রুত সংগঠনকারী কোন ঘটনা অথবা অতি ধীরে সংঘটিত কোন পরিবর্তন প্রভৃতিকে বুঝানোর পক্ষেও আলোকচিত্রের ক্ষমতা অনন্য সাধারণ। গ্রন্থাগারবৃত্তিতে আলোকচিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন আবহাওয়ায় ও পরিবেশে সংরক্ষিত পুস্তকের পক্ষে ক্ষতিকর ছত্রাক ও কীটপতঙ্গাদির প্রকৃতি ও ক্ষতিকারক কাজের পদ্ধতি ইত্যাদি বোঝা সহজ হয়ে উঠবে। আলোকচিত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংস্কার করার পূর্বের ও পরের অবস্থা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ফটোগ্রাফের এই ধরণের ব্যবহার সংরক্ষণ বিদ্যার ক্ষেত্রে সুপরিচিত। গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষকে উপযুক্তভাবে সজ্জিত করার জন্যও আলোকচিত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন মনীষীদের আলোকচিত্র, জাতীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক সৌধাবলী, শিল্পদ্রব্য প্রভৃতির

আলোকচিত্র ইত্যাদি বহু উন্নত ধরণের গ্রন্থাগারের অন্যতম আকর্ষণ। পুরাতন পাণ্ডুলিপির আলোকচিত্র ইত্যাদিও সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পারলে গ্রন্থাগারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। আলোকচিত্র সাধারণতঃ সাদাকালোর মাধ্যমে আপন বক্তব্যকে প্রকাশিত করে। রঙিন আলোকচিত্র সবসময়েই অধিকতর বাস্তবানুগ বা আকর্ষনীয় হয়ে উঠে। অধিকতর অর্থ বিনিয়োগের ক্ষমতা থাকলে রঙিন চিত্রের ব্যবহারই কাম্য।

এপর্য্যন্ত আমরা শুধুমাত্র অতিসাধারণ স্থির আলোকচিত্র নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। তবে আলোকচিত্রকে সহজেই পর্দ্দার উপর প্রতিফলিত করতে পারা যায়। স্থির চিত্রকে পর্দ্দার উপর প্রতিফলিত করার জন্য সাধারণতঃ "স্লাইড্ প্রজেক্টার" যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। এই প্রজেক্টার যন্ত্র সাধারণতঃ দুই তিন প্রকারের। এক ধরণের যন্ত্রে কেবল মাত্র স্লাইড্ প্রক্ষেপনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। "এপিডায়স্কোপ" নামক যন্ত্রে স্লাইড তো ব্যবহার করা যায়ই উপরন্তু পুস্তকের চিত্রাবলী অথবা যে কোন সাধারণ ছবিও প্রতিফলিত হতে পারে তৃতীয় প্রকারের যন্ত্র একটু অন্য ধরণের এতে বক্তা দর্শকদের দিকে মুখ করে বসে একটি ছোট পেনসিলের অথবা কলমের সাহায্যে পর্দ্দার উপরে প্রতিফলিত চিত্রটির বিভিন্ন অংশকে বোঝাতে পারেন। এই যন্ত্রের সুবিধা এই যে যন্ত্রটিকে চালানর জন্যে ও বক্তব্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করার জন্যে একাধিক লোকের প্রয়োজন হয় না। এইগুলি "ওভার হেড্ প্রজেক্টার" নামে পরিচিত। ওভারহেড প্রজেক্টার ব্যবহারিক তালিকা প্রণয়ণ পদ্ধতি শিক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করতে সমর্থ। প্রজেক্টার যন্ত্রের সঙ্গে রেকর্ড করা বক্তৃতাদির বন্দোবস্ত করেও সুফল পাওয়া গেছে। শিক্ষাদান ও শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এই সকল মাধ্যমের কয়েকটা বিশেষ গুণ আছে। বহুলোকের জন্য একই সাথে অধ্যয়ন উপযোগী বিষয়ের অবতারণা করার পক্ষে এটা অন্যতম সুষ্ঠু ও উপযুক্ত পথ। ভালো প্রতিফলন প্রাপ্ত হবার জন্য "প্রজেক্টার" বা চিত্র প্রক্ষেপণ যন্ত্র ব্যবহারকারীকে প্রদর্শনাকক্ষের দরজা জানলা বন্ধ করে দিতে হয়। এর একটা ভাল ফল আছে। বাইরের আলো ও গোলমাল থেকে পৃথক হয়ে দর্শকের পক্ষে প্রদর্শিত চিত্রের প্রতি অধিকতর মনঃসংযোগ করার এতে খুবই সুবিধা হয়। একই বিষয়ের কোন একটি চিত্রকে ঘুরে ফিরে বারবার দেখানোর সুবিধা একমাত্র স্থির প্রক্ষেপিত চিত্রের মধ্যেই পাওয়া যায়। এতে জটিল বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে বুঝবার সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব হয়। অল্পপরিসরে সংরক্ষণের সুবিধার জন্য ও সাধারণ বহনযোগ্য মাধ্যম হিসাবে প্রজেক্টার যন্ত্র ও কাঁচ বা অন্যান্য ধরণের হাল্কা দ্রব্যের স্লাইড্ গ্রন্থাগার আন্দোলনে ও গ্রন্থাগার বৃত্তি শিক্ষণে বিশেষ কার্য্যকরী। তবে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গৃহের বাইরে প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হলে পূর্ব-পরিকল্পিত কার্য্যসূচী ও লিখিত অথবা টাইপ করা বক্তৃতা প্রভৃতি তৈরী করে রাখা উচিত অন্যথায় শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। আলোকচিত্র ছাড়াও কমমূল্যে হাতে তৈরী স্লাইড্ বা পরস্পর জুড়ে থাকা সাধারণ চিত্রও এই ধরণের যন্ত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

চলচ্চিত্র বা 'মুভি'র সাহায্যেও শিক্ষাদানের কাজ অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তবে চলচ্চিত্র তোলবার আর্থিক দিকটার কথা ভেবে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এখনই এই মাধ্যমের

ব্যবহার সম্পর্কে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি না। চলচ্চিত্র নিশ্চয়ই অন্যান্য ধরণের প্রক্ষেপিত স্থির চিত্রের চেয়ে অধিকতর কার্যকরী একথা সবাই স্বীকার করবেন। তবে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অতিদ্রুতভাবে চলন্ত চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত দ্রব্য বা ঘটনা সম্পর্কে আকার অথবা পারম্পর্য্য বিষয়ক ভুল ধারণা সৃষ্টিকারী চলচ্চিত্র প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। তাক থেকে টেনে নেওয়া থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে বইএর ব্যবহার চলচ্চিত্রের সাহায্যে অতি সুন্দর ভাবে দেখান যেতে পারে ও পাঠকবৃন্দ ক্রমশঃ নানা ক্ষতিকারক অভ্যাস থেকে মুক্ত হয়ে উঠতে পারেন—চলচ্চিত্রের বিরাট সম্ভাবনাময় ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে এই কথাটি মনে পড়ল।

উপরে বর্ণিত এই দুই ধরণের চিত্র ছাড়া অসংখ্য মাধ্যমে ও পদ্ধতিতে হাতে আঁকা ও মুদ্রিত ছবি আমাদের কাজে লাগতে পারে। এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরের মধ্যে এদের সবগুলির পরিচয় দান করা প্রায় অসম্ভব। আমাদের প্রয়োজনের দিক থেকে এটুকু বলা যেতে পারে যে বড় আকারের 'মুরাল' বা প্রাচীর চিত্র যে গ্রন্থাগারের সৌষ্ঠবই বৃদ্ধি করে তা'নয় গ্রন্থাগার কক্ষে সম্পূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক ধরণের আবহাওয়া বা পরিবেশ সৃষ্টি করতেও সাহায্য করে। ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সুপরিচিত চিত্রাবলী ও বিভিন্ন শিশুগ্রন্থাগারের চিত্রণ পদ্ধতি আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে। এই প্রকারের চিত্র ছাড়াও অতি আধুনিক "লিথোগ্রাফিক" "অফসেট" ও "ফটোগ্র্যাভিয়োর" পদ্ধতিতে প্রায় নিখুঁত মুদ্রণ করা সম্ভব। প্রাচীনকালের চিত্রিত পুঁথিপত্রের প্রতিলিপি এবং বিখ্যাত চিত্রনিদর্শনের প্রতিলিপি সাধারণ কার্ডের আকারে অথবা অপেক্ষাকৃত বড় সাইজে ছাত্রদের মধ্যে গ্রন্থবিদ্যা অধ্যয়নকালে বিতরিত হলে এর দ্বারা উপকার পাওয়া যেতে পারে। এইসব প্রতিলিপি গ্রন্থাগারের সাহায্যে জনসাধারণকে দেখানোর জন্য যত্নকরে সংগ্রহ করা উচিত। কোন বড় বিষয়ের কেবলমাত্র কয়েকটি সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব-মূলক দিক অথবা ভঙ্গীকে নাটকীয় ভাবে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করার জন্য ব্যবহৃত চিত্রকেই "পোষ্টার" বা একধরণের সংক্ষেপিত চিত্ররূপে বর্ণনা করা যায়। উপযুক্ত ভাবে প্রদর্শিত পোষ্টারের আবেদন প্রায় অপ্রতিরোধ্য। গ্রন্থাগার গুলি তাদের বিশেষ "দিবস" ও "সপ্তাহ" উপলক্ষে এই ধরণের পোষ্টারের সাহায্য নিতে পারেন। পোষ্টার চিত্রিত হলেই ভাল। শুধুমাত্র লেখার সাহায্যে পোষ্টারের বক্তব্যকে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করতে গেলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার উদ্দেশ্য সফল হয়ে ওঠে না। অতি সরল রেখাঙ্কনের একটি বিশেষ শিক্ষাগত উপযোগিতা রয়েছে। সাধারণ ভাবে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও কর্মকৌশলগত চিত্র এই ধরণেরই হওয়া উচিত কারণ এতে করে কোন একটি বিষয়কে সহজে বোঝান যায়। এই উপলক্ষে আমরা বই বাঁধাইয়ের বিভিন্ন হস্তগত ও যন্ত্রায়িত পর্যায়ের কথা বলতে পারি। এই মাধ্যমের সহায়তায় পুস্তক মুদ্রণের বিভিন্ন যন্ত্রাবলীর কার্য্যপদ্ধতিও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণের ক্ষেত্রে চার্ট, গ্রাফ, প্ল্যান বা ম্যাপের উপযোগিতাও কম নয়। ছাত্রদের নিকট বর্গীকরণ সম্পর্কে একটা ভিত্তি মূলক ধারণা তৈরী করে দেওয়ার জন্য অথবা গ্রন্থাগার পরিচালন পদ্ধতির প্রকৃতি প্রভৃতিও

ব্যাখ্যা করার জন্য চার্টের ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য। এক ধরণের চার্টে কোন একটি মূল বিষয় হতে উৎপন্ন দ্রব্য অথবা ধারণা দেখান হয়ে থাকে। এই গুলিকে ইংরাজীতে "ট্রি-চার্ট" অথবা 'ফ্লো-চার্ট' নামে অভিহিত করা হয়। কোন একটি সংগঠনের কার্য্যক্রম, যেমন গ্রন্থাগারের পুস্তকের নির্বাচন ও পুস্তক ক্রয় থেকে আরম্ভ করে পাঠকের হাতে পৌছান পর্য্যন্ত বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার পরিচালন সম্মত পদ্ধতি ইত্যাদি দেখানর পক্ষে "ফ্লো-চার্ট" অথবা "প্রবাহিত-নক্সা"র উপযোগিতাই বেশী। উপযুক্ত চার্ট তৈরী করতে হলে অনেক সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হয়। প্রত্যেক স্তরে বিভাজিত বিষয়ের একই প্রকৃতি না হলে, ক্রমশঃ বড় হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের দিকে স্তরে স্তরে অবতরণ না করলে প্রভৃত ভুল হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায়। শুধুমাত্র লেখার অক্ষরের সাহায্যে অঙ্কিত চার্টকে প্রয়োজন বোধে স্বল্পস্থান অধিকারী স্কেচ অথবা অন্যান্য ধরণের চিত্র দিয়ে সজ্জিত করলে অধিকতর ফল লাভ করা যায়। এক বা একাধিক কার্যকারণের অথবা প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিষয়বস্তুকে গ্রাফের সাহায্যে বোঝান হয়ে থাকে। বিভিন্ন আকারে নিখুঁত অনুপাত বিশিষ্ট ছবি দ্বারা চার্টের মত গ্রাফকেও অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। গ্রন্থাগারের মূলকক্ষে পুস্তক-সংরক্ষণগৃহ পাঠক সংখ্যা প্রভৃতির পরিসংখ্যান সমন্বিত চার্ট ও গ্রাফ রাখলে অথবা গ্রন্থাগারের বাৎসরিক বিবরণীতে এই প্রকারের চার্ট অন্তর্ভুক্ত হলে পাঠক ও গ্রন্থাগার পরিচালকগণের নিকট গ্রন্থাগারের বৈষয়িক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত কার্যপ্রণালীর উন্নতি-অবনতি অনুধাবন করার কাজ অনেক সহজ হয়ে ওঠে। গ্রন্থাগার পরিষদ প্রভৃতি গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনকারী সংস্থাও এই ধরণের মাধ্যম ব্যবহার করতে পারেন। ম্যাপ বা প্ল্যান, বিশেষ করে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্ল্যান ইত্যাদিও যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। গ্রন্থাগার ভবনের প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি সমস্ত গ্রন্থাগারটির প্ল্যান বা নক্সা উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তি সহ রাখা থাকলে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পাঠকবৃন্দের খুবই সুবিধা হয়। প্রতিরূপ বা 'মডেলে'র মত প্ল্যান বা নক্সাও গ্রন্থাগার বৃত্তি শিক্ষণের পক্ষে খুব দরকারী। সাধারণভাবে নক্সা দেখে গৃহসংস্থান ইত্যাদি বুঝবার ক্ষমতা প্রবীণ গ্রন্থাগারিককে পরবর্তী জীবনে প্রভূত সাহায্য করতে সক্ষম।

চাক্ষুষ শিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে প্রতীক চিত্র ও অক্ষরমালা সবচেয়ে কঠিন পর্যায়ের। অতএব এইগুলি ব্যবহার সম্পর্কে যথা সম্ভব সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়াই ভাল। প্রতীক চিত্রের ব্যবহার সম্পর্কে আমরা ততটা সচেতন নই। সাধারণ পথ-নির্দেশে এই ধরণের অনেক প্রতীক চিত্রের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। সাফল্যলাভ করতে হোলে সমস্ত প্রতীক চিত্রকে এক একটা সাধারণ নিয়ম বা প্রথা মেনে চলতে হবে। পাঠক, গ্রন্থাগারকর্মী, গ্রন্থ, প্রভৃতি সম্পর্কে এক ধরণের প্রতীক ব্যবহার করতে না পারলে চার্ট দেখে দর্শকমাত্রেই বিভ্রান্ত হয়ে যাবেন। ভাল চিত্রিত চার্ট অথবা গ্রাফ তৈরী করতে গেলে এই ধরণের প্রতীক চিত্রের ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। অক্ষরের কথা বলতে গিয়ে আমাদের অতি নিশ্চিন্ত হয়ে উঠলে চলবে না। গ্রন্থগৃহের তাকের বর্গীকরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তিতে, গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগীয় কক্ষের নাম বিজ্ঞপ্তিতে, কৃতজ্ঞতার আবেদন জ্ঞাপনকারী বিজ্ঞপ্তিতে, তালিকা-

পত্রে ও বইয়ের গায়ে নানান ধরণের অক্ষর আঁকবার কাজে গ্রন্থাগারকর্মী সব সময়েই ব্যস্ত থাকেন। এর মধ্যে তালিকাপত্রের অক্ষর নিয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সময়েই যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয় সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর ব্যবহার করার অভ্যাস সৃষ্টির প্রতি। গ্রন্থাগারের কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য সকল ধরণের বিজ্ঞপ্তির ব্যাপারে কয়েকটা নিয়ম আমরা সব সময়েই অনুসরণ করতে পারি। অক্ষরগুলি অযথা অলঙ্করণের দ্বারা ভারাক্রান্ত হবেনা। অক্ষরগুলি এমন একটা বিপরীত রংয়ের পটভূমিকায় অঙ্কিত থাকবে যে সহজেই চোখে পড়বে। মূল বিষয় থেকে ক্রমান্বয়ে অবতরণের সময় বিভিন্ন প্রকারের অক্ষরের পরিমাপ অনুরূপভাবে কমে আসবে ও বিজ্ঞপ্তি ঠাসাঠাসি করে ভরিয়ে তুলবে না। বিজ্ঞপ্তিগুলি এমন কোন স্থানে রাখা হবে না যেটা পাঠ করার পক্ষে অসুবিধাজনক।

এইবারে আমরা চাক্ষুষ মাধ্যম প্রদর্শন করার সম্পর্কে কিছু বলতে চেষ্টা করব। সাধারণভাবে প্রদর্শনীর নিয়ম কানুন চমকপ্রদ নয় এবং বোধ হয় সেই কারণেই প্রদর্শনী উপেক্ষিত হয়ে থাকে। প্রদর্শন বস্তুর অবস্থান নিয়েই আমরা অগ্রসর হতে পারি। মোটামুটিভাবে সকল প্রদর্শন বস্তুকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক ধরণের প্রদর্শন বস্তু দর্শকের চক্ষুর স্তরে রাখা হলে ভাল হয়। অন্য ধরণের জিনিষগুলির বৃহদাকারের জন্য অপেক্ষাকৃত নিম্নে রাখা হলেও কোন ক্ষতি হয় না। মস্ত বড় রিলিফ ম্যাপ, প্ল্যান বা নক্সা প্রভৃতি জিনিষ দর্শকের নিকট হতে দূরে দেওয়ালের দিকটায় সামান্য উঁচু করে রাখলে দেখবার সুবিধা হয়। এক্ষেত্রের প্রদর্শনদ্রব্যের আকার ভূমি থেকে তার উচ্চতাকে নির্দ্ধারণ করবে। বই, খাতা, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ আমরা হাতে ধরে কাছে এনে দেখতে অভ্যস্ত সেগুলোর উপর দিকটাও উঁচু করে হেলান অবস্থায় দর্শকের চক্ষুর স্তরে রাখা হলে দেখতে সুবিধা হয়। এই ধরণের প্রদর্শনআধারের ভিতর রক্ষিত বিজ্ঞপ্তি তেরছা করে রাখা ভাল। মূল্যবান দলিল দস্তাবেজ বা পাণ্ডুলিপির ঠিক উপরে সোজাসুজি আলো পড়লে সে গুলির খুব ক্ষতি হয়। সোজাসুজি পড়া আলোকে প্লাষ্টিক অথবা দাবা কাচ ইত্যাদির দ্বারা বিচ্ছুরিত ও কমজোরী করে নেওয়া ভাল। বড় বড় প্রদর্শনাধারের কাচ নীচের দিকে খানিকটা ভিতরে ঢোকান এবং তেরছা অবস্থায় রাখলে নানারকমের প্রতিফলন ও ছায়াকে এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে। সমস্ত রকমের দ্বি-মাত্রিক মাধ্যমকে (যথা, আলোচিত্র, পোষ্টার, চার্ট ইত্যাদি) কোন উপায়ে খাড়াখাড়ি ভাবে না রাখলে চলবে না। তবে বিভিন্ন ভূমি বা তল বিশিষ্ট প্রদর্শনাধার ব্যবহার করে, একটি চিত্রের চারপাশ থেকে কেটে (কাট্-আউট্ করে নিয়ে) একটা বিশিষ্ট রূপ দিয়ে অথবা পিছন থেকে আলো দিয়ে এগুলোকে আরও সুন্দর করে তোলা যায়। প্রদর্শনীর পক্ষে গ্রন্থাগার কক্ষের প্রাচীর বা দেওয়ালের মধ্যভাগের দু'চার ফুট পরিমাণ জায়গাই সবচেয়ে উপযোগী।

আলো ও রং নিয়ে আলোচনা করলেই আমরা একটা মোটামুটি সহজবোধ্য পরিসমাপ্তির কাছাকাছি এসে পড়ব। আলোকে সাধারণতঃ উপর দিক থেকে, পাশ থেকে অথবা তলা থেকে কিম্বা পশ্চাত থেকে প্রদর্শিত দ্রব্যের নিকট নিয়ে আসা যায়। প্রত্যেকটি জিনিষকে তার সাধারণ আলোক প্রাপ্তির দিক থেকেই সজ্জিত করা উচিত। রিলিফের কাজ (যেমন

পুরাতন নেপালী ও তিব্বতী সূত্র কারের কাজ করা মলাট) উপরের বা পাশের দিকের আলোয় ঠিক মত ফুটে উঠে। সাধারণ পুস্তকের উপরে আলো থাকলেও একরকম চলতে পারে। কাঁচের উপর আঁকা ছবির পিছন দিক থেকে আলো দিলে সুন্দর দেখতে হয়। স্পট লাইটের দ্বারা বিশেষ ক্ষেত্রে ফেলা আলোর সাহায্যে কোন প্রদর্শন দ্রব্যকে তার আশে পাশের জিনিষ থেকে সহজেই আলাদা করে ফেলা যায়।

সব রকম প্রদর্শনীতেই আলোর উৎস দর্শকের বা পাঠকের চক্ষুর অন্তরালে থাকলেই ভাল, না হলে আলোর তীব্রতায় চোখ ধাঁধিয়ে যাবার আশঙ্কা থেকে যায়। আলোর মত রংও একধরনের জিনিষকে একত্রীভূত অথবা পৃথকীকৃত করে ফেলবার পক্ষে একটি বহুব্যবহৃত ও পরীক্ষিত মাধ্যম। তবে কোন অবস্থাতেই আধারের উজ্জ্বলতা ও রঙীন আবেদনের বাহুল্য দর্শকের চোখকে মূল দ্রষ্টব্য বস্তু থেকে সরিয়ে আনলে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার সম্পর্কে বহুদিন ধরে নানান আলোচনা চলে আসছে ও নানান কার্যক্রম অনুসরণ করা হচ্ছে। আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে অধিক পরিমাণে চাক্ষুষ মাধ্যমের ব্যবহার গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষণে নিয়োজিত হোক। বিশেষ করে গ্রন্থ সংরক্ষণের কাজে চাক্ষুষ ও ব্যবহারিক পদ্ধতির অধিক চর্চা করা হোক। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ইতিমধ্যেই বহু প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। তবে পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারিক বৃত্তির বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষায় আরও অধিক পরিমাণে চাক্ষুষ মাধ্যম ব্যবহৃত হলে ভাল হয়। সরকারের সহযোগিতায় একটি বা দুটি প্রজেক্টার যন্ত্র সংগ্রহ করতে পারলে পরিষদের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত গ্রাম ও শহরাঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলন জনপ্রিয় করে তুলবার কাজে যথেষ্ট সুবিধা হবে। এই প্রসঙ্গে জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের নিকটও একটি স্থায়ী গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রদর্শনী বা সংগ্রহশালা স্থাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। এই ধরণের একটি স্থায়ী প্রদর্শনীর মাধ্যমে আধুনিক ভারতের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পদ্ধতির একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র জনসাধারণের কাছে রাখা যেতে পারে। ভারত সরকার জাতীয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পরিষদ প্রমুখ দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান যদি এগিয়ে আসেন তাহলে এই বিষয়ে বহু কাজ করা যেতে পারে। আধুনিক গ্রন্থাগার সরঞ্জাম, গ্রন্থাগার পদ্ধতি, গ্রন্থাগারের উপযোগিতা গ্রন্থাগার আইন ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক প্রচার ও আন্দোলন চালাতে গেলে চাক্ষুষ মাধ্যমের ব্যবহারকে অস্বীকার করলে চলবে না দ্রুত ফললাভের নানান পন্থার মধ্যে এটিও অন্যতম।

সংবাদপত্র সংরক্ষণ প্রসঙ্গে

অজয় রঞ্জন চক্রবর্তী

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বেড়ে চলেছে। এই ক্রমবর্দ্ধমান পরিধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য একদা অনাদৃত পুস্তিকা, সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রেরও ডাক পড়েছে। কিছুদিন আগেও মনে করা হত যে সংবাদপত্রের প্রয়োজন শুধু প্রকাশের তারিখের জন্য। পুরনো সংবাদ ও সংবাদপত্রের প্রয়োজন যে ভবিষ্যতে হতে পারে, এ ধারণা অনেকেরই ছিল না। পুরনো সংবাদপত্রের স্থান একমাত্র পুরনো কাগজ ক্রেতা ফেরীওয়ালার ঝুলিতে—এ ধারণাই বদ্ধমূল ছিল। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পুরনো সংবাদপত্রের হাল দেখলে অন্য কোন চিন্তা মনেও আসেনা। কোন প্রকারে পুরনো কাগজকে বাণ্ডিল বেঁধে রেখে দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অগোছালো ভাবে। পুরনো কোন খবরের জন্য বাণ্ডিল খুললে অনেক ধকল সইতে হয়। খবরটি কোন কাগজের, কোন দিনে, কোন পৃষ্ঠায় এবং কোন কলমে বেরিয়েছিল তা জানা না থাকলে ত খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর, আবার সব কিছু জানা থাকলেও পুরনো কাগজ ততদিনে অক্ষত থাকে কিনা সন্দেহ।

প্রত্যেক দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের এক নিখুঁত চিত্রের পরিবেশক সেই দেশের সংবাদপত্র। সুতরাং আজকের পৃথিবীতে সংবাদপত্রের যে নতুন মূল্যায়ন হয়েছে, তারজন্য বিশেষভাবে সংবাদপত্র সংরক্ষণ করা দরকার। যাতে সংবাদপত্রের আরও অধিক সদব্যবহার হতে পারে। যে কোন দেশের পুরনো সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক কাঠামোর পরিচয় পাবার এ এক মূল্যবান দলিল। সুতরাং এর সংরক্ষণের প্রশ্নে দ্বিমত থাকতে পারে না। সংবাদপত্র সংরক্ষণের দুটো দিক আছে।

(১) সূচীকরণের সাহায্যে সংবাদপত্রকে অধিক ব্যবহার উপযোগী করা।

(২) ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করা।

কোন বিশেষ সংবাদপত্রের বিশেষ দিনের কোন খবর কোন্ পৃষ্ঠায় বেরিয়েছে তা সূচীবদ্ধ না করা হলে ভবিষ্যতে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল হবে। সুতরাং আজকের সংবাদপত্রের আগামী দিনে আরও সদব্যবহারের জন্য প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন সূচীকরণ। বিদেশের অনেক প্রভাবশালী সংবাদপত্র নিজস্বসূচী প্রকাশ করছেন। ভারতের সংবাদপত্র মালিকেরা এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে গ্রন্থাগারিকদের কাজ অনেক হাল্কা হয়ে যেত। তবে তাদের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর না করে আমরা গ্রন্থাগারিকেরা এখনি কাজে নামতে পারি। প্রথম প্রয়োজন কিছু সাদা কার্ড (৮″×৫″ অভাবে ৫″×৩″)। সাদা কার্ডে প্রয়োজনীয় ঘর

কেটে নিতে হবে। ছাপিয়ে নিলে সব থেকে ভাল। সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয় সংবাদগুলি বাছাই করার পর এক একটি কার্ডে এক একটি বিষয় সূচীবদ্ধ করা যেতে পারে। কোন সংবাদপত্রে ১৫টি সংবাদ বাছাই হলে ১৫টি কার্ডে তা সূচীবদ্ধ করতে হবে। প্রতি কার্ডে বর্গীকরণ চিহ্ন, পত্রিকার নাম, সংক্ষিপ্ত বিষয়, প্রকাশের তারিখ, পত্রিকার সংস্করণ, পৃষ্ঠা ও কলমের বিবরণ থাকে। কার্ডগুলি তৈরী করার পর কোন বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী সব কার্ড সাজিয়ে নিতে হয়। নীচে একটি কার্ডের নমুনা দেওয়া হল।

বর্গীকরণ চিহ্ন	সংবাদপত্রের নাম			
সংক্ষিপ্ত বিষয়	তারিখ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	কলম
ভারতের টোকিও অলিম্পিকে হকির বিজয় মুকুট লাভ (খেলার বিবরণ ও খেলোয়াড়ের নাম)	২৪শে অক্টোবর ১৯৬৪	শেষ শহর	১	১—৪

দিল্লী থেকে প্রকাশিত Asian Recorder বা ঐ ধরনের পত্রিকা আমাদের আংশিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক গ্রন্থাগারের নিজস্ব সংবাদপত্র-সূচী গ্রন্থাগারকে অধিক পরিমাণে জনসেবার সুযোগ দেবে।

সংবাদপত্রের দাম সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য সস্তা কাগজ ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞাপন ও বহুল পরিমাণে ছাপান ও এর দাম কমাতে সাহায্য করে থাকে। কিন্তু সস্তা কাগজ ব্যবহার করার ফলে এর স্থায়িত্ব বেশী দিনের হতে পারে না। যন্ত্রের সাহায্যে কীট নাশক ওষুধ ব্যবহার এখানে খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। সুতরাং আগামীকালের ব্যবহারের জন্য আজকের সংবাদপত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। বিভিন্ন সংবাদপত্র টেকসই কাগজে প্রত্যেক দিনের সংবাদপত্রের এক বিশেষ গ্রন্থাগার সংস্করণ প্রকাশ করে এ সমস্যার সমাধান করতে পারেন। ডঃ রঙ্গনাথন এ সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে বর্তমানে প্রচলিত Delivery of Books and Newspapers Act এর সামান্য সংশোধন করে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। মালিকেরা সংবাদপত্রের যে কপিটি Deposit Act অনুযায়ী জমা দেন, অন্তত সেই কপিটি যদি ভাল কাগজে বই-এর আকারে ছাপেন তবে সংরক্ষণের দিক থেকে আংশিক নিশ্চিত হওয়া যায়। ডঃ রঙ্গনাথন হিসেব করে দেখিয়েছেন যে ২০ পৃষ্ঠার সংবাদপত্রকে ডেমি অক্টেভো বই-এর আকারে ছাপলে পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ১৬০ এবং এজন্য খরচ পড়ে ৫ টাকার মত। যদি কোন সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা ১০০,০০০ হয়, তবে প্রত্যেকটি কাগজের জন্য মালিককে অতিরিক্ত ·০০৫ পয়সা খরচ করতে হবে। এ সামান্য খরচ বৃহৎ পত্রিকা প্রকাশকেরা অনায়াসেই পুষিয়ে নিতে পারেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল—১৯৬৪

সম্মান সহকারে উত্তীর্ণ

রোল নং	নাম
৪	বলদেব বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৭	দীপক রঞ্জন চক্রবর্তী
৫৪	প্রীতি চৌধুরী
১১৮	শ্যামাপ্রসাদ পাল

সাধারণ ভাবে উত্তীর্ণ

রোল নং	নাম
১	নন্দিতা আচার্য
৩	নীলিমা বল
৫	বন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়
৬	ইরা বন্দ্যোপাধ্যায়
১০	প্রফুল্ল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১১	পুলক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১২	ছবি বর্মন রায়
১৩	শুক্লা বর্মণ রায়
১৭	অশোক কুমার বসু
১৮	চিত্রা বসু
১৯	পবিত্র কুমার বসু
২১	শ্যামল কুমার বসু
২৩	সুভাষ চন্দ্র বসু
২৫	অরুণ চন্দ্র ভট্টাচার্য
২৭	দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য
২৮	দুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
২৯	বীণা ভট্টাচার্য
৩৩	জ্যোতি বিশ্বাস
৩৮	হরিদাস চক্রবর্তী
৪০	সুভাষচন্দ্র চক্রবর্তী
৪২	গোপীনাথ চন্দ্র
৪৩	বন্দনা চট্টোপাধ্যায়
৪৪	দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়
৪৫	দিলীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়
৪৮	মিনতি চট্টোপাধ্যায়
৫০	রাখাল রাজ চট্টোপাধ্যায়
৫২	শ্যামলী চট্টোপাধ্যায়
৫৫	রেণু চৌধুরী
৫৬	সুধীন্দ্র চৌধুরী
৬০	বিনয়েন্দ্র কুমার দাশ
৬৫	অলকানন্দা দাশগুপ্ত
৬৬	অশোক কুমার দাশগুপ্ত
৬৯	স্বপন কুমার দাশগুপ্ত
৭০	তুলিকা দাশগুপ্ত
৭১	অরুণ কুমার দত্ত
৭২	হিরণ কুমার দত্ত
৭৪	নিতাই চন্দ্র দত্ত
৭৫	প্রশান্ত কুমার দত্ত
৭৭	রমা দত্ত
৭৯	ধনঞ্জয় দে
৮৩	অর্চনা গঙ্গোপাধ্যায়
৮৪	বন্দনা গঙ্গোপাধ্যায়
৮৬	বিমল কুমার ঘোষ
৮৭	ইলা ঘোষ
৮৯	রমলা ঘোষ
৯১	সুমেধা ঘোষ

রোল নং	নাম
৯২	সুভাষচন্দ্র গোস্বামী
৯৩	অঞ্জলি গুহ
৯৪	শিবাণী গুহ
৯৫	কমলা গুহ রায়
৯৬	অনুরাধা হালদার
৯৭	জি, শান্তা আয়ার
১০০	সুপ্রিয় খাস্তগীর
১০২	সমর কুমার কুণ্ডু
১০৫	শর্মিষ্ঠা মজুমদার
১০৯	সুনন্দা মিত্র
১১৩	কস্তুরী মুখোপাধ্যায়
১১৫	শান্তি রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
১১৬	তারাপদ মুখোপাধ্যায়
১১৯	প্রণতি পালিত
১২০	শুভেন্দুশেখর প্রধান
১২১	জগন্নাথ প্রসাদ
১২২	জি, রাজলক্ষ্মী
১৩২	আভারাণী রুদ্র
১৩৩	ইলা সাহা
১৩৪	জিতেন্দ্রনাথ সাহা
১৩৬	সুজিত কুমার সারেঙ্গী
১৩৮	সরিৎশেখর সরকার
১৪০	নূপুর সেন
১৪১	রমাপ্রসাদ সেন

রোল নং	নাম
১৪২	স্মৃতি সেন
১৪৩	সুনন্দা সেন
১৪৪	বীণা সেন গুপ্ত
১৪৬	আরতি সোম
১৪৭	বজরঙ্গ বাহাদুর শ্রীবাস্তব
১৪৮	বিমল নারায়ণ সুর
১৪৯	বিকাশ চন্দ্র তালুকদার
১৫১	তপেশ গঙ্গোপাধ্যায়
১৫২	তপনকান্তি চক্রবর্তী
১৫৪	অমল চন্দ্র দাশগুপ্ত
১৫৯	স্বপ্না সিংহ
১৬১	মমতা সরকার
এন ১	অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়
এন ২	দুর্গাদাস বসু
এন ৩	ভাস্কর কান্তি ভট্টাচার্য
এন ১০	রেবা দাশ
এন ১৬	জয়শ্রী ঘোষ
এন ৩০	অমিতা পালিত
এন ৩২	দীপ্তিময় রায়
এন ৩৩	রতন কুমার রায়
এন ৩৪	বন্দনা রায়চৌধুরী
এন ৩৫	বিনয় রঞ্জন সরকার
এন ৩৬	নিভা সরকার
এন ৩৭	কমল কৃষ্ণ সাউ

২০শে ডিসেম্বর পশ্চিমবাংলার সর্বত্র গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত

ডিপ, লিব্ (আগষ্ট, ১৯৬৪) পরীক্ষার ফলাফল

—প্রথম শ্রেণী—

রোল নং	নাম
১৭	এ, বি, এম, শামসুদ্দৌলা
২৪	অসিত ভঞ্জ

—দ্বিতীয় শ্রেণী—

রোল নং	নাম
১	আশিস নিয়োগী
২	রামকৃষ্ণ সাহা
৭	হিমাণী ঘোষ
৮	দিপালী দত্ত-চৌধুরী
১০	কবিতা মিত্র
১১	ভারতী সেনগুপ্ত
১৩	সত্যব্রত সেন
১৮	রণমিত্র সেন
২৩	গৌরকান্ত রাহা
৩০	কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়
৩২	ভারতী রায়
৩৩	মণিকা দত্ত
৩৬	মায়া বসু
৩৭	শিবাণী ঘোষ
৪০	ইভা চট্টোপাধ্যায়
৪৫	শীলা গুপ্ত
৪৭	মিতা দাশগুপ্ত

রোল নং	নাম
৪৮	মঞ্জুলা পাল
৫৯	ইভা সমাদ্দার
৬৩	ভোলানাথ ঘোষ
৬৪	রণেন্দ্রমোহন মুন্সী
৬৫	ফণিভুষণ পাল
৬৮	সুধীন্দ্রনাথ মিত্র
৬৯	দেবনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়
৭২	অসিত কুমার দাস
৭৩	কনকেন্দু নিয়োগী
৭৪	জ্যোতিরিন্দ্র নাথ কুণ্ডু
৭৬	গোপালচন্দ্র পাল
৭৭	সৌমেন্দ্রনাথ সেন
৭৮	মৃণালকান্তি কুমার
৭৯	নিশীথরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়
৮১	চিত্তরঞ্জন রায়
৮২	কণিকা রায়

—তৃতীয় শ্রেণী—

রোল নং	নাম
৩	প্রণবানন্দ জানা
৪	পথিক চক্রবর্তী
৫	অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৯	চিত্রা গুহ
১৯	অশ্বিনীকুমার মণ্ডল
২০	মনোজ কুমার সুর
২১	শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী
২৬	কল্পনা ধর
৩১	সুচিত্রা ঘোষ
৩৯	ভবানী মুখোপাধ্যায়
৪২	নন্দিনী দাশগুপ্ত

রোল নং	নাম
৪৩	মায়া চট্টোপাধ্যায়
৪৪	কৃষ্ণা ঘোষ
৫০	অসীমা সান্যাল
৫১	কমল গুহ
৫৮	শুভেন্দুলাল বসু
৫৯	ভাস্করানন্দ চট্টোপাধ্যায়
৬০	গিরিজা নাথ ভট্টাচার্য
৬২	জগন্নাথদেব গোস্বামী
৭১	ভারতজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়
৭৫	বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার সংবাদ

একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ঃ আসাননগর তরুণ পাঠাগার, নদীয়া

গ্রন্থাগারিকের বিবৃতি

কৃষ্ণনগর থেকে ৮ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত এই গ্রামীণ গ্রন্থাগার। কৃষ্ণনগর ও মাজদিয়া বাসরুটের মধ্যবর্তীস্থান আসাননগর গ্রামে, রাস্তার ধারে ৪ কাঠা জমিতে স্থানীয় হাইস্কুলের পার্শবর্তীস্থানেই গ্রন্থাগারটা অবস্থিত।

গ্রামের তরুণ বৃন্দের প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল ১৩৬০ সালে। গ্রাম্য নানা বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে দিয়েও, আজ গ্রন্থাগার বেশ জনপ্রিয় ও আদর্শ স্থানীয় হয়ে উঠেছে।

এই সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগারের কার্যসময় বেলা ২টা থেকে রাত ৮টা। এই স্থানে দ্বিতীয় কোন গ্রন্থাগার না থাকায় এর গুরুত্ব বেশী। পত্র পত্রিকা পাঠের জন্য বহু পাঠক পাঠিকা নিয়মিত এখানে আসেন।

গ্রন্থাগারে দুইটি বিভাগ আছে। (১) সাধারণ বিভাগ—(ক) পুস্তক ঋণ বিভাগ (Lending section) গ্রন্থাগারের সদস্যগণকেই শুধু পুস্তক পড়বার জন্য ধার দেয়া হয়। (খ) পাঠকক্ষ (Reading-room) পাঠকক্ষে পুস্তক ও পুস্তিকা পড়ার জন্য কোনরূপ চাঁদা দিতে হয় না। (২) সাংস্কৃতিক বিভাগ (Cultural section) গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে মনীষীদের জন্মোৎসব পালন, স্মৃতি বার্ষিকী উদ্‌যাপন, সাহিত্য সভার ব্যবস্থা, বিতর্ক সভা বা অপূর্ব কল্পিত ভাষণ (extempore speaking), পত্রিকা পরিচালনা ইত্যাদি সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির আলোচনা করা হয়। পুস্তক ঋণ বিভাগ দুই ভাগে বিভক্ত। (১) স্থানীয় বিভাগ-এখানে সদস্যরা নিজেরাই গ্রন্থাগারে গিয়ে বই নেন। (২) ভ্রাম্যমাণ বিভাগ—এই বিভাগের সদস্যদের জন্য সাইকেল পিওন নির্দ্দিষ্ট দিনে সুনির্দ্দিষ্ট স্থানে (Distribution centre) পুস্তক ঋণ দিয়ে থাকে। অবশ্য এর জন্য মাসিক চাঁদা কিছু বেশী দিতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ যোগ্য যে কৃষ্ণনগরে সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীরা আমাদের এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই কাজের জন্য নদীয়া জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীযুক্ত কামিনী কুমুদ চৌধুরী ও জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সিংহ গ্রন্থাগার কে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

গ্রন্থাগারের কাজ সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য ব্রাউন পদ্ধতি (Browne system) গ্রহন করা হয়েছে। এই প্রথা চালু করার জন্য অতি অল্প সময়ে বই 'ইস্যু' করা সম্ভব হয়েছে।

ক্যাটালগ, লেখকের নাম অনুযায়ী বিচ্ছিন্ন কাগজে বর্ণনা ক্রমিক ভাবে সাজান আছে। সাধারণ লোকের পক্ষে এটা সহজ মনে করেই এই প্রথা চালু করা হয়েছে।

পুস্তক চাওয়া মাত্রই শেল্‌ফ হতে তৎক্ষণাৎ বার কর বার জন্যই প্রয়োজন বর্গীকরণ বা শ্রেণী বিভাগের। তাই ডিউইর দশমিক বর্গীকরণ ব্যবহার করা হয়েছে।

গ্রন্থাগারে প্রশস্থ পাঠগৃহ না থাকায় গ্রন্থাগারের গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব নানা ভাবে নষ্ট হচ্ছে। এ ব্যাপারে গ্রন্থাগারের সম্পাদক মহাশয় সরকার বাহাদুর কে আবেদন করেছিলেন। এখনও উপর মহল থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

গ্রন্থাগারিক শ্রীমদন মোহন মল্লিক 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে' বিশেষ শিক্ষণ লাভ করে এসেছেন।

কাগ্রাম নবারুণ সঙ্ঘ : মুর্শিদাবাদ

সম্প্রতি কাগ্রাম নবারুণ সঙ্ঘ পাঠাগারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত এই নব নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ পাঠাগারের কার্য পরিচালনা করবেন। শ্রীমদন মোহন ঘোষ, শ্রীসত্যনারায়ণ রায়, ও শ্রীমধুসূদন রায় যথাক্রমে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন।

বজবজ ব্রতীসঙ্ঘ : ২৪ পরগণা

গান্ধী জন্মোৎসব ও শিশু বিভাগের বর্ষপূর্তি উৎসব পালন।

গত ২রা অক্টোবর, ১৯৬৪ শুক্রবার বজবজ ব্রতীসঙ্ঘ কর্তৃক গান্ধী জয়ন্তী ও সঙ্ঘের শিশু বিভাগের বর্ষপূর্তি উৎসব গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। সভায় নেতৃত্ব করেন বজবজ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী অনিমা রায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীরামচন্দ্র আযষ্হি। সঙ্ঘের শিশু বিভাগের সদস্যবৃন্দ নৃত্য, গীত ও আবৃত্তির মাধ্যমে মহাত্মাজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সঙ্ঘের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য শ্রীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় ‘গীতা থেকে অংশ বিশেষ সঙ্গীত সহযোগে পাঠ করে সকলকে মুগ্ধ করেন। সঙ্ঘের শিশুকল্যাণ উপসমিতির কর্মসচিবের পক্ষে শ্রীরাধিকা রঞ্জন ঘোষ গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর শিশু বিভাগের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। সভানেত্রী শ্রীমতী রায় ও প্রধান অতিথি শ্রীআযষ্হি মহাত্মাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে সকলকে উপদেশ দেন এবং শিশু বিভাগের কার্যের প্রশংসা করে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

পরিষদ কথা

পরিষদের ২৯শ বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণ

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা

স্থান কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সভাপতিত্ব করেন শ্রীফণিভূষণ রায়

সভা সুরু হবার আগে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সুশীল কুমার ঘোষ, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও গিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সকলে ১ মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সম্পাদক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় গত বার্ষিক সাধারণ সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করে শোনান এবং সভায় ঐ বিবরনী অনুমোদিত হয়। ১৯৬৩ সালের পরীক্ষিত হিসাবও ঐ সভায় অনুমোদিত হয়। এরপর ১৯৬৪ সালের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের ফলাফল নিম্নরূপ।

সভাপতি : শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায

সহ সভাপতি বৃন্দ : (১) শ্রীঅনাথ বন্ধু দত্ত (২) শ্রীঅরবিন্দভূষণ সেনগুপ্ত (৩) শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু (৪) শ্রীফণিভূষণ রায় (৫) শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক : শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

যুগ্ম সম্পাদক : শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় সহ-সম্পাদক : শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারিক : শ্রীনীহাররকান্তি চট্টোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক, গ্রন্থাগার : শ্রীচঞ্চল কুমার সেন

সদস্যবৃন্দ

(১) শ্রীঅমিতাভ বসু (২) শ্রীগোবিন্দ ভূষণ ঘোষ (৩) শ্রীজ্যোতির্ময় বসাক
(৪) শ্রীদিলীপ বসু (৫) শ্রীদেবজ্যোতি বড়ুয়া (৬) শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
(৭) শ্রীপার্থ সুবীর গুহ (৮) শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামাণিক (৯) শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী
(১০) শ্রীমতী বাণী বসু (১১) শ্রীমঙ্গল প্রসাদ সিংহ (১২) শ্রীশান্তিপদ ভট্টাচার্য
(১৩) শ্রীশুভ্রাংশু মিত্র (১৪) শ্রীসুনীল ভূষণ গুহ (১৫) শ্রীস্নেহময় নন্দী

জেলাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সদস্য

(ক) কলিকাতা (১) ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (২) মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী (৩) হাইড রোড ইনষ্টিটিউট। (খ) চব্বিশ পরগনা (১) বিবেক সঙ্ঘ। (গ) বর্দ্ধমান (১) জাড়াগ্রাম মাখনলাল পাঠাগার। (ঘ) বাঁকুড়া (১) নব সংস্কৃতি, বালসী। (ঙ) বীরভূম (১) বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল। (চ) মেদিনীপুর (১) তমলুক জেলা গ্রন্থাগার (ছ) হাওড়া (১) হুইলা মিলন মন্দির (২) সাঁতরাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী। (জ) হুগলী (১) মগরা সাধারণ পাঠাগার (২) বকসা স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন। এছাড়া কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদীয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, মালদা ও মুর্শিদাবাদ থেকে কোন প্রতিষ্ঠানই নির্বাচন প্রার্থী হননি বলে ঐ আসনগুলো এখনো খালি রয়েগেছে।

বিশেষ প্রতিষ্ঠান সদস্য

(১) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (২) কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান (৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (৪) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (৫) জাতীয় গ্রন্থাগার (৬) পশ্চিমবঙ্গ পৌর সংস্থা পরিষদ (৭) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (৮) পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগ (৯) বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি (১০) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (১১) বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (১২) বিশ্বভারতী (১৩) মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ (১৪) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৫) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

নব নির্বাচিত কাউন্সিলের প্রথম সভা

১লা নভেম্বর, ১৯৬৪, বেলা ৩ ঘটিকা

স্থান : পরিষদের সান্ধ্যকার্যালয

সভাপতি : শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু

সম্পাদক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় গত কাউন্সিল সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করে শোনান এবং সভায় ঐ বিবরণ অনুমোদিত হয়।

১৯৬৪ সালেলের সংশোধিত আনুমানিক আয় ব্যায়ের হিসাবও ঐ সভায় অনুমোদিত হয়।

কাউন্সিল সভ্যদের মধ্য থেকে নিম্নলিখিত ৭ জন কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন।

(১) শ্রীঅমিতাভ বসু (২) শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় (৩) শ্রীপার্থসুবীর গুহ
(৪) শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামানিক (৫) শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী (৬) শ্রীমঙ্গল প্রসাদ সিংহ
(৭) শ্রীমতী বাণী বসু।

নিম্নলিখিত উপ সমিতিগুলিও ঐ সভায় গঠিত হয়।

(ক) কার্যকরী পঠন পাঠন ও সহায়ক সমিতি

সভাপতি : শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী

সম্পাদক : শ্রীপার্থসুবীর গুহ

সভ্যগণ : সর্বশ্রী (১) অমিতাভ বসু (২) জ্যোতির্ময় বসাক (৩) নীহার কান্তি চট্টোপাধ্যায় (৪) মঙ্গল প্রসাদ সিংহ।

(খ) গৃহ নির্মাণ সমিতি

সভাপতি : শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক : শ্রীগুরুশরণ দাশগুপ্ত

সভ্যগণ : সর্বশ্রী (১) গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় (২) পূর্ণেন্দু প্রামাণিক (৩) প্রবীর রায়চৌধুরী (৪) বাসুদেব লাহিড়ী।

(গ) গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ সমিতি

সভাপতি : শ্রীশচীন্দ্র নাথ রুদ্র

সম্পাদক : শ্রীনীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায়

সভ্যগণ : সর্বশ্রী (১) ক্ষিতিশ প্রামাণিক (২) পার্থসুধীর গুহ (৩) স্নেহময় নন্দী।

(ঘ) 'গ্রন্থাগার' ও প্রকাশন সমিতি

সভাপতি : শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক : শ্রীচঞ্চল কুমার সেন

সভ্যগণ : সর্বশ্রী (১) অমিতাভ বসু (২) দেবজ্যোতি বড়ুয়া (৩) পার্থসুধীর গুহ (৪) ফণিভূষণ রায় (৫) মুরারী ঘোষ (৬) সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

(ঙ) গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ সমিতি

সভাপতি ও পরিচালক : শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

সম্পাদক : শ্রীগোবিন্দভূষণ ঘোষ

সভ্যগণ : সর্বশ্রী অরবিন্দভূষণ সেনগুপ্ত (২) আদিত্য কুমার ওয়াদেদার (৩) প্রবীর রায়চৌধুরী (৪) ফণিভূষণ রায় (৫) বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় (৬) সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়।

(চ) প্রচার সমিতি

সভাপতি : শ্রীঅরবিন্দভূষণ সেনগুপ্ত

সম্পাদক : শ্রীদেবজ্যোতি বড়ুয়া

সভ্যগণ : সর্বশ্রী (১) অজিত কুমার মিত্র (২) বাসুদেব লাহিড়ী।

(ছ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমিতি

সভাপতি : শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সম্পাদক : শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সভ্যগণ : সর্বশ্রী (১) গোপাল চন্দ্র পাল (২) বাসুদেব লাহিড়ী (৩) শুভ্রাংশু মিত্র।

(জ) সভ্যবৃদ্ধি সমিতি

সভাপতি : শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক : শ্রীসুনীল ভূষণ গুহ

সভ্যগণ : সর্বশ্রী (১) জ্যোতির্ময় বসাক (২) রাধাকান্ত দত্ত (৩) বীণা মুখোপাধ্যায়।

(ঝ) সংগঠন ও সংযোগ সমিতি

সভাপতি : শ্রীফণিভূষণ রায়

সম্পাদক : শ্রীঅমিতাভ বসু

সভ্যগণ : সর্বশ্রী ( ) ক্ষিতিশ প্রামাণিক (২) তুলসী চরণ মিত্র (৩) প্রবীর রায়চৌধুরী (৪) সমস্ত জেলাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সদস্য।

(ঞ) হিসাব ও অর্থবিষয়ক সমিতি

সভাপতি : শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সম্পাদক : শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সভ্যগণ : সর্বশ্রী (১) পূর্ণেন্দু প্রামাণিক (২) ফণিভূষণ রায় (৩) সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয়

বাংলাভাষা ও কেন্দ্রীয় সরকার

"সংহতির উৎস বাংলা সাহিত্য। জনগণের মধ্যে বাংলা সাহিত্য পাঠের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে পারলে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও জাতীয় ঐক্যবোধ সুদৃঢ় হবে।" একথা বলেছেন ভারতবর্ষের উপরাষ্ট্রপতি পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ জাকির হোসেন। নিখিল ভারত-বঙ্গ-ভাষা-প্রসার সমিতির সমাবর্তন উৎসবে সভাপতির ভাষণে ডঃ জাকির হোসেন আরো মন্তব্য করেছেন —"মুদ্রণ ব্যবস্থা, সামন্ত তন্ত্রের বিলুপ্তি, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ এবং বৈপ্লবিক সামাজিক আদর্শ এই চারটে বিষয় বাংলা সাহিত্যে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করেছে, আর এই প্রভাবের ফলেই ভাবের গভীরতায় ও বৈচিত্র্যে সুষমায় বাংলা সাহিত্য অপরূপ রূপলাবণ্যময় হয়ে উঠেছে।" (U. N. I.)।

উপরাষ্ট্রপতি এই ভাষণ দেন ১১ই অক্টোবর নয়াদিল্লীতে। এর ঠিক এগারোদিন আগে ৩০শে সেপ্টেম্বরের এক খবরে প্রকাশ পেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাংলা ভাষা প্রসারের জন্য অর্থ সাহায্যে কার্পণ্যের ইতিহাস। (A. B. Patrika, Ist Oct., 1964)। খবরটার শিরনামায় ছিল "বাংলা ভাষাকে স্বল্প সাহায্য দান।" এরপর সাংবাদিক মন্তব্য করেছেন—বাংলা ভাষাকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী বলে ধরে নেওয়া হোলেও কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অন্যান্য ভাষার তুলনায় বাংলাকে যথেষ্ট কম অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে। আরো দুটো পূর্বাঞ্চলীয় ভাষা ওড়িয়া ও অসমীয়ার অবস্থাও বাংলার চেয়ে বিশেষ ভাল নয়। ভারত সরকার এখন পর্যন্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় বিশ্বকোষ (Encyclo-paedia) রচনার জন্য মোট ষোল লক্ষ চব্বিশ হাজার আটশ' চৌত্রিশ টাকা সাহায্য দান করেছেন। এ থেকে বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ রচনার জন্য দেওয়া হয়েছে মাত্র ছাপ্পান্ন হাজার দুশ' পঞ্চাশ টাকা। হিন্দী পেয়েছে ছ'লক্ষ তিন হাজার টাকা, তামিল পেয়েছে তিন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা এবং তেলেগু পেয়েছে দু'লক্ষ তেষট্টি হাজার পাঁচশ' টাকা।

উপরের দুটো খবর অত্যন্ত পরস্পর বিরোধী। বাংলা ভাষার প্রতি যদি শ্রদ্ধেয় উপরাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় সরকার সত্যিই শ্রদ্ধাবান হন তাহোলে এর সার্থক উন্নতির দিকে তাঁরা যেন দয়া করে নজর দেন এবং ভবিষ্যতে সাহায্য বন্টনের সময় বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের এই শ্রদ্ধাকে স্মরণ করেন।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য নোবেল আকাদেমী বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক ও দার্শনিক জঁা পল সার্ত্রকে (Jean Paul Sartre) নির্বাচন করেছেন। খবরটা জানতে পারার সাথে সাথেই সার্ত্র নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন। এর আগে রাশিয়ার কবি, সাহিত্যিক ও অনুবাদক বোরিস প্যাসতারনেক নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তারও আগে জর্জ বার্ণার্ডশ' নোবেল পুরস্কার গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

অস্তিত্ববাদের সমর্থক ও প্রচারক জঁা পল সার্ত্র সম্পর্কে L. Cazamian তাঁর History of French literature গ্রন্থে লিখেছেন—"........It belonged to Jean Paul

Sartre, born 1905, to popularize the main tenets of what might be called a philosophical abdication of traditional philosophy. Instead of Kierkegaard's anguish, his mood was a cool determination to blink no reality. Fiction (La Nausée 1938; short stories, Le Mur, 1939 and a group of three novels, Les Chemins de la Liberté, 1945-9) gave concrete expression to a doctrine expounded in L' Etre et le néant, 1943.

Such watch words as l' absurdité, l' authenticité, l' engagement have struck root even in the language of the lay public; while the technique of simultaneous presentation, a fashion spread by many examples, native or foreign was vigorously illustrated"…….

নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের পক্ষে সার্ত্র যুক্তি দেখিয়েছেন যে তিনি চান না লোকে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সার্ত্রের বই পড়ুক এবং আলমারীতে সাজিয়ে রাখুক। তিনি আগেও যেমন ছিলেন এখনও তেমনি সাধারণভাবে তাঁর পাঠকদের কাছে পরিচিত থাকতে চান।

সার্ত্রের মতবাদ ও আদর্শের বিষয়ে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হোলেও তিনি যে একজন শক্তিশালী লেখক একথা সব সমালোচকই স্বীকার করে নিয়েছেন।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

গত ১৩ই অক্টোবর কলকাতায় বাংলা সাহিত্যের 'মহাস্থবির' প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর জীবনাবসান হয়। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী বহুদিন ধরে বাংলা সাহিত্যের সেবা করে গিয়েছেন। তাঁর সাহিত্য সাধনার মধ্যে 'মহাস্থবির জাতক' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' প্রকাশিত হবার পর এমন ঘটনাবহুল বিচিত্র চরিত্রের মিছিল বাংলা ভাষায় লেখা অন্য কোন বইয়ে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর যাযাবর জীবনের অপূর্ব অভিজ্ঞতা এ বইয়ের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। সুসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাস্থবির সম্পর্কে যথার্থ ই বলেছেন :—

"অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার নিদারুণ ব্যাকুলতা তাকে ঘড় ছাড়া করেছে বারম্বার। ঘর তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। ভারতবর্ষের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত পরিক্রমা করেছে সহায় সম্বল হীণ একটি বাঙ্গালীর ছেলে। নিতান্ত অপরিচিত পরিবেশ, চারিদিকে অচেনা মানুষের মিছিল, ভিন্ন বেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রুচি, ভিন্ন আচার।

সেই অনাত্মীয়ের মধ্যে খুঁজেছে সে তার পরমাত্মীয়কে, খুঁজেছে তার মনের মানুষকে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলেছিল তার এই অনন্ত অন্বেষণ।" (দেশ, ১৪ই কার্তিক, ১৩৭১)।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মৃত্যুতে বাংলা দেশের সাহিত্য জগৎ বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সন্দেহ নেই।

গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- গ্রন্থাগারের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৫ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে বিনামূল্যে পত্রিকা দেওয়া হয়।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ডাক টিকিট ও ঠিকানা যুক্ত খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পুস্তক পাঠাতে হয়।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ পত্রিকার সান্ধ্য কার্যালয় ৩৩ হুজুরীমল লেনে রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন বিকাল চারটে থেকে রাত নয়টার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭৩৫৫
- গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫ টাকা
" " অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৪০ টাকা
মলাটের তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০ টাকা
" " অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৩৫ টাকা
মলাটের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০ টাকা
" " অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৫৫ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৯০ টাকা
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	২৬ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫ টাকা

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

চতুর্দশ বর্ষ] অগ্রহায়ণ : ১৩৭১ [অষ্টম সংখ্যা

জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন

অরবিন্দ ভূষণ সেনগুপ্ত

(মূল ইংরাজী থেকে অনুবাদ করেছেন অশোক বসু)

এক সময় ছিল যখন আলোর অসুবিধার জন্যে স্ট্যাকরুমের কোন কোন অংশের বই পাঠকদের দেওয়া সম্ভব হত না। "The Guide to the Imperial Library, 1911 এ উল্লেখ আছে: "একতলার স্টোররুমে কোন আলোর ব্যবস্থা নেই। সুতরাং বিকেল ৫টার পর ঐ জায়গা থেকে কোন বই পাঠককে দেওয়া সম্ভব হবেনা।" কিন্তু আজ অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। পুরনো বাড়ীর স্ট্যাকগুলো গোলক ধাঁধার মত নির্জন অলি গলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কিন্তু যথাযথ আলোর ব্যবস্থা হওয়ায় সেই সব প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও যে কোন সময়ে বই এনে পাঠকের হাতে তুলে দিতে আজ আর বিশেষ অসুবিধা হয় না।

গ্রন্থাগারের প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে প্রশাসন বিভাগ, পুস্তক সংগ্রহ বিভাগ (সাময়িকী সহ), সূচী প্রকরণ বিভাগ—য়ুরোপীয় ভাষা সমূহ, ভাষা বিভাগ-ভারতীয় ও বিদেশী, বিবলিওগ্রাফী ও রেফারেন্স বিভাগ, পুস্তক আদান প্রদান বিভাগ, পুস্তক সংরক্ষণ বিভাগ এবং শিশু গ্রন্থাগার প্রভৃতি বিভাগীয় অংশগুলোকে নিয়ে।

শিশু গ্রন্থাগারটির অবস্থিতি একতলায়। এর আসবাব পত্র, গৃহসজ্জা, ও অলংকরণ বিশদ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। সুষম রঙের ব্যবহারে এটিকে শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করে তোলার একটা পশ্চাৎ ইচ্ছা রয়েছে। ছবি দিয়ে সাজান দেওয়াল, তামার ফলকে উৎকীর্ণ নক্সা আর ভারতীয় পোষাকের চমৎকার সব নিদর্শন ছোটদের এই গ্রন্থাগারটিকে একটি অতিরিক্ত সুষমা এনে দিয়েছে। আরও আছে একটি চমৎকার অ্যাকোয়ারিয়াম যা

শিশু মনকে খুব সহজেই টেনে নেয়। শিশুদের ব্যবহারের জন্যে একটি ছোট ঘরে রয়েছে ঠাণ্ডা জলের কল, আয়না এবং হাত মুখ ধোবার বেসিন। জানলার ধারে বসার জায়গাগুলো দেখলে না বসে পারা যায় না। ঘরের মেঝে ঢাকা লাইনোলিয়াম দিয়ে। দেওয়াল ছোপান ঈষৎ হলদে আভায়।...ধূসর নীল শেলফ।...লাল নীল আর ক্রিম রঙের টেবিল চেয়ার, আর এসবের উপরেও আছে কৃত্রিম আচ্ছাদন থেকে বিচ্ছুরিত ফ্লোরেসেন্ট আলোর উচ্ছাস। সমস্ত পরিবেশ মিলিয়ে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় যা আগামীদিনের পরিণত পাঠকের মনে পাঠস্পৃহা জাগিয়ে তোলে। বই পড়ার প্রতি একটা অহেতুক ভীতি শিশু মনে গোড়া থেকেই দানা বেঁধে ওঠে। শিশু মনের এই পাঠ ভীতিকে মুক্ত করা এবং বই পড়া যে আনন্দ দায়ক সেই অনুভূতিটুকু তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলাই শিশু গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য। এইদিকে লক্ষ্য রেখেই ছোটদের এই ছোট গ্রন্থাগারটিকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। শিশুদের পাঠোপযোগী ইংরাজী ও ভারতীয় ভাষা মিলিয়ে দশ হাজারেরও বেশী বই এই সংগ্রহশালাটিকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে।

পাঠক জেনে ঔৎসুক্য বোধ করবেন যে বহু পেছনে ফেলে আসা ১৮৯০ সালে এই বেলভেডিয়ারেই স্যার স্টিওয়ার্ট বেলের (Sir Stewart Bayley) সভাপতিত্বে একটি সভা হয়েছিল যার উদ্দেশ্য ছিল কি ভাবে ইংরাজী ও ভারতীয় ভাষায় সুলভ সংস্করণের বই প্রকাশ করা যায়। তৎকালীন সমাজ শ্রেষ্ঠদের সমাবেশে বেলভেডিয়ারের সেই সভাটি ধন্য হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাসবিহারী ঘোষ, ডঃ মহেন্দ্র সরকার, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এঁদেরই সৌজন্যে ও আনুকূল্যে দেশের সর্বস্তরে সংসাহিত্য অরূপন ধারায় বর্ষিত হয়েছিল এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে জাতির একটা সাংস্কৃতিক যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল।

প্রধান গ্রন্থাগার ভবনের প্রবেশ পথেই আজ চোখে পড়বে মহাত্মা গান্ধীর অমর কথা গুচ্ছ :—"I do not want my house to be walled in on all sides and my windows to be stuffed. I want cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any." একথার এর চেয়ে আর উপযুক্ত স্থান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কত দেশ বিদেশের কথা, কত সংস্কৃতি, কত ইতিহাস যেন প্রস্তরীভূত হয়ে আছে বই পাণ্ডুলিপি আর অসংখ্য পত্রপত্রিকার মধ্যে। সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন :— "জাতীয় গ্রন্থাগারের বর্তমান পরিণতি ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার অগ্রগতির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব অধ্যায়ের সূচনা করেছে এবং একটি মহৎজাতির উপযুক্ত গ্রন্থাগারের মর্যাদা লাভ করেছে।"

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী লোকান্তরিত মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কোলকাতার এই জাতীয় গ্রন্থাগারকে বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থাগারগুলোর অন্যতম হিসাবে গড়ে তুলবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মৌলানা সাহেব সেই অভিমতই প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন :—

"I have, however every hope that the library will continue to expand and will, in course of time, rival the splendid libraries of Europe and America"

বেলভেডিয়ারের নতুন ভবন সেই স্থির প্রত্যয় নিয়েই গড়ে উঠেছে। ১৯৬১ সালের ৮ই মে এই ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন স্বর্গত জওহরলাল নেহেরু যাঁর পরিচিতি শুধু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বা মহান জননেতা হিসেবেই নয়—একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং সহৃদয় লেখক হিসেবেও।

গ্রন্থাগারের বইয়ের সংখ্যা এখন দশ লক্ষেরও বেশী। ১৯৬১ সালে অনুমান করা হয়েছিল আগামী ২০ বছরের মধ্যে এই সংখ্যা দ্বিগুণের মত হবে। পুস্তক বৃদ্ধির এই দ্রুত হার, পাঠকের চাহিদা, গ্রন্থাগার কর্মীর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে অল্প সময়ে পাঠকের প্রয়োজন মেটান প্রভৃতি কারণে নতুন বাড়ীর প্রয়োজন অচিরেই দেখা দেবে। ভবিষ্যতের এই প্রয়োজনের কথা স্মরণ রেখেই কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগের প্রবীণ স্থপতি শ্রী এইচ, রহমন একটি নতুন বাড়ীর নক্সা তৈরী করেন এবং ১৯৬১ সালেই বাড়ী তৈরীর কাজ শুরু হয়ে যায়।

১৯৫৪ সালের আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখা হয় যে মূল গ্রন্থাগার ভবনের সংযোজন হিসেবে একটি নতুন ভবন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। শুধু তাই নয় গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কীয় অন্যান্য কাজের মধ্যে এটির অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। কারণ তখন গ্রন্থাগারে স্থানাভাবের জন্য এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল যে অদূর ভবিষ্যতেই হাজার হাজার বই রাখবার স্থানাভাব দেখা দিত।

নতুন সংযোজন ভবনটি তৈরীর সময় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় বিষয়ে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগের কর্তৃপক্ষ ও গ্রন্থাগারিক স্বয়ং বার বার বিচার বিবেচনা করে স্থির করেন, নতুন ভবনে থাকবে :—

(১) ভবিষ্যতে স্টাকরুম বাড়াবার ব্যবস্থা

(২) দুষ্প্রাপ্য বইয়ের জন্য একটি পৃথক তাপ নিয়ন্ত্রিত প্রকোষ্ঠ

(৩) লিফ্ট

(৪) পাঠকক্ষ

(৫) ২০০ আসন সমন্বিত একটি তাপনিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহ

(৬) কর্মীদের কাজের জায়গা

(৭) মাইক্রোফিল্ম ও ফটোস্ট্যাট বিভাগ এবং

(৮) ক্যানটিন

এই নতুন ভবনের নক্সা সাধারণ স্থাপত্যশিল্পের একেবারে বিপরীত। এ ধরণের স্থাপত্য শৈলীকে অনেকে ম্যাচ বক্স বা দেশলাই বাক্সের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। খরচের তুলনায় বেশী ফল পাওয়াই এর উদ্দেশ্য। অনেক আলোচনা ও পরীক্ষার পর পুরনো বাড়ীর উত্তর

পূর্ব কোণে নতুন ভবনের স্থান নির্বাচন করা হয়। ওখানে তখন ভৃত্যদের থাকবার ঘর ও আস্তাবল ছিল। সে সব ভেঙ্গে ফেলা হোল। স্থান নির্বাচনের সময় বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল যেন বাড়ীটি পুরনো বাড়ীর কাছাকাছি হয় এবং যাতায়াতের পক্ষেও সুবিধাজনক হয়। পুরনো বাড়ী থেকে নতুন বাড়ীটি সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের হবে এ সিদ্ধান্তও আগে থেকেই গ্রহণ করা হয়। এই বাড়ী নির্মাণের সময় পুরনো বাড়ীর প্রাকৃতিক পরিবেশ যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ডঃ মেটকাফকে বিশদ পরীক্ষার জন্য নক্সাটি দেখান হয়েছিল। ডঃ মেটকাফ গ্রন্থাগার স্থাপত্যশিল্পের একজন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ। তিনি নক্সাটি পরীক্ষা করে মন্তব্য করেছিলেন :" আমি আপনাদের নতুন ভবনের নক্সাটি খুবই আগ্রহের সঙ্গে দেখেছি। এ বিষয়ে আমার সামান্যই বলবার আছে। আমার মনে হয় স্থান নির্বাচন ঠিকই হয়েছে। আপনাদের সম্ভবত মনে আছে আমি বলেছিলাম, বাঁধাই বিভাগটি যেখানে আছে সেখানেই থাকা ভাল। এতে বাড়তি অংশটুকু বই রাখার কাজে লাগতে পারে। আমার মনে হয় ষ্টাকরুম সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। এতে দুটো সরু বারান্দার কথা বলা হয়েছে, এর বদলে দু সারি ষ্টাকরুমের মাঝ বরাবর একটা চওড়া বারান্দার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। লিফ্‌ট ও সিঁড়ি রিডিং রুমের দরজার পাশেই থাকবে, এতে ষ্টাকে যাতায়াত ও বই নামান ও ওঠান অনেক সহজ হবে। আমি আরও বলেছিলাম. স্ট্যাকরুম যতদূর সম্ভব চওড়া করলে অল্প খরচে বেশী বই রাখার জায়গা পাওয়া যাবে। আমার প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করতে হলে রিডিংরুম পুরনো বাড়ীর দিকে কয়েক ফুট এগিয়ে নিতে হবে। আমার মনে হয় অডিটোরিয়ামের কোন ক্ষতি না করেই এই রদ বদল করা যেতে পারে।"

ডঃ মেটকাফের এই সুচিন্তিত পরামর্শে আমরা অনেকটা উপকৃত হয়েছি। এর ফলে অনেক বেশী বই রাখার জায়গা পাওয়া গিয়েছে। শ্রীরহমান গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলো করে নেন। কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলো পরিবর্তন সাপেক্ষ নক্সাটি অনুমোদন করেন; যেমন স্ট্যাকরুমে তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, তাপ নিয়ন্ত্রণের সাজ সরঞ্জাম বসানোর জায়গা ইত্যাদি। এ ছাড়াও এখন যেখানে ক্যানটিন ও অফিস ঘর তার উপর ভবিষ্যতে আরও ঘর তোলার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। বাড়ীটিতে থাকবে নয়তলা স্ট্যাকরুম, একটি অডিটোরিয়াম, রিডিং রুম ও অফিসঘর, ক্যানটিন। কাজের প্রথম পর্যায় হিসাবে একতলা এবং দুইতলা ষ্ট্যাকরুম, অডিটোরিয়াম, রিডিং রুম, অফিস ঘর ও ক্যানটিন তৈরী হয়ে গেছে। অডিটোরিয়ামের আয়তন ২,৫০০ বর্গফুট, রিডিং রুমের আয়তন ২,১২৫ বর্গফুট, ক্যানটিন ২,০০০ বর্গফুট, অফিস ১,০০০ বর্গফুট এবং দুইতলা ষ্টাকরুমের প্রত্যেক তলা ৮,৮০০ বর্গফুট হিসেবে ১৭,৬০০ বর্গফুট। সব মিলিয়ে প্রথম পর্যায়ে তৈরী অংশের মোট আয়তন হোল ২৫,২২৫ বর্গফুট। এই প্রথম পর্যায়ের কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৩,১৪,৯০০,০০ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। অবশ্য এর মধ্যে কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগের বিভাগীয় খরচও ধরা হয়েছে।

এই নতুন বাড়ী তৈরীর মূল উদ্দেশ্য হোল গ্রন্থাগারের আগামী পনেরো বছরের প্রয়োজন মেটান। সেদিকে লক্ষ্য রেখে ষ্টাকরুম ব্লকের উপর আরও সাততলা তৈরীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যদিও বর্তমানে মাত্র দুইতলা তৈরী হয়েছে ভিত নয়তলার উপযোগী করেই করতে হয়েছে। কলকাতার ভূপ্রকৃতির অবস্থা বিচার করলে এই ভিত তৈরী একটা বিশেষ সমস্যা বলেই মনে হয়। স্থপতিকে আগেই জানতে হয় বাড়ী মোট ক'তলা হবে এবং সেই অনুপাতে ভিত প্রথমেই তৈরী করে নিতে হয়। তাই ন'তলার অনুপাতেই ষ্ট্যাকরুমের ভিত তৈরী করে নেওয়া হয়েছে। এখন থেকে প্রতিবছর সরকারী সাহায্যের পরিমাণ হিসাবে ষ্ট্যাকরুমের উচ্চতা ধাপে ধাপে বাড়বে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ হবে আরও পাঁচতলা ষ্ট্যাক ও একতলায় কিছু অফিস ঘর তৈরী করা। এজন্য পূর্ত বিভাগের খরচ বাদে মোট ১৪,২৬০০০.০০ টাকা লাগবে। বর্তমানে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ বেশ এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায় আগামী দু বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ হয়ে যাবে।

ষ্ট্যাকরুমের প্রত্যেক তলার মেঝের আয়তন ৮,৮০০ বর্গফুট এবং উচ্চতা ৭ ফুট ৪ ইঞ্চি। বই রাখার সেলফগুলো R. C. C. বীমের উপর বসান থাকবে। সেলফগুলোর উচ্চতা হবে ৭ ফুট। প্রতি এক ফুটে গড়ে ১০ খানা করে বই থাকবে। সাধারণ কাজ কর্মের প্রায় ১/৪ অংশ ও যাতায়াতের জন্য ৫০% অংশ বাদে ষ্ট্যাকরুমের প্রত্যেক তলায় প্রায় ১,৫৪০০০ বই ধরবে।

বাড়ী তৈরীর খরচ ছাড়া ও ষ্টাকরুম ব্লকের মধ্যে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থার জন্য খরচ ধরা হয়েছে ১,০৯.৬২৯'০০ টাকা এবং দুষ্প্রাপ্য বইয়ের ষ্টাকরুম ও অডিটোরিয়ামের তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য খরচ ধরা হয়েছে ৩,৮৯,২২২'০০ টাকা।

ষ্টাকরুমে বই রাখার জন্য নতুন ধরণের ষ্টাকের আয়োজন করা হয়েছে (টাইপ 'এ' ও টাইপ "বি")। প্রায় ১,৬২০০০'০০ টাকা মূল্যের 'বি' টাইপ ষ্টাক সরবরাহ করবার জন্য দুটি ফার্মকে বলা হয়েছে। আশা করা যায় এ বছরের মধ্যেই এ গুলি এসে যাবে। দুষ্প্রাপ্য বই রাখার জন্য 'এ' টাইপ ষ্টাকের অর্ডার শীঘ্রই দেওয়া হবে।

নতুন বাড়ীর প্রতিটি অংশ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কাজের উপযোগী করে তৈরী করা হচ্ছে। দুষ্প্রাপ্য বই রক্ষণাবেক্ষণ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সে কথা বিবেচনা করেই এই বিশেষ ঘরটির তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলকাতার মত আবহাওয়ায় বই আর্দ্রতামুক্ত রাখতে হোলে তাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর ছাড়া উপায় নেই। একতলার ২,৫০০ বর্গফুট স্থান তাপ নিয়ন্ত্রিত করে মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি রাখা হবে।

Delivery of books act অনুযায়ী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ক্রমান্বয়ে আগত বইয়ের বিপুল সংগ্রহ, এবং কেনা ও বিনিময়ে প্রাপ্ত অসংখ্য বইয়ের স্থান করে দেবার উপযোগী করেই ষ্ট্যাকরুমটি গড়ে উঠেছে। এছাড়াও প্রতি বছর ১ লক্ষ টাকারও বেশী মূল্যের পত্রিকা ও সংবাদ পত্র গুলোর জন্যেও পৃথক ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে। বইয়ের চেয়ে অনেক কম স্থান নিলেও এদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা কিন্তু বেশ জটিল।

বই পত্রের সংরক্ষণ ও মেরামতের জন্যে রয়েছে সংরক্ষণ বিভাগ। দুষ্প্রাপ্য পুরনো বই রক্ষণাবেক্ষণ অংশটি বাদে সংরক্ষণ বিভাগের অন্যান্য অংশগুলোর স্থান ষ্ট্যাকরুমের কোন একটি তলায় হবে। ভবিষ্যতের প্রয়োজনেই একটি তলার সম্পূর্ণ মেঝে কুশান দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে।

এ ধরণের গ্রন্থাগারের পক্ষে মাইক্রোফিল্ম ও ফটোষ্ট্যাট করার যান্ত্রিক ব্যবস্থা অপরিহার্য। দুর্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য বা যে সব বই আর ছাপান হয় না সেই সব বই, পত্র পত্রিকা বা পাণ্ডুলিপির হুবহু বা সংক্ষিপ্তসার বা অংশ বিশেষ মাইক্রোফিল্ম বা ফটোষ্ট্যাটের সাহায্যেই সহজ লভ্য হতে পারে। গবেষণার ক্ষেত্রে এ দুটি পদ্ধতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং অপরিহার্য। জাতীয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে মাইক্রোফিল্ম ও ফটোষ্ট্যাট বিভাগ বলা যেতে পারে সহজাত ও স্বাভাবিক অঙ্গ বিশেষ, তাই এখানেও এর জন্য পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে।

এখনকার পুরনো বাড়ীর পাঠকক্ষে ৩৫০ জন পাঠকের বসে পড়ার ব্যবস্থা আছে। নতুন বাড়ীতে আরও একটি পাঠকক্ষের ব্যবস্থা হয়েছে। এর আয়তন ২,১২৫ বর্গফুট। এখানে ১৫০ জন পাঠক একসাথে বসে পড়তে পারবে। নতুন ষ্ট্যাকরুম থেকে এই পাঠকক্ষে বই সরবরাহ করা হবে। এছাড়াও এখানে গবেষকদের পড়াশুনোর জন্য রিসার্চ ক্যারেলও থাকবে।

পুরনো গ্রন্থাগার ভবনে পাঠক ও কর্মীদের জন্য কোন ভাল ক্যান্টিন নেই। নতুন ভবনে এই অসুবিধা দূর করা হয়েছে। একতলায় ২,০০০ বর্গফুট স্থানে একটি আধুনিক স্বাস্থ্য সম্মত ক্যান্টিন গড়ে উঠবে।

পুরনো ভবনের সঞ্চিত রাশি রাশি সরকারী প্রকাশন নতুন ভবনে সরান হবে। য়ুরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত মৌলিক রচনাবলী সংগ্রহের একটি বিশেষ পরিকল্পনাও রয়েছে। এই মূল্যবান সংগ্রহের স্থান হবে এই নতুন ভবনেরই একটি নিভৃত অংশে।

পরিকল্পনা আছে আরও একটি সর্বাঙ্গসুন্দর অডিটোরিয়াম গড়ে তোলার। ভবিষ্যতে এটিকে তাপ নিয়ন্ত্রিত করা হবে। এর দ্বার কিন্তু সবার জন্যে উন্মুক্ত হবে না—শুধুমাত্র বিদগ্ধমণ্ডলী ও গবেষকদের প্রয়োজন মেটাবে এই অডিটোরিয়ামটি। শিক্ষা সংক্রান্ত সভাসমিতি ও এখানে হবে।

বিশ্বের যে কোন গ্রন্থাগারের স্থানাভাবের একমাত্র কারণ হোল প্রকাশনের দ্রুতগতি। গ্রন্থাগার মাত্রেরই এই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য নিরলস চেষ্টা করে যেতে হয়। এর একটি সহজ ও চিরাচরিত সমাধান হচ্ছে নতুন বিপুলায়তন গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ, যেটা খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের মত গ্রন্থাগারও এই সমস্যায় জর্জরিত হয়েছে। Annual Report of the Library of Congress for the fiscal year ending June 30, 1961 গ্রন্থে বলা হয়েছে: "মূলতঃ স্থান সমস্যাই লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের রিপোর্টে উল্লিখিত বছরের স্বাভাবিক অগ্রগতিকে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত করেছে এবং উত্তরোত্তর অসুবিধারও সৃষ্টি করেছে।" স্থান সমস্যা শুধুমাত্র

গ্রন্থাগারের বাহিক কাজকর্মেরই অসুবিধা করে না আভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থাকেও পঙ্গু করে।

অন্যান্য গ্রন্থাগারের মত জাতীয় গ্রন্থাগারকেও দ্রুত সংগ্রহ বৃদ্ধি ও স্থান সংকোচন জনিত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এছাড়াও পাঠকদের চাহিদা মেটান, গ্রন্থাগারের কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি এবং পাঠকদের আরও নিবিড় ও কার্যকরী সহযোগিতা দেবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা প্রভৃতি সমস্যার সমাধানের দিকে লক্ষ্য রেখেই জাতীয় গ্রন্থাগারের এই নতুন ভবন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ হোলে নিঃসন্দেহে এটি জাতীয় গ্রন্থাগারকে পুরনো বাড়ীর শোচনীয় স্থানাভাবের হাত থেকে মুক্তি দেবে। প্রথমে পরিকল্পনা এবং পরে গৃহনির্মানের প্রতিটি পর্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যাতে জাতীয় গ্রন্থাগারের আগামী পনেরো বছরের প্রয়োজন এই নতুন ভবন মেটাতে পারে।

স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী নেহেরু জাতীয় গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য নতুন গৃহ নির্মাণ অনুমোদন প্রসঙ্গে আশা পোষণ করেছিলেন যে শুধুমাত্র গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পরিবেশই নয় একই সাথে গ্রন্থাগার কর্মীদেরও উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ষ্টাফ কোয়ার্টারগুলো ছাড়া এখনও বেলভেডিয়ার এষ্টেটে যে পরিমান মুক্ত অঙ্গন আছে গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের পক্ষে তা যথেষ্ট এবং আগামী বহুদিনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

সমাপ্ত

২০শে ডিসেম্বর থেকে এক সপ্তাহ পশ্চিম বাংলার সর্বত্র গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করুন

দৃষ্টিহীনের দৃষ্টি প্রদীপ

বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল অজ্ঞাত, শিক্ষার দ্বারও ছিল রুদ্ধ। কিন্তু এই গতানুগতিক মনোভাবের আমূল পরিবর্তন করে এই শতাব্দীর শেষ দিকে শিক্ষা জগতে এক যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটালেন প্যারিসের ভ্যালেন্টিন হাউয়ে (Valentin Hauy)। উপযুক্ত ব্যবস্থায় অন্ধদেরও সমানভাবে শিক্ষিত করা যায় তারই এক প্রমাণ দিলেন তিনি ফ্রেঞ্চ একাডেমীতে এবং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে একটা অন্ধবালক শিক্ষায়তনও শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই এই ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ে ভিয়েনা ও আমেরিকাতে।

কিন্তু উপযুক্ত বইয়ের বা শিক্ষা মাধ্যমের অভাবে এই শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটা ব্যাহত হত। এই অসুবিধার কথা চিন্তা করে মোটা কাগজের উপর চাপ দিয়ে কতকগুলি বিন্দুর দ্বারা এক বিশেষ ধরণের লেখার কথা আবিষ্কার করলেন চার্লস বারবিয়ার (Charles Barbier) যদিও এ প্রণালী অনেক আগেই অন্ধকারে সংক্ষিপ্ত ভাষা পড়ার জন্য সৈন্য বাহিনীতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বারবিয়ারের প্রণালী ছিল খুবই জটিল ও অনেকগুলি বিন্দুর সমষ্টি নিয়ে তৈরী। এই অসুবিধা দূর করলেন ফরাসী দেশের লুই ব্রেইল (Luis Braille). মাত্র ৬টি বিন্দু নিয়ে তৈরী করলেন এক বর্ণমালা আর সে কথা প্রচার করলেন ১৮৩৭ সালে। তাঁর নামানুসারে এই পদ্ধতি তাই ব্রেইল পদ্ধতি বলে পরিগণিত—কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেও দুবছর সময় নিয়েছিলেন তৎকালীন শিক্ষাবিদেরা এ সৃষ্টিকে স্বীকৃতি দিতে।

দেশ বিদেশের দৃষ্টিহীনদের কাছে আজ ব্রেইল পদ্ধতিই একমাত্র বর্ণমালা। সাধারণের চেয়ে একটু মোটা কাগজে একটি লোহার সূঁচাল কলমের চাপ দিয়ে কয়েকটি বিন্দুর সাহায্যে অবস্থান ভেদে তৈরী হয় বিভিন্ন অক্ষর। সব মিলিয়ে মাত্র ৬টি বিন্দু। এ দিয়েই সম্পূর্ণ বর্ণমালা। পৃথিবীর বহির্জগতের দৃষ্টি যাদের কাছে চিরতরে রুদ্ধ—তাদের কাছে ব্রেইল পদ্ধতি—এক নতুন জ্ঞানের আলোক বর্তিকা। কিন্তু ছাপা বইয়ের প্রাচুর্যে যেখানে চক্ষুষ্মানদের রয়েছে সহজে বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ—সেখানে ব্রেইলে লেখা বইয়ের অভাবে দৃষ্টিহীনদের অনেকেই জ্ঞানার্জনের চরম স্পৃহা সত্বেও সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সাধারণ ছাপা বইয়ের চেয়ে এর খরচও অনেক বেশী, যা অনেক সময়েই শিক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ১২ পয়েন্ট টাইপে একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজের 'অক্টেভো' (8vo) আকারের বইয়ের এক পৃষ্ঠা ব্রেইলে লিখতে দরকার অন্ততঃ ঐ মাপের ৭টা পাতা। আর সাধারণ কাগজ থেকে এর দামও অনেক বেশী। আর ঐ পাতা লিখতে কম করেও এক ঘণ্টা সময় লাগে। আজকাল অনেক দেশেই অবশ্য ব্রেইলে ছাপার ব্যবস্থা হয়েছে—কিন্তু তাতে বইয়ের দাম কমেনি খুব একটা।

এই সকল অসুবিধা দূরীকরণেও জ্ঞান লিপ্সু দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার সুযোগদানে প্রয়োজন প্রত্যেক অন্ধবালক বিদ্যায়তনে একটি করে ব্রেইল গ্রন্থাগার। এ গ্রন্থাগারের সীমা কেবল মাত্র বিদ্যানিকেতনের চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে এর দ্বার প্রত্যেক দৃষ্টিহীন জ্ঞান পিপাসুদের জন্যই উন্মুক্ত রাখতে হবে। তা না হ'লে এত বেশী দামে বই কিনে জ্ঞানতৃষ্ণা মেটানোর ক্ষমতা অনেকেরই নেই।

সাধারণভাবে গ্রন্থাগার বলতে আমরা যা বুঝি এই ব্রেইল গ্রন্থাগারও প্রায় একই রকমের শুধু পার্থক্য এই যে এখানে রাখা অধিকাংশ বইই ব্রেইলে লেখা। গ্রন্থাগারের আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আসে গ্রন্থাগার-কক্ষের কথা। সমস্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে সহজগম্য ঘরটিই নির্বাচন করতে হয় গ্রন্থাগারের জন্য। কারণ অন্ধ ছাত্রদের খুব বেশী দূর চলা ফেরা করা খুবই অসুবিধা। শুধু বই লেনদেন ছাড়াও এখানে থাকবে বসে পড়ার ব্যবস্থা, কয়েকটি স্বতন্ত্র ঘরও রাখা দরকার কতকগুলি বিশেষ ধরণের বই পড়ার জন্য। যেমন বিশেষ সহায়ক পুস্তক (Reference books), শব্দ কোষ, অভিধান (Dictionary) প্রভৃতি কতকগুলি বই সাধারণতঃ ব্রেইলে লেখা সম্ভব হয় না বা অনেক ব্যয়সাধ্য। এই সকল বই পড়তে একজন চক্ষুষ্মান পাঠকের সাহায্য নেওয়া হয় আর এ জন্য আলাদা ব্যবস্থা না থাকলে অন্যদের পড়ার বিঘ্ন ঘটবে। সম্ভব হলে সাহায্যকারী পাঠকের ব্যবস্থা গ্রন্থাগারই করবে। পাঠ কক্ষটি যথেষ্ট প্রশস্ত হওয়া চাই, অন্যথায় দৃষ্টিহীন পাঠকদের চেয়ার টেবিলের সাথে সহজেই ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা থাকবে।

গ্রন্থাগারিক ও সহকর্মী

গ্রন্থাগারিক কে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যতীতও ব্রেইল পদ্ধতিতে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। কারণ ব্রেইলে লেখা ছাড়া অন্য লেখা পাঠকদের পড়া সম্ভব হবে না। এ ছাড়াও গ্রন্থাগারিক একটি বিশেষ দরদী মনের মানুষ হবেন—কারণ তাঁকে সব সময় সাহায্য করতে হবে অন্ধ ছাত্রদের। গ্রন্থসূচী প্রণয়নের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ সহকর্মীর বিশেষ প্রয়োজন। এ ছাড়া অন্যান্য সহকর্মীরাও থাকবে। তাদের ব্রেইলে জ্ঞান না থাকলেও চলে তবে তাক থেকে পাঠকদের চাহিদা মত বই এনে দেওয়ার যোগ্যতা তাদের থাকবে। এ ছাড়া তাকে বই সাজিয়ে রাখা, ঝাড়া, মোছার কাজ ও গ্রন্থাগার সহকর্মীদের।

গ্রন্থসূচী

সাধারণত গ্রন্থাগারে Card Catalogue এর প্রাধান্য স্বীকৃত হলেও এই ব্রেইল গ্রন্থাগারের জন্য Sheaf Catalogue ই অধিকতর উপযোগী। কারণ প্রথমতঃ যে কার্ডে সাধারণতঃ গ্রন্থসূচী তৈরী করা হয় তাতে ব্রেইলে লেখা যাবে না আর অন্ধ ছাত্রদের পক্ষে গ্রন্থসূচী বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক কার্ড উল্টিয়ে বইয়ের নাম খুঁজে পাওয়াও অসুবিধা জনক। এ জন্য ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা এক একটি Sheaf Catalogue নিয়ে বইয়ের নাম বের করা খুবই সহজ। অবশ্য একই অংশ একসাথে অনেকজনের

দরকার হতে পারে বা বার বার হাত বুলিয়ে দেখতে দেখতে অনেক গুলিই নষ্ট হয়ে যেতে পারে এ জন্য একই Sheaf Catalogue ৩।৪ খানা করে রাখা দরকার। পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশে Tape-recordingয়ে Library Cataloguing এর ব্যবস্থা রয়েছে। দরকার মত Tape-record চালিয়ে বইয়ের নাম ও Call Number জেনে নেওয়া হয়।

বর্গীকরণ

ব্রেইল গ্রন্থাগারে একমাত্র মিশ্র পদ্ধতিতে পুস্তক বর্গীকরণ (classify) করলেই সবচেয়ে সুবিধা। প্রধান বিষয়ের আদ্যাক্ষর ও ঐ বিভাগীয় ক্রমিক সংখ্যা পাঠক খুব সহজেই মনে রাখতে পারবে। যদি শুধু একটি অক্ষরে দুই বিষয়ের মধ্যে গোলযোগ দেখা দেয় তবে যে কোন একটির বিষয় বানানের দ্বিতীয় অক্ষর টিকেও নিতে পারা যায়। মেলভিল ডিউই প্রবর্তিত দশমিক প্রথা মনে রাখা খুবই অসুবিধা—আবার লিখতে খুবই সময় লাগে অন্ধ ছাত্রদের, ভুলের সম্ভাবনাও থাকে প্রচুর। কারন চক্ষুষ্মানেরা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই লিখতে পারবে কিন্তু অন্ধ ছাত্ররা হাত দিয়ে অক্ষর বুঝে আবার লিখতে গেলে সময় লাগবে অনেক আর সে জন্য তাদের আবার শ্লেট ইত্যাদি টেনে আনতে হবে। আবার এই লেখা হাতে বুঝে বলে দিতে হবে গ্রন্থাগার সহকর্মীকে—যা খুবই অসুবিধাজনক। এ জন্য খুব ছোট ও সহজে মনে রাখার মত সূচিত সংখ্যা (Notation) ব্যবহার করাই যুক্তি সংগত। যেমন ধর্মের একটি তৃতীয় সংখ্যক বইয়ের নম্বর হবে R3 অর্থাৎ বইখানি ধর্ম বিষয়ক (Religion) ও ঐ বইখানা ধর্ম বিষয়ক বইয়ের ৩য় সংখ্যক।

এই ভাবে বর্গীকরণ অনুযায়ী Shelf-list রাখতে প্রত্যেকটি বইয়ের জন্য একটি করে Binder-Slip রাখতে হবে এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি করে loose leaf Binder. এই Shelf-list কার্ডে এ ও রাখা যায় এবং তা ব্রেইলে লেখার দরকার হবে না। Stock-taking এর দরকার হলে এই Binder-Slip বা Shelf-list card দিয়েই সহজে সে কাজ করা চলবে।

লেনদেন

ব্রেইল গ্রন্থাগারে বন্ধ আলমারী (closed access) লেনদেনই একমাত্র পন্থা। কারণ দৃষ্টিহীন ছাত্রদের পক্ষে তাক থেকে বই বের করে আনা সম্ভব নয়—এজন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগার সহকর্মীর প্রয়োজন। বইয়ের মলাটে (spine) থাকবে তার 'ডাক সংখ্যা' (call number) এ লেখাও ব্রেইলে লেখার দরকার নেই। বইয়ের Title-page ব্রেইলে লেখা থাকলেও অতিরিক্ত আরও একটি পৃষ্ঠায় চক্ষুষ্মানদের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় সম্পূর্ণ Title-page লেখা থাকবে—যাতে অন্যান্য কর্মীদের কাছে বইয়ের পরিচয় পাওয়া [illegible] হয়। বই ফেরত তারিখ উৎকীর্ণ (Embossed) করে দিলে পাঠকরা নিজেরাই [illegible]রিখ বুঝতে পারবে।

দাম
অনেক দে
খুব একটা।

উপরোক্ত বিভাগ ছাড়াও অতিরিক্ত কয়েকটা আনুসঙ্গিক বিভাগ রাখতে হবে ব্রেইল গ্রন্থাগারে। প্রথমতঃ মুদ্রণ বিভাগ। এর কাজ হবে নতুন বই কিনে তাকে ব্রেইলে লেখা এ ছাড়াও কোন বইয়ের পাতা পড়ার জন্য অস্পষ্ট হলে তা ঠিক করে দেওয়া। এরপর আসবে বাঁধাই বিভাগ! একটি বই ব্রেইলে লেখার পর তাকে কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশ করতে হবে—আর প্রত্যেক খণ্ডই না বাঁধালে নষ্ট হয়ে যাবে এ জন্য বাঁধাই বিভাগের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে প্রচুর।

শুধু মাত্র বই রাখলেই স্বয়ং সম্পূর্ণ হবেনা ব্রেইল গ্রন্থাগার। বই ছাড়াও আরো কয়েকটি জিনিষ রাখতে হবে যা একান্ত প্রয়োজন। যেমন, Relief map। সব জায়গারই মানচিত্র রাখতে হবে—তা না হলে শুধু বিবরণ পড়েই কোন দেশ সম্বন্ধে সঠিক ধারনা জন্মায় না। ভূগোলক (Globe) রাখাও প্রয়োজন। এতে বিভিন্ন রেলপথ, সমুদ্র পথ, বিমান পথ প্রভৃতির অবস্থান বুঝাতে হবে ছোট ছোট আলপিন ও তার মাথায় সুতো বেঁধে।

এ ছাড়াও প্রয়োজন মাটি বা প্লাস্টিকের তৈরী নানা রকম প্রাণী লতা, পাতা, ফল, ফুল ইত্যাদি। যা হাত দিয়ে সহজেই বোঝা যায় কোনটির আকৃতি কি রকমের।

দেশে দেশে আজ শিক্ষা প্রসারের দিকে ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই যুগ সন্ধিক্ষণে সকলেই দাবী করবে সমান শিক্ষার সুযোগ। বহির্দৃষ্টি যাদের কাছে চিরতরে রুদ্ধ—অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই তারা পান করতে চায় এই পৃথিবীর রূপ, রস গন্ধ। তাদের সে আকাঙ্ক্ষা মেটাতে সচেষ্ট হওয়া দরকার সকলেরই। দৃষ্টিহীনদের জন্য কয়েকটি গ্রন্থাগার স্থাপন করলেই সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ শেষ হবেনা—এই গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু ব্যবহারও যাতে হয় সে দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে সকলকে। গ্রন্থাগার বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যেমন দায়িত্ব রয়েছে গ্রন্থাগারকে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার সংশ্লিষ্ট অন্ধ ছাত্রদের অভিভাবকেরও তেমনি কর্তব্য রয়েছে তাঁদের সন্তান সন্ততিকে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার। অভিভাবকেরা যেন সহজেই বুঝতে পারেন, উপযুক্ত ব্যবস্থায় দৃষ্টিহীনেরা তাঁদের 'দায়' না হয়ে তাঁদের 'সম্পত্তি' হয়ে উঠতে পারে। আর এই সব দৃষ্টিহীনদের অন্তর্দৃষ্টি ফুটিয়ে তোলার একমাত্র দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের। মানুষ গড়ার কারিগর আজকে তাঁরাই॥

ছাপার কাজ

পূর্বে আমরা গেলির উপরে টাইপ বিন্যাসের কথা বলেছি। গেলির উপরেই বিন্যাসিত টাইপ পৃষ্ঠা অনুযায়ী ভাগ হ'য়ে যায়। এখন এক এক পৃষ্ঠার বিন্যাসিত টাইপকে ঠিকভাবে সাজাতে হ'বে যাতে পৃষ্ঠার পর্য্যায়ক্রম ঠিক থাকে। এই কাজকে বলে Imposition অর্থাৎ In-position।

বিন্যাসিত টাইপের পাতাগুলিকে একটি ধাতব টপযুক্ত টেবিলের উপর নিয়ে যাওয়া হয়। পূর্বে এই টেবিলের পরিবর্তে একখানি সমতল পাথর ব্যবহার হ'তো ফলে আধুনিক টেবিলকেও এখন Stone বলা হয়।

একখানি কাগজের দুই পিট ছাপা হয়। ভিতরের যে ক'খানি পৃষ্ঠা ছাপা হ'বে সেই ক'খানি পৃষ্ঠা নিয়ে হয় Inner forme এবং বাহিরের দিকের পিট হ'বে Outer forme। ভিতর দিকে ১ম পৃষ্ঠার সহিত অন্যান্য পৃষ্ঠা থাকবে এবং বাহির দিকে ২ পৃষ্ঠার সহিত অন্যান্য পৃষ্ঠা থাকবে। ১-এর পৃষ্ঠার সঙ্গে কোন পৃষ্ঠা ছাপা হ'বে এবং ২-এর পাতার সঙ্গে কোন পৃষ্ঠা থাকবে তা ঠিকমত সাজান সমস্যা কারণ তা ঠিকমত সাজাতে না পারলে পৃষ্ঠার পর্য্যায়ক্রম বজায় থাকবে না।

পৃষ্ঠাগুলি Inner ও Outer forme হিসাবে সাজানোর পর পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং পৃষ্ঠা শীর্ষক (running title বা page heading) বসান হয়। আগেকার দিনের ছাপা বইয়ে বা পুথির পৃষ্ঠায় এ সব কিছুই থাকত না। পুথিতে পৃষ্ঠা সংখ্যার পরিবর্তে থাকতো পাতার সংখ্যা. তাও ঠিক নিয়মিত ভাবে থাকত না। ১৫ দশ শতাব্দীর শেষের দিকেও পাতার সংখ্যা ছিল বিরল। যে সকল পুথিতে পাতার সংখ্যা থাকত পাতার উপরে লেখা হ'তো fol., বা folio এবং পরে রোমীয় সংখ্যা I II III IV ইত্যাদি।

আরবীয় সংখ্যা প্রথম ব্যবহার হয় ভেনিসে ১৪৭৫ সালে কিন্তু ইতালীয় বইয়ে ১৫০০ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত এ রীতি প্রচলিত ছিল না।

ইংলণ্ডে Caxton ১৪৮৩ সালের পর কিছু বইয়ে folio সংখ্যা দেয় এবং folio সংখ্যা আধুনিক বইয়ে যে স্থানে পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া হয় ঠিক সেই স্থানেই দেওয়া হ'তো কিন্তু বহু ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

১৬শ শতাব্দীতে পাতার সংখ্যা দেওয়ার রীতি পরিবর্তন হ'তে থাকে। folio, fol. বা fo'র সঙ্গে আরবীয় সংখ্যা ব্যবহার হ'তে থাকল। ১৫৭০-৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পাতার উপরে কেবল সংখ্যা ব্যবহার হ'তে থাকল এবং ১৬শ শতাব্দীর শেষের দিকে পাতায় সংখ্যা দেওয়ার রীতি একেবারে উঠে গেল এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়ার রীতি সুরু হলো।

স্বাক্ষর (Signatures, register)। স্বাক্ষরের প্রয়োজন দপ্তরীর কারণ তাকে বই বাঁধতে হ'বে। বই বাঁধার সময় বইয়ের format গুলিকে পর্য্যায়ক্রমে সাজিয়ে নিতে না পারলে বইয়ের বিষয়েরও পর্য্যায়ক্রম থাকবে না এবং পৃষ্ঠারও পর্য্যায়ক্রম থাকবে না। পুথির যুগে এক দিস্তা কাগজের প্রথম অর্ধেক পাতার প্রত্যেক পাতাখানিতে স্বাক্ষর দেওয়া হ'তো :

যেমন প্রথম পাতায় a_1, ২য় পাতা a_2, ৩য় পাতায় a_3, এ ভাবে এক দিস্তা কাগজের মাঝখান পর্যন্ত স্বাক্ষর দেওয়া হ'ত অর্থাৎ a_{24} পর্যন্ত সংখ্যা থাকত। এক দিস্তার মাঝখান থেকে সেলাই করা হ'তো ফলে বাকি পাতাগুলিতে আর স্বাক্ষর দেবার প্রয়োজন হ'তো না। পরে দ্বিতীয় দিস্তায় আবার b_1, b_2, b_3···করে সংখ্যা দেওয়া হ'তো। দপ্তরি বই বাঁধাবার সময় স্বাক্ষর সমেত বইয়ের ধার কেটে বাদ দিয়ে দিত। বইখানি একবার বাঁধান হ'লে, সেখানি যে পরে আবার বাঁধাবার প্রয়োজন হ'তে পারে এ ধারণা হয়তো সে সময়ে ছিল না।

১৪৭০ বরাবর ইতালীর নানাদেশে বইয়ের পাতার ডান দিকের শেষে পত্র-গুচ্ছ সংখ্যা (Signature) দেওয়া হ'তো, কখন কখন পত্র শীর্ষেও দেওয়া হ'তো। আসলে এ ভাবে স্বাক্ষর দেবার বিশেষ কোন নিয়ম ছিল না। পরে ১৪৭২ সালে কোলন শহরের Johann Koelhoff স্বাক্ষর দেবার আর একটি পন্থা আবিষ্কার করেন। এই পন্থায় পরের পাতার প্রথম একটি বা দুটি কথা আগের পাতায় পাঠ্য শেষ হয়ে যাবার পর ডানদিকে দেওয়া হ'তো। এই পন্থা মুদ্রাকরদের কাছে ক্রমশঃ স্বাক্ষরের রীতি হয়ে দাঁড়ায়। বইয়ে স্বাক্ষর দেখে, যে বইয়ের প্রকাশের তারিখ নেই সেই বইয়ের তারিখ ঠিক করা সম্ভব হয়।

স্বাক্ষর সাধারণত ল্যাটিন অক্ষরে দেওয়া হয় কিন্তু আগের দিনে ল্যাটিন বর্ণমালার ভিতরে W অক্ষর ছিলনা এবং i অক্ষরের পরিবর্তে j ব্যবহার হ'তো পরে বর্ণমালার ক্রমবিকাশের ফলে j থেকে i-এর উৎপত্তি হ'লো এবং u-এর পরিবর্তে v ব্যবহার হতো।

যদি ছোট অক্ষরে স্বাক্ষর সুরু হয় তা হ'লে বর্ণমালার সকল অক্ষর শেষ হ'লে বড় অক্ষর সুরু হ'তো না হয় a, aa, aaa ব্যবহার হতো এবং বড় অক্ষরে স্বাক্ষর সুরু করা হ'লে পরে ছোট অক্ষর ব্যবহার করা হ'তো (Aa, Bb, Cc···) না হয় A, AA, B, BB ·· এ ভাবে অক্ষর ব্যবহার করা হ'তো।

আধুনিক যুগে ১, ২, ৩, সংখ্যা ব্যবহার করা হয় না হয় বইয়ের নামের সঙ্গে এক দুই করে সংখ্যা দেওয়া হয় যেমন : গ্র বি ১, গ্র বি 2 (গ্র বি.= গ্রন্থ বিদ্যা)

আজকাল আর এক ধরনের স্বাক্ষর বিশেষ প্রচলিত হ'য়েছে। এ স্বাক্ষরকে বলে Black Step। Format'র প্রথম পাতার ও শেষ পাতার মধ্যে (বা পুটে—spine) একটি ৬ পয়েন্ট পুরু এবং ২৪ পয়েন্ট লম্বা রুল দেওয়া হয় ফলে format গুলি একত্রিত হ'লে সিঁড়ির মত ধাপ বইয়ের পুটে দেখা যায়। এই ধাপগুলির পর্যায়ক্রম ঠিক না থাকলেই বুঝতে হ'বে পত্র-গুচ্ছগুলি ঠিক ভাবে সাজান হয়নি।

একই ধরণের দুইখানি বইয়ের (যেমন কোন পুস্তক মালার বই) পত্রগুচ্ছ বাঁধাবার সময় গোলমাল হয়ে যেতে পারে। বইয়ের আকার, ছাপার হরফ, পাতায় ছাপা অংশের পরিমাণ যেখানে এক সেখানে এ ধরণের ভুল হওয়া খুবই সম্ভব। আগেকার দিনে পুস্তকমালা বলতে কিছু ছিল না। তবে ফ্রাঁন্সে বিভিন্ন এলাকায় ব্যবহারের জন্যে এক ধরণের বই ছাপা হ'তো (প্রার্থনা পুস্তক)। এই বইগুলির format গোলমাল হ'য়ে যাবার ভয় থাকার দরুণ পত্র-গুচ্ছের সংখ্যার সহিত এলাকার নাম দেওয়া থাকত। এ ভাবে স্বাক্ষর ইংরাজী ভাষায় "Sarum" নামে পরিচিত।

কেবল format-গুলি গোলমাল হ'য়ে যাবার ভয়েই যে "Sarum" ব্যবহার হ'তো তা বলে মনে হয় না। সম্ভবতঃ কোন এলাকায় কোন বই ব্যবহার হ'বে তারই ইঙ্গিৎ হিসাবে এ ভাবে স্বাক্ষর ব্যবহার করা হ'তো। এ ধরণের বই বেশী ছাপা হ'তো পারীতে এবং Rouen-এ।

Catchword : পরের পাতার কয়েকটি কথা আগের পাতায় ব্যবহার করা। Johanne Koelhoff স্বাক্ষর হিসাবে একটি পত্রগুচ্ছের শেষে এ-ভাবে Catchword ব্যবহার অবিষ্কার করে। কিন্তু Catchword প্রত্যেক পাতায় থাকার কোন বিশেষ প্রয়োজন না থাকায় Catchword ব্যবহার করা ক্রমশঃ লোপ পেল। Catchword-এর কোন উদ্দেশ্য যে ছিলনা তা নয়। পরের পাতা কি কথায় সুরু হয়েছে তা আগের পাতায় পাঠককে জানতে দিলে তার পাঠে বিশেষ বাধা পড়ে না। কেবল সেই কারণেই Catchword ব্যবহার হ'তো।

পৃষ্ঠা শীর্ষক (Head lines) পৃষ্ঠা শীর্ষকের কাজ হ'চ্ছে পাঠককে পরিচালনা করা—পাঠক বইয়ের কোন একটি বিশেষ অংশ পড়তে চাইলে, পৃষ্ঠার শীর্ষক দেখে সে সেই অংশে সহজেই উপস্থিত হ'তে পারে। পৃষ্ঠা শীর্ষক সংখিপ্ত ভাবে দেওয়া দরকার। পৃষ্ঠা শীর্ষক দেখে যাতে বইয়ের অধ্যায়ের বা পৃষ্ঠার অন্তর্গত বিষয়ের একটা ধারণা করা যায় পৃষ্ঠা শীর্ষক এরূপ হওয়া দরকার।

পৃষ্ঠা শীর্ষকের ডান দিকে থাকে পৃষ্ঠা সংখ্যা।

বই ছাপা : কাগজের এক পৃষ্ঠার মত বিন্যাসিত টাইপের পাতা সাজান হ'লো। প্রত্যেক পাতার শীর্ষক ও সংখ্যা দেওয়া হ'লো। বিন্যাসিত টাইপের পাতাগুলি এবার একটা লোহার ফ্রেমে (Chase) আঁটা হ'লো। পাতাগুলির অন্তবর্ত্তি ফাঁকা স্থানগুলি কাঠের টুকরার দ্বারা আঁটা হ'লো। এবার একটা forme তৈরি হ'লো। Formeটী ছাপার যন্ত্রের গর্ভে (hed) রেখে এবার ছাপা সুরু করতে পারা যায়।

প্রেসে কি ভাবে ছাপা হয় তা জানবার আগে জানা দরকার পাতাগুলি কি ভাবে সাজান হয়।

একখানি কাগজকে দুই ভাঁজ করে চার পৃষ্ঠার একটি পত্র-গুচ্ছ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে কাগজ খানির ভিতরের অংশে অর্থাৎ Inner forme-এ থাককে ১ ও ৪ পৃষ্ঠা রবং Outer forme-এ থাকবে ৩ ও ২ পৃষ্ঠা।

কিন্তু এ-ভাবে বই ছাপলে সেলাই করতে হয় অনেক এবং বইয়ের পুটও বেশী মোটা হ'য়ে যায়। সে জন্যে মুদ্রাকরেরা তিন চারখানি কাগজ এক সঙ্গে ছাপে। ধরুণ ৩ খানি কাগজ এক সঙ্গে ছাপা হ'বে—তাহ'লে হ'বে ছ'খানি পাতা বার পৃষ্ঠা। এক একখানি কাগজে দুটি করে পৃষ্ঠা ছাপা হ'লে হ'বে ৩টী Inner forme ও ৩টী Outer forme। এই ৩টী Inner forme-এ এবং ৩টী Outer forme-এ কি ভাবে পৃষ্ঠাগুলি সাজান হ'বে দেখুন :

Outer forme

১ ১২ ৩ ১০ ৫ ৮

Inner forme

১১ ২ ৯ ৪ ৭ ৬

একখানি 8vo আকারের বই ছাপতে হ'লে হ'বে ৮ পৃষ্ঠার দুটী forme, অর্থাৎ ১৬ পৃষ্ঠার একটি পত্র-গুচ্ছ। 8 vo আকারের বইয়ে দুটী forme-এ পৃষ্ঠাগুলি সাজান হ'বে এই ভাবে:—
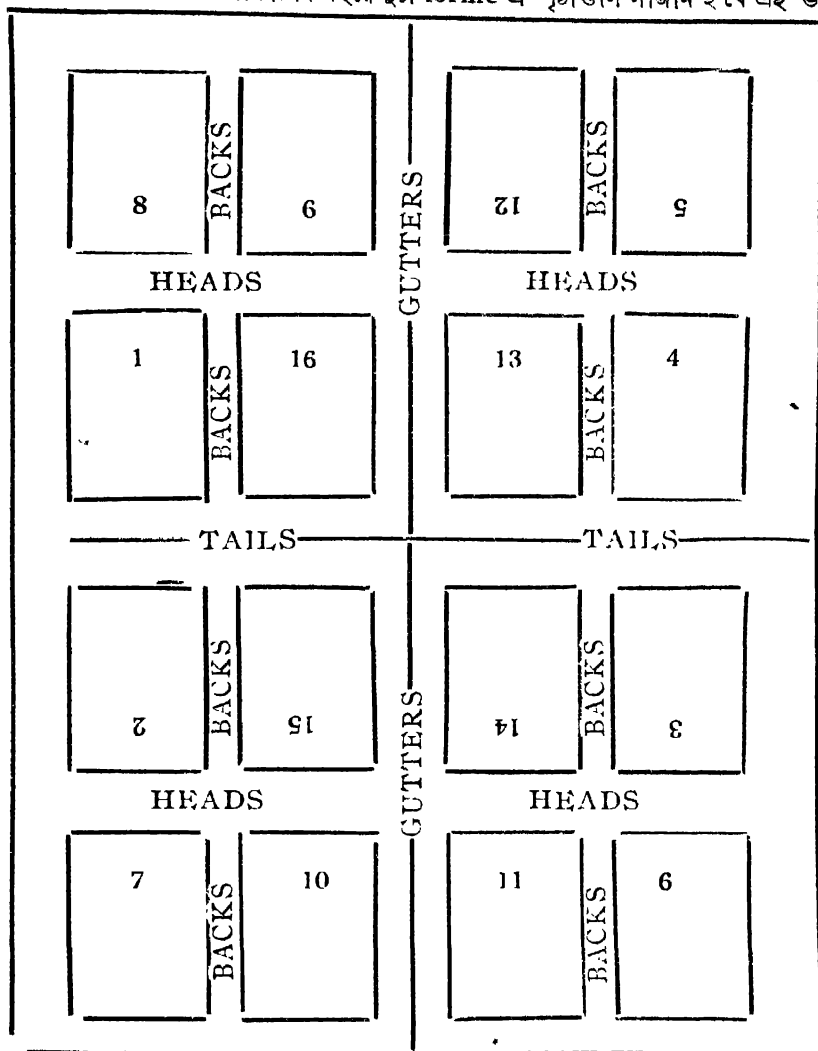
—পৃষ্ঠাগুলি কি ভাবে সাজাতে হ'বে তা জানবার আগে পৃষ্ঠাগুলি সাজাবার পর একখানি কাগজের যে সকল ফাঁকা অংশ পড়ে থাকে সেই সব অংশগুলির নাম জানা প্রয়োজন করে। সেই সব অংশগুলির সঙ্গে বইয়ের পাতাগুলির একটা সম্বন্ধ আছে:—

Heads (মাথা) : পৃষ্ঠাগুলি সাধারণত মাথায় মাথায় বসান হয় অর্থাৎ একখানি পৃষ্ঠার মাথার উপরে আর একখানি পৃষ্ঠার মাথা থাকে। দুইখানি পৃষ্ঠার মাথার অন্তর্বর্ত্তি অংশকে বলে Heads, শীর্ষ বা মাথা।

Back (পিঠ) : দুইখানি পৃষ্ঠার ধারের মধ্যবর্ত্তি অংশ অর্থাৎ একখানি পৃষ্ঠার ডান দিকের এবং আর একখানি পৃষ্ঠার বাম দিকের মধ্যে যে অংশ থাকে সেই অংশকে বলে Backs বা পিঠ।

Tails (পাদদেশ) : দুইখানি পৃষ্ঠাকে যখন পায়ে রাখা হয় অর্থাৎ দুইখানি পৃষ্ঠার পাদদেশের অন্তবর্ত্তি অংশকে বলে Tails বা পাদদেশ বা পা।

Gutters (প্রণালী) : দুই জোড়া পাতার মধ্যেবর্ত্তি অংশকে বলে Gutter বা প্রণালী। মাথা বা পিঠের সঙ্গে আলাদা করে দেখতে হ'বে—

Fore-edgeds : পৃষ্ঠার ডান দিকের ফাঁকা অংশ।

ক) চার পৃষ্ঠার forme। এ-ধরণের পৃষ্ঠা বিন্যাসের সময়ে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন।

১। ১-এর পৃষ্ঠা থাকবে কাগজের বাঁম দিকে নিচের কোন—পৃষ্ঠার মাথা থাকবে উপর দিকে।

২। ৪-এর পৃষ্ঠা থাকবে প্রথম পৃষ্ঠার ডান দিকে।

৩। ২ ও ৩-এর পৃষ্ঠা ১ ও ৪-এর পৃষ্ঠার মাথায় মাথায় থাকবে।

৪। এক এক জোড়া পৃষ্ঠার সংখ্যা যোগ দিলে যে সংখ্যা হয় তা যতগুলি পৃষ্ঠা আছে তা অপেক্ষা সংখ্যায় এক বেশী হ'বে। পাতার সংখ্যা ৪ ; ১+৪=৫, ২+৩=৫।

উপরের চারটি নিয়ম মনে রাখতে পারলে যে কোন সাধারণ পৃষ্ঠ-বিন্যাস সহজেই বোঝনা যাবে।

খ) ৮ পৃষ্ঠার forme বা ১৬ পৃষ্ঠার format. এ উপরের নিয়মগুলি কাজে লাগান।

১। একের পাতা থাকছে কাগজেব বাম দিকের নিচের কোণে পাশেই থাকছে শেষের পাতা অর্থাৎ ৮-এর পৃষ্ঠা। একের পৃষ্ঠার মাথা থাকবে উপর দিকে।

২। একের ও আটের পৃষ্ঠার মাথায় মাথায় থাকছে মাঝে দুটি অর্থাৎ ৪ ও ৫-এর পৃষ্ঠা। পাতার সংখ্যা আট হ'লে সংযুক্ত পাতার সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে : ১+৮=৯, ৫+৪=৯।

একখানি কাগজের বাম দিকে উপরের চারখানি পৃষ্ঠা সাজান হ'লে একটি forme হ'লো এই forme টিকে বলে outer forme। এখন বাকি চারখানি পৃষ্ঠা ডান দিকে সাজাতে হ'বে। সেই চারখানি পৃষ্ঠা নিয়ে হ'বে Inner forme। এই ফরমের পৃষ্ঠা গুলি outer forme-এর ১-এর পিঠে পড়বে ২, ৪-এর পিঠে পড়বে ৩, ৫-এর পিঠে পড়বে ৬, এবং ৮-এর পিঠে পড়বে ৭।

এখানে একটা কথা বলা দরকরে। পৃষ্ঠা সাজাবার সময় আমরা আগা-গোড়াই বলছি একখানি কাগজের উপর পৃষ্ঠা সাজানর কথা। আসলে কিন্তু পৃষ্ঠাগুলি Stone-এর উপর সাজান হ'চ্ছে।

১৬ পৃষ্ঠার forme সাজাবার সময়েও উপরের নিয়মগুলি কাজে লাগবে।

বইয়ের অন্যান্য আকার :—

১২ mo	—	১২ পাতা	—	২৪ পৃষ্ঠা
১৬ ,,	—	১৬ ,,	—	৩২ ,,
২৪ ,,	—	২৪ ,,	—	৪৮ ,,
৩২ ,,	—	৩২ ,,	—	৬৪ ,,

১৬, ২৪, ৩২ mo'র পৃষ্ঠা বিন্যাসের কোন অসুবিধা নেই কারণ উপরের নিয়ম গুলি কাজে লাগালেই চলবে। তবে ১২ mo'র পৃষ্ঠাগুলি সাজান একটু মুস্কিল। কিন্তু ১২ পৃষ্ঠাকে আট পাতা ও ৪ পাতা করে ভাগ করে নিয়ে পরে ৯ থেকে ১৬ পাতা পর্য্যন্ত কেটে নিয়ে পৃষ্ঠার মাথাগুলি নিচের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে লম্বালম্বি ভাবে দুটি ভাজ করে বড় অংশের ভিতর রাখলেই কাজ মিটে যায়।

১২ mo কে আর এক ভাবে সাজান যায় তাতে আর কোন অংশ কেটে নেবার প্রয়োজন হয় না।
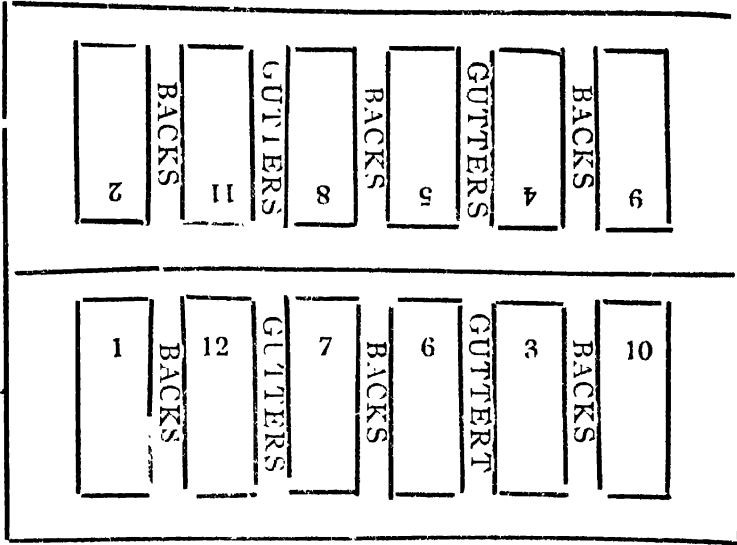
১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর ছাপা ১২ mo বই প্রথম উপায়ে ছাপা হ'তো এবং ১৯শ শতাব্দীর ১২ mo আকারের বই দ্বিতীয় উপায়ে ছাপা হ'তো।

এক একটি forme chase-এ ভালো করে এটে নিয়ে ছাপার কাজ সুরু করা হয়। প্রথম chase কে মুদ্রণ যন্ত্রের গর্ভে রেখে বিন্যাসিত টাইপের উপর কালি মাখান হয়। আগেকার দিনে কালির গোলা (Ink balls) করে কালি মাখান হ'তো। আধুনিক যুগে যন্ত্র চালু করার সঙ্গে সঙ্গে কালি মাখানর কাজটা আপনা থাকতে হয়।

যে কাগজে ছাপা হবে সেই কাগজগুলি যে ছাপছে তার বাম দিকে একটি পাত্রে থাকে এবং সে ব্যক্তি একখানি করে কাগজ বা হাতে করে তুলে নিয়ে যন্ত্রের যে অংশটি chase এর উপর থেকে ছাপ তুলবে সেই অংশের উপর রাখচে। কাগজ খানির যাতে ঠিক মাঝখানে ছাপা হয় সে জন্যে যে অংশ ছাপ তুলবে (platen) সে অংশে, ঠিক স্থানে যাতে কাগজ খানি রাখা যায়, পিনের দ্বারা কাগজ রাখবার স্থান ঠিক করে নিতে হয়। হাতে ছাপা প্রেসের এ অংশকে বলে taympan।

কাগজ গুলির এক পিট ছাপা হ'লে সেগুলি গোছ করে নিয়ে অপর পিট ছাপা হয় (perfected)।

Chase কে মুদ্রণ যন্ত্রের গর্ভে রাখবার পূর্বে বিন্যাসিত টাইপকে সমতল করে নেওয়া দরকার না হ'লে যে টাইপগুলি উঁচু হ'য়ে আছে সে গুলির ছাপ বেশী প'ড়বে এবং কাগজে কালির দাগ লাগবে।

ছাপবার আগে প্রথম একখানি কাগজে ছাপ তুলে দেখা হয় ছাপ ঠিকমত আসছে কিনা। কোন অংশের ছাপ ঠিক মত না এলে সে অংশে chase-এর নিচে "ছিপি" অর্থাৎ কাগজের টুকরা দিতে হয়।

ভালো ছাপার জন্যে ভালো কাগজ, কালি এবং ছাপার হরফ প্রয়োজন এ কথা সত্যি কিন্তু যিনি ছাপছেন তার, ভালো ছাপা হ'চ্ছে কিনা তা বোঝবার মত চোখ ও অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

আজকাল ছাপাখানার কাজের অনেক উন্নতি হয়েছে ফলে নানা ধরণের উন্নত যন্ত্র আবিষ্কৃত হায়ছে।

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

পুরুলিয়া জেলা ও তাহার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

সুশান্তকুমার হাজরা

গ্রন্থাগারিক পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার

বর্তমান পুরুলিয়া জেলা ১৯৫৬ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত বিহার প্রদেশের মানভূম জেলার অংশ ছিল। কিন্তু উক্ত বৎসরের ১লা নভেম্বর মানভূম জেলার কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল পুরুলিয়া জেলা নামে অভিহিত। ১৭টি থানা ও ১টি মহকুমা লইয়া এই জেলা গঠিত।

এই জেলার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বিহার প্রদেশের সীমানা এবং পূর্বে বাঁকুড়া জেলা। এই জেলার আয়তন ২৪০৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১৩৫৮৮৪২ তন্মধ্যে পুরুষ ৬৮৭২৯২ ও স্ত্রী ৬৭১৫৫০। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৮% ভাগ আদিবাসী ও হরিজন। আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যাই বেশী।

জেলার অধিকাংশ লোকের জীবিকা কৃষি। এই জেলাকে ২১টি উন্নয়ন ব্লকে ভাগ করা হইয়াছে। এই ব্লকগুলির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক বিস্তৃত কার্যসূচী গৃহীত হইয়াছে। সমগ্র পুরুলিয়া জেলা পঞ্চায়েতের আওতায় আসিয়াছে। এই জেলায় ১৬৯টি অঞ্চল-পঞ্চায়েত আছে। কিছুদিন পূর্বে এই জেলায় অঞ্চল পরিষদ ও জেলা পরিষদ অন্যান্য জেলার ন্যায় গঠিত হইয়াছে। পূর্বে এই জেলায় পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার ন্যায় জেলা স্কুল পরিষদ ছিলনা এই বৎসর তাহাও গঠিত হইল। এখনও এই জেলায় জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয় নাই।

বর্তমানে এই জেলায় শিক্ষিতের হার ১৭·৮%। স্ত্রী শিক্ষা এই জেলায় অধিক প্রসার লাভ করে নাই। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সহরাঞ্চল অপেক্ষা শিক্ষার হার কম।

এই জেলায় ৩টি পৌরসভা, ১টি প্রধান ডাকঘর, ১১টি সাব-পোষ্ট অফিস ও ২১২টি শাখা ডাকঘর আছে। এই জেলার রাস্তাঘাট পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা হইতে অনেক ভাল। প্রায় প্রতিটি থানার সঙ্গেই পুরুলিয়া সদর হইতে পাকারাস্তা আছে ও যাত্রীবাহী বাস চলাচল করে। পুরুলিয়া হইতে ধানবাদ, টাটানগর, রাঁচী, বাঁকুড়া, দুর্গাপুর, কলিকাতা, পাঞ্চেৎ ড্যাম হইয়া আসানসোল যাইবার বাস আছে এবং যে রুটগুলিতে নাই সে গুলিতেও শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

মোটামুটি ভাবে এই জেলার সর্বত্রই জলবায়ু ভাল।

পুরুলিয়া জেলা হইতে ৭টি সাপ্তাহিক, মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকা বাহির হয় যথা মুক্তি, আহ্বাণ, মর্ম্মবীণা, পুরুলিয়া গেজেট, জেলা হিতৈষী, মন্দির ও সংগঠন।

স্বাধীনতার পূর্ব্বে এই জেলায় মাত্র পঁচিশটি গ্রন্থাগার ছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে জেলার সদর পুরুলিয়াতে ৺হরিপদ সাহিত্য মন্দির সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ৩১শে অক্টোবর ১৯৫৬ পর্য্যন্ত এই জেলায় আরো ৪৫টি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। যার মধ্যে বিহার

সরকার কর্তৃক ১৯৫০ সালে State Library-র স্থাপনাই উল্লেখযোগ্য। বিহার সরকার ১৯৫২ সালে ৪৯০০০ হাজার টাকায় State Libraryটির জন্য একটি গৃহ ক্রয় করে এবং সেই বৎসর হইতেই এই জেলায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থযানের সাহায্যে পল্লী অঞ্চলে পুস্তক বিতরণের ব্যবস্থাও করা হয়। পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইবার পর ১৯৫৮-৫৭ সাল হইতেই সরকারী উদ্যোগে গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপন করার ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করেন। বর্তমানে এই জেলার সাধারণ গ্রন্থাগার (Public Library) গুলির সংখ্যা জেলা গ্রন্থাগারটি ব্যতীত নিম্নরূপ।

১। গ্রামীণ গ্রন্থাগার	Rural Library (Govt Sponsored)	২৪
২। সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত গ্রন্থাগার	Govt aided Libraries	৭১
৩। সরকারী সাহায্য বিহীন গ্রন্থাগার	Libraries which do not receive any Govt grants	৫০
৪। পুস্তক বিতরণ কেন্দ্র	Library centres	১৫

২ টি উন্নয়ণ ব্লকের মধ্যে বলরামপুর ও বান্দোয়ান ব্যতীত প্রতিটি ব্লকেই Rural Library স্থাপিত হইয়াছে। যান বাহনের অসুবিধা উত্তম রাস্তাঘাটের অভাব ও অন্যান্য কয়েকটি কারণ বশতঃ বান্দোয়ান, বাগমুণ্ডি, আরাষা উন্নয়ন ব্লক গুলিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বেশী প্রসার লাভ করে নাই। বান্দোয়াণ ব্লকে এখন পর্যন্ত একটিও গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় নাই। বলরাম পুরের মত স্থানে, যেখানে স্কুল, হাসপাতাল, রেলওয়ে ষ্টেশন, যানবাহনের সব রকম সুবিধা আছে ও যাহা পাকারাস্তার উপর অবস্থিত ও পুরুলিয়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র, সেখানেও আজ পর্যন্ত কোন গ্রন্থাগার স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। এই অঞ্চল গুলির সহিত সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী ও জন সাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি। তাহা ছাড়াও আদ্রা ও আনাড়াতে গ্রন্থাগার স্থাপিত হইলে ভাল হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিহার সরকার কর্তৃক ১৯৫০ সালে রাজ্য পুস্তকালয়-টিকে সরকারের ২৬।১২।১৯৫৬ সালের ১৩৪০নং আদেশ বলে জেলা গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করা হয়। বিহার সরকার রাজ্য পুস্তকালয়টির জন্য যে গৃহটি ১৯৫২ সালে ক্রয় করেন সেই গৃহেই জেলাগ্রন্থাগারটিও অবস্থিত। এই গৃহটি গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় নাই, ইহা জনৈক পুরুলিয়া বাসীর বাস্ত বাড়ী ছিল। গৃহটি ছয় কুঠুরী বিশিষ্ট দ্বিতল পাকাবাড়ী। এই ছয়টি কুঠুরীর মধ্যে নীচের তলার ৩টি কুঠুরীই এক রকম গ্রন্থাগার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই গৃহের উপর তলায় সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক মহাশয়ের অফিস যেহেতু গৃহটি গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় নাই সেইজন্য এই গ্রন্থাগারটিতে নানারূপ সমস্যা দেখা দিয়াছে ও স্থানাভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থাগার গৃহের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। গৃহটির সংলগ্ন তিন বিঘা জমি বিহার সরকারই ক্রয় করেন। অর্থ সাহায্য পাইলে গ্রন্থাগারের উপয়োগী গৃহ নির্মাণ করা সম্ভব হইত।

জেলা গ্রন্থাগারের তুইটি প্রধান শাখা আছে, স্থিতিশীল ও ভ্রাম্যমাণ। স্থিতিশীল বিভাগ তিন ভাগে বিভক্ত সাধারণ, মহিলা ও শিশুবিভাগ। স্থিতিশীল বিভাগের গ্রাহক হইতে ভর্তি ফি বা মাসিক চাঁদা লাগেনা কেবল মাত্র কিছু টাকা যাহা ফেরৎ পাওয়া যায় জমানত স্বরূপ জমা দিতে হয়। ভ্রাম্যমাণ বিভাগের গ্রাহক কোন প্রতিষ্ঠান ব্যতিরিকে কোন ব্যক্তি বিশেষ হইতে পারেন না। ইহার গ্রাহক হইতে ২৫৲ টাকা জমানত স্বরূপ, ১ টাকা ভর্তি ফি ও বাৎসরিক দশটাকা চাঁদা দিতে হয়। জমানত ফেরৎ লওয়া যাইতে পারে। স্থিতিশীল বিভাগের সদস্য সংখ্যা ৬৭০ ও ভ্রাম্যমাণ বিভাগের সদস্য সংখ্যা ৯০টি। ভ্রাম্যমাণ বিভাগও স্থিতিশীল বিভাগ মিলাইয়া এই জেলা গ্রন্থাগারে ১৪০০০ বই আছ। বর্ত্তমানে ১.টি দৈনিক পত্রিকা ও ৪৭টি সাময়িক পত্রিকা এই গ্রন্থাগারে রাখা হয়। এই গ্রন্থাগারের পরিচালনার জন্য একটি Advisory Committee আছে। সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক মহাশয় ইহার সম্পাদক ও জেলাধীশ মহাশয় প্রেসিডেণ্ট। অন্যান্য জেলায় জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে যুগ্ম-সম্পাদক বা সহ-সম্পাদক করা হইয়াছে কিন্তু তুঃখের বিষয় এই জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক-কে সহ-সম্পাদক তো দূরের কথা কার্যকরী কমিটির সদস্য পর্য্যন্ত করা হয় নাই।

জেলা গ্রন্থাগারের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে অনার্স ও এম. এ. পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী সমস্ত বিষয়ের কিছু কিছু বই আছে। এই গ্রন্থাগারের রেফারেন্স বিভাগটি অতি সমৃদ্ধ বলিয়া জন সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্থানাভাবের জন্য এই গ্রন্থাগারে শিশুদের জন্য কোন পাঠকক্ষ করা সম্ভব হয় নাই। তাহাছাড়াও সাময়িক পত্রিকা বাধ্য হইয়াই বারান্দায় রাখিতে হয়, যাহার জন্য পাঠকদিগকে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতের দিনে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। অনেক পাঠক গ্রন্থাগারের মধ্যেই পুস্তক পড়িতে চান কিন্তু তুঃখের বিষয় বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমরা তাহাদের ভালভাবে সাহায্য করিতে পারিতেছিনা। এই গ্রন্থাগারের সাধারণ বিভাগের জন্য একটি মাত্র পাঠকক্ষ আছে, সেখানে রেফান্সের বইও দৈনিক পত্রিকাগুলি রাখা হয়। Stack রুমের মধ্যেই মহিলাদের জন্য একটি পাঠকক্ষের স্থান কোন রকমে করা হইয়াছে। এই গ্রন্থাগারে বহু পাঠক পাঠিকাগণ বিনা চাঁদায় সংবাদ পত্র, সাময়িক পত্রিকা রেফান্সগ্রন্থ বা অন্য যে কোন গ্রন্থ গ্রন্থাগারের মধ্যেই বসিয়া পড়িবার সুযোগ পান ও পড়েন। এইরূপ পাঠক পাঠিকাগণের দৈনিক উপস্থিতি আশিজনের মত।

জেলা গ্রন্থাগারের সংগৃহীত পুস্তক হইতে গ্রন্থযানের মাধ্যমে পল্লীঅঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলিকে ভ্রাম্যমাণ শাখার পুস্তকঋণ দেওয়া কাজ। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগত সভ্যগুলিকে জেলাগ্রন্থাগার হইতে এককালীণ চল্লিশটি করিয়া পুস্তক দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে গ্রন্থযানটি এই জেলার ৭টি রুটে চলাচল করে। যে সমস্ত পল্লীগ্রন্থাগার ভ্রাম্যমাণ শাখার রুটগুলি হইতে দূরে অবস্থিত যে সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে ও Rural Library গুলির সাইকেল পিওনদের মাধ্যমে পুস্তকঋণ দেওয়া হয়। পল্লীঅঞ্চলের পাঠকদের মধ্যে পুস্তক পাঠের চাহিদা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। দেখা যায় ৭।৮ মাইল দূর হইতে পুস্তকঋণ লইবার জন্য গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিরা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থযানের জন্য নির্দিষ্ট রুটে অপেক্ষা করেন। কিন্তু তুঃখের বিষয় যে অনুপাতে চাহিদা বাড়িয়াছে সেই অনুপাতে অর্থাভাবের জন্য জেলাগ্রন্থাগার পুস্তক সরবরাহ করিতে পারিতেছেনা।

এই জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ৯০,০০০, পত্রিকা ৬৫০০ মাত্র এবং বাৎসরিক বই ইস্যু সংখ্যা ১৮৫০০০। কেবল মাত্র জেলা গ্রন্থাগারেই গত বৎসর পাঠকক্ষে সাময়িক পত্রিকা ব্যতীত ৩০,০০০ মত পুস্তক ইস্যু হইয়াছিল। এই জেলার সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠকের সংখ্যা প্রায় চার হাজার।

জেলাগ্রন্থাগারে ও পল্লীঅঞ্চলের অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলিতে প্রায়ই শিক্ষা ও কৃষ্টিমূলক কার্য্যাবলী অনুষ্ঠিত হয়। পল্লীঅঞ্চলের গ্রন্থাগারিকদিগকে গ্রন্থাগার বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সময় সময় অল্পদিনের জন্য একটি ট্রেনিং কোর্স জেলাগ্রন্থাগার কর্তৃক আয়োজিত হয়।

জেলাগ্রন্থাগারের পরিচালনা বাবদ ২য় পরিকল্পনা হইতে এপ্রিল ১৯৬৩ পর্য্যন্ত প্রায় ৩,১৬:২৪ টাকা সরকারী অনুদান হইয়াছে। গ্রন্থাগার স্থাপনে জেলার সর্বত্র প্রশংসনীয় উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থাগারগুলি ব্যতীত এই জেলার প্রতিটি উন্নয়ণ ব্লকে জন সাধারণের জন্য একটি করিয়া পাঠকক্ষ আছে। সেখানে সকলেই বিনা চাঁদায় পত্রপত্রিকা পড়িতে পারেন। এই পাঠ কক্ষগুলির সংখ্যা ২১। এই সমস্ত পাঠকক্ষে দৈনিক সংবাদ পত্র, সাময়িক পত্রিকা ছোট ছোট পুস্তিকা ইত্যাদি পাওয়া যায়। তাছাড়াও প্রতিটি পাঠকক্ষে রেডিও থাকে। পুরুলিয়া সহরে জেলা প্রচার আধিকারিক মহাশয়ের অফিসেও এইরূপ একটি পাঠকক্ষ খোলা হইয়াছে। এই পাঠকক্ষ গুলিকে Information Centres বলা হয়। জন শিক্ষার প্রসার ও বিভিন্ন তথ্য পরিবেশনের জন্য স্বরাষ্ট্র প্রচার বিভাগের তরফ হইতে অল্প খরচে বঙ্গভুক্তির পর এ যাবৎ পল্লীঅঞ্চলে প্রায় একশতটি রেডিও Information Centreগুলি ছাড়াও সরবরাহ করা হইয়াছে। সরকার পরিচালিত পাঠকক্ষ ব্যতীতও খৃষ্টান মিশনের তরফ হইতে একটি পাঠকক্ষ সম্প্রতি খোলা হইয়াছে, সেখানে দৈনিক সংবাদ পত্র ও খৃষ্ট ধর্মীয় পুস্তকাবলী পাওয়া যায়।

সরকারী অনুদান প্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পুরুলিয়া সহরে অবস্থিত ৺হরিপদ সাহিত্য মন্দির উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থাগারটি ৺হরিপদ দাঁ মহাশয়ের দান। এই পুরুলিয়া বাসীদের অশিক্ষা দূরীকরণের জন্য, জনশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছেন। শান্তময়ী উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও এই গ্রন্থাগারটি তাঁরই দানের অক্ষয় কীর্তিরূপে বিরাজ করিতেছে।

১৯২১ সালে এই গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়। ইহার নিজস্ব পাকা বাড়ী ও তৎসংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমি আছে। গ্রন্থাগারটি পুরুলিয়ার মধ্যস্থলে সাহেব বাঁধের পাড়ে অতিমনোরম স্থানে অবস্থিত। ৩০।৩৫ জনের একসঙ্গে বসিয়া পড়িবার মত একটি পাঠকক্ষও আছে। এখানে প্রায় ১১ হাজারের মত বই দেখা যায়। পাঠকক্ষে ৭টি দৈনিক ইংরাজী ও বাংলা সংবাদ পত্র এবং ২০টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। শিশু ও মহিলাদের জন্য কোন পৃথক পৃথক বিভাগ এই গ্রন্থাগারে নাই। কিন্তু একটি ভ্রাম্যমাণ শাখা আছে ও একটি গ্রন্থযান (তিনচাকা বিশিষ্ট সাইকেলের উপর) কেনা হইয়াছে। এই গ্রন্থযানটির সাহায্যে বিশেষ করিয়া মহিলা ও শিশুদের বই প্রতিদিন বাড়ীতে বাড়ীতে দেওয়া হয়। উক্ত শাখার কার্য্যসীমা পুরুলিয়া সহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গ্রাহক-গ্রাহিকাদের বর্ত্তমান সংখ্যা প্রায় ৪০০। গ্রাহক

গ্রাহিকা এখানে ৩৲ টাকা জামানত স্বরূপ জমা করিতে হয় ও মাসিক ২৫ পয়সা চাঁদা লাগে। পাঠকক্ষে যে কেহ বসিয়া দৈনিক সংবাদ পত্র, সাময়িক পত্রিকা ও অন্য যে কোন গ্রন্থ পড়িতে পারেন। এই গ্রন্থাগারটিতে অনেক প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংরক্ষিত আছে এবং ইহার রেফারেন্স বিভাগও সমৃদ্ধশালী। এই বৎসর সরকার এই গ্রন্থাগারে একটি Text Book Section খুলিবার জন্য তিনহাজার টাকা দিয়াছেন।

৺হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের জন্য স্বর্গীয় জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি বিরাট হলঘর নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

পুরুলিয়া সহরের যাবতীয় শিক্ষাও কৃষ্টিমূলক কার্য্যাবলী এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। তাহা-ছাড়া এই গ্রন্থাগারে একটি ছোট্ট Museumও রহিয়াছে। যেখানে পুরুলিয়ার বিভিন্ন স্থানের প্রস্তর মূর্তি, ছৌনৃত্যের পোশক, মুখোশ, আদিবাসীদের তীর ধনুক, ব্যবহারের প্রাচীন বাসন ও অস্ত্রশস্ত্র, কাঠের তৈয়ারী খেলনা এবং এই জেলার অধিবাসীদের ব্যবহৃত প্রাচীন কিছু গয়না বর্ত্তমানে দেখা যায়। এক কথায় এই গ্রন্থাগারটিকে পুরুলিয়া জেলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র বলা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থাগারটির পরিচালনায় নানারূপ সমস্যা অধুনা দেখা দিয়াছে। প্রথমতঃ সরকারী সাহায্যের পরিমাণ অতি অল্প এবং অন্যান্য দিক হইতে এই গ্রন্থাগারের বার্ষিক আয় যৎসামান্য। এই স্বল্প আয়ে একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার চালান সম্ভব নহে।

আর্থিক অবনতির জন্য এই গ্রন্থাগারটিতে বেতন দিয়া সর্বক্ষণের জন্য গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা যায় নাই, গ্রন্থাগারের কর্ম্মীসংখ্যা বাড়ান উচিৎ কিন্তু কর্তৃপক্ষের আর্থিক সঙ্গতি কোথায়? বহু ভাল ভাল পুরাতন বই ছেঁড়া অবস্থায় আছে কিন্তু বাঁধাইবাব টাকা নাই। এই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য, প্রাচীন গ্রন্থাসম্ভার আমাদের জাতীয় সম্পদ এবং গৌরবের বস্তু। কিন্তু ইহাব দিকে কাহারও নজর নাই। যে সরকার গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের Minimum pay ও পদমর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠিত তাহার কাছে আমরা বেশী কিছু আশা করিতে পারিনা কিন্তু জনসাধারণের এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন বলিবা মনে হয়। কারণ সহৃদয় জনসাধারণ যদি এইদিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সবকারের উপর নির্ভর করেন তাহা হইলে কোন কাজই হইবে না। সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করিতে হইবে, ইহা কেবল জনসাধারণই পারেন। আজ খুঁজিলে এইরূপ বহু গ্রন্থাগার পাওয়া যাইবে যেখানের বহু প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজি নষ্ট হইতে চলিয়াছে। ইহাদের দায়িত্ব কাহার?

এই গ্রন্থাগারটি ব্যতীত পুরুলিয়া সহরে মুসলমান সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত একটি "মুশলিম লাইব্রেরী" আছে। এই গ্রন্থাগারটি ১৯৩৪ সালে স্থাপিত হয়। মুসলিম লীগ যখন এই জেলায় রাজনৈতিক দল গঠন করে সেই সময় ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত রাজনৈতিক দলের যাবতীয় কার্য্য এখান হইতেই হইত। এই গ্রন্থাগারটি সহরের বড় মসজিদের পাশেই অবস্থিত। বর্ত্তমানে ইহার অবস্থা শোচনীয় বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থাগারটিতে দুই থেকে আড়াই হাজারের মত উর্দ্ধ্ বই আছে। পত্রিকাও দুই একটি দেখা যায়। কচ্চিৎ কখনো ২।৪ জন পাঠককে চোখে পড়ে তাও প্রত্যেক দিন দেখা যায় না। মনে হয় ইহা বর্ত্তমানে কোন কারণে

মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক উপেক্ষিত ও অবহেলিত। ইহার দিকে পুরুলিয়া সহরের অন্ততঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া উচিৎ। কারণ গ্রন্থাগার সর্বস্তরের জনসাধারণের জন্য, ইহা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী অথবা রাজনৈতিক দলের জন্য নহে।

Purulia Miuistirial Staff Association এর গ্রন্থাগারটি যদিও খুব ছোট তবুও উহার নাটকের সংগ্রহ বেশ ভাল। সহরের এই গ্রন্থাগারগুলি ব্যতীত পল্লীঅঞ্চলের অনুদান প্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে রামচন্দ্র পুরের স্বামী অসীমানন্দ প্রতিষ্ঠিত নেতাজী গ্রন্থাগারই অন্যতম। পুস্তক সংখ্যা, গ্রাহক সংখ্যা ও অন্যান্য ব্যবস্থা ও সন্তোষ জনক। তাহা ছাড়াও ঝালিদার হরিজন পাঠাগারটিও অনুদান প্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে। এই গ্রন্থাগার দুইটি সরকার হইতে সাহায্য পাইলে ও কর্তৃপক্ষ আরেকটু যত্নবান হইলে ভবিষ্যতে বড় পাঠাগারে নিশ্চয়ই পরিণত হইবে। গ্রামীন (Rural) গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে গড়জয় পুর বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাগার, কেন্তিকার পাঠাগার, কাশীপুরের পাঠাগার, মুরাড্ডি প্রসন্ন সাহিত্য মন্দির, বড়বাজার Rural Library, লৌলাড়া জনপদ পাঠাগার, বাঁগাপানি পাঠাগার, দলদলি, ভামুরিয়া উদয়নী পাঠাগার এবং গোবিন্দপুর পাঠাগার (রঘুনাথ পুরের নিকট) বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহাদের পরিচালনা ব্যবস্থা প্রশংসনীয় এবং এই গ্রন্থাগারগুলি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

স্কুল গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা এই জেলায় অতীব শোচনীয়। ২৩টি Higher Secondary School-এর মধ্যে রামকৃষ্ণমিশন বিদ্যাপীঠ ও সৈনিক স্কুল ব্যতীত অন্য কোন স্কুলেই গ্রন্থাগারের জন্য শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রাজুয়েট গ্রন্থাগারিক তো দূরের কথা পৃথক কোন কর্মচারী নিযুক্ত করা হয় নাই। দুঃখের বিষয় জেলা স্কুলের গ্রন্থাগারই গ্রন্থাগারিক বিহীন।

এই জেলার কয়েকটি স্কুল গ্রন্থাগারে যেমন জেলা স্কুল, পুরুলিয়া, মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, পুরুলিয়া, রাজকীয় উচ্চবালিকা বিদ্যালয়, পুরুলিয়া, শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়, পুরুলিয়া সত্যভামা বিদ্যাপীঠ, ঝালিদা, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, লৌলাড়া, রঘুনাথপুর ও লক্ষণপুর ইত্যাদি স্থানে কিছু সংখ্যক বই আছে। তন্মধ্যে জেলা স্কুলে সংগৃহীত পুস্তক সংখ্যা বেশী ও এই স্কুলের গ্রন্থাগারে অনেক পুরাতন গেজেট দেখা যায়। কিন্তু কোন স্কুলেই গ্রন্থাগার গৃহ নাই এবং ছাত্রগণ গ্রন্থাগারগুলি হইতে বই লইবার সুযোগ পায় না। গুদাম ঘরের মত বইগুলি হয় প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাদের রুমে না হয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের কমন রুমে আলমারিতে তালাবন্ধ থাকে। স্কুল গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের গ্রন্থাগারটিই শ্রেষ্ঠ। এই স্কুলটি স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার গ্রন্থাগারের জন্যে প্রথম হইতেই একজন শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রাজুয়েট গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এখনও একজন গ্রন্থাগারিক আছেন। গ্রন্থাগারটিতে প্রায় ৯ হাজারের মত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই আছে। এই গ্রন্থাগারে চারিটি বিভাগ দেখা যায় (১) Junior Section (২) Senior Section (৩) Text Book Section and Reference Section. (৪) General Section.

চতুর্থ শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রদের জন্য প্রথম বিভাগ ৯ম হইতে ১১দশ শ্রেণীর ছাত্রদের দ্বিতীয় বিভাগ, তৃতীয় বিভাগ সমস্ত ছাত্রদের জন্যই ও শিক্ষকদের জন্য। চতুর্থ বিভাগে ছাত্রদের পড়ার জন্য বই রাখা হয় না এই বিভাগে শিক্ষক ও স্কুলের অন্যান্য কর্ম-চারীদের জন্য নানারকম গল্প উপন্যাস ইত্যাদি রাখা হয়। এই বিভাগের পুস্তক ছাত্রগণ পড়িতে পায় না। ৭টি দৈনিক সংবাদ পত্র ও প্রায় ১৭টি সাময়িক পত্রিকা এই গ্রন্থাগারে রাখা হয়। প্রতিটি শ্রেণীর ছাত্রগণ যাহাতে গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে পারেন সেইজন্য প্রতি শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট গ্রন্থাগার সময় ধার্য্য করা হইয়াছে। গ্রন্থাগারের বই পড়ার জন্য ছাত্রদের উৎসাহ দেওয়া হয় ও কর্তৃপক্ষ নজর রাখেন প্রতিটি ছাত্র গ্রন্থাগারে যায় কিনাও গ্রন্থাগারের সদব্যবহার করে কিনা। গ্রন্থাগারটি পৃথক একটি হল ঘরে অবস্থিত। ৩০।৩৫ জন ছাত্র একসঙ্গে সেখানে বসিয়া পড়াশুনা করিতে পারে। এই গ্রন্থাগারটির রেফারেন্স বিভাগ স্কুলের তুলনায় অতীব সমৃদ্ধ। শীঘ্রই এখানে একটি গ্রন্থাগার গৃহ নির্মিত হইবে ও আরেকজন গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হইবে।

সৈনিক স্কুলে একজন শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রাজুয়েট গ্রন্থাগারিক আছেন। এই স্কুল গ্রন্থাগারটি সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার পুস্তক সংখ্যা মাত্র এক হাজার। নূতন স্কুল গৃহ ও গ্রন্থাগার গৃহ নির্মিত হইতেছে। সুতরাং এই স্কুল গ্রন্থাগারটির ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল।

এই জেলার তিনটি কলেজেই গ্রন্থাগার আছে। J. K. College গ্রন্থাগারে প্রায় ছয় হাজার পুস্তক আছে। দুঃখের বিষয় কোন গ্রন্থাগার গৃহ এবং গ্রন্থাগারিক এখানেও নাই। শোনা যাইতেছে একজন শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিককে নিযুক্তি পত্র দেওয়া হইয়াছে তিনি এখনও কাজে যোগদান করেন নাই। আপাততঃ এই গ্রন্থাগারটি সম্বন্ধে ছাত্র ছাত্রীদের নিকট নানা অভিযোগ শোনা যায়। আশা করা যায় শীঘ্রই এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

নিস্তারিণী মহিলা কলেজের গ্রন্থাগাটি বেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত। এখানে একজন শিক্ষণ প্রাপ্তা মহিলা গ্রন্থাগারিক আছেন। এই গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। কয়েকটি সংবাদ পত্রও সাময়িক পত্রিকাও এখানে রাখা হয়। ছাত্রী ও অধ্যাপিকাগণ নিয়মিত ভাবে এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। উক্ত কলেজের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রশংসনীয়।

রঘুনাথ পুর কলেজটি একটি নূতন কলেজ। তবুও কর্তৃপক্ষ প্রথম হইতেই এই কলেজ গ্রন্থাগারটির উন্নতি সাধনে যত্নশীল ও সচেষ্ট। শুরুতেই একজন শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রাজুয়েট গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করিয়াছেন। যদিও এই কলেজের গ্রন্থাগারে পুস্তক মাত্র তিন হইতে সাড়ে তিন হাজার তবুও এখানকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা মোটের উপর সন্তোষ জনক।

পুরুলিয়ার পলিটেকনিকের গ্রন্থাগারটিও বেশ সুন্দর। এখানেও একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ও আরেকজন মেট্রিকুলেট গ্রন্থাগারকর্মী আছেন। গ্রন্থাগার গৃহটি বেশ সাজান গোছান। এই গ্রন্থাগারে প্রবেশ করিলেই গ্রন্থাগারিকের সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বইয়ের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। কয়েকটি দৈনিক সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রিকা এখানে রাখা হয়। কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারটির উন্নতি কল্পে আগ্রহশীল ও গ্রন্থাগার মনোভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়। এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ভাল। ছাত্র ও শিক্ষকগণ নিয়মিত ভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন।

মোটামুটি ভাবে এই জেলার গ্রন্থাগার গুলির একটি চিত্র দেওয়া হইল। যদিও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা খুব সন্তোষজনক নহে তবুও এই জেলার জনসাধারণ গ্রন্থাগারের দিকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইতেছেন বলিয়া মনে হয়।

পরিষদ কথা

২০-এ ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

প্রতি বৎসর যে দিনটি গ্রন্থাগার দিবস (২০-এ ডিসেম্বর) হিসাবে পালিত হয় তাহা আগতপ্রায়। ঐ তারিখে গ্রন্থাগার দিবস এবং ঐদিন হতে পরবর্তী সপ্তাহটিকে গ্রন্থাগার সপ্তাহ হিসাবে পালনের জন্য আমরা পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ ও গ্রন্থাগার সমূহের নিকট আবেদন জানাচ্ছি।

২০-এ ডিসেম্বর তারিখটি বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখন থেকে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে বেলগাঁওতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের শেষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সভাপতিত্বে এক সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়। এই সম্মেলন অনুভব করেছিল যে নতুন দেশ ও সমাজ গড়ে তুলতে হলে চাই সমাজ সচেতন নতুন মানুষ এবং শিক্ষাই মানুষ তৈরার প্রধান উপকরণ। সবস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষার গভীর ও ব্যাপক বিস্তারের জন্যে চাই গ্রন্থাগার। সকলকে গ্রন্থমনা ও গ্রন্থাগারমুখী করে তোলার জন্যে প্রয়োজন গ্রন্থাগার আন্দোলন। উক্ত সম্মেলনে সুসংগঠিত পথে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনার জন্যে প্রতি প্রদেশে একটি করে গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। তদনুযায়ী ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০-এ ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন এই পরিষদের প্রথম সভাপতি।

রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে দেশের প্রতিটি গ্রন্থাগারের সম্পর্ক অপরিহার্য। ছোট বড় সকল গ্রন্থাগারের স্বার্থ নিহিত রয়েছে রাজ্যের সুসংবদ্ধ এই আন্দোলনের সাফল্যের উপর। আন্দোলনকে ত্বরান্বিত ও সফল করে তোলার দায়িত্ব সকল গ্রন্থাগার ও তাদের কর্মীদের।

যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ৩৯ বৎসর পূর্বে বাংলা দেশের সুসংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এই দিবসটি সে পথে আমরা কতদূর অগ্রসর হয়েছি তার হিসাবনিকাশ ও পর্যালোচনার দিন। এই দিনটিতে আমাদের অসম্পূর্ণ কর্মসূচীকে সার্থক করার সংকল্প ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দ্ধারণ করতে হবে।

গ্রন্থাগার দিবসের এই রাজ্যব্যাপী কর্মসূচীতে প্রতি গ্রন্থাগার সাধ্যানুযায়ী অংশ গ্রহণ করবেন বলে আশা করা যায়। নিম্নলিখিত কর্মসূচটি গ্রন্থাগার দিবসে পালনের জন্যে আমরা আবেদন জানাচ্ছি :

* নিজ গ্রন্থাগারের পরিচ্ছন্নতা বিধান
* প্রভাতফেরী, অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকর্ষণ
* স্থানীয় পুরাবস্তু, পুঁথি ও গ্রন্থ এবং চারু ও কারুশিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন
* স্থানীয় বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মীদের আলোচনা বৈঠকের আয়োজন এবং পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতামূলক কর্মপন্থা গ্রহণ
* জনসভার আয়োজন
* চলচ্চিত্র, অভিনয় ও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন
* নিজ গ্রন্থাগারের উন্নতি ও স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকতর গ্রন্থাগারমুখী করে তোলার জন্যে অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণ

গ্রন্থাগার দিবসের জনসভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রস্তাবের অনুলিপি রাজ্য সরকার, সংবাদপত্র, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং গ্রন্থাগার পরিষদের নিকট প্রেরণ করতে অনুরোধ করছি ঃ

১। এই সভা দেশে সর্বসাধারণের উপযোগী নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবহার আর্থিক স্বচ্ছলতা বিধান এবং উন্নত প্রণালীতে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনতিবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

এই সভা কলিকাতা মহানগরীতে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে এবং রাজ্য সরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে নিঃশুল্ক করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

২। এই সভা ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে আরও ডে ষ্টুডেণ্টস্ হোম খুলিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে।

৪। এই সভা মনে করে যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে এবং সুপরিচালিত করিতে হইলে গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত বেতন প্রদান ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত আবশ্যক ; এই সভা সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহকে অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা তাঁহাদের নিযুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের যথোপযুক্ত বেতন এবং মর্যাদা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করুন।

২০-১১-৬৪ বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়

কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পরিক্রমা

গোপালচন্দ্র পাল

(বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বাঁকুড়া জেলার কাউন্সিল সদস্য, ধ্রুবসংহতি বালসীর পক্ষে)

৫।১১।৬৪

বাঁকুড়া জেলার সমৃদ্ধ গ্রাম পাত্রসায়ের। তার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে 'সদুদয় নেতাজী পল্লী পাঠাগার'। সরকার এর দায়-ভার গ্রহণ করেছেন। নূতন নিজস্ব বাড়ী, সামনে ফাঁকা জায়গা। হাট-বাজারের একেবারে কাছে অথচ একটি নিভৃত কোণে। গ্রন্থাগার গৃহ নির্মানের উপযুক্ত স্থান বলা চলে।

বেলা প্রায় ন'টার সময় এখানে পৌছলুম্। বসে বসে সভ্যদের আসা-যাওয়া, বই দেওয়া-নেওয়া, পাঠকক্ষে পত্রপত্রিকা উল্টান দেখছিলুম্।

গ্রন্থাগার সমাজের অঙ্গ, সমাজ গ্রন্থাগারের পটভূমি ; গ্রন্থাগার পাঠকের, পাঠক সমাজের। তাই আজ এই গ্রন্থাগারও সমাজের একখণ্ড 'তৈলচিত্র'।—একজন পাঠকের বই নেওয়াতে একটু তাড়া দেখা গেল। কেন না কোন দত্ত মশায়ের দোকানে রেশন কার্ড জমা দেওয়া আছে—তেল চাই-ই চাই। কোন রকমে ফস্‌কে গেলে ছ'টাকার ধাক্কা। বই বরং কালও নেওয়া যেতে পারে।

এই সব গ্রামীন গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীদের খুব্ বড় একটা অংশ অবসর বিনোদনের জন্যই বই পড়েন। কাজেই অবসর চাই, সুস্থ অবসর চাই। গ্রন্থাগারগুলির উপযোগিতা সমাজের স্বাভাবিকতার উপর খুব্‌ই নির্ভরশীল। ব্যাপকতর হ'তে হবে প্রাথমিক প্রয়োজনের প্রাপ্তি সম্ভাবনা। তা না হলে মানবতার বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য ; সূক্ষ্ম, সৌখিন বৃত্তির ধারাগুলি হারিয়ে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সাধারণ পাঠক মন বিনোদন-গ্রন্থ বিমুখী হবে—সে আর বিচিত্র ব্যাপার কি ?

যাহোক, এ গ্রন্থাগারে নানা শ্রেণীর সভ্য—ডাক্তার, শিক্ষক, সরকারী চাকুরে, ব্যবসায়ী, ছাত্র, কৃষক ইত্যাদি। সংখ্যায় প্রায় দেড়শ। চাঁদা একত্রিশ পয়সা। চাঁদা দেওয়া সভ্য ছাড়াও আর একরকম সভ্য আছেন। যাঁরা পরিচালক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারেন। এঁদের সংখ্যা শতাধিক। স্থানীয় আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করেই এই ব্যবস্থা। সকলের জন্য বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার পাওয়া যেখানে এখনও সম্ভব হয়ে উঠল না সেখানে এই ব্যবস্থা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

সকাল-বিকাল দুবার গ্রন্থাগার খোলা হয়। সকালে বাজার বসে। সে সময়ে দূরের লোকেরা বাজারে এসে গ্রন্থাগারের কাজও সারেন। এ গ্রন্থাগারে সভ্যদের উপস্থিতি বাঁকুড়া জেলার অন্যান্য গ্রামের গ্রন্থাগারে সভ্য উপস্থিতির তুলনায় প্রশংসার দাবী করতে পারে।

গ্রন্থাগারে বই-সংখ্যা আড়াই হাজারের উপর। প্রতিমাসের সম্ভাব্য ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ টাকা থেকে দু'পাঁচ খানা করে বই কেনা হয় বটে কিন্তু তা এমন একটি উন্নতিকামী গ্রন্থাগারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সরকার কয়েক বছর আগে এর আর্থিক ভার নেওয়ার সময় উল্লেখযোগ্য বই সরবরাহ করেছিলেন। তারপর এই খাতে সরকারী সাহায্য নাই বললেই চলে। ফলে দীর্ঘ দিন ব্যবহারের দরুণ অনেক বইএর কিছু কিছু অঙ্গহানী হয়েছে। এসব বই গ্রন্থাগার পরিচালনার নীতি অনুযায়ী বাতিল করা উচিত। কিন্তু উপায়ান্তর না দেখে 'আগ্রহী পাঠককে সযত্ন ব্যবহারের অনুরোধ জানিয়ে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। গ্রন্থাগারিক শ্রীহরনাথ দে জানালেন সরকার যতদিন এসব সমস্যার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ না করছেন ততদিন আর অন্য উপায় কি ?

পাঠকদের টেবিলে কয়েকখানা জনপ্রিয় পূজা সংখ্যা দেখা গেল।

গ্রন্থাগারিক ও তাঁর সহকর্মী কাজের ফাকে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। আসার সময় তাঁদের নিজেদের কথা জিজ্ঞাসা করাতে জানালেন নিয়মিত বেতন পাওয়ার ব্যবস্থা হ'লে তাঁদের অনেক সুবিধা হয়।

সকলকে নমস্কার জানিয়ে বাড়ীর পথে বেরিয়ে পড়লুম।

———

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার দিবস

২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্মদিন। তাই প্রতিবছর এই দিনটিকে গ্রন্থাগার দিবসরূপে সারা বাংলাদেশে পালন করা হয়। যে মহান আদর্শ পরিষদের জন্ম থেকে তাকে নব কর্মধারায় অনুপ্রাণিত করে আসছে তা হচ্ছে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রসার, অশিক্ষার অবসান, গ্রন্থাগার পরিচালনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ, গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাদান, বৈজ্ঞানিক উপায়ে বইয়ের সংরক্ষণ, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সাহায্যে অনুন্নত অঞ্চলে গ্রন্থ সরবরাহ, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত প্রদেশেও জনসাধারণকে গ্রন্থাগার মুখিন করে তোলার জন্য ব্যাপক প্রচার ও আন্দোলন এবং গ্রন্থাগার আইনের সাহায্যে সর্বসাধারণের জন্য বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রভৃতি।

বিনা চাঁদায় রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হোলে আইনের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আইন করে কিছু কর ধার্য করলে পাবলিক লাইব্রেরী পরিচালনার জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন তার একটা অংশ উঠে আসবে এবং জনসাধারণ গ্রন্থাগারকে নিজেদের সম্পত্তি মনে করে তার প্রতি যত্নবান হবে। ফলে তারা গ্রন্থাগারে নিয়মিত যাতায়াত সুরু করবে। ক্রমে ক্রমে বইয়ের প্রতি তাদের আকর্ষণ বাড়বে ও পাঠস্পৃহাও বৃদ্ধি পাবে। কর থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত যে অর্থের প্রয়োজন হবে সেটা অবশ্যই আমাদের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সরবরাহ করবেন। এতে গ্রন্থাগারের জন্য সরকারী বরাদ্দ সুচিহ্নিত হবে অর্থাৎ গ্রন্থাগার কর থেকে সংগৃহীত অর্থ ও সরকারী বরাদ্দ গ্রন্থাগার উন্নয়ণের জন্যই ব্যয় করা হবে, অন্য কাজে লাগান যাবে না এবং সব গ্রন্থাগারই এর সমান অধিকারী হবে।

কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় সর্বপ্রথম ইংরাজ আমলে বাংলাদেশের জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করার প্রস্তাব তুলেছিলেন আইন সভায়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ রায় মহাশয়ের অদম্য আগ্রহ ও প্রচেষ্টা সত্বেও সে আইন প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৫৮ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিশেষ অনুরোধে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথন পশ্চিমবাংলার জন্য Library Bill তৈরী করেন। পরিষদের নবদ্বীপ সম্মেলনে ঐ বিল গৃহীত হয়। ঐ বিলে যে করের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার পরিমাণ অতি সামান্য। সম্পত্তির পরিমাণ অনুযায়ী করের হার কম বেশী হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে ঐ বিলে। এর ফলে বিত্তবান ব্যক্তিদের উপরেই করের চাপ বেশী করে পড়বে, স্বল্প বিত্তদের খুব সামান্য পরিমাণ অর্থই কর হিসেবে দিতে হবে।

কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের প্রচেষ্টার পর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অবশ্য বসে থাকেনি। স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ক্রমাগত অনুরোধ জানান হয়েছে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করবার জন্য কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। যে বাংলাদেশ একদিন সব ব্যাপারে ভারতবর্ষকে পথ দেখাত, যে বাংলাদেশ সম্পর্কে একদিন মনীষী গোখলে বলেছিলেন—"What Bengal thinks to day, India thinks tomorrow". সেই বাংলাদেশ আজ এই ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ১৯৪৮ সালে মাদ্রাজে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। ১৯৫৫ সালে হায়দ্রাবাদে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে। ১৯৬০ সালে হায়দ্রাবাদের আইনকে সংশোধন করে অন্ধ্ররাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রচলিত হয়েছে। মহীশূরে গ্রন্থাগার আইন পাশ হতে চলেছে। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত ভারত সরকারের Library Advisory Committee রিপোর্টে গ্রন্থাগার আইনের সাহায্যে রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়েছে। এসব সত্ত্বেও বাংলাদেশে এখনো গ্রন্থাগার আইনকে কার্যকরী করা গেলনা এটা খুবই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই।

গ্রন্থাগার দিবস বাংলাদেশের গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার প্রেমিকদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এই পবিত্র দিনে গ্রন্থাগার আইনকে প্রবর্তন করার সংকল্প আমাদের গ্রহণ করা উচিত। সমগ্র পশ্চিমবাংলার প্রতি জেলায় জেলায় ডে স্টুডেন্টস হোম গড়ে তোলা, টেক্সট বুক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টায়ও আত্মনিয়োগ করতে হবে সকলকে। গ্রন্থাগারের প্রতি পাঠকদের আকর্ষণ বাড়াবার জন্য পোষ্টার ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় সভা করে আমাদের এই আদর্শকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে হবে। এবং সর্বোপরি রাজ্যব্যাপী বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি যাতে আকৃষ্ট হয় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে প্রত্যেক গ্রন্থাগার দরদীর।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ানশিপ ডিপ্লোমা পরীক্ষা থেকে তৃতীয় শ্রেণীর অবসান

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শ্রদ্ধেয় শ্রীগোলাপ রায়চৌধুরীর এক বিজ্ঞপ্তিতে (Notification No CSR/27/64) জানা গিয়েছে আগামী ১৯৬৫ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত লাইব্রেরিয়ানশিপ ডিপ্লোমা পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে না। যারা ৮০০ নম্বরের মধ্যে ৩৬০ নম্বর অর্থাৎ ৪৫% পাবেন তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ বলে ধরা হবে। আর যারা মোট ৪৮০ অর্থাৎ ৬০% নম্বর পাবেন তারা প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন বলে ঘোষণা করা হবে। কোন একটি পেপারে পাশ নম্বর বলে কিছু থাকবেনা তবে একটি পেপারে ২৫% এর কম নম্বর পেলে সে পেপারের নম্বর মোট নম্বরের সঙ্গে যুক্ত হবেনা, অর্থাৎ সে পেপারের নম্বর বাতিল হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে ফলাফল ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী প্রকাশিত না হয়ে গুণানুসারে প্রকাশিত হবে। বর্তমান ব্যবস্থায় ৩২০ নম্বর পেলেই পরীক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হ'য়ে থাকেন। তৃতীয় শ্রেণী উঠে যাবার ফলে উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা বেড়ে গেল।

৫/২/১০৬৪ তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ১৯।৯।৬৪ তারিখের সিনেটে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃতি পায়।

গত কয়েক বছর ধরে ছাত্রদের ক্রমাগত আবেদন নিবেদনের ফলে কর্তৃপক্ষ অবশেষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ডিপ্লোমা পরীক্ষা থেকে তৃতীয় শ্রেণী তুলে দিলেন। কিন্তু একটা বিষয়ে আমাদের একটু দুঃখ থেকে গেল, সেটা হচ্ছে কর্তৃপক্ষ যখন ছাত্রদের প্রতি এতখানি করুণাই প্রদর্শন করতে পারলেন তখন এটা আরো বছর দুয়েক আগে করলেন না কেন? আর সেটা যখন সম্ভব হয়নি তখন ৫।২।৬৪ তারিখের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ১৯৬৪ সালের আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা থেকেও কি কার্যকরী করা যেত না? সেটা করলেও অনেক ছাত্র অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করে উত্তীর্ণ হতে পারতেন এবং সারা জীবন তৃতীয় শ্রেণীর উক্তি বহনের দায় থেকে উদ্ধার পেতেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে এম্-এ পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীর অবলুপ্তি ঘটেছে ১৯৬২ সাল থেকে।

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

চতুর্দশ বর্ষ] মাঘ ঃ ১৩৭১ [দশম সংখ্যা

গ্রন্থাগার ও সমাজ বিপ্লব

সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

তর্কের ঝোঁকে সেদিন জনৈক বন্ধু উপহাসের ভঙ্গীতে মন্তব্য করলেন, 'আপনার কথা শুনে মনে হয় যেন আপনি গ্রন্থাগারের মধ্যে দিয়ে সমাজ বিপ্লব আনতে চান'। এ ধরণের শব্দপ্রযুক্ত চিন্তা অন্ততঃ ঐদিন পর্যন্ত আমার মাথায় ছিল না। বন্ধুটি আমার চিন্তায় বেশ একটু নাড়া দিলেন। প্রসঙ্গত মনে পড়ল বিলেতে যখন গ্রন্থাগার আইন পাশ করানোর জন্যে হৈচৈ চলেছিল তখন ঐ আইনের বিরোধীরা ধুয়ো তুলেছিলেন এই বলে যে আইন পাশ হয়ে গেলে গ্রন্থাগারগুলি 'সিডিসনের' এক একটা আড্ডায় পরিণত হবে। প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রন্থাগারের মধ্যে যদি সে শক্তি ও সম্ভাবনা না থাকত তাহলে তাঁরা ঐ শঙ্কোক্তি দিয়ে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব বৃদ্ধি করতেন না। তাছাড়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও গ্রন্থাগারগুলির এক বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে দাবী করা হয়। দুটি নজিরই ভুল প্রমাণিত হবে যদি সমাজবিপ্লবে গ্রন্থাগারের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হয়।

সর্বঅনুসৃত কতকগুলি আচারব্যবহার ও বিধিব্যবস্থার সমন্বয়ে সামাজিক ধারা বয়ে চলে। সেই ধারায় যখন নিশ্চলতা দেখা দেয় এবং তা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে না ও সমাজের পক্ষে অহিতকার প্রতিপন্ন হয় তখনই সামাজিক বিধিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন ঘটে, যাকে আমরা এক কথায় সমাজবিপ্লব বলতে পারি।

সমাজবিপ্লবের প্রয়োজন আজ এদেশে অত্যন্ত জরুরী। মানুষের জীবন এখনও পাঁজীঠিকুজী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। আইনকে কলা দেখিয়ে যেমন কালোবাজার বিরাজ করছে তেমনি পণপ্রথাও বুক ফুলিয়ে বসে রয়েছে। খাদ্যেই শুধু ভেজাল নয়, মানুষের

আচারবিচারেও এখন ভেজালের রাজত্ব। প্রকারান্তরে সারা সমাজকেই এখন দুর্নীতির পৃষ্ঠাপোষকতা করতে হচ্ছে। বর্তমানে মানুষের মনের গভীরে গেলে দেখা যায় যে লোকে যুক্তিনির্ভর চিন্তার চেয়ে অন্ধ আবেগ ও বিশ্বাসেই অধিক আস্থাবান। নূতনের সন্ধান না করে পুরাতনের আত্মগরিমায় লোক বেশী তৃপ্তি পায়। ন্যায় নীতি-বিবেক-সদাচারের কথা যা আগে মঠমন্দিরে শোনা যেত তা এখন ফাঁকা বুলির মত বক্তৃতামঞ্চ ও খবরের কাগজ থেকেই পাওয়া যায় আর পালনের কথা বেহিসাবী বুদ্ধিহীনেরাই তোলে। চিন্তা আর অনুসন্ধিৎসা লঘু বিষয়ের দিকে হেলে পড়ায় মৌলিকতা ও মননশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। ধর্মের অসারতা মানুষ যতই অনুভব করছে ততই বেড়ে চলেছে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উন্মাদনা। আপাত দৃষ্টিতে আমরা আধুনিক কিন্তু অন্তর আমাদের মধ্যযুগীয়। বিশ্বাস ও ব্যবহারের মধ্যে, কথা ও কাজের মধ্যে, আদর্শ ও তার রূপায়ণের মধ্যে ফাঁকটা ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে।

এখন এই ফাঁক ভরাট করবে কে? মানুষের সহজাত যুক্তিপ্রবণতাকে চাঙ্গা করার দায়িত্ব কার? নীতিপ্রবণ উদার মনোভাব, নাগরিক দায়িত্ব ও দেশপ্রেমকে জনমানসে সঞ্চারিত করার কর্তব্য কার উপর বর্তায়? অবাঞ্ছিত বিপথমুখী সামাজিক স্রোতের বিপরীতে সন্তরণের কথা কে বলবে?

প্রশ্নগুলি এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই কারণে যে দেশের যাবতীয় বৈষয়িক উন্নতি নির্ভর করছে মানুষের জাগ্রত সমাজবোধ, দেশের প্রতি আনুগত্য ও নৈতিক মানের উপর। কোনও প্রকার সমাজতন্ত্রই সম্ভব নয় যদি মানুষের মন অকর্ষিত থাকে।

উপরিউক্ত দায়িত্বগুলি এতই ব্যাপক ও বিরাট যে কারুর একার পক্ষে তার প্রতিপালন সম্ভব নয়। প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও প্রতিটি দলেরই অল্পবিস্তর দায়িত্ব আছে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে পরিবারের যিনি প্রধান তিনি উদাসীন, স্কুল-কলেজ নিষ্ক্রিয় আর রাজনৈতিক দলগুলির কথা না তোলাই ভাল। তাঁরা গাছের গোড়ায় জল না ঢেলে গাছের ডগায় জল দিতে ব্যস্ত; কোনও কোনও দল প্রকারান্তরে গাছটাকেই উপড়ে ফেলতে পারলে নিশ্চিন্ত হন। মুস্কিল সাধারণ মানুষের—সামাজিক বিষাক্ত পরিবেশে যাঁদের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

উনিশ শতকে এদেশে যে সমাজ বিপ্লব ঘটেছিল তার নেতৃস্থানীয় রামমোহন, বিদ্যাসাগর ডিরোজিও প্রভৃতি ব্যক্তিরা একক প্রচেষ্টার উপরই শুধু নির্ভর করেননি। যৌথ ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের সাহায্য তাঁরা গ্রহণ করতেন। আত্মীয় সভা এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েসন, তত্ত্ববোধিনী সভা প্রভৃতি তাঁরা একাজের জন্যে গড়েছিলেন। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও সামাজিক নানা অবিচারের বিরুদ্ধে একদিকে তাঁরা যেমন মানুষকে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলার প্রয়াস পান অপরদিকে আন্দোলন করে সরকারকে নানাবিধ আইন প্রণয়ণে যত্নবান করে তোলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে সমাজ বিপ্লব শুধু আইনের পথে আসে না, যুগপৎ সমাজশিক্ষারও প্রচেষ্টা থাকা চাই। দুই-ই চাই—একটিকে বাদ দিয়ে কেবল অপরটির দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা যায় না। সতীদাহ বন্ধ করতে হলে জনচেতনার

অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না—বিনাবিলম্বে আইন চাই। অন্যদিকে তেমনি বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও জনচেতনার অভাবে তা সাফল্য লাভ করেনি।

আজকের দিনে দেশকে চালাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি। তাঁরা শুধু আইন করেই সকল সমস্যার সুরাহা করতে চান। সমাজচেতনা সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁরা নিরাসক্ত ও নিষ্ক্রিয়। পূর্বে সমাজ বিপ্লবের নেতৃত্বে জ্ঞানীগুনী শিক্ষিত পণ্ডিতদের দেখা যেত। কিন্তু আজকের শিক্ষিত পণ্ডিতেরা এসব ঝুটঝামেলায় নিজেদের জড়াতে চান না। দেশের জন্যে যাঁরা কিছু করতে চান তাঁরা সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দেওয়ায় বিশ্বাসী। রাজনৈতিক নেতারা মানুষের অভাব অভিযোগকে মূলধন করে আন্দোলন চালান, অর্থনৈতিক কাঠামো বদলাবার ছবি তাঁরা জনসাধারণকে দেখান; কিন্তু রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা, অর্থনৈতিক সমতা বোধ ও সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য মৌলিক সমাজবোধ, শিক্ষা ও চেতনা সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চেষ্ট।

দেশের এই বিরাট যজ্ঞকর্মে সীমাবদ্ধ শক্তির দরুণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা নগণ্য মনে হলেও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তার দায়দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ প্রস্তাবিত সমাজবিপ্লবে অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে গ্রন্থাগারের শক্তি ও জনপ্রিয়তা স্থায়ী ও সুদৃঢ় হবে।

গোড়াতেই দুটি আপত্তি দেখা দিতে পারে:

১। গ্রন্থাগারের কাজ শুধু বইপত্র লেনদেন করা, তার সঙ্গে কিছু বাঁধাধরা অনুষ্ঠান জুড়ে দেওয়া যায়, বড়জোর বইপত্র বিষয়ক কিংবা গ্রন্থাগারের কাজকর্ম সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্যে সভার আয়োজন অথবা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা যুক্ত হতে পারে। তার এই Conventional চৌহদ্দীর বাইরে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়াটা গ্রন্থাগার নীতির পরিপন্থী।

২। (ক) সমাজ বিপ্লব বা ঐ ধরনের কোনও সর্বব্যাপী তৎপরতার একটা দার্শনিক বনিয়াদের প্রয়োজন হয়। সমাজ বিপ্লবকামী গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে সর্বগ্রাহ্য আদর্শটা কি হবে? রাজনৈতিক দলগুলির অধীনে যেমন এক একটা 'ইউনিট' কাজ করে, দেশের গ্রন্থাগারগুলি সে রকম কোনও দলের অঙ্গীভূত অথবা অধীনস্থ নয়। বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মীর আদর্শ, চিন্তা ও মতামত ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী হতে পারে। যে আদর্শগত সামঞ্জস্য ও সাংগঠনিক সংহতি দরকার তার বাধ্যতামূলক দায়দায়িত্ব কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থাধীনে গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে থাকা সম্ভব নয়;

(খ) কেন্দ্রীয় সংস্থাধীনে বাধ্যতামূলক দায়দায়িত্ব না থাকলে কার্যপ্রণালীর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হতে পারে না।

গ্রন্থাগারের পয়লা নম্বর সংজ্ঞা বইপত্র লেনদেন করা তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু সেই মূল রূপটা বজায় রেখে তার কার্যসীমানা এখন বহুদিকে সম্প্রসারিত হয়েছে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ গতিশীল সবকিছুরই সংজ্ঞা সম্প্রসারিত হয়—কালের পরিবর্তন ও তাগিদে যেমন হয়েছে রাষ্ট্রের ও অন্যান্য সামাজিক সংস্থা ও ব্যবস্থার। একথার সপক্ষে রঙ্গনাথন তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছেন:

A library is a growing organism. Growth implies change. The change is progressive; it is persistent. There will be continuous change in the objectives of the library. Consequently there will be a continuous change in the methods of library service.

প্রাগ্রসর দেশগুলিতে গ্রন্থাগারে বইয়ের সঙ্গে রাখা হয় রেকর্ড, ছবি, মডেল ইত্যাদি। ব্যবস্থা থাকে বক্তৃতা, সংগীত, নাটক, শিল্পপ্রদর্শনী প্রভৃতির। কাজেই বই-ই গ্রন্থাগারের একমাত্র উপকরণ নয়। জ্ঞানবিদ্যার বিস্তারে যে কোনও সরঞ্জাম ও অনুষ্ঠানের সুবিধা নেওয়া যেতে পারে। অনগ্রসর দেশের অবস্থা অনুযায়ী গ্রন্থাগারের স্বতন্ত্র সংজ্ঞা থাকা অনুচিত নয়। সেখানে নিরক্ষরদের জন্যেও নিয়মিত ব্যবস্থা না থাকলে জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশকে শুধু দূরেই সরিয়ে রাখা হয় না, সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রন্থাগারের দাবীও দুর্বল হয়ে পড়ে। বই লেনদেনই যদি গ্রন্থাগারের একমাত্র কাজ হয়, তাহলে যেদেশে বার আনা লোক নিরক্ষর সেখানে সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্লোগান ও গ্রন্থাগার কর প্রবর্তনের প্রস্তাব নিশ্চয় ন্যায়সঙ্গত হবে না। চার আনা সাক্ষর লোকের সুবিধার জন্যে কেন ষোল আনা লোক পয়সা গুনবে? সরকারী কোষ থেকে অধিক অর্থ সংস্থানের দাবীও ঐ যুক্তিতেই উপেক্ষিত হবে। সর্বজনের মনে গ্রন্থাগারের স্থান না থাকলে গ্রন্থাগার আন্দোলন কখনই শক্তিশালী ও জয়যুক্ত হবে না। সেজন্যে দেশের অবস্থা ও কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এদেশে গ্রন্থাগারের একটা নিজস্ব সংজ্ঞা গড়ে নিতে হবে।

নিরক্ষরদের জ্ঞানবিদ্যা অর্জনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে Library Advisory Committee বলেছেন;

'Without the ability to read and write on the part of the majority of the people, the establishment of libraries would be like the lighting of Streets in a city of the blind....Thus it can be assumed that libraries will play an important part in the drive against illiteracy and that they need not necessarily follow only in the wake of an accomplished literacy' (রিপোর্টের ৩৩ পৃষ্ঠায় ১৩৫ অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণ দেখতে অনুরোধ করি)।

দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ প্রস্তাবিত সমাজ বিপ্লবের দার্শনিক বনিয়াদ প্রসঙ্গটি একটু দুরূহ। গ্রন্থাগার কর্মীরা কোন্ নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে এগুবেন? এখন এমন এক দার্শনিক বনিয়াদ কল্পনা করা যাক্ যেটা পরস্পরের সহিত সুসংবদ্ধ সাংগঠনিক সম্পর্কহীন, বিকেন্দ্রীক ও বিক্ষিপ্ত গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব।

ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সংবিধানকে সকলেই মানেন বলে মনে করা যায়। উক্ত সংবিধানের মুখবন্ধে যে চারটি মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে অর্থাৎ Justice, Liberty, Equality and Fraternity এই কথাগুলির সঙ্গে Creativity শব্দটি যুক্ত করে সমাজ বিপ্লবের বীজমন্ত্র করা যেতে পারে। সর্বজনের মধ্যে এই মন্ত্রের সঞ্চারই হবে গ্রন্থাগারগুলির

সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্য। বীজমন্ত্রের কথাগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বোধ করি প্রয়োজন নেই। কর্মীরা চিন্তার আদান প্রদান ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার জন্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বা অনুরূপ কোনও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আহূত সম্মেলনে আলাপ আলোচনা ও বোঝাপড়ার সুযোগ নিতে পারেন।

কর্মপদ্ধতির রূপ ও রীতি কি হতে পারে সে বিষয়ে এখন আলোচনা করা যাক। কর্ম-পদ্ধতি বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদের শিক্ষার মান, পেশার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি অনুযায়ী নির্দ্ধারিত হবে। বাঁধাধরা ছককাটা কোনও পদ্ধতি নয়। অনুন্নত অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ও সরঞ্জামের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্বোক্ত কমিটি বলেছেন :

'It has been will said that literacy is a by-product of a profitable occupation. People are not easily persuaded to take the trouble of learning to read and write until they are convinced that the knowledge will open up avenues of advancement. Advocates of libraries contend that libraries perform this persuasive function. A modern library does not confine its resources to books only. It has films, filmstrips, pictures, radio and television as part of its stock-in-trade. These latter do not require an initiation into the art of interpreting them. They have an appeal even to the untutored minds. Through them it is possible to put before the illiterate masses the inspiring spectacle of the march of civilisation. When they realise that the pictured panorama is only a part of the wonderland that lies concealed behind the letters in books, it is not unlikely that they will be induced to learn the art of assemilating the message of books.'

সরঞ্জাম ব্যতিরেকে অনুষ্ঠান যেমন যাত্রাগান, গল্পকথা, আলোচনা সভা ইত্যাদিও ফলদায়ক। বলা দরকার যে এ প্রচেষ্টাগুলিকে কেউ যেন প্রচারমূলক মনে না করেন। প্রকৃত উদ্দেশ্য আর কিছু নয় কেবল মানুষের মনে ঘুমিয়ে থাকা সৎ ও শুভ প্রবৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলা। প্রমোদমূলক ব্যবস্থার উপর একটু গুরুত্ব দিতে হবে এইজন্যে যে গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা সাধারণত কেউ শুনতে চায় না। তাই এক্ষেত্রে education through entertainment হবে। স্থানীয় অধিবাসীদের পেশার বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর রেখে তাদের প্রয়োজনীয় খোঁজখবর দেবার ব্যবস্থা গ্রন্থাগারকে প্রকৃতই সবস্তরের মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে তুলবে।

এ প্রবন্ধের কোনও পাঠক ধৈর্য হারিয়ে হয়ত প্রবন্ধকারের উদ্দেশে বলছেন—'আপনিত মশাই তত্ত্বকথা খুব আওড়াচ্ছেন। কিন্তু উপযুক্ত কর্মী কই? টাকা যোগাবে কে? গ্রন্থাগারগুলি কিভাবে টিকে আছে সে খোঁজ রাখেন?'

প্রশ্নগুলি মোটেই অযৌক্তিক নয়। স্বেচ্ছাসেবী কর্মীর সংখ্যা সর্বত্র ক্রমেই কমে আসছে। জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সম্পর্কিত প্রশ্ন দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত থাকায় তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই নিরুৎসাহ দেখা দিচ্ছে। বেতনভূক কর্মীদের সংখ্যা কোনও গ্রন্থাগারেই পর্যাপ্ত নয়—বর্তমান কর্মীদের পক্ষে অতিরিক্ত কাজ করার ফুরসৎ থাকে না। সরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগারগুলিতে মাইনে পেতেই যে শুধু দেরী হয় তা নয় সমগ্র পরিচালনেই নানা অভাব অভিযোগ ও অব্যবস্থা বিদ্যমান। বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির ভরসা সামান্য কিছু চাঁদা এবং সরকার ও পৌর নিগমের অনিশ্চিত অর্থবরাদ্দ। অনিয়মিত ও অপর্যাপ্ত অর্থে নির্ভরশীল কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উচ্চাদর্শ পোষণ করা নিষ্ফল হয়ে দাঁড়ায়।

তাহলে কি এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে গ্রন্থাগার আইন বা ঐরূপ কোনও ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে অর্থ সমস্যার স্থায়ী মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের নিষ্ক্রিয় থাকতে হবে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী কর্মীই হোন কিংবা বেতনভুকই হোন সমাজসেবার কাজ তাঁরা সাধ্যমত অল্পবিস্তর চালিয়েছেন ও চালাচ্ছেনও। জনমনে অনুপ্রবেশের এই একমাত্র উপায়। কাজের ন্যূনতম নমুনা রেখে অর্থ ও কর্মীর অভাবে কাজ যে কিভাবে ব্যাহত হয় সেটা সাধারণের কাছে তুলে ধরা দরকার। সব সমস্যা ও অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত হয়েই বর্তমান প্রবন্ধ লেখক যে কথায় গুরুত্ব দিতে চান তাহোল যে কর্মীদের কার্যপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর ভেতর এক নবরূপায়ণ (reorientation) সাধন।

গ্রন্থাগারের আর্থিক দুর্গতির কারণ তার কার্য প্রণালীতেই নিহিত। গ্রন্থাগারের কর্মতৎপরতা শিক্ষিতদের মধ্যে এবং তাও শুধু বই লেনদেনে সীমাবদ্ধ থাকায় সাধারণ জনমানসে গ্রন্থাগারের কোনও স্থান নেই! সরকারও এটাকে তাই আশু সমস্যা বলে বিবেচনা করেন না। গ্রন্থাগারের পিছনে সর্বস্তরের মানুষের নৈতিক সমর্থন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সরকারের গ্রন্থাগারের প্রতি নিশ্চেতন মনোভাব দূর করবে। লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এক গ্রন্থাগার সম্মেলনে লর্ড হ্যালডেন বলেছিলেন :

"Matters like education, instruments like libraries, we leave to take care of themselves. The State of course, will have to take it up, but it does not take things up until it finds things going. Then it will say. 'Here is a good thing, a popular thing; let us develop it and hereby attract votes……" (রঙ্গনাথনের একটি বই থেকে উদ্ধৃত)

তাছাড়া সাধারণ মানুষের আর্থিক সমর্থনও লাভ করা যাবে। বারোয়ারী পূজাপার্বন, নাট্যাভিনয়, খেলাধূলা প্রভৃতি বিষয়ে লোকের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়। গ্রন্থাগার যদি সকল মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গী হয় তাহলে তার প্রতিও মানুষ অনুরূপ সহানুভূতি ও অকৃপণ মনোভাব প্রদর্শন করবে।

সমাজবিপ্লব সাধনে গ্রন্থাগারের যে দায়িত্ব আছে তার যথোচিত প্রতিপালন নিয়তই নানা বাধা বিপত্তি ও অসুবিধার সম্মুখীন হবে। রাতারাতি কোনও ফললাভেরও আশা নেই। সেজন্যে অদম্য ইচ্ছার সঙ্গে ধৈর্য ও অধ্যবসায় কর্মীদের একান্তই থাকা চাই।

কোলন ও ডিউইতে অর্থশাস্ত্র

সুশান্ত কুমার হাজরা

১৮৭৬ সালে ৪২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়া Decimal Classification বইটি প্রকাশিত হয়, যার মধ্যে Schedule মাত্র কুড়ি পৃষ্ঠা ছিল। এই Schemeটির জন্ম দাতা Melvil Dewey। পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক গ্রন্থাগারেই ইহার প্রচলন খুব বেশী তার কারণ এই বিভাগের অবিমিশ্র চিহ্ন ও সম্প্রসারণশীলতা। ইহাই আধুনিক বর্গীকরণ পদ্ধতির সপ্তম সন্তানের মধ্যে প্রথম কারণ **DC, EC, UDC, LCC, SC, CC, BC** এই সাতটি পদ্ধতিই আধুনিক বর্গীকরণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ। ১৯৫৯ সালে ইহার ষোড়শ সংস্করণ ও বাহির হইয়াছে।

ভারতবর্ষও এবিষয়ে পিছাইয়া নাই। ১৯৩৩ সালে কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতির জন্ম হয়। ইহার জন্মদাতা আমাদের দেশেরই একজন মনীষী—Dr S. R. Ranganathan. এই পদ্ধতিটি আধুনিক বর্গীকরণ পদ্ধতির ষষ্ঠ সন্তান। কোলনের ৬ষ্ঠ সংস্করণ বাহির হইয়াছে ১৯৬০ সালে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রেই প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। মানুষের জ্ঞান রাজ্যের সীমাও দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে। কি বিজ্ঞান, কি সমাজ বিজ্ঞান সমস্ত বিষয়ই আজ অগ্রগতির পথে। কিছুদিন পূর্বে মানুষ যাহা কল্পনা করিতে পারিত না আজ তাহাই সম্ভব হইয়াছে। যে বিষয়গুলির কথা এতদিন কেহ চিন্তা করিতে পারে নাই ও যাহাদের উপর এতদিন কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই সেইগুলিই আজ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতেছে। একটি বিষয় বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগে খণ্ডিত হইতেছে। আবার উপ-বিভাগগুলিকেও ক্ষুদ্রতম অংশে খণ্ডিত করিবার প্রয়োজন হইতেছে। প্রতিটি ক্ষুদ্রতম অংশ লইয়া মানুষ আজ গবেষণায় লিপ্ত। ক্ষুদ্রতম অংশ বলিয়া কোন বিষয়কে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। প্রতিটি প্রগতিশীল দেশে প্রতিনিয়তই নূতন নূতন বিষয়ের উপর বিভিন্ন পুস্তক রচিত হইতেছে। এই নবীন বিষয়গুলি আমাদের সামনে ভীড় করিতেছে। তাহারা গ্রন্থাগারিকদের নিকট সভ্য জগতের মানুষের কাছে তাহাদের সন্ধান দিবার দায়িত্ব আরোপ করিয়াছে। সেজন্য প্রতিটি গ্রন্থাগারের আজ উচিৎ পুস্তক সম্ভার বিষয় অনুযায়ী বর্গীকরণ করিয়া সুষ্ঠুভাবে নিয়মানুযায়ী শেলফে সাজাইয়া রাখা ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সূচীকরণ করিয়া বইগুলির সকল সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় বিবরণ পাঠকদের সামনে তুলিয়া ধরা। ইহার দ্বারাই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন গ্রন্থাগারে কোন কোন বিষয়ের, কোন কোন লেখকের কি কি বই আছে এবং শেলফের কোন স্থানে খুঁজিলেই অনায়াসে তিনি তাহা পাইতে পারেন বা গ্রন্থাগার কর্মীগণ কোনো পাঠক কোনো বই চাহিলেই অল্প সময়ের মধ্যেই দিতে সক্ষম হইবেন।

Dewey Decimal classification এ বিষয়ে গ্রন্থাগারিকদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়। নবীন বিষয়গুলির সঙ্গে ইহার শুরু হয় অন্তহীন প্রতিযোগিতা। একদিকে দিনের পর দিন নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে অন্যদিকে Decimal Classification Scheduleটিরও পৃষ্ঠা সংখ্যা, কলেবর, বিভাগ, উপবিভাগগুলি পরিমার্জিত, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ১৯২৭ সালের মধ্যেই ইহার ১২টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগ নিয়ে দাঁড়ায় ৪০,০০০ হাজারের মত। Schedule এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০ হইতে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে হয় ৬৭৩। D. C. জয়ী হইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। নবীন বিষয়গুলি আবিষ্কৃত হইলেই যাহাতে Dewey তাহাদের স্থান দিতে পারে তারজন্যই এই প্রয়াস। আবার ১৯৩২ সালে ত্রয়োদশ সংস্করণ বাহির হইল। ১৯৪২ সালে মাত্র দশ বৎসর পরই আমরা পাইলাম চর্তুদশ সংস্করণ। তাতে দেখা গেল পৃষ্ঠা সংখ্যা শতকের মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং বিভাগ ও উপবিভাগগুলির সংখ্যা ৫0,000 হাজারেরও বেশী দাঁড়ইয়াছে তবুও ইহার শান্তি নাই। চোখে ঘুম নাই। কেবল একই চিন্তা এই বুঝি হারিয়া যাই, এই বুঝি নতি স্বীকার করিতে হয় নতুন বিষয়গুলির কাছে। বাহির হইল পঞ্চদশ সংস্করণ। কিছুদিন পরই ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হইল ষোড়শ সংস্করণ। শেষ মান রক্ষার প্রয়াস মনে হয় এটাতে করা হইয়াছে। অনেক আশা নিয়া গ্রন্থাগারিকগণ ইহা পড়িলেন। দেখা গেল পূর্বের থেকে ১100 পৃষ্ঠা বেশী যোগ করা হইয়াছে। বিভাগ ও উপ-বিভাগগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৭০,০০০ হাজারেরও বেশী হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পরও Deweyর ভাগ্যে জয়মাল্য জুটিল না। Deweyকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় Dewey নূতন বিষয়গুলির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে অসমর্থ, জয়লাভ করাতো দূরের কথা। এই প্রতিযোগিতায় Deweyকে বেসামাল করিয়াছে। কারণ এখনও এমন অনেক বিষয় আছে যাহারা Dewey Decimal Schemeএ যথাযোগ্য স্থানতো দূরের কথা মোটামুটি কোন স্থানই পায় নাই।

নূতন নূতন বিষয়গুলির এই চ্যালেঞ্জের জবাব Dewey দিতে পারিতেছে না দেখিয়া ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত আরও ছয়টি classification Scheme এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে অন্যতম Colon এই চ্যালেঞ্জ সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। Colon নূতন বিষয়গুলির কাছে নতি স্বীকার করে নাই এবং মনে হয় ভবিষ্যতেও করিবে না। Schedule দুইটির তুলনা মূলক আলোচনা করিলে ইহা অতি সহজেই বোঝা যায়। এখন Dewey ও Colonএ অর্থশাস্ত্রের বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

অর্থশাস্ত্র এমন একটি বিষয় যার মূল্য বর্তমান জগতে অনেক। ইহার সাহায্য ব্যতিরেকে আজ কোন কাজই হইতে পারে না। প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গেই ইহার সম্পর্ক গভীর ভাবে জড়িত। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যে কোন জাতীয় পরিকল্পনা বা যোজনা সমস্তই ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শ্রীভবতোষ দত্ত বলিয়াছেন "আধুনিক মানুষের জীবন যাত্রায় আর্থিক প্রচেষ্টা অনেক খানি স্থান অধিকার করে আছে। এই প্রচেষ্টা বহুমুখী ও বহুরূপী। গ্রামের চাষীর কৃষিকার্য্য, তাঁতীর তাঁত চালানো, কামারের হাতুড়ি ঠোকা থেকে আরম্ভ করে বিরাট

যন্ত্রশিল্প, পৃথিবী ব্যাপী বাণিজ্য—সব কিছুরই প্রধান সার্থকতা ব্যক্তির ও সমাজের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে।" এক কথায় বলা যাইতে পারে যে আজ বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইহার প্রাধান্য অনস্বীকার্য।

Dewey এবং Ranganathan অর্থশাস্ত্রকে সমাজ-বিজ্ঞানের অঙ্গ হিসাবে স্বীকার করেন। Dewey অর্থশাস্ত্রকে সমাজ-বিজ্ঞানের একটি ক্ষুদ্র শাখা রূপে স্থান দিয়াছেন, ইহার জন্য পৃথক কোন বিভাগ করেন নাই। Dr Ranganathan ইহার জন্য পৃথক একটি সম্পূর্ণ বিভাগ তৈরী করিয়াছেন। এই বিভাগটি হচ্ছে × ● Dewey অর্থশাস্ত্রকে সমাজ-বিজ্ঞান-300 মূল বিভাগের উপ বিভাগ 330এর ঘরে স্থান দিয়াছেন। বর্তমান জগতে অর্থশাস্ত্রের গুরুত্ব অনুযায়ী এই বিভাগ ঠিক হয় নাই। ১৯৪১ সালের পূর্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবে Dewey এই বিষয়টিকে অবহেলা করেন। কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে ১৯৪২ সালে চতুর্দশ সংস্করণ বাহির হইবার পর দেখাগেল Dewey এই বিষয়টি সম্বন্ধে অনেক সচেতন হইয়াছেন। কারণ ১৯৩২ সাল পর্যন্ত এই বিভাগের জন্য মাত্র ১৪টি পৃষ্ঠা দেওয়া হইয়াছিল যাহার সংখ্যা ১৯৪২ সালে ৩৮ করা হয়। অর্থাৎ বোঝা যাইতেছে Dewey এই বিভাগটিকে সম্পূর্ণভাবে সংশোধন ও পরিমার্জন করেন।

প্রথমতঃ Dewey Scheme অনুযায়ী অর্থশাস্ত্রের মূলবিভাগ (300—সমাজ বিজ্ঞান) ত্রুটিপূর্ণ। কারণ 310—Statistics গণিত শাস্ত্রের বিষয় যাহা সমাজ-বিজ্ঞানের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাছাড়া ইতিহাস ও ভূগোল যাহা সমাজ-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু তাহাদিগকে Dewey ইহার মধ্যে না রাখিয়া অন্য বিভাগ "9" এর ঘরে স্থান দিয়াছেন। সুতরাং ভুল বিভাগটিও সমালোচকদের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না।

Dr Ranganathan Economicsকে দুইটি Basic Facets দ্বারা ভাগ করেন যথা, Personality ও Energy. ইহা ছাড়াও ইহার বিভাজনের জন্যে চারিটি Trains of Characteristics ব্যবহৃত হইয়াছে "Business or B, Economic or E, Geographical or G, Chronological or C. The four trains of characteristics for forming the basis of the classification or Economics are to be taken in the order B, E, G, C and they are distinguished by thus × [P] : [E] [2P]. [G] '[C]."

এখন DC ও CCর অর্থশাস্ত্রের Schedule বিচার করিয়া দেখা যাক।

DC	CC	Foei in [E] Cum [2P]
330—Economics	×3=Communication	1—Consumption
331—Labour Economics	×4=Transport	2—Production
332—Financial Economics	×5=Commerce	3—Distribution
333—Land Economics		
334—Co-operation & Co-operative	×6=Credit	4—Transport
335—Economic Ideologies	×7=Public Finance	5—Trade
336—Public Finance	×81=Insurance	6—Financing
337—Tarrif policy	×8 (A)=Industry	7—Value
338—Production		8—Management
339—Income & Wealth		9—Personal management (Labour problems)

দেখা যাইতেছে যে Dewey Trains of Characteristics অনুযায়ী বিভাজন করেন নাই। এই বিভাজন এলোমেলো ভাবে করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 332, 333, 334, 335 ও 336 এর বিভাজন Business Characteristics অনুযায়ী এবং 331, 337, 338 ও 339 এর বিভাজন Economic Characteristics অনুযায়ী হওয়া উচিৎ ছিল। তাছাড়াও Deweyতে অর্থশাস্ত্রের অন্যান্য বিভাগগুলি বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। যেমন 380 এবং 650 এর বিভাগ ও অর্থশাস্ত্রেরই বিষয় বস্তু। 330 হইতে 340 এর ঘরে যাইতে হইলে 340—Law, 350—Administration, 360—Social welfare এবং 370—Educationএর বিভাগ ডিঙ্গাইয়া যাইতে হইবে। 380এর ঘরে তবুও একটা সান্ত্বনা এই যে উহা মূল বিভাগ 300 এর মধ্যেই আছে, কিন্তু 330 হইতে কি করিয়া 650 ঘরে Dewey ঝাঁপাইয়া পড়িলেন বোঝা কঠিন। Dewey Commerceকে অর্থশাস্ত্রের মধ্যে রাখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অর্থশাস্ত্র ও Commerce দুইটি এক জাতীয়। কমার্সকে অর্থশাস্ত্রের মধ্যেই যুক্ত করা উচিৎ। কারণ অধুনা অর্থনীতিবিদগণ Commerceকেও অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু বলিয়াই মনে করেন।

Dewey Decimal classificationএ অযথা Cannon of Mnemonicsকে লঙ্ঘন করা হইয়াছে। নিম্নের উদাহরণ হইতে অতি সহজেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে।

১। DC	CC
331·3 = Labour by Critical age group.	× : 9 B = Child labour
331·31 = Child labour	× : 9 F = Employed woman
331·4 = Employed woman	

Type of labour এর ক্ষেত্রে Deweyতে একস্থানে "3" এবং অন্যস্থানে "4" ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু Colon অনুযায়ী দুই স্থানেই "9" Common আছে। Ranganathan বলিয়াছেন "An entity must be represented by the same digit or set of digits in what ever class it occurs." (Elements of Library Classificaiion 2nd ed. p. 44)

২। **"Exemption from Stampduty in Bombay in the year 1940."**

বইটির Decimal classification দ্বারা সম্পূর্ণ অংশের বর্গীকরণ করা যাইতে পারেনা। 13th ed. পর্য্যন্ত Deweyতে "Stamp duty"র জন্য কোন নম্বর পৃথকভাবে দেওয়া হয় নাই। সেই সময় Stamp duty বিষয়ের জন্য 336·27 নম্বর অর্থাৎ Indirect Taxation এর নম্বর দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। 14th ed. ইহার জন্য আলাদা নম্বর দেয় ও এই ঘরটিকে প্রসারিত করে। বর্ত্তমানেও 336·27209547 নম্বর দিয়াই থামিতে হইবে। কারণ Dewey Decimal classificationএ chronological division এর provision এই ক্ষেত্রে নাই। অথচ 336·27209547 নম্বরটিকে বিশ্লেষণ করিলে বোঝা যাইবে মাত্র Exemtion from Stampduty in Bombay পর্যন্তই

বর্গীকরণ করা হইয়াছে। বাকী অংশটুকুর নম্বর Dewey দিতে পারেন নাই। কিন্তু Colon অনুযায়ী সমস্ত বিষয় টিকেই সম্পূর্ণভাবে বর্গীকরণ করিয়া বোঝান যাইতে পারে। যথা, ×7292 : 2.231'N5

৩। এই যুগে অনেক বই Agricultural crisis, Business cycles এবং movement of crime statistics with business cycle এর উপর বাহির হইয়াছে। কিন্তু Agricultural crisis ছাড়া অন্য কোন বিষয় Dewey classification দ্বারা যথার্থ ভাবে বর্গীকরণ করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে crime and business cycles এর নম্বর Dewey Decimal অনুযায়ী 364·2=causes of crime and delinquency ছাড়া কিছুই দেওয়া যায় না। কিন্তু এই নম্বর উক্ত বিষয়টির জন্য যথার্থ কিনা চিন্তা করার বিষয়। এবং এই নম্বর দিলে তাহা পাঠকদিগকে সাহায্য করিতে পারিবে কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু colon অনুযায়ী ইহার নম্বর এইরূপ হইবে y1 : 45 : (× : 74). এই নম্বরটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহার দ্বারা বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে বোঝান হইয়াছে এবং পাঠকদের ইহা সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে।

৪। Crisis in Motor Car Industry, Crisis in Aircraft Industry এবং Crisis in Textile Industry এর উপর কোন বই বাহির হইলে Dewy Decimal classification দ্বারা কোন নম্বর দেওয়া সম্ভব হইবে না। Dewey অনুযায়ী এই বিষয়-গুলিকে বর্গীকরণ করিতে হইলে আগামী সপ্তদশ সংস্করণের আশায় বসিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু ভয় হয় আগামী সপ্তদশ সংস্করণেও এইগুলি সম্ভব হইবে কিনা তাহাছাড়াও এই বিষয়গুলি যদিও স্থান পায় ততদিনে অন্য কোন নূতন বিষয় লইয়া উক্তরূপ সমস্যার সম্মুখীণ যে হইতে হইবেনা তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। সেই সময় কি আবার অষ্টাদশ সংস্করণের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে। নূতন নূতন বিষয় বাহির হইতেছেই এবং বাহির হইবেই। কোলন অনুযায়ী উক্ত বিষয়গুলিকে অনায়াসে বর্গীকরণ করা যায়। একটির বর্গীকরণ নম্বর দিয়া দেখান হইল, এরূপভাবে অন্যগুলিও করা যাইবে।

Crisis in textile Industry = ×8(M7) : 74

পাশ্চাত্য দেশ হইতে এই ডিউই বর্গীকরণ পদ্ধতি আমাদের দেশে মনে হয় প্রথম ১৯১৪ সালে আসে। এই Scheme অনুযায়ী পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলির বর্গীকরণ করেন তদানীন্তন গ্রন্থাগারিক Mr A. D. Dickinson. এই Scheme ব্যতীত সেই সময় অন্য কোন ভাল Scheme ছিলনা, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উন্নতি তো দূরের কথা এ বিষয়ে সেই সময় কোন চর্চাও ছিল না। তাই ইহাকে গ্রহণ করিতে অনেকে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন সে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। Colon আমাদের চোখ খুলিয়া দিয়াছে। তাই সময় আসিয়াছে তুলনামূলক বিচারের, কোন Scheme ভাল কোলন না ডিউই দশমিক পদ্ধতি? দেশী না বিদেশী? ভারতীয় পদ্ধতি না আমেরিকান পদ্ধতি?

ছাপার ইতিহাস

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

কাঠের উপরে খোদাই করে ছাপা এবং একটি একটি হরফ আলাদা করে কেটে পরে তা সাজিয়ে ছাপার পন্থা প্রথম আবিষ্কৃত হয় চীন দেশে। চীন দেশে কাঠের ফলক থেকে ছাপা সম্পূর্ণ বই হ'লো Diamond Sutra। বইখানি ৮৬৮ সালের ১১ই মে তারিখের কিছু পরে ছাপা হয়।

১০৩৪ থেকে ১০৩৮ সালের মধ্যে চীন দেশে Pi Sheng, আলদা আলাদা হরফ কেটে ছাপা সুরু করে। কাঠের উপর আলাদা আলাদা হরফ কেটে প্রথম ছাপা হয় ১২২১ সালে। এ-ভাবে ছাপা সম্বন্ধে আমরা প্রথম অধ্যায়েই বলেছি। সুতরাং এখানে তা আর নতুন করে বলা হ'লো না।

ইউরোপে ১৫দশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে হাতে লেখা বই প্রচলিত ছিল। তবে ১৩৭০ থেকে ১৩৮০ সালের মধ্যে কাঠের উপরে খোদাই করে ছাপবার চেষ্টা হ'য়েছিল। এ-ধরণের ছাপা Ferte-sur-Grosne-এর একটি ধর্ম্মমন্দিরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে ১৮৯৮ সালে খুঁজে পাওয়া যায়। সম্ভবত কাপড়ের উপর ছাপবার জন্যে এই কাষ্ঠ ফলকটি তৈরি হয়েছিল। ১৫দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এভাবে ছোট খাটো ২০ পৃষ্ঠার বই, অলঙ্কৃত অক্ষর, Calender ইত্যাদি ছেপে বার হ'তে থাকে। এ-ছাড়া Biblia Pauperum, Human redemption, Art of dying well এই সব লোকপ্রিয় বই ছেপে বার হ'তে থাকে। Alibaux বলেন ইউরোপে কাষ্ঠ ফলকে ছাপা সুরু করেন Franciscan ধর্ম্মসংঘের কয়েকজন পাদ্রী—এদের মধ্যে কয়েকজন এ-সময়ে চীন দেশে ধর্ম্মযাজক হিসাবে গিয়েছিলেন। আবার একথাও সত্য হ'তে পারে যে মিশরের, পারস্যের বা তুর্কির মুসলমানদের অনুকরণে কাষ্ঠ ফলক থেকে ছাপা ইউরোপে প্রচলিত হয়।

কাষ্ঠ ফলক থেকে বই ছাপার একটা সুবিধা ছিল। প্রথমত কম খরচে বেশী বই ছাপা যেত এবং একখানি ফলককে বহুবার ব্যবহার করা যেত ফলে কম খরচে অনেক বই ছাপা সম্ভব হ'তো। এই কারণেই সম্ভবতঃ আলাদা আলাদা হরফ কেটে বই ছাপা ইউরোপে চলতে দেরী হ'য়েছিল।

কাঠের ফলক থেকে ছাপার ধারণা থেকেই সম্ভবত ধাতব ফলক থেকে ছাপার চেষ্টা হয়। ধাতব ফলক থেকে ছাপার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল ছাপার বস্তুটিকে স্থায়ী করা। অবশ্য এ বিষয়ে এখন বহু মত-বিরোধ আছে।

চীন দেশ থেকে ইউরোপে আসে আলাদা আলাদা করে হরফ কেটে বই ছাপার ধারণা। ১৪৪০-এর কাছাকাছি ইউরোপের নানা স্থানে আলাদা করে হরফ কেটে ছাপার চেষ্টা চলতে

থাকে। ১৪৪৪ সালে প্রাগের একজন স্বর্ণকার কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে একত্রিত হ'য়ে চেষ্টা করে "To write artificially"। ১৪৪৬ সালে স্বর্ণকার (Woldfogel) সে চেষ্টা থেকে বিরত হয়। ১৪৪০ সালে Laurens Coster, Haarlem-এ আলাদা করে হরফ কেটে ছাপার চেষ্টা করে। কয়েকটি ছোট খাট কাজ এভাবে ছেপে বার হয় Holland-এ। Gutenberg-এর ছাপার আগেই হল্যাণ্ডে আলাদা ভাবে হরফ কেটে ছাপার কাজ চলতে থাকে। ১৪৯৯ সালে প্রকাশিত Chronique de Cologne থেকে এইরূপই ধারণা করা যায়।

তবে একথা সত্যি যে Johann Genfleisch ওরফে Gutenbergই প্রথম যন্ত্রের দ্বারা চাপ দিয়ে আলাদা আলাদা ঢালাই করা হরফ থেকে প্রায় আধুনিক ছাপার মত বই ছাপা সুরু করে। ১৪৩৬ সালে Straasbourg-এ Gutenberg গবেষণা সুরু করে। ১৪৪৪ থেকে ১৪৪৮-এর মধ্যে গুটনবের্ক তার জন্মস্থান (জন্ম ১৪০০) Mainz-এ ফিরে আসে এবং Fust-এর সঙ্গে প্রায় আধুনিক উপায়ে ছাপা সুরু করে। Gutenberg ও Fust-এর মধ্যে যে চুক্তিপত্র হ'য়েছিল তার তারিখ ১৪৫০। Gutenberg-এর দ্বারা প্রথম ছাপা বস্তু যে কি তা ঠিক বলা যায় না। তবে মনে হয় গুটনবের্ক প্রথম ছাপে ৮টি Donats, তুর্কিদের বিরুদ্ধে লেখা ১২ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা, জার্মান ভাষায় একটি কবিতা, (Last judgment-এর উপর)। ১৪৫৭ সালের একটি Calender, সৌর জগতের একটি ছক (১৪৪৮) ইত্যাদি। এই সব ছাপা বস্তুতে কিন্তু গুটনবের্কের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

১৪৫৪ সালে Gutenberg-এর সঙ্গে Fust-এর গোলমাল বাধে—মামলা হয়, Gutenberg হেরে যায় এবং তার কল কারখানা ১৪৫৫ সালে Fustকে ছেড়ে দিতে হয়। Fust তার জামাই Peter Schoeffer-এর সঙ্গে একত্রে ব্যবসা খোলেন। ১৪৫৪ সালের ২২-এ অক্টবর তারিখের পূর্বে ছাপা Indulgence of Gutenberg থেকে বোঝা যায় Fust ও Schoeffer-এর ছাপাখানা বর্তমান ছিল। ১৪৫০ সালের ১৪-এ আগষ্ট তারিখে প্রথমবার বার হ'লো "গুটনবের্ক বাইবেল" বা "৪২ লাইন বাইবেল"। এই বাইবেল গুটনবের্কের ছাপা বলে ধরে নেওয়া হয় কিন্তু এও সম্ভব যে এই বাইবেলখানি বার হয় Fust ও Schoeffer-এর ছাপাখানা থেকে। Gutenberg সে সময়ে Catholicon ছাপছে (১৪৬০)। Fust ও Schoeffer ১৪৫৭ সালে Mainze Psaulter বার করে এবং এই বইয়ে লাল ও নীল কালিতে ছাপা তাদের স্বাক্ষর আছে—"এই বইয়ের একটি অক্ষরও কলমের দ্বারা লেখা হয়নি"। এই হ'লো প্রথম বই যাতে colophone দেখা যায় এবং মুদ্রকের নাম, মুদ্রণের স্থান ও তারিখ দেওয়া হয়।

গুটনবের্কের কাজ ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং ১৪৬৭ সালের শেষের দিকে তিনি মারা যান। Schoeffer কিন্তু ক্রমশঃ উঠতে থাকে। তার ছাপাখানা থেকে বার হয় William Durand-এর Rational (৬ অক্টোবর ১৪৫৯) এবং অতি সুন্দর ৪৮ লাইন বাইবেল (আগষ্ট ১৪৬২)। Fust মারা গেল ১৪৬৬ সালের শেষে বা ১৪৬৭ সালের গোড়ার দিকে। Fust-এর মৃত্যুর পর Schoeffer ১৫০২ সাল পর্যন্ত তার ব্যবসা চালিয়ে যায়।

ছাপার কাজ Mainz-এর একচেটে ছিল কিন্তু তা ক্রমশঃ ভাঙতে থাকে। ১৪৫৮ সালে Johann Mentelin, Straasbourg-এ ছাপার কাজ সুরু করে; ১৪৬০ সালে Albrecht Pfister, Bamberg-এ ছাপাখানা খোলে এবং Pfister প্রথম চিত্রিত বই ছাপে (Edelstein, ১৪৬১)। ১৪৬১ সালের ২৭-এ অক্টবরের পর Fust & Schoeffer-এর ছাপাখানা থেকে দুই বছর আর কোন কিছু ছেপে বার হয় না। এই সময় Mainz-এ Mainz-এর Archbishop ও তার উত্তরাধিকারী Adolf von Nassau উভয়ের মধ্যে ভীষণ গোলমাল বাঁধে এবং Adolf von Nassau তার দলবল নিয়ে Mainz-এ প্রবেশ করে লুট তরাজ আরম্ভ করে, ফলে ছাপার ব্যবসা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। Berthold Ruppel ১৪৬৪ সালে Basle-এ ছাপাখানা খোলে; Ulrich Zeil ১৪৬৫ সালে Cologne-এ ছাপাখানা খোলে; Sweynheym ও Pannartz—দুজন জার্মান ১৪৬৪ সালে ইতালীতে প্রথম ছাপাখানা খোলে; ইতালী থেকে তারা যায় Rome-এ এবং ১৪৬৭ সালে Ulrich Han তাদের সঙ্গে যোগ দেন।

১৪৭০ সালে France-এ, Spain-এ, Hungary'তে, Poland-এ ও England-এ ছাপাখানা খোলা হ'তে থাকে।

প্রথম ইংরাজী ভাষায় বই ছাপা হয়েছিল, ইংলণ্ডে নয়, Burges সহরে। Colard Mansion ও William Caxton উভয়ে এই বইখানি ছাপে। Colard Mansion ১৪৭৩ থেকে ১৪৭৫ সালের মধ্যে Burges-এ মুদ্রণের কাজ করতে থাকে। Caxton ইংলণ্ডে ফিরে আসে এবং ইংলণ্ডে প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করে ১৪৭১ সালে Westminister সহরে। তারপর Rood ছাপাখানা খোলে Oxford-এ (১৪৭৮); John Letton ছাপাখানা খোলে London এ (১৪৮০)। Scotland-এ ছাপাখানা খোলা হয় প্রথম ১৫০৭ (Edinburgh), Ireland-এ ১৫৬১ সালে (Dublin)।

জার্মানিতেই মুদ্রণকলা শীঘ্র ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম ছাপাখানা খোলা হয় ১৫৮০ সালের কিছু পূর্বে। Johann Snell, Sweden-এ ছাপাখানার প্রসার করে; Iceland-এ ছাপাখানা খোলা হয় ১৫৩৪ সালে, Finland-এ ১৬৪৩ সালে (Oslo)।

ইউরোপে যে দেশে যতই ছাপাখানা স্থাপিত হ'ক ইতালী কিন্তু মুদ্রণের কাজে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। এখানে যেমন ছিল সবচেয়ে বেশী মুদ্রণালয়, তেমনি ছেপে বার হ'তো সবচেয়ে বেশী বই। ১৪৮০ সালের পূর্বেই Rome ও ভেনিসে ছাপাখানা খোলা হয় একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কিছু পরেই Lomardy-তে ১০টি, ৮টি ভিনিসিয়ায়, ৫টি Emilia'য়, ২টি Liguria'য়, ৬টি Toscan-এ, ৩টি Marche-এ, ৩টি Umbria'য় Sicily-তে ২টি এবং Sardinia-তে ২টি—এছাড়া আরও সহরে ছাপাখানা খোলা হয়। ইতালীতে ছাপা বই বার হয় ৪২%, জার্মানি ৩০%, ফ্রান্স ১৬%, Netherlands ৪%। তবে মনে রাখতে হবে এই পরিসংখ্যান আনুমানিক।

একটা লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে ছাপাখানা এবং ছাপার কাজ প্রসার পায় বিশেষ করে ব্যবসাকেন্দ্রে। অবশ্য তাতে আশ্চর্য হ'বার কিছু নেই কারণ ছাপার ব্যবসা

Capitalistদের ব্যবসা এবং Capitalism-এর প্রথম যুগেই ছাপার কাজ খুব বেশী বেড়ে ওঠে। আজকালকার যুগের ব্যবসায়ের ৩টি প্রধান চরিত্র হচ্ছে—মান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি করা, শ্রম বিভাগ ও যন্ত্রের ব্যবহার। এই ৩টি চরিত্র বজায় করতে হ'লে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। ছাপার ব্যবসাও এই ৩টি চরিত্রের উপর ভিত্তি করে বেড়ে উঠতে থাকল।

তবে এ সময়ে ভবঘুরে ছোট-খাটো মুদ্রকও যে ছিলনা তা নয়, Johann Numeister একটি উদাহরণ।

প্রথম দিকে ছাপাখানাগুলির কাজ ছিল সস্তা দরে পুঁথি ছাপা।

সে সময়ে ইউরোপের সবচেয়ে বড় ছাপাখানা হ'লো Anton Koberger (Nuremberg ১৪৭০)। এই ছাপাখানা চালু থকে ১৫১৩ সাল পর্যন্ত। এই ছাপাখানায় ২৪টি ছাপার কল ছিল এবং ১০০ জনের উপর লোক কাজ করত। এই ছাপাখানার ছাপা বইয়ের বিক্রয়কেন্দ্র ছিল Leipzig, Frankfurt, Hamburg, Ulm, Ausberg, Bresleau, Erfurt, Vienna, Budapest, Paris, Lyon ও Venice সহরে।

প্রথম দিকে পুস্তক মুদ্রণের উদ্দেশ্য ছিল পুঁথি ছাপা কিন্তু মুদ্রাকরদের লক্ষ্য ছিল পুঁথিগুলি উদ্ধার করে মুদ্রিত করা এবং সেগুলিকে নষ্ট না হ'তে দেওয়া। নানা আকারের ও নানাভাবে পুঁথিগুলি ছাপা হ'তে থাকলো। একই পুঁথিকে নানা ধরণের কাগজে ছাপা হ'তো এবং ভালো কাগজে (Parchment) ছাপা পুথিগুলিকে নানাভাবে রঞ্জিত (Illuminate) করা হ'তো। এই সময়ে ফ্রান্সে এক ধরণের বই ছাপা হতো। এই বইগুলিকে বলা হ'তো Book of bours ; Horoe বা heure—অর্থাৎ প্রার্থনা পুস্তক। এই বই ফ্রান্স থেকে বহু পরিমাণে বাইরে চালান যেত। এই বইগুলিকেও নানাভাবে রঞ্জিত করা হ'তো। এই বইগুলিই সৃষ্টি করল প্রকাশকের। অর্থাৎ এই সময় থেকেই মুদ্রাকরের এবং প্রকাশকের কাজ আলাদা হ'তে থাকলো।

Antoine Verard —ফ্রান্সের একজন খোদাইকার (Calligraph', প্যারিসে একটি বইয়ের ব্যবসা খোলে এবং মুদ্রাকরদের অর্থ ও মাল মশলা দিয়ে বই ছাপতে সুরু করে। নিজে একখানিও বই ছাপেনি কিন্তু ১৪৮৫ থেকে ১৫১২ সালের মধ্যে ৩০০ বই প্রকাশ করে।

Caxton-এর মৃত্যু হয় ১৫০৪ সালে এবং তার ছাপাখানা চালাতে থাকে তার প্রধান সহকারী Wynkyn de Worde.

উত্তর আমেরিকায় প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করা হয় ১৫৩৯ সালে। স্পেন দেশের অর্কবিশক, Juan Cromberger, সেভিল (Seville)-এর একজন মুদ্রাকর, তাকে পাঠায় Mexico'তে সেই দেশেরই ভাষায় একখানি বই ছাপবার জন্য। বই ছাপা সুরু হয় সেভিলে কিন্তু Cromberger ঠিক করে, যাদের জন্যে বই ছাপা হ'চ্ছে তাদেরই দেশে ছাপাখানা খোলবার এবং এই উদ্দেশ্যে Pabloসকে মেক্সিকোতে পাঠান হয়। Juan Pablos ১৫৩৯ সালে Mexico'তে প্রথম ছাপাখানা খোলে।

পরে England-এ কেমব্রিজের অধিবাসী Stephen Day ১৬৩৮ সালে Boston-এ যায় এবং America'য় Cambridge সহরে একটি ছাপাখানা খোলে। তার প্রথম কাজ

Freman's oath ও একখানি Calender। এর ছাপা কেবল মাত্র একখানা বই এখন বাঁচিয়ে রাখা হ'য়েছে। বইখানি হলো "The Bay Psalms book."

ইংরেজরাই প্রথমে আমেরিকার ছাপার কাজ করতে থাকে পরে রাষ্ট্রগুলি যখন স্বাধীন হ'লো, আমেরিকার নিজস্ব ছাপাখানা গড়ে উঠতে সুরু করলো। সে সময়কার দুজন আমেরিকান মুদ্রার করের নাম হ'চ্ছে Benjamin Franklin ও Isaiah Thomas। ১৯শ শতাব্দীতে আমেরিকায় বড় বড় ছাপাখানা গড়ে ওঠে। ১৯শ শতাব্দীর পূর্বেও ছোট-খাটো ছাপাখানা নানা সহরে স্থাপিত হয় যেমন Paraguaryতে ১৭০৫ সালে। Cuba'য় ১৭০৭ সালে; Colombia'য় ১৭৩৮ সালে। Brazil-এ ১৭৪৭ সালে। Chiliতে ১৭৪৯ সালে। Canada'য় ১৭ ১ সালে। Equador-এ ১৭৬০ সালে এবং Argentina'য় ১৭৮০ সালে।

ইংলণ্ডে ছাপাখানা প্রথম খোলার কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। ১৫৫৭ সালে Company of Stationers, London ছাপার কাজের জন্য একচেটে অধিকার পায় কিন্তু রাষ্ট্রের কাছ থেকে নানা প্রকারের বাধা পেতে থাকে। Star Chamber ১৬৪১ সালে আইন জারি করে ছাপাখানার সংখ্যা ২০টার বেশী হ'বে না ঠিক করে দেয়। ১৬৩৪—১৬৫৯ সালে ইংলণ্ডে গৃহ যুদ্ধের পর ছাপাখানার উপর আর কোন বারণ থাকেনা ফলে লণ্ডনে ২০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ছাপাখানা হ'য় ৬৫টি। Stuartsদের রাজত্ব কালে আবার Licencing Act (১৬৬১) আইনের দ্বারা ছাপাখানার স্বাধীনতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৬৯৫ সাল থেকে ছাপাখানার উপর আর কোন বাধা থাকে না। আইন অনুযায়ী লণ্ডনেই ছাপাখানা কেন্দ্রিভূত ছিল কিন্তু ছাপাখানার উপর আইন অনুযায়ী আর বাধা না থাকায় ইংলণ্ডের আশ পাশের সহরে ছাপাখানা গড়ে উঠতে থাকল।

যোড়শ ও সপ্ত দশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে মুদ্রণ কলা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার নেই। ইংলণ্ডে মুদ্রণ কথার উন্নতির সংগে William Caxton-এর নাম বিশেষ ভাবে জড়িত। Caxton ১৪৭৬ সালে Westminister-এ প্রথম ছাপাখানা খোলে একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু Christopher Plantin-এর কাজের তুলনায় Caxton-এর কাজ ছিল নগণ্য। Christopher Plantin ১৫৫৫ সালে Anvers-এ ছাপাখানা খোলে। তার ছাপার কাজ ছিল যেমন উন্নত ধরণের তেমনি সংখ্যায় বেশী। তার ছাপাখানা থেকে প্রতি বৎসর ৫০ খানি বই ছেপে বার হ'তো। তিনি পুস্তক বিক্রেতাও ছিলেন। Frankfurt-এ তার একটি বিরাট বইয়ের দোকান ছিল। তার ছাপা বই উত্তর আফ্রিকায় এবং আমেরিকাতেও প্রবেশ করেছিল।

Christopher Plantin-এর পর নাম করা মুদ্রাকর হ'চ্ছে Elseviers. Louis Elseviers এর জন্ম Louvierতে ১৫৪০ সালে। তার প্রথম বই ছাপা হয় Leiobu-এ ১৬৫২ সালে। .১৬১৭ সাল পর্য্যন্ত তার নিজের কোন ছাপাখানা ছিল না। তার পৌত্র প্রথম ছাপাখানা ক্রয় করে ১৬১৬ সালে। তার পাঁচ পুত্র ছিল পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক ব্যবসায়ী। ১৬২২ সাল থেকে ১২ mo format-এ Elsevier রা ছোট ছোট বই ছাপাতে

থাকে এবং এই বইগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হ'য়ে পড়ে। এরা প্রায় ২০০০ বই ছেপে বার করে।

পুস্তক প্রকাশের technique-এর দিক থেকে বিচার করলে বলা যেতে পারে গুটেন বের্কের আমল থেকে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত পুস্তক মুদ্রণের technique-এর বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। ছাপার যন্ত্রের কি ভাবে উন্নতি হয়েছিল তা আমরা পূর্বেই বলেছি।

ছাপার হরফ

১৫শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ছাপার হরফের নানা দিক থেকে উন্নতি হয়। হরফ কাটার কাজ এবং ঢালাই করার কাজ ক্রমশঃ বিশেষজ্ঞদের হাতে ন্যস্ত হ'লো। এরা চেষ্টা করতে থাকল, যা'তে পড়া যায় এমন এবং এক মাপের হরফ কাটতে।

Gutenberg ও Schoeffer, Gothic Type ব্যবহার করতো। সে সময়ের পুথিতে Gothic Typeই ব্যবহার হ'তো এবং এরা পুথির হরফের অনুকরণেই হরফ তৈরি করতে থাকে ফলে তাদের হরফ পড়া যেতনা।

ইটালিতে Roman হরফের জন্ম। প্রথম Roman হরফে বই ছেপে বার হয় ১৪৬৫ সালে। তারপর বার হয় Rome-এ (১৪৬৭) ও ভেনিসে (১৪৬৮) এবং ঐ সালেই Roman হরফের প্রচার হয় Stassbourg-এ। Paris-এ প্রথম Roman হরফে বই ছেপে বার হয় ১৪৭০ সালে। পরে Ausberg-এ Roman হরফ প্রচার হয়। সব প্রথম ভালো Roman হরফ বার করে Nicolas Jensen (Venice ১৪৭৩)। এ হরফগুলি কেটে ছিল Francesco da Bologna Carolingian হরফের অনুকরণে। পরে ঐ Francesco da Bologna'ই Alde'র জন্য Italic হরফ কাটে (১৫০১)। ইতালীর পর ছাপার হরফ তৈরির দিক থেকে France বিখ্যাত হ'য়ে পড়ে। Cursive gothic type-এর অনুকরণে Pasquier Bonhomme প্রথম Bastard নামক হরফ তৈরি করে (Paris ১৪৭৬)। প্রায় ৫০ বছর এই হরফ চালু থাকে। কিন্তু ১৫০৯ সালে Estienne আবার Roman হরফকে পুনর্জিবীত করে তোলে।

Albert Durer জ্যামিতিক সুত্রকে ছাপার হরফ তৈরির কাজে লাগায় (১৫২৫)। কিন্তু Geofrey Tory নতুন ধরণের ছাপার হরফ কাটায় সবচেয়ে বেশী নাম করে। তার পরে আসে Claude Garamond (খৃঃ ১৫৬১)। Garamond টাইপের চরিত্র হ'চ্ছে "অসমতা"।

Claude Garamond'র কাটা হরফের পর বিশেষ নাম করা "Romain du Roi" (King's Roman) নামক হরফ বার হয়। Louis XIV এর আদেশ অনুযায়ী Academy of Sciences-এ একটি Commission নিযুক্ত হয়, টাইপ কাটা সম্বন্ধে গবেষণার জন্য। এই Commission-এর গবেষণা অনুযায়ী Phillippe Grandjean ১৭০০ থেকে ১৭২৫ সালের মধ্যে ২১ প্রকার হরফ কাটে।

Pierre Simon Fournier Garamond'র ও Grandjean-এর কাটা টাইপের একপ্রকার পরিবর্তিত হরফ কাটে। এই হরফের নাম ছিল Fournier হরফ। ইংলণ্ডে তৈরি Baskervuille হরফ Fournier হরফেরই প্রকারান্তর (১৭৬১)।

এরপর ছাপার হরফ আরও উন্নত ধরণের এবং সুক্ষ্ম হ'তে থাকে : ইতালীতে Bodoni (১৭৭১-১৭৮৮)। France-এ Didot (১৭৮৩-১৭৯৮)। England-এ Richard Austin-এর John Bell-এর জন্য কাটা হরফ (১৭৯০) উল্লেখযোগ্য।

Roman হরফ ইংলণ্ডে প্রথম চালু করে Pynson (১৫০৯)। Pynson-এর পর ইংলণ্ডের নাম করা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত কারক হ'চ্ছে John Day ও Dr. John Fell। আজও Clarendon Press-এ Fell হরফ ব্যবহৃত হয়।

১৭২২ সালে, William Caslon এক প্রকার গোলাকৃতি হরফ কাটে। এই টাইপ শিগ্রই খুব বেশী ব্যবহার হ'তে থাকে। ১৮ শতাব্দীর শেষের দিকে Caslon হরফ একেবারে অচল হ'য়ে যায় এবং পরে আবার "old face" হরফ নামে পুনর্জিবীত হয়।

Italic Type ইংল্যাণ্ডে প্রথম ব্যবহার করে Winkyn de Worde (১৫২৮)।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের চাঁদার উপর গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। সুতরাং চাঁদা পরিশোধের ব্যাপারে সদস্যরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু প্রকাশন সম্ভব নয়। আমরা সদস্যদের অবিলম্বে ১৯৬৫ সালের চাঁদা পরিশোধ করবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।

পাঠরুচি ও পাঠকমন

বনবিহারী মোদক

সাধারণ গ্রন্থাগার সমাজমানসের দর্পণ। পাঠাগারে বই লেনদেনের হ্রাসবৃদ্ধি ও চাহিদা থেকে জনগণের পঠন-পাঠন ও মানসপ্রবণতার পরিচয় মেলে। সাধারণ গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত বইয়ের সংখ্যা ও বিষয়বস্তু অবলম্বন করে পাশ্চাত্যের অগ্রসর দেশগুলোতে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘকালীন সমীক্ষা নেওয়া হয়। জনসাধারণের চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারণার সুস্পষ্ট একটি চিত্র তার থেকে লাভ করা যায়।

তথ্যসংগ্রহ ও পরিসংখ্যান রাখার ব্যাপারে সুপরিকল্পিত কোনো সর্বজনগ্রাহ্য রীতি আজ পর্যন্ত এদেশে অনুসৃত হয়নি। তথাপি, যতটা পরিসংখ্যান এখানে পাওয়া যায়, তার থেকেও পাঠস্পৃহার ধারাটা অনুধাবন করা চলে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে, এসব ক্ষেত্রেও কয়েকটি রহস্য খুবই দুর্বোধ্য মনে হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ইংরেজী একখানি দৈনিকপত্রে দিনকতক আগে যে প্রতিবেদন বেরিয়েছিল (A. B. Patrika 28. 12. 1964) সেটাও আমাদের আলোচ্য হেঁয়ালীগুলোর দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে। আপাতদৃষ্টিতে এই বৈপরীত্যগুলোকে রহস্যময় মনে হলেও, আসলে এগুলো যে আমাদের সমাজমানসের একাংশের ক্রম-নিম্নাভিমুখী প্রবণতারই দ্যোতক, পরবর্তী বিশ্লেষণে সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংস্করণের রবীন্দ্ররচনাবলী মোট ৫০ হাজার সেট্ বিক্রী হয়েছে। নগদ ৭৫৲ এককালীন অগ্রিম দিয়ে যাঁরা বই কিনতে পারেন এবং সরকারের সর্বজনবিদিত দীর্ঘসূত্রতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকেও যাঁরা বই কেনেন, তাঁদের মোট সংখ্যা যদি ৫০ হাজার হয়; তাহলে পড়তে ইচ্ছুক অথচ অগ্রিম দাম এককালীন দিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক পাঠকের সংখ্যা খুব কম করেও অন্তত দেড় লক্ষ হবার কথা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, সাধারণ গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের চাহিদা একান্তই অঙ্গুলিমেয়; গ্রামাঞ্চলে তো প্রায় না-থাকারই সামিল। কেবল ছাত্রছাত্রীরা মাঝে মাঝে এক-আধখানা বই নেন, তা-ও বোধ হয় নেহাত দায়ে পড়েই।

তাহলে কি বুঝতে হবে—বই বিক্রীত হওয়া মানেই পঠিত হওয়া নয়? বেশীর ভাগ লোক শুধু ঘর সাজাবার উপকরণ হিসেবেই বই কেনেন—এই লোকশ্রুতিই কি তাহলে ষোলো আনা সত্যি বলে মেনে নিতে হবে?

অনুরূপ আরেকটি দৃষ্টান্ত হল—বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী। স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উদ্বোধন কার্যালয় বিবেকানন্দের রচনার যে সংকলন-গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছেন,

তার বিক্রয়সংখ্যাও প্রায় ৩৩ হাজার সেট্ দাঁড়িয়েছে বলে শুনেছি। আপাতদৃষ্টিতে সকলেরই মনে হবে—আহা, এইসব সদ্‌গ্রন্থের চাহিদা ও পঠন-পাঠন কত বেশী! কিন্তু আগের উদাহরণটির মতো, এখানেও সেই একই হতাশাব্যঞ্জক পশ্চাদ্‌পট। জনবহুল একটি মহকুমা শহরের প্রধান এবং জনপ্রিয় একটি গ্রন্থাগারে, শতবার্ষিকীর পুরো বছরটিতে স্বামীজীর বইয়ের চাহিদা হয়েছিল সর্বমোট ৩১ খানি! শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিবেকানন্দের সমস্ত রচনা বিশেষভাবে ডিসপ্লে করার পরও, গোটা বছরের মোট ২৮৬টি কাজের দিনে (Working day) মাত্র ২৩ জন পাঠক মোট ৩১ খানি বই ইস্যু করিয়ে নিয়েছিলেন।

দুঃখজনক এই অবস্থার এখানেই শেষ নয়। যে বইগুলো ইস্যু হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিই কি আশানুরূপ ও যথোচিতভাবে পঠিত হয়েছিল? এ-প্রশ্নের উত্তরে "হাঁ" বলতে পারলে সুখী হতাম। কিন্তু প্রায় দেড় যুগ সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কর্মসূত্রে জড়িত থেকে, লজ্জাকর যে-সত্যটিকে আজ নির্ভুল বলে বুঝতে পেরেছি, সে-সত্য অনেকটা বিপরীত কথাই বলে। 'গৃহীত গ্রন্থমাত্রই পঠিত হয়না'—অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলেও, এইটিই হল প্রকৃত সত্য।

তাহলে কি দাঁড়ালো?

[১] যত বই বিক্রী হয়, তার সবগুলোই পড়া হয়না।

[২] গ্রন্থাগারে (এবং বাজারেও) উপন্যাস, গোয়েন্দাগল্প প্রভৃতি লঘুপাঠ্য বই ছাড়া, অন্য সদ্‌গ্রন্থের চাহিদা অত্যল্প।

[৩] গ্রন্থাগার থেকে গৃহীত এই অত্যল্পসংখ্যক বইয়ের মধ্যেও, খানকয়েক আবার অপঠিত বা আংশিক-পঠিত অবস্থাতেই ফেরৎ আসে।

জ্ঞানগ্রন্থ সমাদৃত হওয়ার আশাটা যেখানে এতই সুদূরপরাহত, বইয়ের ব্যবসায়ীরা সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই ছাপেন কেন?—পাঠকের মনে এ-প্রশ্ন জাগাটা খুবই স্বাভাবিক। এর উত্তরে শুধু এইটুকুই বলা যেতে পারে যে—লঘুপাঠ্য কেতাব যত বিপুল সংখ্যায় বাজারে বেরোয়, জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কিত বইয়ের প্রকাশ তার চেয়ে অনেক, অনেক কম। আরেকটি কারণ হল—হুজুগভিত্তিক চাহিদা। দুরূহ বিষয়ের বই কেনা ও পড়াকেই পণ্ডিতম্মন্য উন্নাসিক পাঠকেরা পরম পুরুষার্থ বলে মনে করেন। ছিদ্রান্বেষী সমালোচনাগ্রন্থ পড়ে বাহবায় মুখর হওয়াটাও একশ্রেণীর পাঠকের ফ্যাশান। রাজনীতি বিষয়ক বইয়ের বেলাতেও ঐ একই কথা। কোনো বইয়ের কোনো পুরস্কার প্রাপ্তির ব্যাপারটাও গ্রন্থটির চাহিদাকে কৃত্রিমভাবে বহুগুণ ফাঁপিয়ে তুলতে পারে। ব্যবসায়ীরা যে এসব সুযোগ নেবার জন্যে সদা-তৎপর থাকবে—এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে?

পাঠরুচির এই নিদারুণ দৈন্য ও ক্রমাবনতির আরেকটি কারণও সুধিসমাজকে আজ চিন্তাকুল করে তুলেছে। মুদ্রাস্ফীতিজনিত ফাঁপানো পয়সার গরমে, স্বল্পশিক্ষিত একদল পাঠক নেহাৎ সংখ্যাবাহুল্যের জোরে বাংলা গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকাকে নিজেদের হীন রুচির দিকে আজ টেনে নামাচ্ছে। এদের দাপটে বাংলার শ্রেষ্ঠ সাময়িকপত্রগুলোর অধিকাংশেরই আজ নাভিশ্বাস উঠছে; রিরংসাপ্রধান সিনেমাপত্রগুলোই দিন দিন ফুলে ফেঁপে উঠছে।

অর্থ ও সস্তা বাহবার মোহে সাহিত্যিকরাও আজ নিম্নরুচির খেলো মাল পরিবেশনে মনোনিবেশ করেছেন। রগরগে কেচ্ছার সুড়সুড়ি আর ভাঁড়ামির চটুলতা, সাহিত্যের শাশ্বত মূল্যবোধকে আজ কোনঠাসা করতে চেষ্টা করছে। ক্রমবর্ধমান এই দীনরুচির পাঠকগোষ্ঠীই ধীরে ধীরে সাহিত্য সংস্কৃতির নিয়ামক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গ্রন্থাগারের আয়োজনেরও অনেকখানিই নিয়োজিত করতে হচ্ছে এদেরই সেবায় !

কিন্তু, এই-ই যদি প্রকৃত চিত্র হয়, তাহলে কিসের জন্যে এত দীর্ঘকাল আমরা জ্ঞানসেবা-ব্রতের প্রয়াস চালিয়ে এসেছি? আমাদের পুণ্যশ্লোক মনীষীরা যে সাধনা ও সংগ্রাম করেছেন — নিছক ব্যর্থতাতেই কি তার পরিসমাপ্তি ?

এ-প্রশ্নের সঠিক ও সুস্পষ্ট কোনো উত্তর দেওয়া সহজ নয়। দেশহিতব্রতী ও প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদগণের নিকট থেকেই আমরা এর সমাধানের পথনির্দেশ আশা করব। আমরা, গ্রন্থাগারসেবীরা এর মধ্যেও আমাদের আদর্শ নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাব। রুচিদৈন্য দূর করে সৎপাঠক সৃষ্টিই হবে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। গ্রন্থাগার ও তার সেবাব্রতী কর্মীদলের অতন্দ্র প্রয়াস এই অচলায়তনকে ভেঙে নতুন প্রজ্ঞার সূর্যোদয় নিয়ে আসবে — এই আশাই আমাদের প্রেরণা দেবে। এ-স্বপ্ন সফল না হওয়া পর্যন্ত আমরা থামব না — এই-ই হবে আমাদের সঙ্কল্পবাণী।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা — গ্রন্থশ্রী পাঠাগার

গত ২০।১২।১৯৬৪ থেকে ১৫।১।১৯৬৫ পর্যন্ত গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থশ্রী পাঠাগারের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে অর্থ সংগ্রহের জন্য ২৫ পয়সা মূল্যের গ্রন্থশ্রী পাঠাগারের কূপন ক্রয় ও অপরকে বিক্রয়ে সহায়তা।

গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পুস্তকদান ও পুস্তক সংগ্রহে সহায়তা।

স্থানীয় অধিবাসীদের গ্রন্থাগারমুখী করে তোলার কাজ সক্রিয় সাহায্য, গ্রন্থশ্রী পাঠাগারের সভ্যতালিকাভুক্ত হয়ে অপরকে সভ্যতালিকাভুক্ত করার কাজে উৎসাহ প্রদান।

গ্রন্থাগার কর্তৃক আয়োজিত সভা ও আলোচনা বৈঠকে যোগদান, পারস্পরিক মত বিনিময় ও গ্রন্থাগারের উন্নতিমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ।

এই কর্মসূচী যথেষ্ট সার্থকতার সাথে পালন করা হয়।

সিউড়ী — বিবেকানন্দ পাঠাগার

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উৎসব

গত ২৩শে জানুয়ারী, শনিবার সন্ধ্যায় রামরঞ্জন পৌরভবনে ভারতের চিরউপাস্য মহান বিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই স্মরণ সভার পৌরহিত্য করেন, বীরভূম জেলাপরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এল, এ,। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। অধ্যাপক শ্রীননীগোপাল সেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নেতাজীর মহান অবদানের কথা উল্লেখ করে একটি ভাষণ দেন। শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন—কুমারী আভা নন্দী।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিকৃতি স্থাপন

গত ২রা ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রামরঞ্জন পৌরভবনে দেশ বরেণ্য কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিকৃতি আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপন উপলক্ষ্যে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় পৌরহিত্য করেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। ডাঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায় সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী পূরবী নন্দী ও কুমারী আভা নন্দী।

হাওড়া — সবুজ গ্রন্থাগার ॥ নিজবালিয়া ॥

গত ২০শে ডিসেম্বর সবুজ গ্রন্থাগারের নিজস্ব হলে বিকাল ৪ ঘটিকায় গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। এই দিবসের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীনির্মলেন্দু মান্না।

সভাপতি শ্রীমান্না গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীমনোরঞ্জন জানা এ দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস জনসাধারণের নিকট পর্যালোচনা করেন এবং বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন।

গ্রন্থাগার দিবসের সভায় সবুজ গ্রন্থাগার নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে :—

১। শিশু মিউজিয়মের পরিবর্দ্ধন ২। চিত্র গ্রন্থাগার স্থাপন ৩। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ

১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ডিপ্লোমা পরীক্ষার ফলাফল।

রোল নং অনুযায়ী

রোল নং	নাম	ফলাফল
৬	দীপ্তি ঘোষ	প্রথম শ্রেণী
১২	মনোতোষ চট্টোপাধ্যায়	”
১৩	রামশোভিত প্রসাদ সিং	”
২১	দ্বীপেন্দ্র কুমার চন্দ্র	”
২৬	সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়	”
৫	শিপ্রা রায়চৌধুরী	দ্বিতীয় শ্রেণী
৮	মঞ্জরী সরকার	”
১১	নমিতা গুহ	”
১৫	দুর্গাদস মুখোপাধ্যায়	”
১৯	দিলীপ মোহন রায়	”
২৯	সুপ্রিতি গুহ	”
৩০	স্বপন কুমার রায়চৌধুরী	”
৩	চিত্তরঞ্জন দাস	তৃতীয় শ্রেণী
৪	শুক্লা বসু	”
৭	বাণী বিশ্বাস	”
৯	নমিতা দেব	”
১০	মিনতি রায়	”
১৭	অজিত কুমার চক্রবর্তী	”
২৩	সমীর কুমার মজুমদার	“
২৪	কানাই লাল বসু	”
২৮	চপল কুমার সিংহ রায়	”

পরিষদ কথা

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

বিগত ২০শে জানুয়ারী, ১৯৬৫ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহের সঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে এক সাক্ষাৎকার হয়। পরিষদের প্রতিনিধি মণ্ডলীতে ছিলেন শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় (পরিষদের সচিব), শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী (পরিষদের কার্যকরী সমিতির সদস্য), শ্রীসরোজ গোপাল হাজরা (জেলা গ্রন্থাগারিক, ২৪ পরগণা), শ্রীমদন মোহন মল্লিক (সম্পাদক, নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার কর্মী সংঘ), শ্রীহরেকৃষ্ণ দত্ত (গ্রন্থাগারিক, উত্তরপাড়া কলেজ)।

প্রতিনিধি মণ্ডলী তিনটি পর্য্যায়ে আলোচনা করেন (ক) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য বেতনক্রম (খ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য ইউ. জি. সি.র সুপারিশ (গ) স্কুল গ্রন্থাগারিকদের জন্য বেতনক্রম। পরিষদের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপিও পেশ করা হয়।

প্রতিনিধি মণ্ডলী জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রচারিত স্মারকলিপির ভিত্তিতে অবিলম্বে বেতনক্রম চালু করতে অনুরোধ জানান। প্রতিনিধি মণ্ডলী বিষয়টিকে এই বছরের বাজটে অন্তর্ভুক্ত করতে এবং বকেয়া টাকা অন্তত পক্ষে তৃতীয় পরিকল্পনা কাল (১৯৬১ সাল) হতে দিতে অনুরোধ জানান। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রতিনিধি মণ্ডলীর বক্তব্য শোনেন এবং বেতনের বিষয়টি এই বছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা বিবেচনা করে দেখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে ইউ. জি. সির সুপারিশ কার্যকরী করবার জন্য প্রতিনিধি মণ্ডলী অনুরোধ জানান। প্রতিনিধিরা জানান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজ্য সরকারের দেয় টাকা চেয়ে শিক্ষা দপ্তরের নিকট চিঠি দেওয়া হয়েছে। প্রতিনিধিরা আরও জানান যে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউ. জি. সির সুপারিশ কার্যকরী করা হয়েছে। প্রতিনিধিরা কলেজ গ্রন্থাগারিকদের ১৭.৫০ টাকা পরিবর্তে .০ টাকার মহার্ঘ ভাতা দেওয়া সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং শিক্ষকদের অনুরূপ মহার্ঘ ভাতা দিতে অনুরোধ জানান। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় এই সম্পর্কে একটি পৃথক স্মারকলিপি পেশ করতে বলেন। তদনুযায়ী স্মারকলিপিও পেশ করা হয়েছে।

স্কুল গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান হয়।

শিক্ষকদের সন্তান সন্ততিরা শিক্ষার জন্য যে সব সুযোগ সুবিধা পান সেই সুযোগ সুবিধা গ্রন্থাগার কর্মীদের দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান হয়।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমস্ত বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শোনেন এবং বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি জানান।

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ প্রথায় ভারতীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আলোচনা চক্র

গত ১০ই জানুয়ারী রবিবার বেলা ১টার সময় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে জাতীয় গ্রন্থাগারে দশমিক বর্গীকরণ প্রথায় ভারতীয় সমস্যার আশানুরূপ সমাধানের উদ্দেশ্যে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী ওয়াই, এম মূলে।

ঐ আলোচনা চক্র অনুযায়ী ০০০ থেকে ৬০০ পর্যন্ত বিষয়ের একটি প্রস্তাবিত তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং ৭০০ থেকে ৯০০ পর্যন্ত বিষয়ের আলোচনা মুলতুবি থাকে। ডিউই দশমিক বর্গীকরণ সংস্থার কাছে ঐ তালিকাটি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরের রবিবার (১৭ই জানুয়ারী) বিকেল ৪টের সময় ৭০০ থেকে ৯০০ পর্যন্ত বিষয়ের উপর মুলতুবি আলোচনা সুরু করা হয়। ঐ দিনের আলোচ্য বিষয়ের তালিকা যতশীঘ্র সম্ভব

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

জনৈক গ্রন্থাগার কর্মী সম্প্রতি অভিযোগ করেছেন শিক্ষকদের মত আমাদের দাবীও কেন সোচ্চারিত হচ্ছে না? আমরাও কেন তাঁদের মত মিছিল করে নগর প্রদক্ষিণ করছি না? বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যে সব কর্মীরা সামান্য বেতনের বিনিময়ে কাজ করছেন তাদের প্রতি কোন দায়িত্বই কি পরিষদের নেই?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে আমাদের বলতে হয় গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা যাতে বৃদ্ধি পায় সেদিকে নজর দেবার প্রয়োজন গ্রন্থাগার পরিষদের নিশ্চয়ই আছে এবং সে ব্যাপারেও পরিষদ নিশ্চুপ হয়ে বসে নেই। সাধ্যমত পরিশ্রম আমরা সব সময়ই করছি। গত ২৯শে জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মীদের বেতন, পদমর্যাদা, ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয় (পরিষদ কথায় এর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে) এবং এ ব্যাপারে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও পাওয়া যায়।

এর আগে জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম (payscale) তৈরীকরবার জন্যে পরিষদের পক্ষ থেকে এম, এল, এ, ও এম, এল, সিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং এসেমব্লিতে এ প্রশ্ন উত্থাপন করবার জন্যে অনুরোধ করা হয়।

কিছুদিন আগে ইউ, জি, সির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্যে শ্রীযুক্ত কোঠারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশত তিনি সময় দিতে পারেন নি, অবশ্য পত্রের মাধ্যমে তাঁকে সমস্যার কথা অবহিত করা হয়েছে।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী পরিষদের সান্ধ্যকার্যালয়ে জেলা ও গ্রামীন গ্রন্থাগারিকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় তাঁরা যে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন তাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে পরিষদের পক্ষ থেকে। শিক্ষকদের মত মিছিল বের করবার পরিকল্পনা আমরা এখনো গ্রহণ করতে পারিনি এবং অদূর ভবিষ্যতেও পারব বলে আশা করি না কারণ আমাদের সংখ্যাল্পতা। কলকাতা এবং আসে পাশের গ্রন্থাগার কর্মীদের শতকরা ৪০।৫০ ভাগ নিয়েও যদি কোন মিছিল বের করা যায় তাহলেও আমাদের বিশ্বাস কলকাতা সহরের গাড়ী চলাচল বা লোক চলাচলের সামান্যতম অসুবিধা ঘটবে না সুতরাং সরকার এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও আমরা অপারক হব। আর মিছিল বা ধর্মঘট আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য কার্যোদ্ধার। তাই শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে যাতে আমরা সফলকাম হতে পারি তার চেষ্টা আগে করতে হবে এবং আমাদের অন্যান্য কাজের সাথে সাথে সে চেষ্টাও আমরা ক্রমাগত করে চলেছি। তবে প্রত্যেকেরই ধৈর্যের সীমা আছে, যদি আমরা কনোদিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে আলাপ আলোচনার দ্বারা কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয় সেদিন অন্য পন্থা অবলম্বন করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা গ্রস্থ হব না।

বই ও বিক্ষোভ

আমদের দেশ আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। ভাষা সমস্যাও এর মধ্যে অন্যতম। ইংরাজী ভাষার মর্যাদা যাতে অব্যাহত থাকে এবং হিন্দীভাষাকে যাতে জোর করে অহিন্দীভাষীদের উপর চাপিয়ে না দেওয়া হয় তার জন্যে আজ মাদ্রাজে প্রচণ্ড আন্দোলন চলছে। বাংলাদেশেও এর প্রভাব দেখা দিয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিজেদের দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্দোলন করবার অধিকার জনসাধারণের আছে, আর এটা একটা রাজনৈতিক সমস্যা সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের বলবার কিছু নেই। কিন্তু বই নিয়েই আমাদের কারবার তাই রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে গিয়ে যদি কেউ বইয়ের প্রতি আক্রোশ দেখান তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর নৈতিক কর্তব্য আমাদের নিশ্চয়ই পালন করা উচিত। মাদ্রাজে কয়েক জায়গায় হিন্দী বই ভস্মীভূত করা হয়েছে বলে সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে। বইয়ের প্রতি এই বিজাতীয় আক্রোশ আমাদের মধ্যযুগের আলেকজেন্দ্রিয়ার ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইসলামের সমর্থকরা সেদিন যে ভুল করেছিল আজকের সভ্য মানুষ যদি সেই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করতে চান তাহোলে বুঝতে হবে এগিয়ে যাবার পরিবর্তে আমরা ক্রমশঃই পিছিয়ে চলেছি।

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেসন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ক বিবৃতি :

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

২। প্রকাশের সময়ের ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রকের নাম—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

জাতি — ভারতীয়

ঠিকানা —১০০/১, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪

৪। প্রকাশকের নাম—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

জাতি — ভারতীয়

ঠিকানা —১০০/১, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪

৫। সম্পাদকের নাম—চঞ্চল কুমার সেন

জাতি — ভারতীয়

ঠিকানা —৩৩বি, কালীঘাট রোড, কলিকাতা-২৫

৬। স্বত্বাধিকারী—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

আমি সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত সম্পূর্ণ সত্য।

তারিখ — স্বাঃ—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫ — প্রকাশক, গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

চতুর্দশ বর্ষ] ফাল্গুন : ১৩৭১ [একাদশ সংখ্যা

অলঙ্কার ও ছবি

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

ছাপার হরফ এবং ছাপার ইতিহাস গ্রন্থবিজ্ঞানের দিক থেকে বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমতঃ মুদ্রণ কলার প্রথম যুগে বহু বইয়ে প্রকাশের তারিখ, ছাপার তারিখ, মুদ্রাকরের নাম, প্রকাশের স্থান, মুদ্রণের স্থান এ সব কিছুই থাকত না ফলে কোন বই কোথায় ছাপা হ'য়েছে, কবে ছাপা হ'য়েছে এবং কার দ্বারা ছাপা হ'য়েছে তা বই দেখে ঠিক করতে হ'লে বইয়ের বিষয় বস্তু কি ভাবে ছাপা হ'য়েছে এবং কি ধরনের হরফ ব্যবহার হ য়েছে তা বিচার করে দেখলে পুস্তকের মুদ্রণ সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারা যায় [illegible]ন্ত্রের দ্বারা এ সব বিষয় ঠিকমত বোঝান যায় না। বিভিন্ন যুগের বই নিয়ে তা একখানির সঙ্গে আর একখানি তুলনা করে দেখলে এ সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

ছাপার হরফ ও মুদ্রণের ইতিহাস ছাড়াও বইয়ের বাঁধাই এবং বইয়ের ভিতর নানা প্রকারের অলঙ্কার গ্রন্থবিদ্যার দিক থেকে ঐ একই কারণে প্রয়োজন আছে। ছাপার হরফের আবিষ্কার ইউরোপে বেশী পুরান নয়। তারও বহু পূর্বে পুথিকে অলঙ্কৃত করার রীতি প্রচলিত ছিল। এখন আমরা যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব, চিত্র এবং অলঙ্কার ও বাঁধাইয়ের ইতিহাস বলব।

হাতে লেখা বই চিরকালই অলঙ্কৃত হ'তো। কিন্তু খোদাই করা ফলক থেকে বই চিত্রিত করার রীতি ছাপার হরফ আবিষ্কার করার বহু আগে প্রচলিত ছিল না।

মধ্য যুগ ছিল বইকে অলঙ্কৃত করার স্বর্ণযুগ। পূর্বে এবং পশ্চিমে বইকে অলঙ্কৃত করার রীতি বর্তমান ছিল। ইউরোপে ছাপাখানা আবিষ্কারের পর রঙ্গে রঙ্গে বই চিত্রিত করার রীতি একেবারে অচল হ'য়ে যায় কিন্তু পারস্যে, তুর্কিতে এবং ভারতবর্ষে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পুস্তক চিত্রিত করার রীতি প্রচলিত থাকে।

আরবদেশে, মিশরে এবং প্রাচ্যে যে ধরণের ছবি বা অলঙ্কারের প্রচলন ছিল সে সব ছবি ও অলঙ্কারকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম অলঙ্কৃত অক্ষর এব বইয়ের পাতার চারধারে অলঙ্কার। দ্বিতীয় প্রত্যেক পাতায় বিষয় বস্তুর বর্ণনা মূলক ছবি। এই দুই ধরণের অলঙ্কারই মধ্য যুগে প্রচলিত ছিল তবে কোনটিরই সীমারেখা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

গ্রীসের পুস্তক চিত্রণ কলা ইতালীর মাধ্যমে প্রাচ্যে আসে এবং Carolingian Style-এর সৃষ্টি করে এবং এ ধরণের অলঙ্কার ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে প্রচলিত থাকে। ধীরে ধীরে এই অলঙ্কারের মধ্যে জাতীয়তা ফুটে উঠতে থাকে।

প্রথমের দিকে বইয়ের মার্জিনে যে অলঙ্কার থাকত তা সুরু হ'তো একটি বড় অক্ষর থেকে এবং প্রসারিত হ'তো বইয়ের চারিধারে। অলঙ্কার বাদ দিলেও প্রত্যেক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন থাকত এবং অলঙ্কারের শেষে কোন অদ্ভুত ধরণের ছবি, খরগোস শিকারের ছবি ইত্যাদি দেখা যেত। এই ধরণের অলঙ্কার পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত Psalter, ও Book of hours-এ দেখা যেত। ক্রমশঃ মার্জিনের অলঙ্কারের বিস্তার বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সমুদয় মার্জিন অলঙ্কারে ঢাকা পড়ে যায়।

ছাপাখানার আবিষ্কারের পর বইয়ের অলঙ্কার কমতে থাকল। তবে সময়ে সময়ে ছাপার দ্বারা এবং হাতে বই অলঙ্কৃত হ'তো। এ ধরণের বই বেশী প্রকাশিত হ'তো উত্তর ইতালীতে (১৪৪৭-১৪৭৫)। এই সব বইয়ের পাঠ্যের প্রথম পাতা অলঙ্কৃত হ'তো এবং রঙ্গীন পৃষ্ঠ-ভূমিতে শাদা আঙ্গুরলতার সঙ্গে জড়িত বড় অক্ষরে পাঠ্য সুরু হ'তো।

প্রথম দিকের ছাপা বইয়ে বেশীর ভাগ দেখা যেত বিভিন্ন রঙ্গে রং করা বড় অক্ষর (Rubricated Capital). Fust ও Schoeffer ১৫৫৭ সালে এ ধরণের অলঙ্কৃত বড় অক্ষর চালাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তা চালু হয় নি।

এখন দেখা যাক কিভাবে বই অলঙ্কৃত ও চিত্রিত হ'তো ঃ—

Relief : এ ধরণের ছবির অংশগুলি ফলকের উপর উচু হ'য়ে থাকে—যেমন আধুনিক ছাপার হরফ। এ ধরণের চিত্রের সর্বাপেক্ষা পুরানো নমুনা চীন দেশীয় একখানি পুথি (৮৬৮)। কাপড়ের উপর এ ধরণের ছাপা ইউরোপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বই এ ভাবে চিত্রিত করা সুরু হ'লো কাগজের প্রচলণের পর। ইউরোপের সর্ব প্রথম এ ধরণের ছাপা (১৪২৩) John Rylands গ্রন্থাগারে আছে।

একখানি কাষ্ঠ ফলকের উপরে প্রথম উল্টা করে ছবি আঁকা হয় পরে কাঠের উপরের ফাঁকা অংশগুলি চেঁচে ফেলে ছবির ক্ষেত্রকে উচু করা হয়। ফলকের উপর কালি লাগালে কেবল ছবির উচু রেখাগুলির উপর কালি লাগে এবং ঐ ফলক থেকে ছাপলে কেবল কালি লাগা রেখাগুলির ছাপ ওঠে। এ ধরনের ছবির ব্লক ছাপার হরফের সঙ্গে এক সঙ্গে ছাপা সম্ভব হয়। কাষ্ঠ ফলক থেকে ছাপা খুব সুক্ষ্ম হয়না কারণ ছবির লাইনগুলি মোটা হয়।

অনেক সময় একখানি Block-এর স্থলে দুই তিন খানি বা তদাপেক্ষা বেশী ব্লক ব্যবহার করা হ'তো। এ ধরণের ছাপাকে বলতো Chiaroscuro, অর্থাৎ আলো ছায়ার সংমিশ্রণে ছবি। কিন্তু আলো ছায়ার সংমিশ্রণে কাঠের ফলকের দ্বারা ছবি করা যায় না কারণ

কাঠের ফলকের উপর লাইনে কম বেশী কালি লাগান সম্ভব নয়—তবে দৃষ্টি ভ্রমের সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। অনেক সময় কাঠের উপরে বহু বিন্দুর সৃষ্টি করে (maniere crible') এ ধরণের ছবি করা হ'তো।

Wood engraving : এ ধরণের ফলকে (কাঠের উপর খোদাই) ছবিখানি উল্টা করে কাঠের উপরে এঁকে তা ছুরির দ্বারা খোদাই করা হয়। কাঠের অন্যান্য অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয় না। যখন ছাপা হয় তখন খোদাই করা অংশে কালি লাগেনা ফলে ছাপা হ'লে সাদা রেখায় ছবিখানি ছাপা হয়। এ ধরণের ফলকের দ্বারা সূক্ষ্মভাবে ছবি ছাপা সম্ভব হয় কারণ লাইন গুলিকে ইচ্ছামত সরু মোটা করা যেতে পারে। এই ধরণের ছবি Thomas Bewick (১৭৫৩—১৮২৮)-এর হাতে খুব উন্নত হয়। ১৮৪০ থেকে ১৮৬৫ সালে এ-ধরণের ছবি খুব বেশী প্রচলিত হয়।

নানা রংএর ছবিও কাষ্ঠ ফলক থেকে ছাপা হ'তো। সে জন্যে একখানি ছবির বিভিন্ন রংএর জন্য বিভিন্ন ফলক তৈরি করবার প্রয়োজন হয়।

Line blocks (রেখা চিত্র): Line block-এর অন্য নাম Zincography। Line block-এর দ্বারা সাদা কালোয় রেখা চিত্র ছাপা সম্ভব হয়। আলো ছায়ার খেলা সম্ভব হয় রেখাগুলির সূক্ষ্মতার উপর। ছবির সাদা ও কালো অংশ যত উজ্জ্বল হ'বে ছবির ব্লকও হ'বে তত ভালো।

প্রথম ছবির ফটো তোলা হয়। পরে দস্তার ফলকের উপর এক পর্দা এল্বুমেন এবং জিলাটিন মাথান হয়। এই এল্বুমেন ও জিলাটিনের পর্দা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আলোকানুভূতিশীল করা হয়। ফলে ফটোর ছবিটিকে যখন এই ফলকের উপর প্রক্ষিপ্ত করা হয় তখন ফলকের উপরের পর্দা আলোকানুযায়ী শক্ত হয়। এই ফলককে যখন এসিডে ডোবান হয় তখন ফলকের উপর জিলাটিনের পর্দায় আলো লাগার ফলে যে অংশগুলি শক্ত হয়ে গেছে সেই অংশগুলি এসিডে ক্ষয়িত হয় না, এবং বাকি অংশগুলি এসিডে ক্ষয়িত হয় ফলে লাইনগুলি ফলকের উপর উঁচু হয়ে থাকে। পরে দস্তার ফলকখানি টাইপের হরফের মত উঁচু কাঠের ফলকের উপর এটে দেওয়া হয়। Line block-এর দ্বারা আলো ছায়ার সৃষ্টি করা যায় না।

Half-tone : আলো ছায়ার সংমিশ্রণে যে সব ছবি, সে সব ছবির ফলক করার জন্য Half-tone block ব্যবহৃত হয়। আমরা আগেই বলেছি যে Line Block-এর দ্বারা আলো ছায়ার সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু Line block ও Half-tone block করার পন্থা প্রায় এক, কেবল Half-tone block-এর জন্য ফটো তোলবার সময় যে ছবি তোলা হবে সে ছবির আলো ছায়াকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর দ্বারা ভাঙ্গতে হবে। সে জন্যে ফটো তোলবার যন্ত্রের লেন্স, ও যে ছবিটি তুলতে হ'বে সেই ছবিটির মধ্যে দুখানি কালো লাইনযুক্ত কাচের প্লেট বা পর্দা সংযুক্ত করে রাখতে হবে। এই দুইখানি কাঁচের পর্দার একখানিতে লাইনগুলি থাকবে আড়াআড়িভাবে আর একখানিতে লম্বালম্বিভাবে। লাইনগুলি পরস্পরকে যে অংশে ছেদ করবে সেই অংশে বিন্দুর সৃষ্টি হবে। ফলে যে ছবির ফটো তুলতে হ'বে সেই

ছবির যেখানে ছায়া বেশী সেখানে বিন্দুগুলি হ'বে বড় এবং যেখানে ছায়া কম সেখানে বিন্দুগুলি হ'বে ছোট এবং যেখানে ছায়া নেই সেখানে বিন্দুগুলি প্রায় থাকবে না।

এইভাবে যে ছবিটি তোলা হ'লো সেই ছবিটি একটি তামার ফলকের উপর প্রক্ষিপ্ত করা হ'বে এবং পরে Line block-এর মত ফলকটিকে এসিডে ডুবিয়ে আলো ছায়া অনুযায়ী ক্ষয়িত করা হ'বে।

পর্দার বিন্দুর সংখ্যা যত বেশী হ'বে ব্লক থেকে যে ছবি ছাপা হ'বে তা তত ভালো হ'বে। সংবাদপত্রের জন্য এক ইঞ্চিতে ৬০-৬৫ লাইন ব্যবহার হয় এবং ভালো ছবি ছাপার কাজ করতে গেলে ১৫০ থেকে ২০০টী লাইনের পর্দা ব্যবহার করা হয়।

এ ধরণের ব্লকের দ্বারা ফটো, তৈল চিত্র ইত্যাদি থেকে ছবি ছাপা হয়।

রঙীন চিত্র

আমরা পূর্বেই বলেছি চিত্রিত বা অলঙ্কৃত পুথি থেকেই ছাপাখানার সুরুতেই বইকে চিত্রিত ও অলঙ্কৃত করবার রীতি দেখা দেয়। ছাপার গোড়ার দিকেই বড় অক্ষরকে নানা রঙ্গে রঞ্জিত করা হ'তো তা ছাড়া এক পাতাতেই নানা রঙ্গে ছাপা হতো। কিন্তু মুস্কিল হ'তো এই যে খুব সাবধানে ছাপার forme-এ কালি না লাগানর ফলে এক রঙ্গের উপরে আর এক রং চেপে যেত। ছাপার প্রথম দিকে পরিচ্ছেদের সুরুতে, বা প্রথম পাতায় বড় হরফ বাদ দিয়ে প্রথমে ছাপা হ'তো পরে কাঠে খোদাই করা হরফে রং লাগিয়ে বড় অক্ষরগুলি যথাস্থানে ছাপা হ'তো।

প্রথমে Fust and Schoeffer ১৪৫৭ সালের Psalter-এ ধাতব পদার্থের উপর কাটা হরফ থেকে অলঙ্কৃত বড় অক্ষর ছাপে। দুই রঙ্গে তারা বড় অক্ষরগুলি ছাপে। অক্ষরটি লাল রঙ্গে এবং অলঙ্কার নীল রঙ্গে ছেপে ছিল কিন্তু কোন মুদ্রাকর তাদের অনুকরণ করেনি। ১৪৮৭ সালে Ausberg-এর বিশপের আমন্ত্রণে Erhardt Ratdolt, Ausberg-এ আসে এবং তিন বা চার রঙ্গে বিশপের কুল-চিহ্ন ছাপার ব্যবস্থা করে। অনেকগুলি ফলকের সাহায্যে এই চিহ্নগুলি ছাপা হ'তো। প্রথম ফলকে ছাপা হ'তো ছাপার বস্তুটির ভিত্তি (key)। তারপর প্রত্যেক রঙ্গের জন্য একটি করে আলাদা ফলক। ভিত্তির উপর একটি রঙ্গের উপর আর একটি রং চাপানর কাজ অতি যত্ন সহকারে করা প্রয়োজন হ'তো। যে রং যে সীমারেখার মধ্যে ছাপা হ'বে তার বাইরে পড়লেই হ'তো মুস্কিল, ফলে সীমারেখা (Register) গুলির উপর লক্ষ্য রাখা ছিল একান্ত প্রয়োজন।

তিন রঙ্গে ছবি

মূল রং হ'চ্ছে তিনটি: হলদে, লাল ও নীল। এই তিনটি রঙ্গের সংমিশ্রণে অন্যান্য রঙ্গের সৃষ্টি হয়। একখানি রঙ্গীন ছবির সব রংগুলিকে তিনটি মাত্র রঙ্গে ভেঙ্গে নিতে হয়। পরে আবার তিন রংকে মিশ্রিত করে আসল ছবিখানিকে ছাপতে হয়।

প্রথম আলোর ছাঁকনির (light filter) সাহায্যে এই প্রধান ৩টী রঙ্গের তিনটি negative তুলে নিতে হয়। এই তিনটি নেগেটিভ থেকে তিনখানি ফলক তৈরি করতে

হয়। পরে তিনটি ফলকের রং অনুযায়ী রং মাখিয়ে একটির উপরে আর একটি ফলক ছাপতে হয়। এক্ষেত্রেও এক একটি রঙ্গের সীমা রেখার উপর লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে সীমারেখা গুলি ছবি ছাপবার সময় মিলে যায়। এই ধরণের রঙ্গীণ ছবিতে আলো ছায়ার সৃষ্টি করা হয় বিন্দুর দ্বারা। তিনটি রঙ্গে তিনখানি ফটো তোলবার সময় Lense ও film-এর মাঝে Half-tone ছবি তোলবার মত পর্দা রেখে ছবি তুলতে হয়। Negative থেকে যখন ফলকের উপর ছবি প্রক্ষিপ্ত করা হয় তখন নেগেটিভের হালকা অংশ দিয়ে বেশী আলো যায় এবং ভারি অংশ দিয়ে কম আলো যায় ফলে ফলকের উপরে রাসায়নিক দ্রব্য মেশান জিলাটিন কোন স্থানে শক্ত হয় কোন স্থানে নরম হয়।

এরপর ফলক তিনখানিকে এসিডে ডুবিয়ে ক্ষয়িত করে নেওয়া হয়।

অনেক সময় তিনখানি ফলকের পরিবর্তে চারখানি ফলক ব্যবহার করা হয়। চতুর্থ ফলকখানি কালো রঙ্গে ছাপা হয়।

প্রথম ছাপা হয় লাল পরে হলদে এবং নীল এবং শেষে কালো।

Intaglio

এতক্ষণ আমরা যে সব চিত্র ফলকের কথা বললাম সে সব ফলকের ক্ষেত্র অপেক্ষা ছবির অংশ উন্নত থাকে, সে কারণে এই সব ফলকের বা ছবির নাম দেওয়া হয়েছে Relief process। এখানে যে সকল চিত্রের কথা বলবো সে ছবিগুলি ফলকের ক্ষেত্র অপেক্ষা নীচে থাকে সেই জন্যে এ ছবিগুলিকে বলে Intaglio process। Intaglio process এ যে ছবিগুলি করা হয় সে গুলির মধ্যে কতগুলি করা হয় হাতে এবং কতগুলি করা হয় ফটোগ্রাফীর দ্বারা :—

হাতে করা ইনটাগলিও

তামার উপরে খোদাই। কাঠের উপর খোদাই করা ছবির আগেও যে তামার উপরে খোদাই করা ছবি থেকে ছাপা হ'তো তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ছবিগুলি ১৪৭০ সালের। এ ধরণের ছবি ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিশেষ প্রচলিত হয়নি। ছাপার হরফের সঙ্গে এ ধরণের ছবি ছাপবার জন্যে খুব বেশী চাপের প্রয়োজন হয় বলে সম্ভবত এ ধরণের ছবি বিশেষ ছাপা হ'তো না। তামার উপরে এ ধরণের খোদাই করা ছবি প্রচলিত হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত। তবে এ সময়ে তামার ফলকের পরিবর্তে ইস্পাতের ফলকের উপর ছবি খোদাই করা হ'তো। ১৮৫০ সালের পর এ ধরণের ছবি কদাচিৎ ছাপা হ'তো।

এ ধরণের ছবি করতে গেলে প্রয়োজন ভালভাবে পালিশ করা তামার পাত। এই তামার ফলকের উপর খোদাই করবার যন্ত্রের (graver, bruin) সাহায্যে ছবির লাইনগুলি খোদাই করা হয়। খোদাই কার যন্ত্রটিকে তার সমুখ দিকে ঠেলে ছবির লাইনগুলি তামার ফলকের উপরে কাটে। লাইনগুলি কাটবার সময় লাইনের অন্তর্গত তামার অংশগুলি লাইনের একধারে কাঁটার ন্যায় উঠে থাকে। লাইন কাটার পর এই কণ্টকিত অংশ (burr)

চেঁচে ফেলা হয়। তারপর এই ফলকের উপর কালি মাখান হয় এবং সেই কালি ভালো ভাবে ফলকের ক্ষেত্র থেকে মুছে ফেলা হয়, ফলে লাইনের ভিতরের কালি থেকে যায়। এই ফলকের উপর পুরু এবং নরম কাগজ রেখে চাপ দেওয়া হয় ফলে লাইনের ভিতরের কালি থেকে কাগজের উপর ছবির ছাপ ওঠে। ফলকের ধার গুলরও ছাপ কাগজের উপর পড়ায় ফলকের ধারগুলির ছাপও কাগজের উপর ওঠে ফলে এ ভাবে যে ছবি ছাপা হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়।

Steel engraving: তামার ফলকের পরিবর্তে ইস্পাতের ফলক ব্যবহার করে উপরিউক্ত ভাবে ছবির ফলক করাকে স্টিল এন্‌গ্রেভিং বলে। ইস্পাতের ফলকের উপর এ ভাবে আরও সূক্ষ্ম রেখা চিত্র করা যায়।

Dry point: তামার ফলকের উপর ছবির রেখাগুলি কাটার পর রেখার অন্তর্গত উপরে উঠে যাওয়া তামার অংশ পরিষ্কার করা হয় না। কালি লাগিয়ে কালি মুছে ফেলার পর তামার উন্নত অংশগুলিতে কালি লেগে থাকে এবং এই ফলক থেকে ছবি ছাপলে সেই ছবির লাইনগুলি স্পষ্ট এবং নরম মনে হয়। কিন্তু কিছু ছাপার পর তামার উন্নত ধার চাপে বসে যায় ফলে বেশী ছাপার কাজ করা সম্ভব হয় না।

Stipple (বিন্দুর সংমিশ্রণ): কেবল মাত্র বিন্দুর সংমিশ্রণে সাধারণতঃ চিত্র ফলক হয় না। রেখার সঙ্গে বিন্দুর সংমিশ্রণে চিত্র ফলক তৈরি করলে আলো ছায়ার সৃষ্টি হয়। ফলকের উপর ছুঁচের (roulette) দ্বারা অসংখ্য ছিদ্র করা হয়। ফলকের উপর কালি লাগালে বিন্দুগুলির উপর কালি থাকে এবং ছাপলে ছবির উপর কালো কালো বিন্দুর সৃষ্টি হয়।

Etching: তামার ফলকের উপর প্রথমে এক পর্দা মোম বা মোমের মত কোন বস্তু চাপান হয় এবং ফলকের চারিপাশে কোন প্রকার বার্নিশ লাগান হয় যাতে ফলকটি এসিডে ডোবালে ক্ষয়ে না যায়। মোম মাখান ফলকের ক্ষেত্র একটি বাতির আগুনের উপর ধরে কালো করে নেওয়া হয়। পরে ফলকের ক্ষেত্রের উপর ছবির নক্সা কেটে ফলকটিকে এসিডে ডোবান হয়। ফলে নক্সার রেখার ভিতরে এসিড প্রবেশ করে এবং রেখা অনুযায়ী ফলকটি ক্ষয়িত হয়। নক্সায় সরু মোটা রেখা থাকে, সরু রেখাগুলি ফলকের উপর উঠলে সেই রেখাগুলির উপর আবার বার্নিশ লাগিয়ে ফলকটি আবার এসিডে ডোবান হয় ফলে বাকি রেখাগুলি আরও গভীর ভাবে ক্ষয়িত হয়। এমনি ভাবে তিন চার বার ফলকটি এসিডে ডোবান হয়। এভাবে বার বার এসিডে ডোবানর ফলে নানা ধরণের ছবির রেখাগুলির সৃষ্টি করা যায়। এ ধরণের ছবির রেখাগুলির সীমাগুলি ভোঁতা হয় কারণ রেখাগুলি সোজাসুজি এসিডের দ্বারা ক্ষয়িত হয়। কিন্তু যে সব ছবির রেখা যন্ত্রের দ্বারা কাটা হয় রেখার প্রান্তগুলি ক্রমশঃ সরু হয় কারণ শেষের দিকে যন্ত্রের উপর চাপ স্বভাবতই কমতে থাকে সুতরাং Etching ও Engraving এ দু ধরণের ছবি দেখলেই বোঝা যায় কোন পদ্ধায় করা হয়েছে।

Soft ground etching (নরম ক্ষেত্রের উপর ছবি): ফলকের ক্ষেত্র নরম ও দানাযুক্ত হয়। এই নরম ও দানাযুক্ত ক্ষেত্রের উপর কাগজ রেখে ছবি আঁকা হয় তারপর কাগজখানি তুলে নিলে কাগজের সঙ্গে অঙ্কিত অংশ থেকে ফলকের ক্ষেত্রের কিছু পরিমাণ অংশ উঠে আসে। পরে ফলকখানি এসিডে ডোবান হয়। এ ধরণের ফলক থেকে ছবি ছাপলে মনে হয় যেন পেনসিলে ছবি আঁকা হ'য়েছে।

Aquatint : এ ধরণে ফলক থেকে ছবি ছাপা ইংলণ্ডে প্রথম প্রচলন করে J. B. Prince ১৭৬০ সালে। ফলকের উপর প্রথম খুব হালকা ভাবে নক্সা কেটে নেওয়া হয়, না হয় ছবি এঁকে নেওয়া হয় পরে ফলকের উপর রজনের গুড়া মাখিয়ে নিয়ে ফলকখানি এসিডে ডোবান হয়। ছবির যে অংশগুলি হালকা সেই অংশগুলি এসিডে খেয়ে গেলে আবার বার্নিসের দ্বারা চাপা দেওয়া হয়। আবার ফলকখানি এসিডে ডোবান হয় এভাবে ছবির আলো ছায়া অনুযায়ী ফলকখানিকে বারবার এসিডে ডোবান হয়। এ ধরণের ফলক থেকে যখন ছবি ছাপা হয় সারা ছবিতে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুর দ্বারা আলো ছায়ার সৃষ্টি হয়। ফলকের ক্ষেত্রের উপর রজনের গুড়াগুলি আগুনের উত্তাপে অল্প গলিয়ে নেওয়া হয় ফলে রজনের দানাগুলি ফলকের ক্ষেত্রের উপর এঁটে থাকে। ফলকটিকে যখন এসিডে ডোবান হয় তখন রজনের দানাগুলির চারপাশ থেকে এসিডে খেয়ে যেতে থাকে ফলে ফলকের ক্ষেত্রে অসংখ বিন্দুর সৃষ্ট হয়। Aquatint কথাটি দুই কথার মিশ্রণ ; Aqua—water ; tint-colour.

Mezzotint : এ ধরনের ফলক থেকে Aquatint এর মত আলো ছায়া যুক্ত ছবি ছাপা যায়। ছবিতে কোন রেখা থাকে না। ফলকখানিকে প্রথমে Rocker-এর দ্বারা ভালো করে ঘসে নেওয়া হয় ফলে ফলকের ক্ষেত্র অমসৃণ হ'য়ে ওঠে, তার পর ফলকের উপর একটা রেখা চিত্র এঁকে নেওয়া হয় এবং খোদাইকার তার যন্ত্রের দ্বারা, ফলকের ক্ষেত্রে যে অংশ থেকে কাল ছাপা হবে সে অংশ কিছুটা মসৃণ করে দেয়। এভাবে আলো ছায়া অনুযায়ী ফলকের ক্ষেত্রকে পরিস্কার করা হয় ফলে এই ফলক থেকে যে ছবি ছাপা হয় সেই ছবিতে আলোছায়ার সংমিশ্রণ সম্পূর্ণভাবে বজায় থাকে।

এ ধরণের ছবি ইংলণ্ডে প্রথম প্রচলিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে।

Lithography : কথাটির মানে হচ্ছে পাথরের উপর আঁকা। পাথরের পরিবর্তে ধাতব ফলকও ব্যবহৃত হয়। তেল ও জলের মধ্যে যে শত্রুতা সেই শত্রুতার সুযোগ নিয়ে এই পন্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরণের ফলকের উপর নক্সা উঁচু করে বা নিচু করে কাটা হয় না। নক্সাটি ফলকের উপর আঁকা হয় এবং ফলকের ক্ষেত্র থেকেই ছবি ছাপা হয়। পালিশ করা ফলকের উপর প্রথম ছবি আঁকা হয় ; এই ছবি আঁকা হয় একপ্রকার তৈলাক্ত কালির দ্বারা। তারপর ফলকের ক্ষেত্রে জল লাগান হয়। ছবির কালিতে তেল থাকায় ছবির উপর জল লাগেনা। তারপর ছাপার কালি ফলকের ক্ষেত্রে বেলনের দ্বারা মাখান হয়। কালি কেবল অঙ্কিত ছবির উপরেই লাগে ফলে ছবির উপরে কাগজ চাপিয়ে অল্প চাপ দিলেই ছবি ছাপা হতে থাকে। অনেক সময় ছবিটি এক প্রকার কাগজের উপর এঁকে নিয়ে ফলকের উপর স্থানান্তরিত করা হয় পরে পাথরের উপর থেকে ছবি ছাপা হয়।

Lithography বার করেন Aloys Senefelder ১৭৯৮ সালে এবং শীঘ্রই তা প্রচলিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে এই পন্থায় ছবি ছাপা অচল হ'য়ে যায়। Lithographyতে যে কালি ব্যবহার করা হয় তা খুব কালো নয় এবং চিত্রের রেখাগুলি খুব পরিষ্কার হয় না।

Photogravure : এক প্রকারের Aquatint। কেবল হাতে করে ছবি আঁকার পরিবর্তে, ছবি থেকে ফটো তুলে সেই photo থেকে তামার পাতের উপর ছবিখানি স্থানান্তরিত করা হয়। অন্যান্য ফটো থেকে তৈরি ব্লকে নেগেটিভ থেকে ছবি স্থানান্তরিত করা হয়, এ-পন্থায় স্বচ্ছ positive থেকে তামার ফলকের উপর ছবি স্থানান্তরিত করা হয়। ফটো থেকে একটি অনুভূতিশীল "Carbon Sheet"-এর উপর প্রথম ছবিটি ছেপে নিয়ে, Sheet খানি একটি তামার ফলকের বা Cylinder-এর উপর ফেলে, কাগজে মাখান জিলাটিন এর উপর থেকেই ছবি খোদাই করা হয়। তামার ফলকের উপর Sheet খানি রেখে ছবি খোদাই করবার পূর্বে, ফলকখানির উপর গুড়া Bitumen দিয়ে ক্ষেত্র করে নিতে হয়। Bitumen-এর গুড়ার চারিপাশে এসিডে খেয়ে যায় ফলে aquatint-এর মত ফল হয়। খোদাই করা অংশগুলির গভীরতা অনুযায়ী এবং কম বেশী কালি অনুযায়ী আলো ছায়ার সৃষ্টি হয়।

Photolithography : উন্নত ধরণের lithography। কেবলমাত্র রেখাচিত্র থেকে ছবি অনুভূতিশীল ফলকের উপর প্রতিফলিত করা হয় অর্থাৎ ফলকের উপর নেগেটিভখানি রেখে নেগেটিভের উপর উজ্জ্বল আলো ফেলা হয়। এই আলো নেগেটিভের ভিতর দিয়ে গিয়ে ফলকের উপর পড়ে ফলে ফলকের যে অংশে বেশী আলো পড়ে সেই অংশগুলি কঠিন হয় এবং যে অংশে কম আলো পড়ে সেই অংশ নরম থাকে। তারপর ফলকের উপর আঠার মত Lithographic ink মাখিয়ে ফলকখানি জলের ধারায় ধুয়ে ফেলা হয়। ধুয়ে ফেলার সময় ফলকের উপর জেলাটিনের যে অংশগুলি শক্ত সেই অংশগুলি থেকে যায়। এরপর এসিডে ফলকখানি ডুবিয়ে খোদাই করা হয়।

আলো ছায়ার সংমিশ্রণ যুক্ত ছবি হ'লে Half-tone-এর মত পর্দা ব্যবহার করতে হয়।

Photo-litho-offset : এ-ক্ষেত্রে ফলক থেকে ছবি ছাপা না হয়ে, প্রথম ফলক থেকে রবারের চাদর মোড়া বেলনের উপর ছবি তুলে নিয়ে তা পুনরায় কাগজের উপর ছাপা হয়।

Photo-litho-offset-এর কয়েকটি বিশেষ গুণ :—

১। একখানি ছবিকে দুইবার স্থানান্তরিত করা হয় বলে ছবিখানি ফলকের উপর উল্টা করে স্থানান্তরিত করতে হয় না।

২। নরম রবারে আবরিত বেলন যন্ত্র থেকে ছাপা হয় বলে নানাপ্রকার কাগজের উপর ছাপা যেতে পারে।

৪। ছাপবার জন্য কালি কম লাগে এবং ফলক থেকে বহু ছবি ছাপা যেতে পারে কারণ ফলকের উপর বেশী চাপ না পড়ায় ফলক অকেজো হয়ে যায় না।

ইংলণ্ডের বর্তমান বিদ্যালয় গ্রন্থাগারব্যবস্থা

জে. ও. ফ্যাডারো

অনুবাদক—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

[এই প্রবন্ধের লেখক জে. ও. ফ্যাডারো মহোদয় গত ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ইংলণ্ডের বর্তমান বিদ্যালয় গ্রন্থাগারব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও সম্যক জ্ঞানলাভের জন্য তথাকার কতকগুলি জিলায় পরিক্রমণ করেন। তিনি তাঁহার পরিক্রমালব্ধ অভিজ্ঞতা লণ্ডন হইতে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত 'দি লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন রেকর্ড' নামক মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে সকলের গোচরে আনিয়াছেন। সেই মূল প্রবন্ধের প্রধান আলোচিত বিষয়টুকু অনূদিত হইল—অনুবাদক]

আমার গ্রন্থাগার দেখার কাজ লণ্ডন, ম্যানচেষ্টার, বৃষ্টল, হিয়ারফোর্ডশায়ার, কেণ্ট, অক্সফোর্ডশায়ার এবং নটিংহামশায়ারের কাউন্টি ও কাউন্টি বারার মধ্যে পরিব্যাপ্ত ছিল।

দেখার কাজ সারিয়া গ্রন্থাগারিকদের প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টি লইয়াই আমি ঐ দেশ হইতে রওনা হইলাম। আমার মনে হইল প্রায় শূন্য ব্যবস্থা হইতেই দেশবাসীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার অত্যাবশ্যক কাজ করিবার জন্য গ্রন্থাগারিকরা কঠিন ও দীনহীন অবস্থার মধ্যে পরিশ্রম করিয়া যাইতেছেন। ইহাও বুঝিলাম যে বিদ্যালয়ের যে কিশোররা ভাবীকালে দেশের শাসক হইবে তাহাদের প্রতি গ্রন্থাগারের দায়িত্ব সম্পর্কে যুক্তরাজ্য সরকার এখনও সজাগ নয়।

ম্যানচেষ্টার ও লণ্ডন ছাড়া বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সর্বজনীন গ্রন্থাগারেরই একটি অতিরিক্ত ব্যবস্থা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বৃস্টল নগর, ডার্বিশায়ার ও হিয়ারফোর্ড-শায়ার কাউন্টিগুলির পক্ষে এই কথা আরও বেশী প্রযোজ্য। এই স্থানে ও অন্যান্য স্থানসমূহে সর্বজনীন গ্রন্থাগারেই সাধারণত কিশোর গ্রন্থাগারের একজন গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিভাগ আছে। এই বিভাগ হইতেই চারিদিককার বিদ্যালয়সমূহে বই সরবরাহ করা হয়—কতকগুলিতে বাক্সবন্দী বই দ্বারা আর কতকগুলিতে বইয়ের গাড়ীর মাধ্যমে। পুস্তক পরিগ্রহণ এবং লেনদেনের প্রাক্‌প্রক্রিয়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ। যাহা হউক অনেক স্থানেই এখন একটা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হইতেছে। এই দিক দিয়া নটিংহাম নগর অগ্রণী। লণ্ডন ও ম্যানচেষ্টার উভয়েই বুদ্ধি খাটাইয়া শিক্ষা বিভাগের সরবরাহ শাখাকে পুস্তক বিক্রেতারূপে গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহার ফলে একসঙ্গে বহু বই কিনিবার বরাত দিলে উচ্চ হারে দস্তুরী পাওয়া যায়। সর্বজনীন গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থ পরিবেষণের কাজ চালায় বলিয়া বিনিময়ের ভিত্তিতে সাধারণত বই সরবরাহ করা হয়। নূতন বইয়ের বদলে পুরান বই ফেরত দেওয়ার রীতি আছে। কাজেই বইয়ের গাড়ী মাঝে মাঝে বিদ্যালয়সমূহে আনাগোনা করে। সেই আনাগোনা নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদান্তেও হইতে

পারে, বৎসরান্তেও হইতে পারে। লণ্ডন বা ম্যানচেষ্টার ইহা চালু নয়। হিয়ারফোর্ডশায়ারের বিদ্যালয়সমূহের জন্য স্থায়ীভাবে পুস্তক সংগ্রহের দিকেই ঝোঁক দেখা যাইতেছে। পুস্তক পরিগ্রহণ এবং লেনদেনের প্রাক্‌প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাধীনই থাকিবে।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য স্থায়ীভাবে পুস্তক সংগ্রহ এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যার ভিত্তিতে কুশলী গ্রন্থাগারিক নিয়োগের নীতি অনুসরণ করিয়া লণ্ডনের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারব্যবস্থা একটা বৈশিষ্ট দেখাইয়াছে। এইরূপে আট হাজারের বেশী সংখ্যক বইয়ের যে কোন গ্রন্থাগার নিয়ত কুশলী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেফিল্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বালিকাদের) এবং ফরেষ্ট হিল······· (বালকদের) নাম করা যাইতে পারে ; আর আট হাজারের কম সংখ্যক বইয়ের গ্রন্থাগারের পক্ষে একজন অনিয়ত গ্রন্থাগারিকই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়।

গ্রন্থাগারকর্মীর কথা বলিতে গেলে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতার কথাই উঠে। ইংলণ্ডের সর্বত্র এই যোগ্যতার মানের পার্থক্য রহিয়াছে। বহু বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমিতির শিক্ষক গ্রন্থাগারিক নিয়োগের সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছে। আবার অনেকে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমিতির অভিজ্ঞানপত্রের তুল্য যোগ্যতা অর্জনের জন্য তাহাদের শিক্ষকদিগকে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিশেষ পাঠক্রম পড়িবার অনুমতিও দেয়। অধিকন্তু কোন কোন বিদ্যালয় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-গ্রন্থাগারিককে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ভাতাও দিয়া থাকে। সামান্য কয়েকটা বিদ্যালয় তাহাদের গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ব্যাপারে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত শিক্ষার অভিজ্ঞানপত্রের চাইতে সাধারণ শিক্ষার অভিজ্ঞানপত্রই বেশী পছন্দ করিয়া থাকে।

বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হারে পুস্তক ক্রয়ের জন্য অর্থব্যয় করা হয়। কিশোরদের বয়ঃক্রম অনুসারে ম্যানচেষ্টার নগরের মাথাপ্রতি ব্যয়—সাত বৎসরের নিম্নবয়স্কদের জন্য তিন শিলিং (২·২৫ টা.), সাত হইতে দশ বৎসর বয়স্কদের জন্য চার শিলিং (৩ টাঃ), এবং এগার বৎসরের ঊর্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ মানের জন্য পাঁচ শিলিং (৩·৭৫ টাঃ) হইতে ১২ শিলিং (৯ টাঃ)। যাহা হউক ম্যানচেষ্টার নগর বিদ্যালয়প্রতি ঊর্দ্ধে দুইশত পাউণ্ড (১৫০ টাঃ) হইতে নিম্নে পঁচিশ পাউণ্ড (১৮·৭৫ টাঃ) পর্যন্ত ব্যয়ের সীমা নির্দেশ করিয়া থাকে। নটিংহাম নগর গ্রামার স্কুলে মাথাপ্রতি দশ শিলিং (৭·৫০ টাঃ), আধুনিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাত শিলিং (৫·২৫ টাঃ), জুনিয়ার স্কুলে তিন শিলিং তিন পেনি (২·৪৪ টাঃ) এবং শিশু বিদ্যালয়ে দুই শিলিং নয় পেনি (২·০৬ টাঃ) খরচ করে। কাজেই অধিকাংশ কাউন্টিতেই পুস্তক ক্রয়ের অর্থব্যয় এত সামান্য যে তাহা দ্বারা বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সুপরিচালনের ব্যবস্থা করা যায় না।

বিদ্যালয়সমূহে গ্রন্থাগার পরিচালন বা সংরক্ষণ করিতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাধ্য এমন কোন উপযুক্ত বিধান বৃটিশ শিক্ষা আইনে নাই। কেবল গৃহনির্মান নিয়মাবলীতে এই সম্পর্কে আইনগত বিধান রহিয়াছে। ইহাতেও পুস্তক সংগ্রহ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নাই। শুধু এই সর্তই আছে যে গ্রন্থাগারের জন্য একটি পৃথক ঘর থাকিবেই। ফলে গ্রন্থাগার

পরিচালন ও সংরক্ষণার্থ অর্থদানের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা ছাড়াই গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক ঘর সহ বহু নূতন বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিতেছে।

কাউন্টিগুলিতে যে সকল মাতাপিতা ও শিক্ষক সংস্থা দেখিয়াছি তাহারাও তাহাদের অঞ্চলে বিদ্যালয়কে গ্রন্থাগার চালাইবার জন্য বিশেষভাবে সহায়তা করিতেছেন বলিয়া মনে হইল না। বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে মাতাপিতা ও শিক্ষক সংস্থার অধিকতর সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন রহিয়াছে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য স্থানীয় কাউন্সিল হইতে পর্যাপ্ত অর্থ আদায় ও উহার সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ, এককালীন অর্থদান এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রন্থাগারের সেবা করা প্রভৃতি পন্থায় এই সংস্থা সাহায্য করিতে পারে।

দুই একটা জিলা ছাড়া বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের উপকরণ ব্যবহারের প্রতিও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিছুটা কারণ এই যে বহু শিক্ষক-গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারের কাজ ছাড়া অন্য কাজে অধিকতর সময় দিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত সর্বজনীন গ্রন্থাগার হইতে অধিকাংশ উপকরণই বিনিময়ে সরবরাহ করা হয় বলিয়া বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সঙ্গে তাহাদের কোন সঙ্গতি থাকে না।

সর্বশেষে আমার এই ধারণাই হইল যে ইংলণ্ডে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এখনও উন্নতির অবকাশ রহিয়াছে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে সর্বজনীন গ্রন্থাগারের অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসাবে না চালাইয়া ইহার স্বকীয় উদ্দেশ্যসাধনের বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্য ইংলণ্ডের গ্রন্থাগারিক, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষকদিগের দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করার জন্য একটি সম্মিলিত কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারই শিক্ষাদান বিষয়ক উপকরণের কেন্দ্রস্থল হইবে এবং ইহাতে সংগৃহীত উপকরণগুলি বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অনুসারীই হওয়া আবশ্যক। বিদ্যালয়ের অংশ হিসাবেই বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালিত হওয়া উচিত। ইহা হইবে একটি গবেষণাস্থল এবং তথ্যসংগ্রহ কেন্দ্র। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের তাকে তাকে যে উপকরণ থাকিবে তাহা হইবে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য-সাধন এবং পাঠক্রমের অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

ডিউই বর্গীকরণের ৮১০ ও দেশীয় সাহিত্য

বিমল কান্তি সেন

ডিউই বর্গীকরণের ৮১০য়ে এতদিন আমেরিকান সাহিত্যেরই ছিল অবাধ আধিপত্য। এখানে এসে অন্য সাহিত্যও যে ষোল আনা আধিপত্য বিস্তার করতে পারে, একথা হয়ত খুব কম লোকই ভেবেছেন। গ্রন্থাগার, ১৩৭১য়ের ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত "বাংলা সাহিত্যের বর্গীকরণ ও ডিউই" নামীয় প্রবন্ধ এ বিষয়ে এক নূতন দিকের সন্ধান দিয়েছে, সেই সঙ্গে ৮১০কে নূতন করে দেখবার এবং এ সম্বন্ধে নূতন করে ভাববার সুযোগ এনে দিয়েছে।

এখন ভেবে দেখা যেতে পারে যে ৮১০কে আমেরিকান সাহিত্যের বদলে যদি দেশীয় সাহিত্যের স্থান হিসাবে গণ্য করা হয়, তবে বর্গীকরণিকদের কী কী সুবিধা হতে পারে এবং কী কী অসুবিধার সম্মুখীন তারা হতে পারেন।

প্রথমে বাংলাদেশের কথাই ভাবা যাক। বাংলাদেশের বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারেই যে বাংলা সাহিত্যের বই বেশী থাকবে এতো জানা কথা। বাংলা সাহিত্যের যে কোন বইয়ের বর্গীকরণ করতে গেলেই, ছ'টি সংখ্যা এবং একটি দশমিক না বসিয়ে পারা যায় না। টাইপ করতে গেলে মোট ৭টি টাইপরাইটিং স্পেসের প্রয়োজন হয়। সেস্থলে বাংলা সাহিত্যকে ৮১০য়ে নিয়ে গেলে মোট তিনটি সংখ্যাতেই কাজ সারা যাবে। প্রয়োজনে আরও দু' একটি বাড়িয়ে বর্গীকরণকে সূক্ষ্মও করা যাবে অনায়াসে। তাতে সাংকেতিক চিহ্নও বেশী দীর্ঘ হবে না আবার বর্গীকরণও হবে মনোমত।

এইত গেল সুবিধার কথা। আবার অসুবিধাও আছে। যেসব গ্রন্থাগার বহুদিন থেকে বাংলা সাহিত্যের বই ৮৯১.৪৪য়ে বর্গীকৃত করে আসছেন, তারা এই পন্থা অবলম্বন করলে পুরাতন সমস্ত বইয়ের নম্বর পাল্টাতে হবে, যার জন্য দরকার বহু পরিশ্রম ও সময়।

যে সব গ্রন্থাগার নূতন স্থাপিত হচ্ছে, কিংবা যে সব গ্রন্থাগার অল্পদিন ধরে ডিউই অনুসারে বর্গীকরণ সুরু হয়েছে, একমাত্র তারাই বাংলা সাহিত্যের বই ৮১০য়ে বর্গীকৃত করতে পারেন।

এবার আসা যাক গ্রন্থাগারের শ্রেণীর উপর। অর্থাৎ কোন শ্রেণীর গ্রন্থাগার এই বর্গীকরণ সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকে। ছোট ছোট সাধারণ পাঠাগারগুলোতে এর ব্যবহার হবে না, এ কথা ধরেই নেওয়া যায়। আর একটু উপরে উঠলে স্কুলের গ্রন্থাগার, কলেজের গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার ইত্যাদি আসে, এবং এসব গ্রন্থাগারেই ডিউই বর্গিকরণ বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্কুলের গ্রন্থাগারেও এর ব্যবহার অদ্যাপি সীমিত। অতএব কলেজের গ্রন্থাগারের কথাই ধরা যাক। যে কোন কলেজের গ্রন্থাগারেই বাংলা,

ইংরেজী, সংস্কৃত এবং এ ছাড়াও অন্যান্য ভাষার সাহিত্য কিংবা তার অনুবাদ থাকতে পারে। এ অবস্থায় ৮১০য়ে বাংলা সাহিত্য নিয়ে গেল. বাংলার পরে আসবে ইংরেজী, তারপর জার্মান, ফরাসী ইত্যাদি সাহিত্যের মূল বই, কিংবা তার অনুবাদ এবং অনেক পরে আসবে সংস্কৃত সাহিত্যের বই। ফলে বাংলা এবং সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে সৃষ্টি হবে এক দুস্তর ব্যবধান। শুধু সংস্কৃতই বা বলি কেন, ভারতের অন্যান্য ভাষার সাহিত্যেরও মূল গ্রন্থ কিংবা তার অনুবাদ কলেজের গ্রন্থাগারে থাকতে পারে, এবং তারাও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে তার প্রতিবেশী সাহিত্য বাংলা থেকে। সোজা কথায় বলা যাব ৮১০য়ে যদি শুধু বাংলাকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়, তবে বাংলা তার মা বোনেদের হারাবে। এ কথা কলেজের গ্রন্থাগারের পক্ষে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য হবে মহকুমা, জেলা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পক্ষেও। এমতাবস্থায় বাংলাকে তার মা বোনেদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আসা কি সমীচীন হবে?

একটি পন্থা অবলম্বন করলে দুই কূলই বজায় থাকে। অর্থাৎ গোটা ভারতীয় সাহিত্যকে যদি ৮১০য়ে উঠিয়ে নিয়ে আসা যায়। গোটা ভারতীয় সাহিত্যকে ৮১০য়ে আনতে গেলে এর জন্য একটি তালিকা প্রণয়ণের প্রযোজন। নিম্নোক্তভাবে তা করা যেতে পারে:

প্রস্তাবিত তালিকা		ডিইই তালিকা
৮১০	ভারতীয় সাহিত্য (দ্রাবিড় নিয়ে)	৮৯১'১ ও ৮৯৪'৮
৮১১	ভারতীয় সাহিত্য (দ্রাবিড় বাদে)	৮৯১'১
৮১২	সংস্কৃত সাহিত্য	৮৯১'২
৮১২'২৭	প্রাথমিক প্রাকৃত	৮৯১'২৭
৮১২'২৯	অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য (বৈদিক সাহিত্য)	৮৯১'২৯
৮১৩	মধ্য ভারতীয় সাহিত্য প্রাকৃত	৮৯১'৩
৮১৪	আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য	৮৯১'৪
৮১৪'১	সিন্ধী	৮৯১'৪১
৮১৪'২	পাঞ্জাবী	৮৯১'৪২
৮১৪'৩	হিন্দুস্থানী (হিন্দী, উর্দু)	৮৯১'৪৩
৮১৪'৪	বাংলা	৮৯১'৪৪
৮১৪'৫	ওড়িয়া	৮৯১'৪৫
৮১৪'৬	মারাঠী	৮৯১'৪৬
৮১৪'৭	গুজরাটী	৮৯১.৪৭
৮১৪'৮	সিংহলী	৮৯১'৪৮
৮১৪'৯	অন্যান্য	৮৯১'৪৯
৮১৫	দ্রাবিড়ী সাহিত্য	৮৯৪'৮
৮১৫'১১	তামিল	৮৯৪'৮১১
৮১৫'১২	মলয়ালম	৮৯৪'৮১২

৮১৫.১৩	তেলেগু	৮৯৪.৮১৩
৮১৫.১৪	কানাড়ী	৮৯৪.৮১৪
৮১৫.১৫	টুলু	৮৯৪.৮১৫
৮১৫.১৬	কোডা	৮৯৪.৮১৬
৮১৫.২১	কোটা	৮৯৪.৮২১
৮১৫.২২	টোডা	৮৯৪.৮২২
৮১৫.২৩	গোণ্ডী	৮৯৪.৮২৩
৮১৫.২৪	খোণ্ড	৮৯৪.৮২৪
৮১৫.২৬	কুরুখ	৮৯৪.৮২৬

দ্রাবিড় সাহিত্যগুলির বেলায় প্রস্তাবিত তালিকায় আরও একটি সংখ্যা কম করা যেতে পারত। অর্থাৎ তামিল, তেলেগু প্রভৃতি সাহিত্যের সাংকেতিক চিহ্ন ৮১৫,১, ৮১৫.২ এরূপভাবেও দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু যেহেতু ডিউইতে তা করা হয়নি এবং ডিউই পুরোপুরি অনুসরণ করেই যখন এ তালিকা তখন এস্থলেও তামিল প্রভৃতি সাহিত্যকে ৮১৫,১, ৮১৫,২য়ের বদলে ৮১৫,১১,৮১৫,১২ ইত্যাদিতে রাখা হয়েছে।

এইভাবে যদি একটি তালিকা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নির্মাণ করা যায়, তবে একটির বেশী চিহ্নের সাশ্রয় হয় না। একটি মাত্র চিহ্নের সাশ্রয়ের জন্যে ভারতীয় সাহিত্যকে ৮১০য়ে নিয়ে আসতে ক'জনে সায় দেবেন, এটা ভাববার কথা।

৮১০কে দেশীয় সাহিত্যের স্থান হিসাবে গণ্য করা কিছুটা বিপজ্জনকও বোধ হয়। বিপজ্জনক এইজন্য যে ৮১০য়ে তেমন কোন লিখিত নির্দেশ নেই। আর তাছাড়া এই কিছুদিন আগে U. D. C. কর্তৃপক্ষ ৪য়ের সমস্ত বিষয়কে উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন ৮০তে। (Extensions and Corrections to the U. D. C., Ser. 5, No. 4 P. 800, Pc 810 and Corrections to E. & C. 4 : 6 & E. & C. 5 : 3, Supplementing series 5, no. 3, Sept., 1964 দ্রষ্টব্য) ফলে U. D. C. তে ভাষা ও সাহিত্যের মাঝখানের দুস্তর ব্যবধান এতদিনে ঘুচে গেছে। U. D. C. র এই পরিবর্তনের প্রভাব ডিউই বর্গীকরণের কর্তৃপক্ষের উপরও অবিসংবাদীরূপে পড়বে। কাজেই তাঁরাও কি এ বিষয়ে কোন কিছু না ভেবে থাকতে পারবেন। যতদূর মনে হয়, পারবেন না। যদি তাই হয়, তবে কে জানে ভবিষ্যতের কোন একদিন ডিউই বর্গীকরণের কর্তৃপক্ষ হয়ত ভাষাকে ৪০০ থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসবেন ৮০০তে' সাহিত্যের পাশে। সেদিন হয়ত ইংরেজী ভাষা স্থান পাবে ৮০২তে, জার্মান ভাষা ৮০৩এ এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য ভাষাও। আর সাহিত্যের জগৎ সুরু হবে ৮১০ থেকে। বর্তমানের ৮০০ থেকে ৮০৯য়ের বিষয়গুলো হয়ত স্থান নেবে ৮১০ থেকে ৮১৯শে। আমেরিকান সাহিত্য হয়ত মিশে যাবে ৮২০র সাথে। কাজেই ৮১০কে দেশীয় সাহিত্যের স্থান হিসাবে গণ্য করা খুব বোধহয় যুক্তিযুক্ত হবে না।

সমাজ ও গ্রন্থাগার

দিলা মুখোপাধ্যায়

পাঠক ও লেখক

পাঠকের পাঠের রুচি সম্বন্ধে কোন কথা বলবার পূর্বে পাঠক ও লেখকের মধ্যে সম্বন্ধটা কিরূপ তা আমদের জানা প্রয়োজন। পাঠকের ও লেখকের অস্তিত্ব পরস্পরের অস্তিত্বের উপরে নির্ভর করছে। কিছু পড়া বা না পড়া পাঠকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। জোর করে তাঁকে পড়তে বাধ্য করা যায় না। লেখকের লেখাও তার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে, তাকেও জোর করে লিখতে বাধ্য করা যায় না। লেখক লেখে তার লেখার প্রয়োজন আছে বলে এবং পাঠক পড়ে তার পাঠের প্রয়েজন আছে বলে। লেখক লিখলেই সে লেখক হয় না। জনসাধারনের মধ্যে কোন একজন তার লেখা পড়ে যখন লেখককে লেখক বলে গণ্য করে কেবল তখনই লেখক লেখক হিসাবে গণ্য হয়। "লেখক" একটি সম্মান সূচক উপাধি মাত্র, যা দেয় পাঠক এবং তা লেখক গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সুতরাং লেখক যখন লেখে তখন সে কারুর জন্যে লেখে কারণ লেখা কারুর জন্যে না হ'লে তা লেখা বলে গণ্য হয় না। আবার এ কথাও সত্যি যে লেখা কারুর জন্যে না হলে তা কারুকে পাঠ করান যায় না, অর্থাৎ তা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং লেখকের লেখার সুরুতেই পাঠক ঠিক করা থাকে। সে পাঠক একজনও হতে পারে বা বহুজনও হতে পারে।

লেখক ও পাঠক উভয়েই সামাজিক জীব। উভয়ের পিছনের ইতিহাসই সমান। তবে উভয়ের মধ্যে ভিত্তিগত তফাৎ যে কিছু নেই তা বলা চলে না। সমাজের মধ্যে কৃষ্টির নানা স্তর থাকে। লেখকেরা বিভিন্ন স্তরের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি। লেখক যে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সেই গোষ্ঠীর অনুমোদন ভিন্ন কিছু লিখতে পারে না। পাঠকের অবস্থাও ঐ একই ধরনের। ফলে একজন লেখকের লেখা অন্য গোষ্ঠীভুক্ত পাঠকের ভালো না লাগতে পারে। পাঠক যে গোষ্ঠীর লোক লেখক যদি সে গোষ্ঠীর লোক না হয় তাহলে পাঠক লেখকের লেখার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায়না ফলে লেখকের লেখার মধ্যে পাঠককে সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত ঘুরে বেড়াতে হয়। সমাজের মধ্যে কৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কোন একটি স্তরের ক্ষমতা যখন বেশী থাকে তখন সেই স্তরের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা চেষ্টা করে তাদের ধারণা তাদের বিশ্বাস তাদের মতামত অন্য স্তরের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের উপরে চাপিয়ে দিয়ে তাদের গোষ্ঠীভুক্ত করে নিতে।

কৃষ্টি যেন একটি সংসার। এ সংসারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা যে সব কথা বলে সে সব কথা এই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরাই কেবল বুঝতে পারে। অন্য লোককে সে সংসারের মধ্যে অপরিচিতের মত থাকতে হয়। অর্থাৎ সে কৃষ্টি সম্পন্ন নয়। সে অন্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি। সমাজের মধ্যে এই ধরণের প্রত্যেক গোষ্ঠীর কতগুলি ধারণা, বিশ্বাস, ভালোমন্দ সম্বন্ধে মতামত থাকে। এ মতামত ধারণা বা বিশ্বাস আদিম অধিবাসীদের Taboo'র মত। এ

ধারণা বা বিশ্বাসের উপর সমালোচনা চলেনা এগুলি যেন স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। প্রত্যেক লেখক সেইজন্যে তার গোষ্ঠীর Ideology'র মধ্যে বন্দী। লেখক এই Ideology কে মেনে নিতে পারে, মেনে না নিতে পারে। পরিবর্তন করবার চেষ্টা করতে পারে, পরিমার্জন করতে পারে কিন্তু নিজেকে এই Ideology থেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত করতে পারেনা। পাঠকের অবস্থাও ঐ একরূপ। তার পাঠের রূপটা নির্ভর করে তার গোষ্ঠীর অনুমোদনের উপর।

পাঠ ও গ্রন্থাগার

লেখা এবং পড়া এ দুটিই নির্ভর করে সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষের অবস্থার উপর। সাহিত্যের ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায় এক এক যুগে এক এক ধরণের সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। পাঠের ইতিহাস বিচার করে দেখলে দেখা যাব যুগ অনুযায়ী পাঠেরও বিবর্তন ঘটেছে। লেখা ও পড়া এ দুটিই মানব সমাজের বিবর্তনের ভিত্তিতে বিবর্তিত হয়েছে। গ্রন্থাগারও গড়ে উঠেছে সমাজের প্রয়োজনে। সুতরাং গ্রন্থাগার হলো সমাজের দাস কারণ তাকে সমাজের অবস্থার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। গ্রন্থাগারের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন যুগের সামাজিক চেতনাকে সংগ্রহ করে রাখা এবং বইগুলিকে সহজ প্রাপ্য করে রাখা। পাঠক কোন বই পড়বে, কোন বই পড়বে না তা ঠিক করা গ্রন্থাগারের কাজ নয় কারণ পাঠ নিয়ন্ত্রন করা গ্রন্থাগারের পক্ষে সম্ভব নয়। পাঠকের রুচি নির্ভর করবে সামাজিক অবস্থার উপর এবং তার গোষ্ঠীর অনুমোদনের উপর। সকল প্রকার পাঠের প্রয়োজন মেটাবার মত বই গ্রন্থাগারকে সঞ্চয় করতে হবে। সকল প্রকার পাঠকে উত্তেজিত করবার জন্য গ্রন্থাগার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু কোন রাষ্ট্রনৈতিক বা কোন বিশেষ মতামত প্রচারের কারণ ব্যতীত কোন একটি বিশেষ ধরণের পাঠকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করা গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব বিরুদ্ধ। গত মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগের অবস্থা বিচার করে দেখলে দেখা যাবে তখন পাঠকের পাঠের রুচি ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। তখন ভালো বই পড়া ছিল কৃষ্টির লক্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, Milton, Byron, Shakespeare, Macauley ইত্যাদি লেখকেরা ছিল পাঠক সম্প্রদায়ের Taboo। এই সময়ের অবস্থাটা বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে আমাদের সমাজের সবদিক থেকে উন্নতি সুরু হয়েছিল। অথচ মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক জটিলতা ছিল না এবং মানুষের মনের সাম্যাবস্থা ছিল। জীবনের কোলাহল থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে, নিঃসঙ্গভাবে পাঠে মনসংযোগ করবার মত সময় ও মন মানুষের ছিল। সত্যিকারের ভালো বই অর্থাৎ যে বইকে সত্যিকারের সৃষ্টি বলা যায় সেরূপ বই পড়তে হলে পাঠককে লেখকের পর্য্যায়ে গিয়ে নিজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণভাব নিযুক্ত করতে হয় বইখানিকে নতুন করে সৃষ্টি করবার জন্যে। নিজের ব্যক্তিত্বকে সমষ্টির মধ্যে থেকে সম্পূর্ণভাবে গুটিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় পাঠককে বই পড়তে হয়। তার চারপাশে নতুন জীবন, নতুন পৃথিবী, নতুন রূপ-রস-গন্ধ গড়ে উঠতে থাকে। সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে তাকে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের কথোপকথন শুনতে হয় কারণ বই পড়ার মধ্যে বাধ্যবাধকতা নেই। এইখানেই

সত্যিকারের সাহিত্য যাকে সত্যিকারের সৃষ্টি বলা যায় এবং যন্ত্র-বই, অর্থাৎ যে বইকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে উপনীত হবার জন্যে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটাই হচ্ছে দুই ধরণের সাহিত্যের মধ্যে তফাৎ। এভাবে পড়া অর্থাৎ সত্যিকারের সাহিত্য পড়া তখনই সম্ভব হয় যখন জীবনে কাঠিন্যের স্থান নেই। ব্যক্তিগত জীবন সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির চাপে যত জটিল হয়ে উঠতে থাকে, তত বেশী আসে ব্যক্তিগত জীবনে কাঠিন্য (tension)। জীবনের এ কাঠিন্যকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য দূরীভূত করতে না পারলে মানুষের পক্ষে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। ঠিক এ অবস্থায় মানুষ চায় তার কঠিন বাস্তব জীবনকে ভুলতে। হালকা আনন্দে, কল্পনার সমুদ্রে গা ঢেলে দিয়ে জীবনে কিছুটা শিথিলতা আনতে। এ অবস্থায় স্বভাবতই মানুষ হালকা আনন্দে, হালকা উপন্যাস পড়ে, নেশার ঘোরে জীবনের কিছুটা সময় কাটিয়ে দিতে চায় আবার কঠিন বাস্তবের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে। এরূপ অবস্থায় পাঠকের প্রয়োজন হয় অবাস্তব উপন্যাস, Sexy বই, Adventure-এর বই বা অলৌকিক ঘটনা এবং চরিত্র সম্বলিত বই। ধর্মের গা ঘেষা। বইও এরূপ অবস্থায় চলে বেশী কারণ এ ধরণের বইয়ে সাহিত্যের নাম গন্ধও থাকেনা অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র বা বিবেকানন্দের লেখা এ ধরণের লেখার মধ্যে পড়ে না। এরূপ অবস্থায় গ্রন্থাগারের কর্তব্য হবে পাঠককে এই ধরণের বই পড়তে দেওয়া। পাঠকের পাঠের রুচি নিম্নতর হচ্ছে এ কথা বলে কোন লাভ নেই কারণ গ্রন্থাগারের সাধ্য নেই পাঠকের রুচিকে পরিবর্তন করে। গ্রন্থাগার সকল প্রকার পাঠের প্রয়োজন মেটাবার সুযোগ দেবে। পাঠক বেছে নেবে তার রুচি অনুযায়ী পাঠের ধারা।

গ্রন্থাগার সামাজিক প্রতিষ্ঠান

গ্রন্থাগার সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মানুষের প্রয়োজনে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে সত্যি, কিন্তু গোড়ার দিকে গ্রন্থাগার সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছিলনা। সামাজিক বিপ্লবই জনসাধারণের গ্রন্থাগারের সৃষ্টির কারণ। গ্রন্থাগারের ইতিহাস বিচার করে দেখলে দেখা যাবে রাষ্ট্রের ভিত্তি যতদিন ধর্মের উপর ছিল ততদিন গ্রন্থাগার ছিল ধর্ম সম্প্রদায়ের একচেটে সম্পত্তি। পরে রাষ্ট্র যখন রাজতান্ত্রিক হলো তখন রাজারাজড়াদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। কেবল তাই নয় তখন কোন প্রতিষ্ঠানই জনসাধারণের বলে গণ্য হতো না। রাষ্ট্র যখন সমাজতান্ত্রিক হ'য়ে দাঁড়াল অর্থাৎ রাষ্ট্র যখন প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত অস্তিত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠল তখনই কেবল গ্রন্থাগার সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠল। এভাবে প্রথম জাতীয় গ্রন্থাগার গড়ে উঠল সম্ভবত ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লবের পর। "Bibliothéque du Roi" অর্থাৎ রাজার গ্রন্থাগার "Bibliothéque nationale" হিসাবে গণ্য হলো। এই সময় থেকেই জনসাধারণের মধ্যে সমষ্টিগত চেতনা যাকে আমরা ইংরাজী ভাষায় বলি "We-awareness" জেগে ওঠে। রাজতন্ত্র আমলের গ্রন্থাগারে সঞ্চিত সমুদয় সম্পদ হল জনসাধারণের সম্পত্তি এবং তা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সঞ্চিত হলো জনসাধারণের গ্রন্থাগারে। সুতরাং জনসাধারণের গ্রন্থাগার সামাজিক বিপ্লবের ফল। গ্রন্থাগার কখনও সামাজিক বিপ্লব আনতে পারে না। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে যে সব সামাজিক বিপ্লব

হয়েছে তার কারণ খুঁজে দেখলে দেখা যাবে সমাজের মধ্যে কৃষ্টির কোন একটি স্তর তার মতামত এবং ধারণার প্রচারের দ্বারা সামাজিক বিপ্লব এনেছে। তবে মনে রাখতে হবে যে প্রচারের মাধ্যম হচ্ছে বই এবং জনসাধারণের গ্রন্থাগার তা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে। সুতরাং গ্রন্থাগার মুখ্যত সামাজিক বিপ্লবের কারণ না হলেও সামাজিক বিপ্লবকে কিছুটা সহায়তা করতে পারে।

গ্রন্থাগারের সমাজতত্ব

পাটকের পাঠের রুচিকে, গ্রন্থাগারের অস্তিত্বকে এবং গ্রন্থাগারের উন্নতিকে সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে বিচার না করলে পাঠ এবং গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যা কিছু বলিনা কেন তার মধ্যে ভুল থেকে যাবেই। লেখক, পাঠক, গ্রন্থাগার এবং বই এরা সকলেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সামাজিক ভিত্তির উপর। লেখক তার সামাজিক চেতনার উপর ভিত্তি করে বই লেখে। প্রকাশক ধাত্রীর মত (Accoucheur) সে বইকে পৃথিবীতে নিয়ে আসে এবং তা প্রকাশ করে। পরের ছেলে নিয়ে ব্যবসা করা তার কাজ সে পুস্তক উৎপাদন করে। গ্রন্থাগার উৎপাদিত বই বিলি করে। পাটক তা ব্যাবহার করে। Production, Distribution, এবং Consumtion এই ৩টি-ই হলো সমাজ বিজ্ঞানের সহায়ক। ধর্মের সমাজতত্ব আছে। সাহিত্যের সমাজতত্ব আছে, শিক্ষার সমাজতত্ব আছে তেমনি গ্রন্থাগারেরও সমাজতত্ব আছে।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া একটা Obsession এর মত দেখা দিয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় কর্তৃপক্ষেরা একবারও ভেবে দেখেন না গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠ্যের বিষয় বস্তুর মধ্যে সমাজতত্বকে স্থান না দিয়ে কি করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। আরও একটা বিষয় তারা ভেবে দেখেন না, সত্যিই আমাদের দেশে বহু সংখ্যক গ্রন্থাগারিকের এখনও প্রয়োজন আছে কিনা! গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা পেয়ে যারা বার হচ্ছে তারা সুস্থ মানুষের মত বেঁচে থাকবার জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন তা উপায় করতে পারবে কিনা। সমাজ বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে Technologyর ক্ষেত্রে যেমন unemployment ও underemployment দেখা দিয়েছে তেমনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও underemployment এর সীমা নির্দেশ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষ Underdeveloped দেশ, এদেশে পাঠের চাহিদা অতিনগণ্য ফলে উপস্থিত গ্রন্থাগারের উন্নতি হওয়া কষ্টকর। সুতরাং গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা বাড়ানোও কষ্টসাধ্য হবে। কয়েক বছরের মধ্যে জনসাধারণের গ্রন্থাগার কিছু গড়ে উঠেছে স্বীকার করি। কিন্তু পাঠের চাহিদা না থাকলে এসব গ্রন্থাগারের থাকা না থাকার সমান।

গ্রন্থ সমালোচনা

বিষয় শিরোনাম

কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। কলিকাতা ১৩৭০। ।৶০ + ১০৪ পৃঃ।

মূল্য কাগজের বাঁধাই ৫·০০, রেক্সিনে বাধাই ৬·০০।

গ্রন্থাগারের সূচীকরণে বিষয় শিরোনাম নির্বাচনের সমস্যাটি যেমন জটিল তেমনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয় শিরোনাম বা Subject Heading তালিকা সুষ্ঠুভাবে প্রণয়ণ করা বেশ কঠিন ব্যাপার। বৃহৎ গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচীতে নিত্য নতুন এবং অজস্র বিষয় সংলেখের প্রয়োজন দেখা যায়। তা ছাড়া প্রয়োজন বোধে গ্রন্থের বিষয় বস্তু অনুসারে এক বা একাধিক সংলেখও হয়ে থাকে। ক্রমবর্ধমান বিষয়ের চাপে যে কোন বিষয়-তালিকাই উত্তরকালে অসম্পূর্ণ হয়ে যেতে বাধ্য। আমেরিকার বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রণীত এই ধরণের কয়েকটি বিষয় শিরোনামের তালিকার উল্লেখ করা যেতে পারে—আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের তালিকা, Sears-এর তালিকা, লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের তালিকা প্রভৃতি। কিন্তু এর কোনটাই ব্যাপক বা ত্রুটিহীন নয়। এ সমস্ত বিষয় শিরোনাম প্রণয়নের ব্যাপারটি গ্রন্থাগারিকদের অভিজ্ঞতা ও দীর্ঘকাল প্রচলিত ব্যবস্থার উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে। বিষয় শিরোনাম তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্য কি এবং এর দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হবে তা সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে নির্দিষ্ট করা হয়নি। আসলে বর্গীকরণের প্রস্তুত ছক (enumerative scheme) এবং ALA রুল্স অনুসরণে প্রণীত সূচী এতকাল ধরে গ্রন্থাগারগুলিতে চলে এসেছে। সুতরাং ALA, Sears ও লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের মত বিষয় শিরোনামের প্রস্তুত তালিকার প্রয়োজনীয়তা ছিল। ALA-এর বিষয় শিরোনামের তালিকাটি অনুকোষ পদ্ধতির সূচীতে (Dictionary Catalogue) ব্যবহারের জন্য এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের গ্রন্থাগারের জন্য পরিকল্পিত হয়েছিল। আর Sears Listএ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারের প্রয়োজন মিটাতে পারে। লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের তালিকা অবশ্য সেই গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলিকে ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে।

বর্তমানে বিষয়ের জটিলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জ্ঞানের সূক্ষ্মতম বিভাগকে চিহ্নিত করার এবং একটি বিষয়ের সংগে অপর একটি বিষয়ের সম্পর্ক নির্দেশ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিষয় সূচী (Subject Catalogue) ছাড়া এখন বিষয় অনুসন্ধানের আরও নানা উপায় দেখা যায় এবং সেগুলির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ রয়েছে। এগুলি হল বর্গীকরণ, বর্গীকৃত সূচী (classified catalogue), বিষয়-গ্রন্থপঞ্জী (Subject Bibliography), নির্ঘণ্ট (Indexes), সমন্বয়কারী নির্ঘণ্ট (Co-ordninate indexes), এবং সার সংক্ষেপ (Abstracting Services)।

যখন কতকগুলি বইকে অপেক্ষাকৃত কয়েকটি সাধারণ শিরোনাম দিয়ে ভাগ করা হত (বর্গীকৃত সূচী তখন এই ভাবেই করা হত) তখন হয়তো এইরূপ বিষয় বিভাগেই কাজ

চলে যেত। কিন্তু বর্তমানে গ্রন্থাগারগুলির কাজের প্রকৃতি ও আকৃতির যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে এবং জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছি। তথ্যের সরবরাহে আজকাল যন্ত্রের ব্যবহার আমদানি করা হয়েছে। চেইন-ইনডেক্সিং এবং ফ্যাসেট-বিশ্লেষণ ভিত্তিক বর্গীকরণ পদ্ধতি বর্তমানে পুরানো প্রচলিত ধ্যানধারণাকে পালটে দিয়েছে। কিন্তু তবুও বর্গীকরণ, সূচীকরণ প্রভৃতি দীর্ঘকাল প্রচলিত পদ্ধতিগুলির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সংগ্রহ, শ্রেণীবিন্যাস এবং সুসংবদ্ধ উপস্থাপন আজো গ্রন্থাগারিকদের কাছে প্রধান উপকরণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। আমেরিকায় বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী (Alphabetic Subject Catalogue) কিংবা অনুকোষ পদ্ধতির সূচীর (Dictionary Catalogue) অংশ হিসেবে বর্ণানুক্রমিক বিষয় সূচী ব্যবহার করারই প্রচলন অধিক। কিন্তু সব রকম বিষয় সূচীর বেলাতেই বর্গীকরণ ছকের সাহায্য প্রয়োজন। ডঃ রঙ্গনাথন বর্ণানুক্রমিক বিষয় সূচী অপেক্ষা বর্গীকরণ এবং শ্রেণীবদ্ধ সূচীর (classified catalogue) সাহায্যে বিষয়ানুসন্ধানের পক্ষপাতী। Facet বিশ্লেষণ ধর্মী বর্গীকরণের পদ্ধতিই সবচেয়ে এ ব্যাপারে কাজে লাগে। কেননা, চেইন পদ্ধতির সাহায্যে এর অসঙ্গতিগুলো দূর করা যায়। বর্তমানে British National Bibliography এবং British Technology Index এর বিষয় শিরোনাম প্রণয়নে এই পদ্ধতির ব্যবহারও হচ্ছে। চেইন পদ্ধতির সাহায্যে বহু বিষয় বিশিষ্ট শিরোনামগুলিকে যে কোনরূপ বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো যায়।

যে কোন বিষয় শিরোনাম প্রণয়ণ কারীর কাছে এখন একটি প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে—মূলনীতির প্রশ্ন। ভাবতে হবে এই বিষয় শিরোনাম (১) প্রণয়ণের উদ্দেশ্য কি, (২) বিষয় সূচীর রূপ কি হবে—(৩) কতটা গভীরতার সংগে বিষয় বিশ্লেষণ করা উচিত এবং করা যেতে পারে—(৪) সংলেখের রূপ কি হবে—(৫) ভাষা ও পরিভাষার সমস্যা কিভাবে সমাধান করা হবে এবং (৬) নতুন নতুন বিষয়কে এই তালিকায় যাতে স্থান করে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা কি করে করা যায় দেখতে হবে। কাজেই বর্তমানে কোনও বিষয় শিরোনাম তালিকা প্রণয়ণ করতে গেলেই ভাবতে হবে যে মানুষের জ্ঞানরাজ্যের অতি দ্রুত বিবর্তনের ফলে বিভিন্ন বিষয় যখন বিদ্যুৎবেগে বিবর্তিত হয়ে চলেছে তখন সেই বিষয়ের বিভিন্ন রূপের ভাষাভিত্তিক শিরোনামকে কোন সমকালীন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে স্থিরীকৃত করে দেওয়া আদৌ যুক্তিযুক্ত কিনা! তাও যদি একান্তই স্থিরীকৃত করতেই হয় তবে কী পরিমাণ ব্যাপক অভিজ্ঞতার উপর তার নির্ভরশীল হওয়া উচিত। তা সত্বেও এই দ্রুত বিবর্তনশীল জ্ঞানরাজ্যকে উপযুক্ত দ্রুততা ও সার্থকতার সঙ্গে ঐ শিরোনামার জগতে প্রতিফলিত করতে হলে কী ধরণের নিয়মাবলী বা সংগঠন ব্যবস্থার প্রয়োজন তার কথাও সঙ্গে সঙ্গে ভাবা দরকার। যদি একবার মূল নীতিগুলি জানা যায় তবে নিয়মাবলী প্রস্তুত করতে অসুবিধা হয়না এবং সেগুলি প্রয়োগ করে তার ফলাফলও পরীক্ষা করা যায়।

সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্যের 'বিষয় শিরোনামা' নামে বাংলা ভাষায় একটি বিষয় শিরোনাম তালিকা প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় পুস্তকাদি ও ভাষার

বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই তালিকা প্রণয়ণ করা হয়েছে এবং গ্রন্থকার দাবী করেছেন যে, 'সংস্কৃত ও সংস্কৃতানুগ ভাষা তো বটেই ভারতীয় সব ভাষায়ই ইহার প্রয়োগ সম্ভব।'

একথা ঠিকই যে, স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং ভারতীয় গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনা পদ্ধতিতে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। ১৯৫৮ সাল থেকে জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সংকলিত হতে আরম্ভ হওয়ায় গ্রন্থপঞ্জীর জাতীয় বিধি-ব্যবস্থা স্থিরীকৃত করার প্রয়োজন আরও গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে। তাছাড়া ভারতীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যানুযায়ী স্থানীয় অবস্থানুসারে বর্গীকরণ, স্থচীকরণ প্রভৃতি ব্যাপারে কিছু কিছু সমস্যা দেখা যায়। ভারতীয় ভাষগুলিতে সাম্প্রতিক কালে গ্রন্থ প্রকাশ বৃদ্ধি এবং ভারতের গ্রন্থাগারগুলিতে ভারতীয় ভাষায় লিখিত বইয়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সকল সমস্যার এখন আশু সমাধান বিশেষ প্রযোজন হয়ে পড়েছে।

ভারতীয় গ্রন্থাগারিকগণ প্রকৃত পক্ষে দীর্ঘকাল ধরেই এই সব সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছেন। আমাদের নিজেদেরই নিশ্চয়ই এই সব সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং আমরা ভারতীয় গ্রন্থাগারিকরা যদি আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে এ ব্যাপারে কাজে না লাগাই এবং নিজস্ব কলাকৌশল উদ্ভাবনের কথা না ভেবে অনত্র শেখা ধার করা বিদ্যাতেই চিরকাল আমাদের কাজ চলে যাবে বলে মনে করি তবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের নাবালকত্ব কোন দিনই ঘুচবে বলে মনে হয় না। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তথা শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্যের এই প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই অভিনন্দন যোগ্য। আরও একটি কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মাতৃভাষার মাধ্যমে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের চর্চা দ্রুত ও সুদূর প্রসারী করে তুলতে না পারলে আমাদের দেশে গ্রন্থাগার-আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না।

এখন আলোচ্য বিষয় শিরোনামের তালিকাটি কতটা কার্যোপযোগী হয়েছে সেটা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। বিষয় শিরোনাম প্রণয়নের প্রয়োগগত খুঁটিনাটি প্রশ্নের চেয়েও বৃহত্তর যে নীতির প্রশ্ন প্রথমেই বিবেচনা করা দরকার তা হচ্ছে মূল নীতির প্রশ্ন। যে তাত্বিক ভিত্তির উপর সমগ্র বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আভাস পাওয়া গেলে এই বিষয়-শিরোনাম প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যেত। কিন্তু শ্রীভট্টাচার্য এই মূলনীতি নিয়ে কোন আলোচনা করেননি। গ্রন্থাগারভেদে বিষয় শিরোনামের রূপ বিভিন্ন হতে বাধ্য। পাবলিক লাইব্রেরী আর বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থাগার প্রভৃতির প্রয়োজন নিশ্চয়ই এক নয়। এই তালিকাটি শুধুমাত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারের বাংলা বইয়ের বিষয়-স্থচীর 'বিষয়-শিরোনাম'-এর উপর ভিত্তি করে সংকলিত হয়েছে। স্থতরাং এটাকে কোনমতেই ব্যাপক তালিকা বলা চলে না।

Cutter ছাড়া অন্যান্য স্থচীকরণ সংহিতাগুলিতে যথা ALA, A. A., Vatican, Ranganathan এবং Prussian সংহিতায় বিষয় শিরোনামের নিয়মাবলী দেওয়া হয়নি। অবশ্য বিষয় শিরোনামের সমস্যাটি একান্তভাবে স্থচীকরণের সমস্যা নয়। এটি বর্গীকরণের সংগে বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত। Cutter তাঁর Rules for Dictionary Catalogue এ বিষয় সংলেখের জন্য যে ১৮টি সূত্র নির্দেশ করেছেন Specific entryর সূত্রটি তার একটি মূল সূত্র। রঙ্গনাথন তাঁর Dictionary Catalogue Code-এ Cutter-এর অনেক সূত্রের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু বিষয়-শিরোনাম নির্বাচনে Specific entryর সূত্র আজ পর্যন্ত একটি প্রধান সূত্র বলে বিবেচিত হচ্ছে। শ্রীভট্টাচার্য মুখ্য বিষয় এবং তার উপবিভাগ এইভাবে বিষয়গুলিকে ভাগ করেছেন এবং প্রয়োজন বোধে

অতিরিক্ত বিষয়-সংলেখ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে Specific entryর সূত্রটি মেনে চলা হয়েছে বলে মনে হয় না। পক্ষান্তরে তিনি এই তালিকায় বহু ব্যক্তিনাম ব্যবহার করেছেন যাতে এর কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে অথচ এ সম্পর্কে শুধু নির্দেশ দিয়ে দিলেই চলত। আবার এই ব্যক্তিনাম ব্যবহারেও একই রকম পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়নি। যেমন, জর্জ বার্ণার্ডশ, সেকসপীয়র, গান্ধীজী, জওহরলাল নেহেরু, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রভৃতি। জর্জ বার্ণার্ডশর বেলায় পুরোনাম সেক্সপীয়রের বেলায় শুধু সেকসপীয়র, উইলিয়াম সেকসপীয়র নয় – গান্ধীজী ব্যবহার করা হলে নেহেরুজীই বা ব্যবহার করা কেন হবে না। কার্পেণ্টার মেরী (ছোট হরফ) মেরী কার্পেণ্টার দ্রঃ (বড় হরফ), জর্জ বার্ণার্ডশ (ছোট হরফ) হয়তো ছাপার ভুলে হয়েছে। কিন্তু চার্লি চ্যাপলিন ছোট হরফ কেন বোঝা গেল না। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, গান্ধীজী দ্রঃ ; কিন্তু দেশবন্ধু, চিত্তরঞ্জন দাশ দ্রঃ। 'অলংকার' বলতে গহণাও বোঝাতে পারে, সেক্ষেত্রে অলংকার-শাস্ত্র হলে ভাল হয়না কি ? (৪ পৃঃ)। হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম কিন্তু ইসলাম ধর্ম না হয়ে শুধু ইসলাম করা হয়েছে। (৯ পৃঃ)। উড়িয়া ভাষা, উড়িয়া সাহিত্য না ওড়িয়া ভাষা, ওড়িয়া সাহিত্য ? (৯ পৃঃ)। ইটালিয়ান সাহিত্য, রাশিয়ান সাহিত্য না ইতালীয় সাহিত্য, রুশ সাহিত্য ? (৮২ পৃঃ)। অথচ পরের পৃষ্ঠায় তিনি রুশ-জাপান যুদ্ধ, রুশ-তুর্ক যুদ্ধ ব্যবহার করেছেন। (৮৩ পৃঃ)।

এই তালিকায় ভৌগলিক নাম ও ব্যক্তিনাম ব্যবহারের ছড়াছড়ি হয়েছে কিন্তু এগুলি ব্যবহারের কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। উদাহরণ হিসেবে দু একটি নাম ব্যবহার করে উপযুক্ত নির্দেশ দিলেই চলত। রাধাকৃষ্ণণের ওপর কখানা বই এ পর্যন্ত লেখা হয়েছে জানিনা কিন্তু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্পর্কে যে বাংলায় একাধিক বই লেখা হয়েছে একথা নিশ্চিত। কিন্তু এই তালিকায় রাধাকৃষ্ণণের নাম আছে 'রাজেন্দ্রপ্রসাদ' নেই। তেমনি রুজভেল্ট আছে লিংকন নেই। ভৌগলিক নামের তালিকায় অন্ধ্রপ্রদেশ, বেলজিয়াম, হাঙ্গেরী, এশিয়া, চিত্তরঞ্জন, আফগানিস্থান, নেপাল দেখা গেল কিন্তু মহীশূর, মাদ্রাজ, পোলাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, মেদিনীপুর, শান্তিনিকেতন, বর্মা, সিংহল, ভুটান কোন যুক্তিতে তাহলে বাদ যাবে ?

এমনি বহু উদাহরণ উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে যে, প্রাকৃত আছে পালি নেই, প্রটেস্ট্যাণ্ট আছে ক্যাথলিক নেই ; মাও-সে তুং আছে চৌ-এন-লাই নেই ; কুইনিন আছে পেনিসিলিন, অ্যান্টিবায়োটিক, ভিটামিন নেই ; গয়া এবং কাশী আছে কালিঘাট নেই ; তামিল-তেলেগু আছে মালয়ালম নেই। তাছাড়া রেফারেন্সের ব্যবহারও যথোচিত হয়নি ভগবদ্গীতা, গীতা দ্রঃ থাকা উচিত ছিল। কুস্তি, মল্লযুদ্ধ দ্রঃ আবার বহিঃক্রীড়া এবং ক্রীড়াকৌতুক দ্রঃ।

মোটের উপর শ্রীভট্টাচার্য কতকগুলি সুপরিচিত বিষয়, বিশেষ করে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন হিন্দুধর্ম, বাংলাসাহিত্য নিয়ে এই বিষয় শিরোনাম প্রণয়ণ করেছেন। এই তালিকায় তিনি ডিউইর পরিবর্দ্ধিত প্রতীক সংখ্যা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যেটার সর্বাধিক প্রয়োজন ছিল—তা হচ্ছে বিষয় শিরোনামার একটি ষ্ট্যাণ্ডার্ড তালিকা। কিন্তু সেটা সম্ভবতঃ একক প্রচেষ্টায় বা কোন একটি বিশেষ গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহের উপর নির্ভর করে প্রণয়ণ করা সম্ভব নয়।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার সংবাদ

বীরভূম

রাজনগর সাধারণ পাঠাগার।

গ্রন্থাগারিকের বিবৃতি

রাজনগর সাধারণ পাঠাগারটি যদিও ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তবুও এর প্রকৃত কাজ সুরু হয়েছে ১৯৫৯ সাল থেকে। এই বৎসরই আগষ্ট মাস থেকে সরকার একজন গ্রন্থাগারিক ও সাইকেল-পিওন নিয়োগ করেন। গ্রন্থাগারিক প্রথম যেদিন কাজে যোগদান করেন, সেদিন কার্যকরী সমিতির সভ্য ছাড়া আর কেউ পাঠাগারের সভ্য ছিলেন না। বাধ্য হয়েই সেদিন গ্রন্থাগারিককে রসিদ বই হাতে নিয়ে অনেকের কাছেই যেতে হয়েছিল। এর ফলও যে কিছু হয়নি তা নয়, সেদিন অন্ততঃ ত্রিশজন সভ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল।

পরের মাসেই একমাসের জন্য গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভের জন্য জেলা গ্রন্থাগারে যেতে হয়েছিল।

নতুন সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে গ্রন্থাগার অনেকটা সুষ্ঠ ভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে পাঠাগারের পাঠক সংখ্যা আশিজনের মত। দৈনিক পাঠকদের উপস্থিতির গড় ১৫ জন। পুস্তক সংখ্যা ১১২০। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের পত্র পত্রিকা রাখা হয়। তার নিজের পাঠক ছাড়াও দূরের তিনটি পল্লী গ্রন্থাগারে সাইকেল পিওন দিয়ে পুস্তক সরবরাহ করা হয়। এ ছাড়াও ঐ একই ভাবে বাড়ীতে পুস্তক পৌছে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশ্য এর জন্য আলাদা চাঁদা দিতে হয় এবং সপ্তাহে একবার করে পুস্তক পাওয়া যায়।

এখানে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে জনসাধারণের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে খুব একটা ভাল ধারণা ছিল না। তখন অনেকেই মনে করত, গ্রন্থাগার হোল শুধু নাটক নভেলের সংগ্রহশালা। তাদের এই ভুল ধারণা আজ সম্পূর্ণ বদলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পাঠাগারে প্রি-ইউনিভারসিটির অধিকাংশ পুস্তকই রাখা হয়েছে এবং অল্পদিনের মধ্যেই ডিগ্রী কোর্সের পুস্তকও রাখা সম্ভব হবে।

পাঠাগারের উৎসাহী সভ্যদের নিয়ে একটি অভিনয় শাখাও খোলা হয়েছে। ইতি পূর্বে 'এরাও মানুষ' অভিনয় করে তারা সকলের প্রশংসা অর্জন করেছেন। সমাজ শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখেই তারা অভিনয়ের পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন। গ্রন্থাগারিক হয়েছেন এই অভিনয় শাখার সম্পাদক।

রহড়া (২৪পরগণা) থেকে শিক্ষা নিয়ে গ্রন্থাগারিকের ফিরে আসার পর থেকেই কার্ড-ক্যাটালগ চালু করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও এখনও পুরোপুরি ভাবে চালু করা সম্ভব হয় নি।

প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পাঠাগার আজ সক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয়, অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে এই পাঠাগার—এর নৈশ-বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। নির্দিষ্ট সময়ের দু'ঘণ্টা উক্ত নৈশবিদ্যালয়ের জন্য গ্রন্থাগারিক দিয়ে থাকেন। পাঠাগার যে শুধু শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য নয়, অশিক্ষিত নিরক্ষর লোকদের জন্য ও যে তার অনেক কিছু করবার আছে, উক্ত নৈশবিদ্যালয় তা প্রমাণ করেছে। প্রত্যহ গড়ে ২০ জন ছাত্র এখানে পড়াশুনা করে থাকে। সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের যাতায়াত শুরু হয়েছে এই পাঠাগারে।

বিদ্যালয়ের ছেলেদের আকর্ষণ করবার জন্যও পাঠাগার বিভিন্ন ব্যবস্থা করেছে। আকর্ষনীয় পুস্তকের সংগ্রহ তাদের মধ্যে অন্যতম। এ ছাড়াও প্রতিবৎসর গ্রান্থাগার দিবসে আবৃত্তি, গান, প্রবন্ধ. প্রভৃতি প্রতিযোগিতার জন্য পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোট কথা এই ছোট পাঠাগারটি আজ অনেকের মনেই সাড়া জাগিয়ে তুলেছে।

পাঠাগারে রেডিওর অভাব অনেকদিন থেকেই অনেক অনুভব করেছেন, কিন্তু ইতিপূর্বে কেউ কোন রকম ব্যবস্থা করতে পারেননি। এবারে পাঠাগারের উৎসাহী সভ্যগণ এ অভাব দূর করতে এগিয়ে এসেছেন। রেডিওর জন্য তাঁরা চাঁদা তুলতে আরম্ভ করেছেন। আশা করা যায় দু'এক মাসের মধ্যেই তাঁরা রেডিও ক্রয় করতে পারবেন। রেডিও হ'লে পাঠাগার আরও কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে আকর্ষণ করতে পারবে।

বর্দ্ধমান **জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার**

গত ১০ই জানুয়ারী জামাল পুর থানার সরকার অনুমোদিত রুরাল লাইব্রেরী জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের ৪৩শ বার্ষিক সাধারণ সভা শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জগন্নাথ ভট্টাচর্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই পল্লীপাঠাগারের ১৯২১ সালে শিক্ষাব্রতী আদর্শ চরিত্র ৺মাখনলাল দে মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৮ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ রুরাল লাইবেরী রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। পাঠাগারের বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ৩৪৬০। প ; পত্রিকা—২২৭৫, সভ্যসংখ্যা ১৫১ জন্য। গত বৎসর ৬০৭২ খানি পুস্তক পাঠকদের কাছে ইস্যু করা হয়।

আগামী তিন বৎসরের জন্য পাঠাগারের সভাপতি নিযুক্ত হন শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর, :.ম্পাদক নিযুক্ত হন শ্রীশিসাধন চট্টোপাধ্যায় এবং গ্রন্থাগারিক ও সহ সম্পাদক নিযুক্ত হন শ্রীবাসুদের চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা

ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার' ১৯৬৫ সন্ধ্যা ৭—৩ ঘটিকায় গ্রন্থাগারের ৮ম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন শ্রীযুক্ত রামপদ মাজি মহাশয়। গ্রন্থাগার সভাপতি শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার পাল সভাপতিত্ব করেন। এই উপলক্ষে সিঁথি ব্যায়াম সমিতি আত্মরক্ষা মূলক খেলা, ছন্দশ্রী সব পেয়েছির আসর ছড়ার খেলা ও ব্রতচারী নাচ দেখায়। আটাশজন সভ্য ও সভ্যা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেন। গ্রন্থাগারের শ্রেষ্ঠ কর্মী হিসাবে বর্তমান গ্রন্থাগারিক শ্রীঅনিল নন্দী একটি বিশেষ উপহার লাভ করেণ। পরিশেষে সহঃ গ্রন্থাগারিক শ্রী সলিল চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কবিগুরু রচিত "গুরুবাক্য" নাটক অভিনয় হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করেন শ্রীসুদাম কৃষ্ণ সাধুখাঁ।

নদীয়া

বিবেকানন্দ পাঠাগার—কাঁদোয়া

গত ২৪শে মাঘ '৭১' পাঠাগার প্রাঙ্গনে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম উৎসব উপলক্ষে এক সভা হয় উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেণ কবিরাজ শ্রীকিশোরী মোহন মজুমদার এবং প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শঙ্কর মিশনের ভূতপূর্ব সভপেতি শঙ্কর মহাবীর চৈতন্য বহ্মচারী।

———

আগামী পৌরসভার নির্বাচন প্রার্থীদের আপনি জিজ্ঞাসা করুন

- বারংবার প্রতিশ্রুতি সত্বেও কলিকাতায় আজও মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কেন স্থাপিত হয়নি।
- আগামী পৌর সভায় এই কর্মসূচী গৃহীত হইবে কিনা ?
- কলিকাতায় মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীতে জনসভা

২১শে মার্চ
সন্ধ্যা ৬টায়
হাজরা পার্ক

২৫শে মার্চ
সন্ধ্যা ৬টায়
কলেজ স্কোয়ার

পরিষদ কথা

কলিকাতা পৌরসভার
আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার
পরিষদের আবেদন

আপনারা জানেন পৌরসভার ন্যূনতম দায়িত্বের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা অন্যতম। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র পৌরসভাগুলি শিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে প্রতি নাগরিকের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ বিধান করিয়া থাকেন। আমাদের পৌরসভা কয়েকটি মাত্র নির্বাচিত গ্রন্থাগারকে বাৎসবিক সাহায্য দিয়া এই কর্তব্য সম্পাদন করেন। শহরের বহু শত গ্রন্থাগার পৌরসভার কোনরূপ সাহায্যই পান না। সাধারণ নাগরিকের অধিকাংশের পক্ষে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দুর্লভ। প্রতি নাগরিকের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থপনার প্রয়োজনীতার কথা আমরা বহুদিন হইতেই পৌরপিতাদের নিকট নিবেদন করিয়া আসিতেছি। ১৯৫৫ সালে খিদিরপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে তদানীন্তন মেয়র কলিকাতা শহরে পৌর গ্রন্থাগার সংগঠনের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। পরবর্তী বৎসরে ষ্টুডেন্টস হলে অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগার দিবসের সভায় তদানীন্তন ডেপুটি মেয়র উক্ত প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘকালের মধ্যেও ঐ প্রতিশ্রুতি রূপায়ণের কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই।

কলিকাতায় শিক্ষিত ও শিক্ষাপ্রয়াসীর সংখ্যা পল্লীর তুলনায় অনেক বেশী। উপযুক্ত গ্রন্থাগারের অভাবে ইহাদের শিক্ষার সমুচিত অগ্রগতি সম্ভব হইতেছে না, সাংস্কৃতিক উন্নতিও ব্যাহত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে গ্রন্থাগার সমুন্নতির জন্য যতটুকু চেষ্টা হইয়াছে কলিকাতায় তাহাও হয় নাই। পল্লী অঞ্চলে প্রতি জেলায় এক বা একাধিক জেলা গ্রন্থাগারে এবং থানা অঞ্চলে এক বা একাধিক গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি জেলার কয়েকটি গ্রন্থাগারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া ছাড়াও জেলাস্থ অন্যান্য গ্রন্থাগারকেও পুস্তকাদি ধার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এমতাবস্থায় কলিকাতাবাসীরা পৌরসভা এবং সরকার উভয়ের দ্বারাই উপেক্ষিত হইতেছেন।

আমাদের আবেদন আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে নির্বাচন প্রার্থীদের নিকট পৌরগ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার দাবী করা হউক। শহরের জন্য এখনই একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং কয়েকটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হউক। এই গ্রন্থাগার আয়োজনের পরিকল্পনা এরূপ হউক যাহাতে অনতিদূর ভবিষ্যতে প্রতিটি শহরবাসী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতে পারেন।
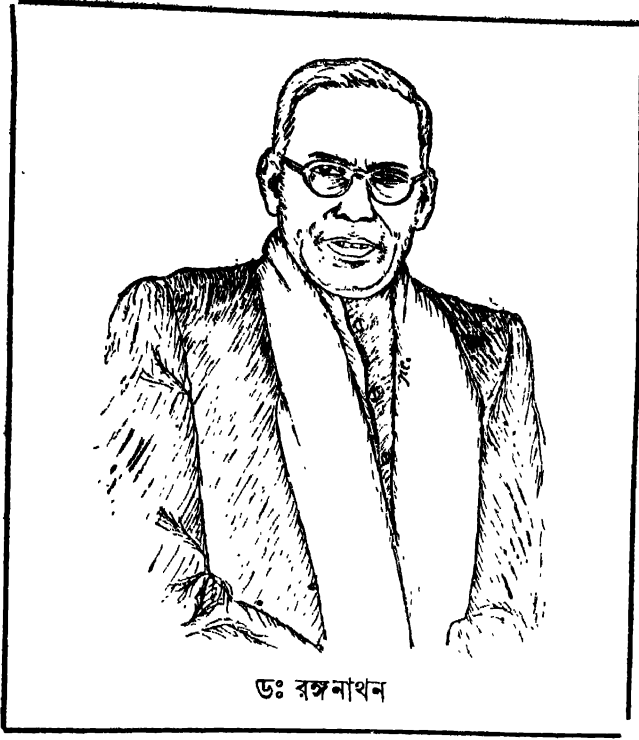
ডঃ রঙ্গনাথন

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক

সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়েছে ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপকের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ডঃ রঙ্গনাথনের এই সম্মান জনক পদ প্রাপ্তিতে গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্ররা যে অত্যন্ত আনন্দিত হবেন এ বিষয়ে কারো মনেই বিন্দুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কণিষ্ঠতম ছাত্রটিও ডঃ রঙ্গনাথনের নাম শুনেছেন। কোলন বর্গীকরণ প্রথা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চনীতির মধ্য দিয়ে ডঃ রঙ্গনাথন সারা পৃথিবীতে তাঁর আবিষ্কারের মৌলিকত্ব প্রমাণ করেছেন। এ ছাড়াও গ্রন্থবিদ্যা, অনুলয় সেবা, পুস্তক নির্বাচন, গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনা, সূচীকরণ, বর্গীকরণ, সমাজ শিক্ষা, ডকুমেণ্টেশন প্রভৃতি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক যুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপরেও এ পর্যন্ত প্রায় ৫৫ খানা গবেষণামূলক গ্রন্থ ও শত শত প্রবন্ধ রচনা করেছেন ডঃ রঙ্গনাথন।

ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনেও ডঃ রঙ্গনাথনের ভূমিকা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করার যোগ্য। মাদ্রাজ ও অন্ধ্র প্রদেশে বলতে গেলে তাঁরই প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে এবং মহীশূরে গ্রন্থাগার বিল অ্যাক্টে পরিণত হতে চলেছে। পশ্চিম বাংলার জন্যেও গ্রন্থাগার বিলের খসড়া তৈরী করে দিয়েছেন ডঃ রঙ্গনাথন। এছাড়াও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নানাভাবে উপকৃত হয়েছে তাঁর কাছ থেকে।

ডঃ রঙ্গনাথনের সাধনা ও গবেষণার যেমন অন্ত নেই তেমনি তাঁর স্বার্থত্যাগেরও তুলনা মেলা ভার। কয়েক বছর আগে জীবনের সমস্ত কষ্টার্জিত অর্থ তাঁর স্ত্রীর নামে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসার কল্পে চেয়ার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে দেন তিনি।

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদ মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও লাইব্রেরী অ্যাডভাইসারি কমিটি রিপোর্টে যে সুপারিশ করা হয়েছে তার পিছনেও ডঃ রঙ্গনাথনের অবদান কম নয়। বেতন ও পদ মর্যাদার কথা তিনি যেমন বলেছেন তেমন কর্তব্য ও কর্মনিষ্ঠার প্রতিও গ্রন্থাগারিকদের সজাগ থাকতে অনুরোধ করেছেন।

বর্তমানে ডঃ রঙ্গনাথন ব্যাঙ্গালোরের ডকুমেন্টেশন রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেণিং ইন্সটিটিউটের প্রফেসার পদে অধিষ্ঠিত থেকে শিক্ষা ও গবেষণার কাজে ব্যাপৃত আছেন।

১লা জুন ১৯৬৪ সালে পিটস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ডঃ রঙ্গনাথনকে ডঃ অব লেটার উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ঐ উপলক্ষ্যে গ্র্যাজুয়েট লাইব্রেরী স্কুলের ডিন ডঃ হ্যারল্ড ল্যাঙ্কর (Dr. Harold Lancour) যথার্থই বলেছিলেন !—

....I have the honor to present Shiyali Ramamrita Ranganathan widely acknowledged as the father of modern Librarianship in India and one of the truly pre-eminent Librarians of our time. On that day one and forty years ago when, as a youthful professor of mathematics at the university of Madras, Shiyali Ranganathan concluded that Librarianship "offered a superior oppertunity for serving the community," it was certainly a momentous decision. The community he was to serve has become the world'....

ডঃ রঙ্গনাথনকে ভারত সরকার আজ যে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন এজন্যে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

॥ ন্যাশনালের কয়েকটি বই ॥

ভি, আই লেনিন

জাতীয় প্রশ্নাবলীর কর্মনীতি ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ

৩'৭৫

সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে

৮'০০

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন

১'৫০

●

শান্তনু সেনগুপ্ত

মতাদর্শের সংগ্রাম ও শ্রমিক শ্রেণীর দর্শন

১'০০

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন

২'০০/২'৫০

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় দর্শন

৯'০০

●

অসিত সেন

দেহ প্রাণ মন

২'০০

প্রমথ গুপ্ত

মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী

(ময়মনসিংহ)

১'৭৫

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

চতুর্দশ বর্ষ] চৈত্র ঃ ১৩৭১ [দ্বাদশ সংখ্যা

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, মর্যাদা ও অবস্থা উন্নয়নে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দাবী

জাতীয় পুনর্গঠন ও অগ্রগতিতে শিক্ষাব্যবস্থার ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি সম্পর্কে কোন বিতর্ক নাই। চিন্তা এবং কাজকে সম্পূর্ণ রকমে বাধামুক্ত রাখিয়া মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়াই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। সেই দিক হইতে গ্রন্থাগারব্যবস্থা শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অথবা একে অপরের পরিপূরক। আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি "দেশ গড়তে মানুষ চাই—মানুষ গড়তে গ্রন্থাগার চাই"। গ্রন্থাগার অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

সুসংগঠিত গ্রন্থাগারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রয়োজন সরকারী উদ্যোগ এবং সাহায্য, জনসাধারণের উদ্যোগ এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ ও বৃত্তিজ্ঞানসম্পন্ন কর্মীদের ভূমিকাও কোন অংশে কম নয়। এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভবিষ্যৎ অনেকটা পরিমাণে গ্রন্থাগারকর্মীদের সমস্যাবলীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলগ্রন্থাগারে বিরাট সংখ্যক গ্রন্থাগারকর্মী বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের কাজে ব্যাপৃত আছেন। গ্রন্থাগারকর্মীদের বেতন ও মর্যাদার প্রশ্ন আজও অবহেলিত। এই সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে এই বিষয়ে কি দাবী করা হইয়াছে তাহা উপস্থিত করিবার জন্যই এই প্রচার পত্র।

জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং স্টুডেন্ট্‌স হোম

বর্তমান অবস্থা ঃ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম হইতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় এই রাজ্যে গ্রন্থাগার উন্নয়নের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তৃতীয় পরিকল্পনার বর্তমান সময় পর্যন্ত ১টি রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বিভিন্ন জেলায় ১৯টি জেলাগ্রন্থাগার (কলিকাতা ব্যতীত কয়েকটি জেলায় ২টি করিয়া), ২টি

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ২১টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার এবং বিভিন্ন থানায় এক বা একাধিক করিয়া পাঁচ শতাধিক গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও এই গ্রন্থাগারগুলি আমাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে শুরু করিয়াছে। এই সব গ্রন্থাগারকর্মীদের বেতন এবং অন্যান্য ব্যয় সরকারের তহবিল হইতে দেওয়া হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় পাঁচ শতাধিক জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারে বারশতাধিক কর্মী প্রথম পরিকল্পনার প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত—এই দীর্ঘ ১৪ বৎসর ধরিয়া অতি অল্প নির্দিষ্ট বেতনে (consolidated) কাজ করিতেছেন। কোন বেতনক্রম প্রচলিত হয় নাই। কর্মীরা বাৎসরিক ইনক্রিমেণ্ট, মহার্ঘ্যভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্রাচুইটি, মেডিকেল রিলিফ প্রভৃতি সর্বপ্রকার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। আজও পর্যন্ত কর্মীরা স্থায়ী কর্মী হন নাই। কোন সার্ভিস রুলও নাই। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে কর্মীরা এই স্বল্প বেতনও নিয়মিত পান না। বর্তমানে জিনিষ পত্রের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধিতে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সরকারী কর্মচারীরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু যে সামান্য সুযোগ সুবিধা পাইতেছেন গ্রন্থগারকর্মীরা তাহা হইতেও বঞ্চিত। **ডে ষ্টুডেন্টস্ হোমের কর্মীরাও জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের ন্যায় নির্দিষ্ট বেতনে কাজ করিতেছেন।** নীচের তালিকা হইতে গ্রন্থাগার কর্মীদের বর্তমান অবস্থা এবং সেই সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে কি দাবী করা হইয়াছে তাহা অনুধাবন করা যাইবে।

গ্রন্থাগারের শ্রেণী	পদ	সংখ্যা	বর্তমান বেতন	আমাদের দাবী
জেলাগ্রন্থাগার	লাইব্রেরীয়ান	১	২৫০ টাকা মাসিক নির্দিষ্ট	জুনিয়র এডুকেশন সার্ভিস ২৭৫—৬৫০ টাকা
,,	লাইব্রেরী এসিষ্টাণ্ট	২	৭৫ ,, ,, ,,	১৫০—২৫০
,,	লাইব্রেরী এ্যাটেডাণ্ট	২	৬০ ,, ,, ,,	১২৫—২০০
,,	ড্রাইভার (গ্রন্থযানের জন্য)	১	১২৫ ,, ,, ,,	১৫০—২৫০
,,	ক্লিনার	১	৫০ ,, ,, ,,	৮০—১০৫
,,	দারওয়ান	১	,, ,, ,, ,,	,,
,,	নাইটগার্ড	১	,, ,, ,, ,,	,,
,,	পিওন	১	,, ,, ,, ,,	,,
গ্রামীণ গ্রন্থাগার	লাইব্রেরীয়ান	১	৭৫ ,, ,, ,,	১৫০—২৫০
,,	পিওন	১	৪০ ,, ,, ,,	৮০—১০৫
আঞ্চলিক লাইব্রেরী	লাইব্রেরীয়ান	১		১৭৫—৩২৫
,,	পিওন	১		৮০—১০৫
শিশুদের লাইব্রেরী	লাইব্রেরীয়ান	১		১২৫—২০০

প্রসঙ্গক্রমে করা প্রয়োজন যে সরকারের আর্থিক অবস্থা উপলব্ধি করিয়া এবং সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রচলিত বেতনক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া উপরোক্ত বেতনক্রম দাবী করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কি করিয়াছে

গ্রন্থাগার কর্মীদের এই শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এবং একটি বেতনক্রম দাবী করিয়া পশ্চিমবঙ্গ পে কমিটির নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। পরবর্তীকালে স্বর্গীয় মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী বর্তমান অর্থমন্ত্রী, বর্তমান রাষ্ট্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, প্রাক্তন ডি. পি. আই এবং আইন সভা ও বিধান সভার সদস্যদের নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং ডি. পি. আই-র নিকট প্রতিনিধি মণ্ডলী প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন সম্মেলন ও সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হয়। কর্মীরা ব্যক্তিগত-ভাবে মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্য এবং শিক্ষাবিভাগের পরিচালকদের নিকট আবেদনও জানান। সংবাদপত্রে এই সম্পর্কে বিভিন্ন বিবৃতি, সংবাদ ও চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। আইন সভা এবং বিধান সভার সদস্যরা বিভিন্ন বক্তৃতা এবং প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে রাজ্য-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। এত চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থাগারকর্মীরা যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই আছেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ গ্রন্থাগারকর্মীদের 'ফাইল' সরকারী 'লালফিতায়' আবদ্ধ হইয়া আছে।

আপনিই বিচার করুন আমাদের দাবী ন্যায়সংগত কিনা? আপনিই বিচার করুন আমরা নিয়মতান্ত্রিক পথে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি কিনা? গ্রন্থাগার-কর্মীরা শান্তিপূর্ণভাবে নির্বিঘ্নে নিজ কাজে ব্যাপৃত থাকিতে চায়। কিন্তু বর্তমান অবস্থা তাহার প্রতিকূল। স্বভাবতই যে একটি চিন্তা বর্তমানে গ্রন্থাগারকর্মীদের মধ্যে দেখা যাইতেছে তাহা হইল অন্যান্য কর্মীদের ন্যায় রাজপথে নামিয়া সোচ্চার কণ্ঠে দাবী পেশ করিতে না পারার জন্যই হয়ত তাহারা আজও অবহেলিত। রাজ্যসরকার কর্মীদের এই অবস্থা এবং এই চিন্তা দূরীকরণে অগ্রসর হইবেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

জেলা এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও ডে ষ্টুডেণ্ট্স হোমের কর্মীদের সম্পর্কে আমাদের দাবী

(১) অবিলম্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রস্তাবিত বেতনক্রমপ্রচলন করা হউক এবং অন্ততপক্ষে ৩য় পরিকল্পনার প্রারম্ভ হইতে বকেয়া বেতন দেওয়া হউক।

(২) সরকারী কর্মচারীদের অনুরূপ ইন্‌ক্রিমেণ্ট, মহার্ঘ্যভাতা বাড়ীভাড়া ভাতা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্রাচুইটি, মেডিকেল রিলিফ প্রভৃতি দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হউক।

(৩) কর্মীদের জন্য সার্ভিস রুল প্রচলন করা হউক।

(৪) কর্মীদের নিয়মিতভাবে বেতন দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হউক।

(৫) শিক্ষকদের অনুরূপ গ্রন্থাগারকর্মীদের সন্তান-সন্ততিদের বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হউক।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার

শিক্ষাব্যবস্থার সর্বস্তরে গ্রন্থাগারব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সর্বজনস্বীকৃত। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে পরিপূর্ণ এবং সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে চাই সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা। ইংরেজ আমলে এবং স্বাধীনতা লাভের পর সরকার কর্তৃক নিয়োজিত বিভিন্ন শিক্ষা-কমিশন ও কমিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-মঞ্জুরী-কমিশন (ইউ জি সি) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয়, গৃহনির্মাণ, আসবাবপত্র ক্রয় ইত্যাদি বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছেন। এই সব গ্রন্থাগারে দক্ষ ও বৃত্তিজ্ঞানসম্পন্ন কর্মীর প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করিয়া ইউ জি সি গ্রন্থাগারকর্মীদের জন্য শিক্ষকদের অনুরূপ একটি বেতনের হার সুপারিশ করিয়াছেন। এই বেতনক্রম প্রচলন করিতে যে বর্দ্ধিত অর্থ প্রয়োজন হইবে তাহার শতকরা ৮০ ভাগ ইউ জি সি বহন করিতে প্রস্তুত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইউ জি সি-র এই সুপারিশ অনুধাবনের পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন প্রকৃত অবস্থা কি?

প্রকৃত অবস্থা: উচ্চশিক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এই সব গ্রন্থাগারের কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার প্রশ্ন আজও অবহেলিত। পশ্চিমবঙ্গের ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রায় ২৫০টি কলেজ (অনুমোদিত কলেজ এবং পলিটেকনিক ইত্যাদি সহ) বিরাট সংখ্যক গ্রন্থাগারকর্মী বর্তমানে কাজে ব্যাপৃত আছেন। এইসব কর্মীদের প্রকৃত অবস্থা কি?

প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থাগারের কথা বিচার করা হউক। পশ্চিবঙ্গের ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একমাত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রান্থাগারিককে তৃতীয় পরিকল্পনাকালীন প্রধান অধ্যাপকদের (হেড অব্ দি ডিপার্টমেণ্ট) অনুরূপ বেতন দেওয়া হইয়াছে। অন্যত্র প্রধান অধ্যাপকদের অনুরূপ বেতনক্রম দেওয়া হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থাগারের যিনি প্রধান তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকদের অনুরূপ বেতন দিতে কর্তৃপক্ষের এত দ্বিধা কেন তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। অথচ এই বিষয়ে ইউ জি সি-র সুপারিশ সুস্পষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে উপগ্রন্থাগারিক/সহকারী গ্রন্থাগারিকদের জন্য শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন দেওয়ার জন্য ইউ জি সি যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহাও কার্যকরী করা হয় নাই। গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত অন্যান্য বৃত্তিকুশলী কর্মীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট-ডিপ্লোমাপ্রাপ্তকর্মীরা (যাহাদের সকলেই গ্রাজুয়েট এবং অনেকে অনার্স গ্রাজুয়েট এবং এম. এ.) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ধরনের বেতন পাইতেছেন। এই বেতন তাহাদের পেশাগত বিদ্যা, শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা অনুযায়ী অত্যন্ত অল্প। কোথাও বিশ্ববিদ্যালয়-মঞ্জুরী-কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করা হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মী—যাহাদের অধিকাংশেরই গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে সার্টিফিকেট এবং/বা গ্রান্থাগারের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে—তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সাধারণ ম্যাট্রিকুলেটদের অনুরূপ নিম্নস্তরের বেতন তাহারা পাইয়া থাকেন (১২৫—২০০ টাকা ইত্যাদি) এই ক্ষেত্রে গ্রাজুয়েট এবং গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কর্মীদের জন্য

ইউ. জি সি-র পক্ষ হইতে যাহা সুপারিশ করা হইয়াছে (২৫০—৪০০ টাকা) তাহাও কার্যকরী করা হয় নাই।

বে-সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক এবং অন্যান্য গ্রন্থাগারকর্মীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন ধরনের বেতনক্রম বর্তমান অধিকাংশ ক্ষেত্রে কলেজগ্রন্থাগারিকের প্রারম্ভিক মোট মাহিনা ১৪০—১৬০ টাকার মধ্যে, আর সহকারী গ্রন্থাগারিকরা (অনেক কলেজে নিয়োগ করা হয় নাই) প্রারম্ভিক মোট মাহিনা পান ১১০—১৩০ টাকার মধ্যে। অধিকাংশ কলেজেই গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীরা গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত আছেন। অথচ ইউ. জি. সি র সুপারিশে কলেজগ্রন্থাগারিককে কলেজের শিক্ষকদের তুল্য যে বেতন দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে তাহাও কার্যকরী করা হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিককে নিযুক্ত না করিয়া আরও স্বল্প বেতনে লোক নিযুক্ত করিয়া কাজ চালান হইয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কলেজগ্রন্থাগারিককে টীচার্স কাউন্সিলের সদস্যও করা হয় নাই। অনেক ক্ষেত্রে কলেজগ্রন্থাগারে প্রফেসর-ইন-চার্জ নিয়োগ করিয়া গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের কর্মোদ্যমকে ব্যাহত করা হইয়া থাকে।

সরকারী এবং বে-সরকারী স্পনসর্ড কলেজগুলির গ্রন্থাগারকর্মীদের বেতন নির্দ্ধারণ কল্পে সরকার পঃ বঃ পে কমিটির সুপারিশ সমূহকে কার্যকরী করিয়াছেন। এই সুপারিশ শুধু সরকারী এবং সরকার স্পনসর্ড কলেজের ক্ষেত্রে নয়, প্রত্যক্ষভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও কার্যকরী হইয়াছে। এই সুপারিশ অনুযায়ী গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন নির্দ্ধারিত হইয়াছে গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা অনুযায়ী। পে কমিটির যে সুপারিশ কার্যকরী হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :

	গ্রন্থাগারের শ্রেণী	পদ	যোগ্যতা	বেতন
(১)	পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্তরে শিক্ষাদান এবং গবেষণা রত এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত একটি গ্রন্থাগার যাহার পুস্তক সংখ্যা ৫০,০০০ এবং গবেষণা পত্রিকার সংখ্যা ৪০এর অধিক হইতে হইবে।	গ্রন্থাগারিক	অনার্স, মাষ্টার ডিগ্রী এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন-লাইব্রেরীয়ানশিপ (সব কয়টিতে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণী) এবং ইংরেজী ব্যতীত কোন বিদেশী ভাষায় বুৎপত্তি।	পূর্বতন ডিএ সহ বেতন ২৭৫ ৬৫০ টাকা (জুনিয়র লেকচারের বেতন)
(২)	১০,০০০এর অধিক পুস্তক সম্বলিত একটি গ্রন্থাগার	গ্রন্থাগারিক	গ্রাজুয়েট এবং ডিপ্লোমা-ইন-লাইব্রেরীয়ানশিপ	২০০—৪০০ টাকা
(৩)	১০,০০০ কম পুস্তক সম্বলিত একটী গ্রন্থাগার যেখানে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে শিক্ষিতকর্মী প্রয়োজন	গ্রন্থাগারিক	ঐ	১৭৫—৩২৫ টাকা
(৪)	১০,০০০এর কম পুস্তক সম্বলিত একটি গ্রন্থাগার যেখানে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন নাই।	গ্রন্থাগারিক	ঐ	১২৫—২০০ টাকা

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং বৃত্তিকুশলী কর্মীদের ক্ষেত্রে পে কমিটির সুপারিশ হইল :

(১) যেখানে গ্রন্থাগারিকের বেতন ২৭৫—৬৫০ টাকা বা ২০০—৪০০ টাকা।	১৭৫—৩২ টাকা
(২) যেখানে গ্রন্থাগারিকের বেতন ১৭৫—৩২১ টাকা	১৫০—২৫০ টাকা
(৩) অন্যান্য গ্রন্থাগারকর্মী যথা ক্যাটালগার. লাইব্রেরী অ্যাসিষ্টান্ট, কেরাণী (যাহারা রুটিন মাফিক কাজ করিয়া থাকেন)।	১২৫—২০০ টাকা

এই সুপারিশের দুর্বলতা সুস্পষ্ট। এই সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হইল :

(১) গ্রন্থের সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া গ্রন্থাগারের গুরুত্ব নির্ধারণ একটি পুরাতন ধারণা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি পরিত্যক্ত চিন্তা। গ্রন্থ-ব্যবহারের জন্য। গ্রন্থাগার-মিউজিয়াম নয়। অব্যবহৃত বিরাট গ্রন্থসঙ্কলন গ্রন্থাগারের গৌরব নয়। গ্রন্থাগারের গুরুত্ব নির্দ্ধারিত হয় গ্রন্থাগারের ব্যবহার, কার্যপদ্ধতি ইত্যাদির মাধ্যমে। যেসব গ্রন্থের আদৌ ব্যবহার করা হয় না তাহা মাঝে মাঝে গ্রন্থপ্রচলন হইতে তুলিয়া লওয়া হয়। পে কমিটির এই সুপারিশ কার্যকরী হওয়ার ফলে অনেক অপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংযোজনের প্রচেষ্টা হইবে—ন্যূনতম সংখ্যাকে পূরণ করিবার জন্য। অন্যদিকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য এই নীতি অনুসরণ করিয়া ইউ জি সি কলেজগ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গ্রন্থসংখ্যা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন ৫০,০০০ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থাগারের সর্বাধিক গ্রন্থসংখ্যা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন ৩,০০,০০০।

(২) গ্রন্থাগারিকদের বেতন নিদ্ধারিত হইয়াছে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব এবং গ্রন্থাগারিকের শিক্ষাগত এবং বৃত্তিগত যোগ্যতাবলীকে কেন্দ্র করিয়া। একজন কলেজের অধ্যক্ষের বেতন বা একজন প্রধান শিক্ষকের বেতন নিদ্ধারিত হয় তাহার পদের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া। গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রেও সেই মাপকাঠি প্রয়োগ করা হইল না কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা।

(৩) গ্রন্থাগারিকদের জন্য পে কমিটি যে বেতনক্রম সমূহ সুপারিশ করিয়াছেন তাহা গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষাগত এবং বৃত্তিগত যোগ্যতাবলী, অভিজ্ঞতা ও কাজের প্রকৃতি এবং দায়িত্বের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। সর্বোচ্চ বেতন (২৭৫—৬৫০ টাকা যাহা একজন জুনিয়র লেকচারার. অনার্স এবং মাষ্টার ডিগ্রী থাকিলে পাইতে পারেন) পাইবার জন্য কত শর্ত উপস্থিত করা হইয়াছে! কোথাও এত শর্ত আরোপ করিয়া এত নিম্ন বেতন দেওয়া হইয়া থাকে কিনা আমরা জানিনা। অধিকন্তু একজন জুনিয়র লেকচারের তুলনায় গ্রন্থাগারিকের কাজের গুরুত্ব, দায়িত্ব এবং চাপ অনেক বেশী। একজন জুনিয়র লেকচারারের পদোন্নতির সম্ভাবনা আছে, কাজের চাপ কম, ছুটি বেশী পান এবং পরীক্ষক ইত্যাদি হইতে পারিলে অধিক অর্থও উপার্জন করিতে পারিবেন। আর পে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ঐ ধরণের একটি গ্রন্থাগারে সর্বগুণসম্পন্ন গ্রান্থাগারিকের জীবন ২৭৫—৬৫০ টাকার মধ্যেই শেষ করিতে হইবে। পে কমিটির সুপারিশে সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং অন্যান্য বৃত্তিকুশলী কর্মীদের জন্য যে বেতন সুপারিশ করা হইয়াছে তাহা আদৌ সন্তোষজনক নহে।

(৪) পে কমিটির সুপারিশে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশকে অস্বীকার করা হইয়াছে। এই সুপারিশ দুইটি করিয়াছেন ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার-উপদেষ্টা-কমিটি এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়-মঞ্জুরী-কমিশন (ইউ জি সি)। উভয় সুপারিশে গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগারকর্মীদের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন ও মর্যাদা দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে।

(৫) পে কমিটির এই সুপারিশ কার্যকরী হওয়ার ফলে কয়েকটি ক্ষেত্রে বেতনক্রমের উন্নতি ত দূরের কথা বেতনক্রম কমিয়া যাওরার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই গুলি হইল টাকী, কালিম্পং প্রভৃতি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রে এবং রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রে।

(৬) পে কমিটি "ক্যাটালগারদের" অন্যান্য কর্মীদের (কেরাণী ইত্যাদি) সাথে রাখিয়া এবং বৃত্তি-কুশলী অন্যান্য এ্যাসিষ্টাণ্টদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজেদের জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ক্যাটালগাররা গ্রন্থাগারে পরিপূর্ণভাবে পেশাগত কাজের সহিত যুক্ত থাকা সত্বেও তাহাদের প্রতি এইরূপ বিচার কেন হইল তাহা বোধগম্য নহে।

(৭) পে কমিটি দীর্ঘদিন কর্মরত অথচ কোন কারণে উল্লিখিত যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব হয় নাই এইধরণের কর্মীদের জন্য কোন সুপারিশ করেন নাই।

(৮) পে কমিটি এক ধরণের গ্রন্থাগারের সন্ধান পাইয়াছেন যাহা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা নাই এই ধরণের কর্মীদের সাহায্যে চালান যাইতে পারে। নিঃসন্দেহে ইহা অভিনব আবিষ্কার।

(৯) সর্বশেষে, ইউ জি সি-র সুপারিশকে কার্যকরী করিবার কোন চেষ্টা পে কমিটি করেন নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়-মঞ্জুরী-কমিশনের সুপারিশ

আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের ভূমিকা উপলব্ধি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-মঞ্জুরী কমিশন দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যায়ে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগারকর্মীদের জন্য শিক্ষকদের অনুরূপ একটি বেতনের হার সুপারিশ করিয়াছেন। (সার্কুলার নং F 63—2/60 (SS) January 1961)। এই সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থাগারে অধ্যাপক (৩য় পরিকল্পনাকালীন বেতন ১০০০—১৫০০ টাকা), রিডার (৩য় পরিকল্পনাকালীন বেতন ৭০০—১১০০ টাকা) এবং লেকচারের (৩য় পরিকল্পনা কালীন বেতন ৪০০—৮০০ টাকা) অনুরূপ ৩টি বেতনক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়। কলেজগ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন সুপারিশ করা হইয়াছে। ইউ জি সি বেতনক্রমের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা নির্দ্ধারিত হয় : মাষ্টার ডিগ্রী এবং পোষ্ট-গ্রাজুয়েট-ডিপ্লোমা-ইন-লাইব্রেরীয়ানশিপ অথবা মাষ্টার-ডিগ্রী ইন লাইব্রেরীয়ানশিপ (সব ক্ষেত্রেই ন্যূনতম দ্বিতীয়শ্রেণী)। সুপারিশ অনুযায়ী অধ্যাপক এবং রিডারের অনুরূপ বেতনক্রমের জন্য গবেষণাকার্যে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। পরবর্তী একটি সার্কুলারে (নং F 63—2/61 (SS) dt. Aug, 1962) সুপারিশ করা হয় যে, যেসব গ্রন্থাগারকর্মীর উল্লিখিত যোগ্যতা নাই তাহাদের অভিজ্ঞতা

এবং কার্যদক্ষতাকে ভিত্তি করিয়া কলেজ এবং বিশ্ববিগ্যালয়কর্তৃপক্ষ ইউ জি সি-র বেতনক্রম দেওয়ার সুপারিশ করিলে ইউ জি সি তাহা গ্রহণ করিবেন। কলেজগ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন ও মর্যাদা দেওয়া হইবে বলিয়া ঐ সুপারিশে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তী আরও একটি সার্কুলারে (নং F 63—2/61 (SS) dt. 6th May, 1963) বিশ্ববিগ্যালয়গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রাজুয়েট এবং গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের-ডিপ্লোম/সার্টিফিকেট প্রাপ্তকর্মীদের জন্য একটি বেতনক্রম (২১০—৪০০ টাকা) সুপারিশ করা হয়। আরও একটি সার্কুলারে (নং 63-2/61 (SS), October 1962,) বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থাগারের জন্য সম্ভাব্য বিভিন্ন পদের কথাও উল্লেখ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়-মঞ্জুরী-কমিশনের সুপারিশ বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সুপারিশ ত্রুটি বিচ্যুতিহীন তাহা আমরা বলিতে চাহিনা। বিশেষ করিয়া ইউ জি সি-র সার্কুলারে কলেজগ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং অন্যান্য কর্মীদের সম্পর্কে কোন সুপারিশ করা হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত এবং সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের কোন পার্থক্য করা হয় নাই।

এই সব সত্ত্বেও ইউ জি সি-র সুপারিশ সর্বদিক হইতে অভিনন্দন যোগ্য। কিন্তু, এই সুপারিশ আজও পশ্চিম বঙ্গে কার্য্যকরী করা হয় নাই। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদককে লিখিত ইউ জি সির সম্পাদকের এক পত্র হইতে জানা যায় যে, ভারতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সুপারিশ কার্যকরী হইয়াছে। ৩য় পরিকল্পনা শেষ হইতে আর এক বৎসর বাকী আছে। অথচ ইউ জি সি-র আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতিকে গ্রহণ করা হইল না। এই সুপারিশ কার্যকরী করিতে যে বর্দ্ধিত অর্থ প্রয়োজন হইবে তাহার শতকরা ৮০ ভাগই ইউ জি সি বহন করিতে প্রস্তুত। ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত বিভিন্ন কলেজ গ্রন্থাগারে এই পরিকল্পনা প্রচলন করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয় অর্থ (মাচিং গ্রাণ্ট এই ক্ষেত্রে শতকরা ২০ ভাগ) চাহিয়া রাজ্য সরকারের নিকট পত্র দিয়াছেন। রাজ্যসরকার এই বিষয় সম্পর্কে এখনও নীরব। অথচ ৩য় পরিকল্পনা শেষ হইতে আর ১ বৎসর বাকী আছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার-উপদেষ্টা-কমিটি গ্রন্থাগারকর্মীদের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ-কোড-তদন্ত কমিশনও গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের অনুরূপ মর্যাদা দেওয়ার কথা বলিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে আমাদের দাবী

(ক) ইউ জি সি-র সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকরী করা হউক।

(খ) ইউ জি সি বর্ণিত সর্বাত্মক যোগ্যতা যাহাদের নাই এইরূপ কর্মরত কর্মীদের ক্ষেত্রে ইউ জি সি-র সুপারিশ অনুযায়ী যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা বিচার করিয়া ইউ জি সি-র বেতনক্রমের সুযোগ দেওয়া হউক।

(গ) কলেজের সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং অন্যান্য কর্মীদের বেতনের বিষয়টি ইউ জি সি-র পক্ষ হইতে বিচার করা হউক।

(ঘ) কলেজ গ্রন্থাগারিকদের টীচার্স কাউন্সিলের সদস্য করা হউক।

(ঙ) গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষকদের অনুরূপ মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া হউক।

(চ) প্রফেসর-ইন-চার্জের পদ বিলুপ্ত করা হউক।

স্কুলগ্রন্থাগার

স্কুলগ্রন্থাগারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অধিকাংশ স্কুলে প্রকৃত অর্থে কোন গ্রন্থাগার নাই। পশ্চিমবঙ্গের মোট ২৫০০ বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় ১০০০ উচ্চমাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়। বোর্ডের সার্কুলার অনুযায়ী প্রতি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার থাকা প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক স্থান নাই। গ্রন্থাগারিকও নিযুক্ত হয় নাই। স্কুলগ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে আমাদের দাবী হইল:

(ক) প্রতি বিদ্যালয়ের জন্য গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে-শিক্ষাপ্রাপ্ত সর্বসময়ের জন্য গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হউক।

(খ) বিদ্যালয়গ্রন্থাগারিকদের জন্য উপযুক্ত বেতনক্রম স্থির করা হউক।

(গ) সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কর্মীদের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত করা হউক এবং শিক্ষকদের ন্যায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা পাঠের সুযোগ দেওয়া হউক।

(ঘ) বিদ্যালয়গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের অনুরূপ মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া হউক।

গ্রন্থাগারকর্মীদের বেতন ও মর্যাদার বিষয়টি অবগতির জন্য উপস্থিত করা হইল। আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতি অনেকটা পরিমাণে গ্রন্থাগারব্যবস্থার অগ্রগতির উপর নির্ভর করে। গ্রন্থাগারকর্মীদের সমস্যার সুসমাধান না হইলে গ্রন্থাগারব্যবস্থার অগ্রগতি ব্যাহত হইবে। আপনাদের বিচারের জন্য আমরা আমাদের দাবীসমূহ উপস্থিত করিলাম। আপনারা বিভিন্নভাবে আমাদের দাবী আদায়ে সহায়তা করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

৪ঠা এপ্রিলে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত জনসভার প্রাক্কালে পরিষদের পক্ষ থেকে এই প্রচার পত্রটি প্রকাশ করে বিতরণ করা হয়।

সমস্যা ও সমাধান

জয়কৃষ্ণ লস্কর

আজকের পৃথিবী সমস্যা কণ্টকিত পৃথিবী। তাই এই পৃথিবীর মানুষের সমস্যার অন্ত নেই। সেই কারণে আজ গ্রন্থাগার কর্মীদেরও এই পৃথিবীর সামগ্রিক মানুষের অংশ হিসাবে বেশ কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই সমস্যাগুলির মধ্যে আবার, অর্থের সমস্যা ও তাঁদের অনুসৃত বৃত্তিকে যথোপযুক্ত মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেবার সমস্যাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা জানি পৃথিবীতে এমন কোন সমস্যা নেই, যে সমস্যার কোন সমাধান নেই। অর্থাৎ পৃথিবীর সব সমস্যারই একটা না একটা সমাধানের পথ আছে। এই সমাধানের পথটা মানুষকে খুঁজে বের করতে হয় তার প্রচেষ্টার দ্বারা। সেইখানেই রয়েছে মানুষের সমস্যার সমাধান। সুতরাং আমরা গ্রন্থাগার কর্মী হিসাবে যদি আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টার দ্বারা সেই সমাধানের পথটাকে খুঁজে বের করতে পারি তবে আমাদের সমস্যারও সমাধান আছে নিশ্চয়ই। অর্থের ও বৃত্তি-মর্যাদার যে দুটি সমস্যা আমাদের সামনে আজ প্রধান ভাবে দেখা দিয়েছে—তার সমাধান করতে হলে "প্রচেষ্টা" ও "নিশ্চয়" এই দু'টি কথাকে আমাদের সকল সময় মনে রাখতে হবে। আর শুধু মনে মনে রাখলেই যে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, একথা মনে করাও একান্ত ভুল—এটাও আমাদের জেনে রাখা দরকার। "প্রচেষ্টা" ও "নিশ্চয়" এদুটোকে আমাদের বাস্তবে পরিণত করতে সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। আবার একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে কারও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা আমাদের সমষ্টিগত সমস্যার সমাধান সম্ভপর নয়। সে জন্য চাই আমাদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। আমাদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা তখনই তৈরী করবে একটা Co—ordinated force। এই Co—ordinated force ই আমাদের নিশ্চিত সমস্যার সমাধানের পথে ঠেলে নিয়ে যাবে। আমরা জানি ইংরাজীতে একটা কথা আছে "United we stand devided we fall"। এই মূলমন্ত্র মুখে উচ্চারণ করতে করতে আমরা যদি আমাদের সমস্যার সমাধানের পথে এগিয়ে যাই তাহলে আমরা জোর গলায় বলতে পারব—সমস্যা সমাধানের জয়টিকা আমাদের কপালে নিশ্চিত। গ্রন্থাগার কর্মীদের সকলেরই মধ্যে একটা পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়ে গিয়েছে। সকলের মধ্যে এই পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন না করতে পারলে আমাদের সমস্যা সমাধানের পথও রুদ্ধ মনে হয় না কি?

আমাদের প্রধান সমস্যা দুটির দিকে (অর্থের সমস্যা ও বৃত্তি ও মর্য্যাদার স্বীকৃতির সমস্যা) একটু ভাল ভাবে তাকালে আমরা দেখতে পাব—এ সমস্যা দুটির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সম্বন্ধ রয়ে গিয়েছে। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কথা চিন্তা করা যায় না। যেমন—অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি। এ দুটিকে পৃথক পৃথক ভাবে চিন্তা করা যায় না।

অগ্নিকে বাদ দিয়ে এর দাহিকা শক্তির কথা ধারণার বাইরে। আবার দাহিকা শক্তিকে বাদ দিলে অগ্নি অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যদি আমাদের উপরক্ত সমস্যা দুটির একটির সমাধান করে ফেলতে পারি তাহলে অপর সমস্যাটির ও সমাধান সহজেই হয়ে যাবে। আমরা যদি, আমাদের বৃত্তিরও মর্যাদার স্বীকৃতি আছে এ কথা প্রতিষ্ঠা করতে পারি তবে আমরা আমাদের বৃত্তি অনুযায়ী পারিশ্রমিকেরও ন্যায্য দাবী জানাতে পারব ও ন্যায্য পারিশ্রমিকের ও অধিকারী হব। আমরা দেখতে পাই আমাদের সমাজে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যারিষ্টার, কষ্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ইত্যাদি বৃত্তিগুলিকে একটা বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, আর এই বৃত্তি মর্যাদা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি এই বৃত্তি গ্রহণ কারীদের ও উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করেছে।

বৃত্তি বিশেষের উপযুক্ত পরিশ্রমিকের ব্যবস্থা না করলে সেই বৃত্তিকে উপযুক্ত মর্যাদাও দেওয়া হয় না। ধরা যাক—আজকে যদি একজন ইঞ্জিনিয়ারের মাসিক পারিশ্রমিক হয় ৮।১০০ তাহলে কি বলা যাবে যে এই বৃত্তিকে যথার্থ মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে? অপর দিক দিয়ে এই বৃত্তির যতই গুরুত্ব থাকুক না কেন?

গ্রন্থাগারিকদের বৃত্তির গুরুত্ব কি ইঞ্জিনিয়র, ডাক্তার, অ্যাডভোকেট কষ্ট ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ইত্যাদি বৃত্তির চেয়ে কোন দিক দিয়ে কম? এই প্রশ্নের জবাবে আশা করি প্রত্যেক বিদ্বজ্জনই একমত হয়ে, প্রকাশ্যে বলুন বা না বলুন অন্ততঃ মনে মনে স্বীকার করবেন—না, গ্রন্থাগারিকদের বৃত্তির সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে অতি অবশ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে তা স্বীকারও করা হয়েছে। তারা জানেন এই সকল গ্রন্থাগারিকদের, নানারকম শিক্ষার্থীদেরও পাঠে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে হয় তাই দেশ গঠনে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকার মূল্য কোন দিক দিয়েই কম নয়।

কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই "স্কুলে-এ একজন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক যে মাইনে পাবার অধিকারী একজন গ্রাজুয়েটও সার্টিফিকেট পাশ গ্রন্থাগারিকের সে মাইনে পাবার অধিকারও নেই।" (গ্রন্থাগার—১২৬ : ৫-১৩৭১) তাহোলে এঁদের বৃত্তি ও মর্যাদার স্বীকৃতি কোথায়?

ব্যক্তি অহংএর দিক থেকে হয়ত গ্রন্থাগারিক বৃত্তির মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিতে বাধা থাকতে পারে কোথাও কোথাও। কিন্তু এই স্বীকৃতিতে আমাদের অধিকার আছে। আমরা একদিন নিশ্চয়ই তা পাব। কোথাও কোথাও একটু আধটু বাধা থাকলেও আমারা যদি আমাদের আর্থিক সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারি তবে অপর সমস্যাটাও আমরা সহজেই সমাধান করে ফেলতে পারব, আশা করা যেতে পারে।

আর্থিক সমস্যাটি আমাদের সামনে একটি জটিল সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। দেখা যাক কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। এর জন্য আমাদের একটা সুচিন্তিত ও সুষ্ঠু পথ খুঁজে বের করতেই হবে। সেই কারণে আমরা যদি একটু ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকি তবে ক্ষতি কোথায়? এখন দেখা যাক আমাদের এই অর্থনৈতিক সমস্যার পশ্চাতে কি কি কারণগুলি কাজ করছে।

(১) গ্রন্থাগারিক বিদ্যা-শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, গ্রন্থাগারের সংখ্যা সেই হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। সেই কারণে এই বৃত্তিতে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করেও অনেকে বেকার থেকে যাচ্ছেন অথবা উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে উঠতে পারছেন না। ফলে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন।

(২) কর্তৃপক্ষ এই সুযোগ গ্রহণ করে গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত বেতন থেকে বঞ্চিত করছেন।

মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে স্কুল বা কলেজের শিক্ষকমহাশয়দের বৃত্তি ছাড়া (যদিও গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষারই একটা অঙ্গ বিশেষ) প্রায় সমস্ত বৃত্তিতেই বর্তমানে ভীড় বেড়ে চলেছে। আজকে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ দেখা দিয়েছে। জনসাধারণের সেই শিক্ষালাভের আগ্রহকে চরিতার্থ করার জন্য বহুসংখ্যক স্কুল, কলেজের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং গ্রন্থাগার ছাড়া কোন স্কুল কলেজই ভালভাবে চলতে পারে না। এই কথাটা সংঘবদ্ধভাবে আমাদের সরকারের সামনে তুলে ধরতে হবে। অর্থাৎ কর্মসংস্থানের পরিপ্রেক্ষিতেও অধিক সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে। অধিকসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হলেই গ্রন্থাগারিকের চাহিদাও বাড়বে। অপর দিক দিয়ে কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত বেতন দিতে বাধ্য হবেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষার মান বাড়িয়ে ও ছাত্রের সংখ্যা কমিয়ে বাজারে গ্রন্থাগারিকদের চাহিদা বাড়ান যেতে পারে।

আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করার বিষয়—যেটা দৈনিক খবরের কাগজের পাতা উল্টালেই দেখতে পাওয়া যাবে। একজন ম্যাট্রিক বা স্কুল ফাইন্যাল পাশ করণিক যে পারিশ্রমিক পান একজন গ্রাজুয়েট এবং লাইব্রেরিয়ানশিপ সার্টিফিকেট পাশ কর্মীর মাসিক পারিশ্রমিকও প্রায় সর্বত্রই তাই! দেখা যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারের জন্য অভিজ্ঞবান কর্মী চাইছেন অথচ পারিশ্রমিকের বেলায় বেশী দিতে তাঁরা রাজী নন।

এটাকে কি বঞ্চনার নামান্তর বলা যাবে না? অনেক ক্ষেত্রে আবার শোনা যায়—"আপনি কতটাকা পারিশ্রমিক চান?" এধরণের প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হয় কর্মীদের। কেউ যদি বল্ল—এত টাকা চাই। তখনই প্রশ্ন হল একজন ত আপনার চেয়ে কম টাকাতে কাজ করতে রাজী হয়েছেন। অর্থাৎ একটা টাকার অঙ্ক বলে দিয়ে বল্লেন এত টাকায় কাজ করতে রাজী হয়েছেন। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক কর্মী বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে, অর্থনৈতিক চাপে পড়ে কম পারিশ্রমিকেও কাজ করতে রাজী হয়ে পড়েন। এই ভাবেও অনেক সময় আমরা উপযুক্ত বেতন থেকে বঞ্চিত হই।

কিন্তু আমরা যদি সামগ্রিকভাবে আমাদের কাজের যথোপযুক্ত যোগ্যতা আছে এবং আমাদের এই বেতন দিতেই হবে। এই রকম একটা নীতি মেনে চলি তা হলে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে এক্সপ্লয়টেড হবার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

এর হাত থেকে অব্যাহতি পেতে হলে আমাদের একটু স্বার্থত্যাগ করতে হবে। পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রেখে, সংঘবদ্ধ হয়ে গঠনমূলক কাজ করে যেতে হবে। আবার

এমনও দেখা গিয়েছে যে কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারিকের কাজের সঙ্গে শিক্ষকতার দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন। বেতনের বেলায় গ্রন্থাগারিকের বেতন আর দায়িত্বের বেলায় শিক্ষক এবং গ্রন্থগারিকের উভয়ের দায়িত্ব এটাও একটা ভাববার বিষয়।

এর পেছনে কর্তৃপক্ষের যুক্তিহচ্ছে গ্রন্থাগারে ত বিশেষ কাজকম থাকে না সুতরাং মাঝে মাঝে কয়েকটা ক্লাস নেওয়াই সমীচীন।

এই ধরনের একসপ্লয়টেশনের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে হলে আমাদের প্রত্যেকেরই এই ধরণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে প্রতিবাদ করতে হবে এবং আমাদের কাজের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে হবে। একজন যদি এই রকম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অপরদিকে আর একজন যদি এই রকম প্রস্তাবে রাজী হয়ে কাজ করতে থাকে তাহলে কোন দিনই আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। এজন্য গ্রন্থাগার কর্মীদেরসর্বজন স্বীকৃত একটি নীতি অবলম্বন করে চলা উচিত, যে নীতি প্রত্যেক কর্মীই মেনে চলতে প্রস্তুত থাকবেন। সেই কারণে আমাদের মিলিত ভাবে একটা অনুসৃত নীতি ঠিক করতে হবে, যাকে আমরা প্রত্যেকেই মেনে চলতে প্রস্তুত থাকব। আর আমাদের এই নীতির পেছনে থাকবে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি। এই সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিই হবে আমাদের পথ প্রদর্শক।

উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আগামী ৩০শে ও ৩১শে মে হাওড়া জেলার অন্তর্গত শ্যামপুরে অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় পশ্চিম বাংলার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কার্যক্রম: বর্তমান রূপ ও রীতি ত্রবং উপযোগী কর্মপ্রণালী

এছাড়া শিশু গ্রন্থাগারের উপর ও আলোচনা হবে।

দীঘায় দ্বিতীয় কলেজ গ্রন্থাগার সম্মেলন

সুচিত্রা ঘোষ

গত বছরের মত এবারও ফেব্রুয়ারী মাসে দীঘায় বৃটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে ও আতিথেয়তায় কলেজ গ্রন্থাগারিকদের চারদিনব্যাপী এক সম্মেলন হয়ে গেল। দ্বিতীয় এই সম্মেলনে পূর্বাঞ্চলের চারটি রাজ্য—আসাম, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার থেকে পঞ্চাশাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। প্রতিনিধিদের মধ্যে কলেজ গ্রন্থাগারিক ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও কিছু শিক্ষাবিদও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৫ জন ছিলেন মহিলা।

সম্মেলনের অধিবেশনগুলি সুরু হোত প্রতিদিন প্রাতরাশের পর। মাঝখানে কিছুসময় চা-পানের বিরতি দিয়ে চলত মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্ব অবধি। তারপর ঘণ্টা দুয়েকের বিশ্রাম। আবার সুরু হোত বৈকালীন অধিবেশন অপরাহ্ণ চারটায়। সন্ধ্যার দিকে ফিল্ম ইত্যাদি দেখানো হোত।

১১শে ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে নটায় সম্মেলন আরম্ভ হয়। নির্ধারিত অনুষ্ঠানলিপি অনুসারে অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সম্মেলন উদ্বোধন করার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মুখ্য পরিদর্শক শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়। তিনি বৃটিশ কাউন্সিল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে এ ধরণের সম্মেলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে অভিমত প্রকাশ করেন। উদ্বোধন ভাষণের পর বৃটিশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ গার্ডনারের শুভেচ্ছা বাণী পাঠ করেন মিঃ মেকেঞ্জি-স্মিথ। সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর প্রথম কার্যকরী অধিবেশন আরম্ভ হয়।

প্রথম অধিবেশনের বিষয় ছিল "কলেজ গ্রন্থাগার—তার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা।" বৃটিশ কাউন্সিলের প্রধান গ্রন্থাগারিক মিঃ ফার্গুসন তাঁর প্রবন্ধে কলেজ গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান পরিস্থিতির এক সুন্দর বিবরণ দান করেন। তিনি বলেন যে, বিদ্যায়তনের আদর্শ ছাত্রছাত্রীর জ্ঞানোন্মেষ সাধন করা। এ বিষয়ে গ্রন্থাগারের যে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে, সে বিষয়ে সুবিবেচনার জন্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি আবেদন জানান। বই, উপযুক্ত কর্মী ও বিভাগটি ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের অধীন। এ সব ক্ষেত্রে অনেক সময় গ্রন্থাগারিকের কাজে বহু বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক শ্রীবিমল কুমার দত্ত গ্রন্থাগার কর্মীর কর্তব্য নিষ্ঠার কথাও যোগ করেন। ভাগলপুর টি. এন. বি. কলেজের অধ্যাপক শ্রী টি. এন. বি. সিংহ শিক্ষণ-প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের অভাবে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকার বর্ণনা করেন। সর্বশ্রী বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবীর রায় চৌধুরী ও হরেকৃষ্ণ দত্ত এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয় ছিল—"কলেজ গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা।" মিঃ ফার্গুসন আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি বলেন যে, কর্মবৈশিষ্ট্যের জন্য গ্রন্থাগার-ভবনটিও নির্মাণকালে কিছু বিশেষত্ব দাবী করে। এর জন্য নতুন গ্রন্থাগার-ভবন পরিকল্পনার সময় গ্রন্থাগারিকের এক দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়। এর সমাধানকল্পে তিনি এক আদর্শ গ্রন্থাগার ভবনের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। আলোচনায় যোগদান করেন সর্বশ্রী বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, বিমল কুমার দত্ত ও প্রবীর রায় চৌধুরী। তাঁদের ভাষণে ইউ. জি. সি. পরিকল্পনায় কলেজ গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের জন্য ব্যয়-বরাদ্দের উপযুক্ত সদ্ব্যবহারের কথা বলা হয়। গ্রন্থাগারিকদের যথোচিত পদ-মর্যাদা না থাকায় তাঁদের মতামতের যে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় না সে কথাও ব্যক্ত করা হয়।

রাজা পিয়ারী মোহন কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীহরেকৃষ্ণ দত্ত "পাঠ্য পুস্তক গ্রন্থাগারের সমস্যা" বিষয়টি তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে পেশ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, পাঠ্য-পুস্তক বলতে পাঠ্য তালিকাভুক্ত বই বোঝায়। সাধারণ ছাত্রসমাজ পাঠ্য পুস্তকের অভাবে নানান অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কিন্তু তাদের অভাব দূরীকরণের প্রশ্নটির আজও কোন সমাধান হয় নি। ইউ. জি. সি. পরিকল্পনায় পাঠ্য পুস্তক ক্রয়ের জন্য ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। আবেদনকারী অনেক কলেজই প্রথম কিস্তির ৫ হাজার টাকা পেয়েছে। কিন্তু একে কার্যকরী করার প্রধান বাধা উপযুক্ত কর্মীর অভাব। গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর এই যে অতিরিক্ত কর্মভার এ বিষয়ে অধিকাংশ কলেজ কর্তৃপক্ষ উদাসীন। ইউ. জি. সি. পরিকল্পনাতেও বই কেনা ছাড়া অন্য কোন সাহায্যের দায়িত্ব নেই। ফলে এর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করেনি। তারপর পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচনের প্রশ্নটিও অত্যন্ত জটিল। সাধারণত বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক বই নির্বাচন করেন। কিন্তু দেখা গিয়েছে পাঠ্য পুস্তকের তুলনায় অন্যান্য বই বেশি গুরুত্ব পায়। আলোচনায় রাজা পিয়ারী মোহন কলেজের অধ্যাপক শ্রীএস. কে. মুখোপাধ্যায় ছাত্রদের সহায়তায় পাঠ্য পুস্তক বিভাগটি পরিচালনার পরামর্শ দেন। প্রতিবাদে শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী বলেন যে, বর্তমানে বিনা পারিশ্রমিকে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে চলে না। এরজন্য উপযুক্ত বেতনভুক কর্মীর প্রয়োজন। তিনি বৃটিশ কাউন্সিলের "Text book loan scheme"টির প্রশংসা করেন। পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন প্রশ্নে ভদ্রক কলেজের অধ্যাপক শ্রী এস. এস. রায় বলেন যে পাঠ্য পুস্তক অনেক সময়ই অব্যবহার্য হয়ে পড়ে, এক্ষেত্রে পাঠ্য তালিকা বহির্ভূত বই কেনাই বিবেচকের পরিচয়। শ্রীরায়ের মতের বিরুদ্ধে অনেকেই বলেন যে, বর্তমানে গ্রন্থাগারে পাঠ্য পুস্তকের অপর্যাপ্ততা একটি সমস্যা। প্রয়োজনীয় বই-এর কপি বাড়িয়ে ছাত্রদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানে তাদের প্রকৃত উপকার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বই না কেনাই ভাল।

তৃতীয় অধিবেশনের বিষয়—গ্রন্থাগারিকগণের সহযোগিতা। সর্বশ্রী নিখিলরঞ্জন রায়, জীবানন্দ সাহা ও ফণিভূষণ রায় বিভিন্ন দিক হতে বিষয়টি আলোচনা করেন। বর্তমানে গ্রন্থাগারগুলি যে সঙ্কটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন তার সমাধানের জন্য পরস্পরের সহযোগিতা

একান্ত প্রয়োজন। আন্ত-গ্রন্থাগার বই লেন-দেন, ইউনিয়ন ক্যাটালগ প্রভৃতি অর্থ ও বই-এর অপর্যাপ্ততার সমস্যার আংশিক সমাধান করতে পারে। গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রসঙ্গে শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বলেন যে প্রতিবেশী গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে গ্রন্থ ঋণদানের বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ। অনেক সময়ই দুষ্প্রাপ্য-মূল্যবান বইগুলি গ্রন্থাগার ভবনে বিশেষ দায়িত্বর সঙ্গে পড়তে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিবেশী গ্রন্থাগারে (যেখানে তার প্রয়োজনীয় বইটি আছে) গিয়ে তার কাজ করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানান যে সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সব কলেজের ছাত্রছাত্রীদের তার পাঠকক্ষ ব্যবহারের সুবিধা দেয়। ইউনিয়ন ক্যাটালগ জটিল ও ব্যয়সাপেক্ষ হলেও এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আন্ত-গ্রন্থাগার গ্রন্থ-ঋণ পরিকল্পনার সঙ্গেই ইউনিয়ন ক্যাটালগের প্রশ্নটি জড়িত। অপর গ্রন্থাগারের সম্পদকে জানবার প্রধান উপায় ইউনিয়ন ক্যাটালগ।

পরদিন চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীমতী রমলা মজুমদার "গ্রন্থাগার সংগঠন ও প্রচার" বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি বলেন, সুন্দর মনোগ্রাহী পরিবেশে পাঠকমন সহজে আকৃষ্ট হয়। গ্রন্থাগারিক তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহারে সহকর্মীদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা লাভ করতে পারেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্মকুশলতার উপর গ্রন্থাগারের উন্নতি নির্ভরশীল। গ্রন্থাগারের প্রতিটি বিষয় তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও যত্ন থাকা দরকার। পাঠকক্ষ সুসজ্জিত হলে পাঠকমন সহজে গ্রন্থের দিকে আকৃষ্ট হবে।

রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক কলেজের (নরেন্দ্রপুর) গ্রন্থাগারিক শ্রীজগদীশ চৌধুরী তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে "Open access system" এর সুফলতার কথা বলেন। গত ৩ বছর ধরে নরেন্দ্রপুর কলেজ গ্রন্থাগারে Open access নিয়ম চালু রয়েছে। ছাত্ররা এ ব্যবস্থায় নিজেদের প্রয়োজনানুসারে বই বাছার সুযোগ পায়। তাদের পাঠেচ্ছা ও গ্রন্থাগারের প্রতি দায়িত্ব ক্রমশই বেড়েছে। হিসেবে দেখা গেছে হারাণো বইয়ের জন্যও তারা দায়ী নয়। গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যা প্রায় ১১০০ আর গ্রন্থাগারকর্মী ১০ জন।

পঞ্চম অধিবেশনের বিষয় ছিল "বই ও পত্র-পত্রিকাদি ক্রয়।" মিঃ ফার্গুসন আলোচনার সূচনা করেন। বই-এর জন্য বরাদ্দ টাকার যাতে সম্পূর্ণ ব্যবহার হয় সে বিষয়ে মনোযোগ দেবার কথা তিনি বলেন। বই-ই গ্রন্থাগারের প্রধান সম্পদ। সুতরাং নির্বাচন অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্কে পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে করতে হবে। বই-এর বাজার সম্বন্ধেও গ্রন্থাগারিককে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। বিবলিওগ্রাফী, book-news প্রভৃতি তার আয়ত্বাধীন থাকবে। প্রসঙ্গটি আলোচনাকালে গ্রন্থাগারিকের বই নির্বাচনে ভূমিকাহীনতার কথা বলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রভাবশালী অধ্যাপকগণ ক্ষমতাবলে নিজ বিভাগের জন্য বেশি টাকা মঞ্জুর করান। ফলে অন্যান্য বিভাগ দুর্বল হয়ে পড়ে। অথচ গ্রন্থাগারিক সহজেই বইয়ের চাহিদানুসারে তালিকা তৈরী করতে পারেন। ষষ্ঠ অধিবেশনে এডওয়ার্ড সিডনীর—"গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি"র উপর রেকর্ড করা ভাষণ শোনান হয়।

তৃতীয় দিনে সপ্তম অধিবেশনে শ্রীমতী রমলা মজুমদার "সূচীকরণ ও বর্গীকরণ" এর উপর আলোচনার সূত্রপাত করেন। উপযুক্ত কর্মীর অভাব সমস্যার সমাধান হিসেবে তিনি

সংক্ষিপ্ত সূচীর কথা বলেন। এ ছাড়া, কার্ডের পরিবর্তে Sheaf catalogue এর সুবিধার কথা ও বলেন। বর্গীকরণ সম্পর্কে তিনি সুবিধানুযায়ী "Dewey scheme" এর অদল বদলের পরামর্শ দেন। আলোচনাকালে শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত সূচীর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র লেখক ও বই-এর নামকে যুক্ত করতে বলেন। কিন্তু শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী ও অন্যান্যেরা গ্রন্থ-প্রকাশ তারিখটিও এর সঙ্গে যুক্ত করার অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁরা আরও বলেন যে D. C. Scheme এর পরিবর্তনের প্রস্তাব যুক্তি যুক্ত হলেও D. C. কমিটির নিয়মানুযায়ী এ ধরণের পরিবর্তন আইন সঙ্গত নয়।

"পাঠকদের পরিচালনা"—এই বিষয়টির আলোচনা আরম্ভ করেন শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। ছাত্রাবস্থা হতে পাঠের নিয়মানুশীলন প্রয়োজন। একাগ্রতা ও নিষ্ঠা পাঠের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। নীরবে পাঠ গ্রন্থাগারের শান্ত পরিবেশের জন্য অত্যন্ত দরকার। কিন্তু বাল্যকাল থেকে এ নিয়মের সঙ্গে অভ্যস্ত না থাকায় কলেজ গ্রন্থাগারে অনেক সময় বহু পাঠকের অসুবিধা হয়। আবার পাঠ্য তালিকার বাইরেও যে জ্ঞানের জগৎ ছড়িয়ে আছে তার সঙ্গে পাঠকমনকে পরিচিত করার চেষ্টাও গ্রন্থাগারিকের অন্যতম কাজ। নানান বিষয়ের ছবির বইএর মধ্য দিয়ে সুকুমার মতিকে সহজে আকর্ষণ করা যায়। এ বিষয়ের উত্তরে মজঃফরপুর এম. ডি. ডি. এম. কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী বসু বলেন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তকের চাপ এত বেশী যে তারপর ছাত্রদের নিজ ইচ্ছানুযায়ী পড়বার সুযোগ খুবই কম থাকে। এ ছাড়া, গ্রন্থাগারের সময় ও কলেজে ক্লাস চলাকালীন সময় এক। উপযুক্ত কর্মীর অভাব বা অর্থের প্রতিকূলতার জন্য অতিরিক্ত সময় গ্রন্থাগার খোলা রাখা সম্ভব নয়। এই আলোচনায় শ্রীপ্রদ্যোত কুমার রায় ও শ্রী ডি. এন. বি. সিংহ অংশ গ্রহণ করেন।

অষ্টম অধিবেশনে দুর্গাপুর রিজিওনাল ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅখিলেশ্বর চৌধুরী বই-নির্বাচনের উপর তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করেন। তারপর ঐ কলেজের অধ্যাপক শ্রী. চন্দ 'Reading Habit" এর উপর এক সুন্দর বক্তৃতা দেন। তিনি বর্তমান পাঠকদের পাঠরুচিতে পরিবর্তনের উপর জোর দেন। আগে ক্লাসিক বা এডভেঞ্চারের সাহিত্য রস ও বিষয় বৈচিত্র্য কিশোর মনকে আনন্দ দিত। কিন্তু আজকাল সাধারণ পাঠের অনুপাত বেড়ে গেলেও ছোট বৈজ্ঞানিক উপন্যাস, হাল্কা গল্প কবিতাই বেশি সমাদর পায়। ক্লাসিকের প্রতি বিরূপতার প্রশ্নটি তিনি গ্রন্থাগারিকদের দৃষ্টি পথে আনেন। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারিকের স্থায়ী অবদান কি? আলোচনায় অংশ নেন মিঃ ফার্গুসন, সর্বশ্রী ফণিভূষণ রায়, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যোত রায় প্রভৃতি বক্তা। ক্লাসিকপাঠের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও সময়ের অভাবের কথাও বলা হয়। এর বিকল্পরূপে চিত্র সম্বলিত সংক্ষিপ্ত ক্লাসিকের উল্লেখ করা হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথা স্বীকৃত হয় যে মূল গ্রন্থের রস সম্পদ সংক্ষিপ্ত বইয়ে পাওয়া যায়না। শ্রীপ্রদ্যোত রায় বলেন বর্তমান পৃথিবী হতে 'বিস্ময়' শব্দটি ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। চাঁদের রহস্যও আজ আমাদের অবাক করতে পারে না। ইতিহাসের ধারানুসারে সামাজিক পরিস্থিতির চাপে পাঠ রুচির গতিও প্রকৃতি

দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। গ্রন্থাগারিকের সামাজিক অবদানের প্রশ্নে শ্রীফণিভূষণ রায় বলেন, গ্রন্থাগারিক বিবলিওগ্রাফী, অ্যাবস্ট্রাক্ট প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর চিরস্থায়ী অবদান মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে রেখে যাচ্ছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের নাম মুদ্রিত না থাকায় গ্রন্থাগারিকের অবদান প্রশ্নটি জিজ্ঞাসিত থেকে যায়।

নবম অধিবেশনের বিষয় ছিল "বই-সংরক্ষণ।" দৃষ্টান্ত দিয়ে বক্তৃতা করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায় চৌধুরী। তিনি বলেন, জাতীয় গ্রন্থাগারের বই সংরক্ষণ বিভাগটি এ বিষয়ে দেশের সকল গ্রন্থাগারকে সাহয্য দিয়ে থাকেন। এরপর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিষয়টির উপব প্রবন্ধ পড়েন। এ ছাড়া, "গ্রন্থাগারিকতা" আর "শিশু গ্রন্থাগারের" উপর মিঃ এন, আর, ম্যাককলভিন ও মিস চেম্বার্সের রেকর্ড করা ভাষণ শোনান হয়।

দশম অধিবেশনের বিষয় ছিল, "কলেজ গ্রন্থাগারের উন্নয়নে গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা।" আলোচনার সূত্রপাত করেন শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী। গ্রন্থাগার পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি। গ্রন্থাগার কর্মীদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করাও পষিদের অন্যতম আদর্শ। উপযুক্ত কর্মী ব্যতীত পরিষদের কাজ সুষ্টভাবে চলতে পারে না। কলেজ গ্রন্থাগারের কতগুলি বিশষত্ব থাকা সত্বেও পরিস্থিতিতে পৃথক সংগঠন পরিচালনা খুবই কঠিন। বৃটেনে এরূপ পৃথক পরিবদ না থাকাতেও কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সমস্যার সমাধান স্বাভাবিকভাবেই হচ্ছে। আলোচনাকালে শ্রীপ্রদ্যোত কুমার রায় কলেজ গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে স্বতন্ত্রসংগঠনের প্রতি গুরত্ব আরোপ করেন। এরপর ভারতের পুর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যবিররণ ও পরিচয় দেন তাঁদের মুখপাত্রগণ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু ইউ. জি. সি ও পে কমিটির রিপোর্টে গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে সুপারিশগুলির এক বিবরণ দেন।

একাদশ অধিবেশনে শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু "কলেজ গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষা ও পদমর্যাদা"র উপর তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করেন। গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের পূর্বেতিহাসের পর তিনি বর্তমান শিক্ষণ ব্যবস্থার বিবরণ দেন। 'Refresher course' এর কথাও তিনি বলেন। বর্তমানে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি যোগ্য পদমর্যাদা লাভেব বঞ্চিত। ইউ. জি. সি. পরিকল্পনায় কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা লেকচারারদের সমতুল্য বলে যে সুপারিশ করা হয়েছে কার্যত তার প্রয়োগ খুবই কম। আলোচনায় সর্বশ্রী বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবীর রায় চৌধুরী, প্রদ্যোতকুমার রায ও টি. এন. বি. সিংহ যোগ দেন। ইউ. জি. সি. পরিকল্পনার সঙ্গে পে-কমিটির সিদ্ধান্তের অমিল দেখা যায়। সরকারী কলেজ গ্রন্থাগারিকের ন্যূনতম যোগ্যতার প্রশ্নটিও আলোচিত হয়। গ্রন্থাগারের অন্যান্যকর্মীর স্বার্থ ও যথোচিত বিবেচনার দাবী রাখে।

দ্বাদশ অধিবেশনে সম্মেলনের সমাপ্তি। প্রস্তাব গ্রহণের পর প্রতিনিধিদের পক্ষ হতে শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু বৃটিশ কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কলেজ গ্রন্থাগারিকের এই সম্মেলনে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে মেলা-মেশা ও চিন্তার বিনিময় ছাড়াও দৈনন্দিন কাজকর্মে উদ্ভূত টুকিটাকি নানান বিষয়েরও আলোচনা হোত। এই ধরণের অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে যে সংযোগ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে বৃত্তির দিক থেকে তার প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনেক।

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার দাবী

৪ঠা এপ্রিল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গত ৪ঠা এপ্রিল (১৯৬১) ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত সভায় গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার দাবী জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুগান্তরের বার্তাসম্পাদক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু তাঁর বক্তৃতায় বলেনঃ—বৃত্তি ও মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই সভা আহ্বান করা হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী অবহেলিত হচ্ছে এর ফলে কর্মীরা ক্রমশঃই হতাশ হয়ে পড়ছেন, এবং এই কারণেই জনসাধারণকে তাঁদের অবস্থা জানাবার জন্যে আজ এই সভা আহ্বান করা হয়েছে। ১৯৫২/৫৩ সালের দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে আজকের দ্রব্যমূল্যের তুলনা মূলক বিচার করে দেখলে আমরা দেখতে পাব শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সরকার পরিচালিত জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার গুলিতে কোন বেতন বৃদ্ধিই হয়নি এমনকি কোন বেতন ক্রম ও চালু করা হয়নি। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে এই সময়ের মধ্যে কিছু কিছু বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এদের ক্ষেত্রে কিছুই হয়নি এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি থাকতে পারে ?

গ্রন্থাগারিকরা যদিও সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করতে আসেন তবুও তাঁরা সন্যাসী নন। তাঁদেরও সংসার আছে, আত্মীয় স্বজন ও পরিজন আছে তাঁদের কথা চিন্তা করে বিচার না করলে খুবই অন্যায় করা হবে।

সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার এই যে এদের উপযুক্ত দাবীকে কেউ অস্বীকার করছেন না কিন্তু প্রতিকারের কোন চেষ্টাও করা হচ্ছেনা। এরপর আসছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কথা। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের বৃত্তি ও মর্যাদার জন্য এই কমিশন যে সুপারিশ করেছেন তাও এখনো কার্যকরী হয়নি। ১৯৬১ সালে ইউ. জি. সি এই সুপারিশ করেছেন এবং অন্যান্য রাজ্যে এই সুপারিশ চালু হয়ে গিয়েছে শুধু বাংলা দেশেই এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। গত চার বছরের মধ্যেও এ বিষয়ে কোন কিছুই ব্যবস্থা হোল না এটাও অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। অনেক সময় অর্থের অভাবে ইউ. জি. সি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না বলে অজুহাত দেখান হচ্ছে কিন্তু আমাদের মনে হয় সত্যিকারের ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকলে কোন কাজই অর্থের জন্য আটকে থাকে না। যদি সুদৃঢ় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয় তাহোলে কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার দিকে নিশ্চয়ই নজর দিতে হবে। এঁদের সন্তুষ্ট করতে না পারলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কোনমতেই দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পে কমিশনের সুপারিশও গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে সুবিচার করেনি। কলেজ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে মহার্ঘ্য ভাতার ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের চেয়ে পৃথক করে দেখা হচ্ছে এটাও খুব যুক্তিযুক্ত কাজ হচ্ছে না। আজকের এই জনসভায় উপস্থিত জনসাধারণের কাছে তাই আমাদের অনুরোধ তাঁরা এই বেতন ও মর্যাদার বিষয় যেন সহানুভূতির সাথে বিচার করে দেখেন।

শ্রীনির্মলেন্দু বন্দোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় বলেন :—M. L. A., M. L. C. ও M. P. দের বেতন বেড়ে গেল শুধু গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রেই অর্থের অভাব দেখা দিল। আমাদের প্রত্যেকেরই অর্থের প্রয়োজন আছে। আমাদের এই দাবী কে সহানুভূতির সাথে বিচার করে দেখা উচিত। কলেজ গ্রন্থাগারিক পরিষদের পক্ষেথেকে শ্রীহরেকৃষ্ণ দত্ত বলেন:—পুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের কোন স্বাধীনতাই দেওয়া হয় না। ফলে নানা রকম অসুবিধা দেখা দেয়। এছাড়া শিক্ষকদের যে মহার্ঘ্যভাতা দেওয়া হয় গ্রন্থাগারিকদের তাও দেওয়া হয়না এটা আমদের খুবই অযৌক্তিক বলে মনে হয় সুতরাং এর আশু প্রতিকার প্রয়োজন।

জেলা ও গ্রামাণ গ্রন্থাগারিকদের পক্ষথেকে শ্রীসরোজ হাজরা বলেন—জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের অনেকদিন নির্দিষ্ট বেতনে কাজ করতে হচ্ছে, অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কিছু কিছু বেতন বৃদ্ধি ও মহার্ঘ্যভাত দেবার ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। বছরের পর বছর নির্দিষ্ট বেতনে আমাদের কাজ করে যেতে হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট বেতনক্রম ও মহার্ঘ্যভাতার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে হোলে জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রয়োজন।

উত্তরপাড়া প্যারী মোহন কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন :—শিক্ষার ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকার বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ভাল করে প্রচার করতে পারলে বেতন ও পদমর্যাদা-বিষয়ক আন্দোলন সহজ ও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে।

হাওড়া জেলায় গ্রাম্থাগারের শ্রীবিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য বলেন :—আমাদের কোন রকম ভাতা দেওয়া হচ্ছেনা, কোন বেতনবৃদ্ধি ও হচ্ছেনা। মেডিকেল রিলিফ আমরা পাচ্ছিনা এবং শিক্ষকদের মত আমাদের বেতন ও মর্যাদা দেওয়া হচ্ছেনা। এর আশু প্রতিকার আবশ্যক।

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন পলিটেকনিকের গ্রন্থাগারিক শ্রীমদন মোহন প্রধান বলেন :— পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কম নয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এদের বেতন ও পদমর্যাদার দিকে মোটেই নজর দিচ্ছেন না। এরা এখনো ১৭১-৩৫০ টাকা বেতন পাচ্ছেন। পলিটেকনিকের গ্রন্থাগারিকদের পলিটেকনিকের শিক্ষকদের মত বেতন ও সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন :—আজকের সভায় আরো বেশী জনসমাবেশ হবে আশা করেছিলাম আপনাদের দাবী আদায় করতে হলে আরো সংঘবদ্ধ হতে হবে, আরো সোচ্চার হতে হবে। জাতীয় জরুরী অবস্থায় গ্রন্থাগার প্রসারের পরিকল্পনা ব্যহত হয়েছে কিন্তু আমার মনে হয় এটা ঠিক যুক্তি যুক্ত হয়নি। মানুষ যদি সত্যিকারের শিক্ষিত না হয় তাহোলে সামরিক শিক্ষা কোন কাজেই লাগবেনা। বৈজ্ঞানিক উপায়ে গ্রন্থাগার গড়ে তোলার শিক্ষায় শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকরা যদি উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদা না পান তাহোলে ভবিষ্যতে এই বৃত্তি গ্রহণ করতে কেউ আসবেন না। ফলে গ্রন্থাগার আন্দোলন ব্যহত হবে।

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি সক্রিয় আন্দোলন না করলে সরকারের কাছ থেকে কোন দাবীই আদায় করা যায় না। নিয়মতান্ত্রিক উপায় সমস্যার সমাধান হবার আশা খুবই কম। শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

সভাপতি শ্রীদক্ষিণা রঞ্জন বসু তাঁর ভাষণে বলেন—লোকান্তরিত শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা সম্পর্কে কিছু চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর মৃত্যুর পর এ বিষয়ে আর কেউ আগ্রহ দেখান নি। প্রমীলবাবু বলেছেন গ্রন্থাগারিকরা নিরীহ প্রকৃতির মানুষ তারা অন্দোলনের মধ্যে সহজে যেতে চান না। শিক্ষকরা বোধ হয় আরো নিরীহ ছিলেন, সাংবাদিকরাও কম নিরীহ নন, কিন্তু তাঁদেরও তাদের দাবী আদায় করবার জন্যে ট্রেড ইউনিয়নের পথে অগ্রসর হতে হয়েছে। যে পরিকল্পনা সরকার করেছেন তাকে রূপায়িত করতে হলে কর্মীদের সমস্যার সমাধান করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যদি এ বিষয়ে উদাসীন থাকেন তাহলে আন্দোলন করা ছাড়া উপায় নেই। প্রয়োজন হলে ট্রেড ইউনিয়নের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। গ্রন্থাগারিকগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। আমাদের দেশে এই অবস্থার ব্যতিক্রম কেন ঘটবে? এই ব্যতিক্রম অত্যন্ত অপমান জনক। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ছাড়া আপনাদের সমস্যার সমাধান হবে না। আপনারা তার জন্যে প্রস্তুত হোন।

শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী নিম্নলিখিত প্রস্তাব গুলি উত্থাপন করতে গিয়ে বলেন :—বহুদিন ধরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা নিয়ে সংগ্রাম করে আসছে। আজও এই উদ্দেশ্যে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আমরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করে যেতে পারি তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমরা নিশ্চয়ই সাফল্য অর্জন করতে পারব। প্রস্তাবগুলি শ্রীমতী বাণী বসু সমর্থন করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। রাজ্যসরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কে প্রস্তাব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আহূত এই জনসভা পশ্চিবঙ্গ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির এবং ডে স্টুডেন্টস হোম গুলির অবস্থা বিশেষ ভাবে পর্যালোচনা করিয়া এই অভিমত পোষণ করিতেছে যে, বিগত ১৪ বৎসর ধরিয়া এই সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী একই বেতন এবং কোনরূপ মহার্ঘ্য বা অন্যান্য ভাতা না পাইয়া কার্য করিয়া চলিয়াছেন। ফলে (ক) ন্যূনতম জীবিকা অর্জনের সুযোগ না পাওয়ার দরুন কর্মীদল সাধারণ মানবিক বিবেচনা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। (খ) সরকার এই সমস্ত গ্রন্থাগার মারফৎ জনশিক্ষার যে কার্য সম্পাদন করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা ব্যাহত হইবার আশঙ্কা দেখা দিতেছে। সুতরাং এই সভা মনে করে যে এই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়া সরকারের উচিত অবিলম্বে গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য বেতনক্রম চালু করা, মহার্ঘ্যভাতা ও অন্যান্য ভাতা দেওয়া এবং শিক্ষকেরা সাধারণতঃ যে সব সুবিধা পাইয়া থাকেন সেই সব সুবিধা দেওয়া।

২। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কে প্রস্তাব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আহূত এই সভা লক্ষ্য করিতেছে যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উচ্চশিক্ষার মান উন্নতির পক্ষে গ্রন্থাগারগুলির যথাযথ সংগঠনের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গ্রন্থাগারিকদের জন্য শিক্ষকদের অনুরূপ একটি বেতনক্রম অনুমোদন করিয়াছেন এবং উহার জন্য আবশ্যক বর্দ্ধিত ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগ বহন করিতে প্রস্তুত আছেন। এই সভা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে অন্যান্য রাজ্যে এই সুপারিশ কার্যকর করা হইলেও পশ্চিমবঙ্গে ইহা আজও রূপায়িত হয় নাই। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনা হইতে মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ কার্যকর সম্ভব হইলেও তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরেও গ্রন্থাগারিকদের জন্য অনেক কম ব্যয়সাধ্য এই সুপারিশ আজও গৃহীত হইল নাই। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষ হইয়া গেলে মঞ্জুরী কমিশনের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহৃত হইতে পারে এই আশঙ্কায় গ্রন্থাগার কর্মীরা হতাশা ও উৎকণ্ঠা বোধ করিতেছেন। সুতরাং এই সভা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে কার্যকর করিবার জন্য সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে।

৩। শিক্ষকদের ন্যায় মহার্ঘ্যভাতা দান সম্পর্কে প্রস্তাব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আহূত এই সভা মনে করে যে গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষকদের অনুরূপ দায়িত্ব ও মর্যাদা আজ পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে তথাপি পশ্চিমবঙ্গের স্কুল কলেজের গ্রন্থাগার কর্মীরা শিক্ষকদের অনুরূপ মহার্ঘ্যভাতা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। গ্রন্থাগার শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হইলেও এবং ইহার সংগঠনের জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন স্বীকৃত হইলেও শিক্ষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহনের সভা শিক্ষক-পরিষদে আজও গ্রন্থাগারিক-দিগকে কোথায়ও সভাপদ দেওয়া হয় নাই। এই সভা এই দুই বিষয়েরই প্রতিকারের জন্য সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইতেছে।

৪। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে প্রস্তাব

এই সভা আরও মনে করে যে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য যে চেষ্টা হইতেছে তাহাতে প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন ও মর্যাদা দান পূর্বক একজন করিয়া সর্বসময়ের জন্য পৃথক গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা প্রয়োজন। এমন কি সরকারী বিদ্যালয় গুলিতে পর্যন্ত আজও এইরূপ গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হয় নাই। এই সভা সরকারের ও মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

বর্দ্ধমান — বৈদ্যনাথপুর পল্লীমঙ্গল সাধারণ পাঠাগার

গ্রন্থাগারিকের বিবৃতি

পশ্চিমবাংলার আসানসোল মহাকুমার অন্তর্গত বৈদ্যনাথপুর একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল (কয়লাখনি) সহ জনসংখ্যা ১০ হাজারের বেশী। ইং ১৯৬২ সালে এই গ্রামে স্থাপিত হয়—"সাধারণ পাঠাগার।"

পাঠাগারের জন্ম ইতিহাস জানতে হলে, আরও কয়েক বছর পিছনে ফিরে যেতে হবে। ইংরাজী ১৯৬৫ সালে কয়েকজন কর্মীর প্রচেষ্টায় পল্লীমঙ্গল সমিতির পত্তন হয়। সেদিন সমিতির কার্যসূচী ছিল, গ্রামের রাস্তা ঘাট সংস্কার, অসহায় রোগীর সেবা, ভিক্ষালব্ধ অংশে তাদের পথ্য এবং পাথেয় দেওয়া। গ্রামে কোন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত অথবা নেতা স্থানীয় ব্যক্তি এলে তাঁর সম্বর্দ্ধনা জানান।

এইভাবে চলে যায় দিন। অকস্মাৎ দুঃসংবাদ পৌছল বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তিরোহিত হয়েছেন। কলিকাতা শহর হতে বহু ব্যবধান এই গ্রামের, তবু সেদিনের দৃশ্য অবর্ণনীয়। সমিতির ডাকে সাড়া দিয়ে, সমস্ত গ্রামবাসী আত্মীয় বিয়োগ অনুভব করে, মৌন মিছিলে যোগ দিয়ে নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানায়।

স্বাধীনতার ১৭ বৎসর পরেও আমাদের মধ্যে অজ্ঞতার গভীরতা কতখানি তার প্রমাণ পাই গ্রামের ২১১ জন ব্যক্তির প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে। তাঁদের জিজ্ঞাস্য আজ কে মারা গেছে? সেইদিন থেকে আমরা শপথ গ্রহণ করলুম, আমাদের যা কিছু অজ্ঞতা দূর করে ফুটিয়ে তুলবো জ্ঞানের আলো। চলল আমাদের বিরাম হীন সংগ্রাম। ঘরে ঘরে বই, চাষীর ঘরে ধান, ছোট বড় দোকানে পয়সার ডিবে এ থেকেই পর্ণকুটীর লক্ষ্মী মন্দিরে গড়ে উঠল পাঠাগার—"সাধারণ পাঠাগার"—সকলের সমান অধিকার।

পালাক্রমে বই সরবরাহ করা, সংবাদ পত্র পড়ে গ্রামবাসীদের শোনান, সন্ধ্যার নিয়মিত লেখা পড়া শেখান হতে লাগল।

দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল ঘরে এবং বাইরে। গ্রাম্য দলাদলির প্রভাব মুক্ত থাকার জন্য ১৯৬২ সালে সরকারী এক্ট অনুযায়ী "সাধারণ পাঠাগার" রেজিষ্ট্রী করা হয়। যাতে নেতৃত্বের প্রলোভন আমাদের স্পর্শ না করে, তার জন্য সভা নেতৃত্বের পদে স্থানীয় সরকারী B. D. O.কে নির্বাচিত করা হয়।

কর্মীবৃন্দের অদম্য উৎসাহে ও স্থানীয় গ্রামবাসী এবং শিল্পপতিদের অর্থানুকূল্যে "সাধারণ পাঠাগারের" জন্য জমি খরিদ করে নিজস্বভবন নির্মাণ করা হয়েছে! বই এর সংখ্যা ১০০০ (এক হাজার) অতিক্রম করেছে। প্রসূতি সদনের এবং শিশুদের খেলাধূলার জন্য জমি নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।

সরকারী স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য বছরের পর বছর আমরা আবেদন করে আসছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কর্তৃপক্ষ ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করে আমাদের অনাদৃত অবহেলিত করে রেখেছেন।

এই অঞ্চলের সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠানের একমাত্র দাবী "সাধারণ পাঠাগার" রূপায়িত হোক গ্রামীণ পাঠাগারে।

তাই গ্রন্থাগার পত্রিকার মাধ্যমে আর একবার দৃষ্টি আকর্ষণ করি সহৃদয় কর্তৃপক্ষের।

পরিষদ কথা

মিউনিসিপাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দাবীতে হাজরা পার্কে জনসভা

গত ২১শে মার্চ বিকাল ৬টায় হাজরা পার্কে মিউনিসিপাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

কলিকাতা সহরে মিউনিসিপাল গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, ও পৌরসভার এ বিষয়ে নিষ্ক্রীয়তা বিশ্লেষণ করে আগামী নির্বাচনে নির্বাচিত পৌরসভার প্রতিনিধিদের কাছে অবিলম্বে মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়ে সভায় বক্তৃতা করেন সর্বশ্রী বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবীর রায়চৌধুরী, ফণিভূষণ রায়, অনাথবন্ধু দত্ত, ও বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়।

সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন :—নাগরিকদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির চাহিদাকে সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত করবার জন্য অবিলম্বে কলকাতায় সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত মিউনিসিপাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। কলকাতার পৌর প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে নিশ্চয়ই অবহিত হবেন।

এ বিষয়ে একটি প্রস্তাবও সভায় গৃহীত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পরিষদের গৃহনির্মাণ উপলক্ষে ৬৭,৫০০ টাকা দান।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একখানি চিঠিতে জানা গিয়েছে পরিষদের গৃহ নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬৭,৫০০ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। গৃহনির্মাণের কাজ আরম্ভ হলে ঐ টাকার ২৫% প্রথমে দেওয়া হবে। তারপর বাকি টাকাটা কাজের উন্নতি অনুযায়ী কিস্তিতে কিস্তিতে দেওয়া হবে। ইতিপূর্বে গৃহনির্মাণের জন্য ৯০,০০০ টাকার একটা পরিকল্পনা পরিষদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছিল।

পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিলে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার কর্মীদের অর্থ সাহার্য্য

বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের শ্রীবীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি ৫০ টাকা সংগ্রহ করে পরিষদের গৃহ নির্মাণে সাহায্যের জন্য মনি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

গ্রন্থাগার পত্রিকার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ সাহায্য

গ্রন্থাগার পত্রিকার জন্য সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেছেন।

উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে শিশু গ্রন্থাগারের উপর যাঁরা প্রবন্ধ পাঠ করতে চান আগামী ১৫ই মের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে তাঁদের প্রবন্ধ জমা দিতে হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কার্যালয়ের বার্ষিক ছুটির তালিকা ১৯৬৫

ইংরাজী নববর্ষ দিবস	১লা জানুয়ারী,
নেতাজীর জন্মদিন	২৩শে জানুয়ারী,
প্রজাতন্ত্র দিবস	২৬শে জানুয়ারী
ইদ্‌-উল-ফিতুর	৪ঠা ফেব্রুয়ারী
শ্রীপঞ্চমী	৬ই ফেব্রুয়ারী
দোল যাত্রা	১৭ই মার্চ
চৈত্র সংক্রান্তি	১৩ই এপ্রিল
বাংলা নববর্ষ দিবস	১৪ই এপ্রিল
গুড ফ্রাইডে	১৬ই এপ্রিল
রবীন্দ্র জন্মোৎসব	৮ই মে
মহরম	১২ই মে
স্বাধীনতা দিবস	১৫ই আগষ্ট
জন্মাষ্টমী	১৯শে আগষ্ট
মহালয়া	২৪শে সেপ্টেম্বর
দুর্গাপূজা (ষষ্ঠী থেকে একাদশী)	১লা অক্টোবর থেকে
এবং গান্ধীজীর জন্মদিন	৬ই অক্টোবর
লক্ষ্মীপূজা	১১ই অক্টোবর
কালী পূজা	২৩শে অক্টোবর
গ্রন্থাগার দিবস	২০শে ডিসেম্বর
বড়দিন	২৫শে ডিসেম্বর
পুনর্মিলন দিবস	পরে ঘোষণা করা হবে।

পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় গ্রন্থাগার প্রকল্প

তিনটি পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় পশ্চিম বঙ্গ সরকার গ্রন্থাগার বিষয়ে যে কয়েকটি প্রকল্প কার্যকরী করেছেন এবং যেগুলি এবারের বাজেট বিবৃতিতেও আশু রূপায়নের জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলি নিম্নে প্রদত্ত হোল :

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। বাজেটে ১৯৬৫ ৬৬ সালের জন্য ১২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে	এই প্রকল্প অনুযায়ী ১৮টি জেলা গ্রন্থাগার, ২৪টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার এবং ৩২৪টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। ৮৪৪টি গ্রন্থাগারকে স কার অর্থ সাহায্য করেন। সরকারী হিসাবে এই সকল গ্রন্থাগারের মোট গ্রন্থসংখ্যা ৩০ লক্ষ। দুই লক্ষ লোক এগুলি ব্যাবহার করে থাকে ।
মোট যোজনা বরাদ্দ (১৯৬১-৬৬) ৮লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা	ঐ একই পরিকল্পনাধীনে সরকারের কলকাতায় ২০টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, ৫৫টি মহকুমা গ্রন্থাগার এবং ১০০টি ব্লক (অঞ্চল পঞ্চায়েত) গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রকল্প আছে।
মোট যোজনা বরাদ্দ (১৯৬১-৬৬) ৬ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা	সরকার মনে করেন যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, স্কুল ও কলেজ উন্নয়ন হেতু শিক্ষাণপ্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন দেখা দেবে। তজ্জন্য সরকার একটি শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেছেন। তাতে স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য এক বৎসরের ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য এক স্বল্পকালীন শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে। ছয় মাসের একটি শিক্ষণ কার্য ইতি মধ্যে চালু করা হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকুল্যে কয়েকটি নির্বাচিত সর্বার্থ-সাধক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষি, বাণিজ্য, চারুকলা ও কারিগরি বিদ্যার উপর ৩২৫টি পুস্তকের সেট প্রদান করা হবে।
বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ সংস্থান মোট যোজনা বরাদ্দ (১৯৬১-৬৬) ১০ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা	এই প্রকল্প অনুযায়ী অতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের সুবিধা থাকবে। প্রতি বিদ্যালয়ে একটি করে 'টেক্সট বুক কর্ণার' খোলাও স্থির হয়েছে। ১৯৬৩-৬৪ সালের মধ্যে ৮০০টি বিদ্যালয়ে এ প্রকল্পটি চালু করা হয়।
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বরাদ্দ ৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা	বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীনে। এই প্রকল্পে কয়েকটি নির্বাচিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছাত্র ও সাধারণের ব্যবহারোপযোগী একটি করে গ্রন্থাগার থাকবে।
ডে স্টুডেন্টস হোম পাঠ্য পুস্তক গ্রন্থাগার ইত্যাদি মোট যোজনা বরাদ্দ ৯ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা	এই প্রকল্প অনুযায়ী দারিদ্র ছাত্রদের পড়াশুনার সুবিধার্থে ডে স্টুডেন্টস হোম, পাঠকক্ষ, পাঠ্য পুস্তক গ্রন্থাগার, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি বাবদ ব্যয় বরাদ্দ করা হয়।

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা ও আত্ম সমীক্ষা

গত ৪ঠা এপ্রিল, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার দাবীকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরবার উদ্দেশ্যে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ জনসভায় সরকার পরিচালিত জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার নিযোজিত পে-কমিশন; বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশনের সুপারিশ; স্কুল গ্রন্থাগার, পলিটেকনিক গ্রন্থাগার ও ডে-স্টুডেণ্টস হোমের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং ডে-স্টুডেণ্টস হোমের জন্য সুনির্দিষ্ট বেতনক্রম ও অন্যান্য ভাতার ব্যবস্থা করার দাবী জানান হয়েছে এই সভায়। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ইউ, জি, সি,র সুপারিশ অনুযায়ী বেতন ও মর্যাদার দাবী উত্থাপিত হয়েছে এখানে। পলিটেকনিক গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে টেকনিকাল শিক্ষকদের মত বেতন ও মর্যাদার দাবী জানান হয়েছে এবং স্কুল গ্রন্থাগারিকদের স্কুল শিক্ষকদের মত বেতন ও মর্যাদা দেবার দাবীও সমর্থিত হয়েছে এখানে।

দুঃখের বিষয় এই জনসভায় সেদিন যে জনসমাগম হয়েছিল তাকে মোটেই যথেষ্ট বলা চলে না। যে ভাবে প্রচার কার্য চালান হয়েছিল তাতে আমরা আশা করেছিলাম অনেক বেশী গ্রন্থাগার কর্মীর সমাবেশ আমরা দেখতে পাব, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম আমরা বৃথাই সে আশা পোষণ করেছিলাম। শুধু ৪ঠা এপ্রিলের সভা নয় আরো অনেক সভাতেই এই জনসমাগমের স্বল্পতা আমরা অনুভব করেছি। শুধু বেতন ও মর্যাদার প্রশ্ন নিয়েই নয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনায়ও আমরা দেখেছি ভাল মত সাড়া পাওয়া যায় না। এসব দেখে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার কর্মীদের কি এতই অভাব? কিন্তু তাও সত্য নয়। আশে পাশের অঞ্চলকে বাদ দিলেও এই কলকাতা সহরেই প্রায় এক হাজার গ্রন্থাগার কর্মী বিভিন্ন উন্নত গ্রন্থাগারের সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন। এদের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগও সেদিনের সভায় সমবেত হন নি। এর কারণ কি এটা ধীর মস্তিষ্কে আমাদের বিচার করে দেখা উচিত।

অনেকের হয়ত মনে হতে পারে সাংগঠনিক দুর্বলতাই এই জনসমাবেশের স্বল্পতার জন্য দায়ী। কিন্তু এ কথাও বিশ্বাস যোগ্য বলে মনে হয় না।

দীর্ঘদিন ধরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার উন্নয়ন, কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি, জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার প্রচার এবং গ্রন্থাগার আইনের সাহায্যে বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ক্রমাগত সংগ্রাম করে আসছে। পরিষদ গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতি বছর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নতুন করে পরিষদের কার্যকরী সমিতি ও কাউন্সিল গঠিত হয় এবং এই কার্যকরী সমিতি সারা বছরের কাজ পরিচালনা করেন। সুতরাং এদের কাজের পিছনেও পরিষদের সব সভ্যদের সক্রিয় সমর্থন আছে বলেই ধরে

নেওয়া যেতে পারে। আর সত্যিই যদি পরিষদের সভ্যরা পরিষদের কার্যধারাকে সমর্থন করেন তাহলে এই সব সভায় তাঁদের বিরাট একটা অংশকে আমরা দেখতে পাইনা কেন? শুধু চাঁদা দিয়ে এবং গ্রন্থাগার পত্রিকা পেয়েই যদি সভ্যরা মনে করেন পরিষদের প্রতি সব দায়িত্বই তাঁরা পালন করলেন তাহলে কোন মহৎ সংকল্পকে কার্যকরী করে তোলা আমাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না।

৪ঠা এপ্রিলের জনসভা দেখে তাই আজ আমাদের আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আজ সারা বাংলাদেশে অনেকগুলো গ্রন্থাগার সংস্থা গড়ে উঠেছে। সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সংস্থা I L A ও IASLIC কে বাদ দিলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলেজ গ্রন্থাগারিক সংস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগার কর্মচারী সংস্থার নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের মধ্যে বিরোধের কোন প্রশ্ন ওঠে না কারণ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সারা বাংলাদেশের সব রকম গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার প্রেমিকদের পরিষদ। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে ওঠা গ্রন্থাগার থেকে সুরু করে জাতীয় গ্রন্থাগার পর্যন্ত এবং স্কুল গ্রন্থাগার থেকে সুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার পর্যন্ত সব রকম গ্রন্থাগারের বহুমুখী সমস্যা নিয়ে এই পরিষদকে সব সময়ই ব্যস্ত থাকতে হয়। কলেজ গ্রন্থাগারিকদের এবং সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগার কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই এই পরিষদের সভ্য। পশ্চিমবাংলার সব রকম গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা নিয়ে এই পরিষদ তার অন্যান্য কাজের সাথে সাথে সংগ্রাম করে চলেছে।

কলেজ গ্রন্থাগারিক সংস্থা শুধুমাত্র কলেজ গুলোর সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন এবং সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগার সংস্থা জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং ডে-স্টুডেন্টস্ হোমের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছেন। এঁদের গণ্ডীর মধ্যে এঁরা যদি ক্রমাগত বেতন ও মর্যাদার জন্যে সংগ্রাম করে চলেন তাহলে এই সব কর্মচারীদের বেতন ও মর্যাদার সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে আসবে। এবং আমাদের পাশাপাশি এই আন্দোলন সরকার ও কর্তৃপক্ষকে চিন্তান্বিত করে তুলবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমরা গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার সমস্যার সমাধান মনে প্রাণে কামনা করি, সেই সমাধান যদি কলেজ গ্রন্থাগারিক সংস্থা এবং সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগার কর্মচারী সংস্থা ত্বরান্বিত করতে পারেন তাহলে আমরা তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দনই জানাব।

আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই কিন্তু তবুও আমরা দেখতে পাচ্ছি পারস্পরিক যোগাযোগ ভালভাবে গড়ে উঠছে না। এই পারস্পরিক যোগাযোগ আমাদের গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজন হলে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আমাদের কাজ করতে হবে। প্রত্যেক গ্রন্থাগারকর্মীকে বেতন, মর্যাদা ও বৃত্তিগত শিক্ষার প্রতি সচেতন করে তোলার দায়িত্ব সবাইকে সমান ভাবে বহন করতে হবে। এই সচেতনতা বা কন্সাসনেস্ জাগিয়ে তুলতে না পারলে আমরা কোন ব্যাপারেই সফলতা অর্জন করতে পারব না।